2 – year B. Ed Programme
Part – I

Method Paper : History

UNIVERSITY OF BURDWAN
DIRECTORATE OF DISTANCE EDUCATION
Golapbag, P.O – Rajbati,
Burdwan – 713104

পাঠ-প্রণেতা

ডঃ নন্দিতা ব্যানার্জী

অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর
কালনা কলেজ (বি.এড. বিভাগ)
কালনা, বর্ধমান।

যুগ্ম সম্পাদক

অধ্যাপক তুহিন কুমার সামন্ত

শিক্ষা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

বিভাগীয় প্রধান (বি.এড)
ডিরেক্টরেট অফ ডিসট্যান্স এডুকেশন,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

গ্রন্থসত্ত্ব © ২০১৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান—৭১৩ ১০৪
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

প্রকাশনা

ডিরেক্টর, দূরশিক্ষা অধিকরণ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা - ৭০০ ০৫৬

সম্পাদকের নিবেদন

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষা ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে ১৯৯৪ সাল থেকে। আর দূরশিক্ষার মাধ্যমে বি.এড. চালু করার পরিকল্পনাটি রূপায়িত হয়েছে ২০১৪ সালে, যা দূরশিক্ষা অধিকরণের তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বড় প্রাপ্তি। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই প্রচেষ্টা এই প্রথম। ভারতের মতো জনবহুল ও উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষক-শিক্ষিকার ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর জন্য এবং এই পেশামূলক কোর্সটির বিস্তার ঘটানোর জন্য এই কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বি.এড. কোর্সটি NCTE-র (National Council For Teacher Education) নিয়মানুসারে দ্বি-বার্ষিক কোর্স হিসাবে কার্যকরী হয়েছে। Part-I ও Part-II-এর চারটি করে আবশ্যিক পেপার এবং সর্বমোট ১২টি মেথড পেপারের পাঠ্যবিষয়গুলি যাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছে সহজবোধ্য হয় এবং অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই যাতে তারা তা অনুধাবন করতে পারে, সেজন্য প্রতিটি পেপারের জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক আবশ্যিক হয়ে পড়ে, যা কিনা সম্পূর্ণভাবে এখানকার পাঠক্রম অনুসারী। এই কাজটি সুসম্পন্ন করার জন্য দূরশিক্ষা অধিকরণ; বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগ এবং অন্যান্য অনুমোদিত কলেজগুলি থেকে দক্ষ অধ্যাপক/অধ্যাপিকা নিযুক্ত করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই যথাযোগ্য মর্যাদায় তাঁদের কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অধিকর্তা ডঃ দেবকুমার পাঁজা মহাশয় এই কার্যক্রম সুচারুভাবে পরিচালনা করেছেন। উপ-অধিকর্তা শ্রী অংশুমান গোস্বামীর অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলেই কাজটি সংক্ষিপ্ত সময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ। তাঁদের উৎসাহ ও পরামর্শ প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে।

দূরশিক্ষা অধিকরণের অন্যান্য সকল আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের ধন্যবাদ জানাই। মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও কর্মীদের সহযোগিতা অবশ্য-স্মরণীয় এবং সামগ্রিকভাবে সবক্ষেত্রে আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ জানাই বি.এড.-এর দুইজন কোর-ফ্যাকাল্টি ডঃ সোমনাথ দাস এবং শ্রী অর্পণ দাসকে।

আগস্ট, ২০১৬

প্রফেসর তুহিন কুমার সামন্ত
ডঃ শাঁওলী চক্রবর্ত্তী

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

বিভাগ - ক

একক - ১ নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত ১

একক - ২ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের বিষয়গত ও শিক্ষাগত বিশ্লেষণ ১৩

বিভাগ - খ

একক - ১ বিষয়বস্তুগত ধারণা ও ইতিহাস শিক্ষণের পেক্ষাপট ৩৯

একক - ২ ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি ৬৬

একক - ৩ ইতিহাস শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ ৮৯

একক - ৪ ইতিহাস শিক্ষক ১১৮

একক - ৫ ইতিহাস পাঠক্রমের বিশ্লেষণ ১৩৫

একক - ৬ ইতিহাসের পাঠপরিকল্পনা গঠন ১৬৭

GROUP - A (বিভাগ - ক)

একক - ১

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচী পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত

CONTENTS OF THE SYLLABUS OF CLASS IX-X UNDER WBBSE OR EQUIVALENT

১.০ - উদ্দেশ্য

১.১ - পাঠ অবতারণা

১.২ - বিষয়বস্তু

১.৩ - সংক্ষিপ্তসার

১.৪ - পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও তার ব্যাখ্যা

১.৫ - সহায়ক পাঠ ও তথ্যসূচী (পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ)

১.৬ - অনুশীলনী-আত্মমূল্যায়ক প্রশ্নাবলী

১.০ - উদ্দেশ্য

নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রদের সামনে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক ঘটনার ঘূর্ণাবর্তকে সম্ভবপর যুক্তি সহযোগে প্রতিষ্ঠা করা। ধর্মনিরপেক্ষ ইতিহাসবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিলাভে সহায়তা করা।

১.১ - পাঠ অবতারণা

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম অনুসারে কিছু নির্বাচিত প্রশ্নকরণ।

১.২ - বিষয়বস্তু

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম ও প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন।

নবম শ্রেণী

কুষাণ ও মৌর্য শাসনব্যবস্থা

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) ‘সামাজিক চুক্তি’ মতবাদের একজন প্রবক্তার নাম বলো। (খ) ‘হাতিগুম্ফা লিপি’ কে খোদাই করেন? (গ) শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (ঘ) মিনান্দার কে ছিলেন? (ঙ) কোন গুপ্তরাজাকে হুন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য ‘ভারতের রক্ষাকারী’ বলা হয়? (চ) সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর মৃত্যুর পর কে রাজা হন? (খ) কুষাণ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (গ) প্রথম আজেস ও গন্ডোফারনিস কারা? (ঘ) হর্যঙ্ক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর সমসাময়িক ধর্মগুরু কে ছিলেন? (ঙ) টীকা : শকাব্দ। (চ) কুষাণ কারা? তাদের রাজত্বকালে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের কারণ কী?

৩) সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

(ক) ষোড়শ মহাজনপদ সম্পর্কে লেখো। (খ) বিম্বিসার বিখ্যাত কেন? (গ) কলিঙ্গ যুদ্ধ স্মরণীয় কেন? (ঘ) মেগাস্থিনিসের বিবরণ। (ঙ) মগধের উত্থানের কারণগুলি লেখো। (চ) টীকা : অশোকের ধর্মবিজয় নীতি।

৪) অংশভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৬)

(ক) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর প্রধানমন্ত্রী কে? নন্দবংশের কোন রাজা তাঁর হাতে নিহত হন? তাঁর শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (খ) সম্রাট অশোকের জীবনের শেষ যুদ্ধ কোনটি? তিনি শাসনব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন আনেন? তাঁর ধর্মনীতি উল্লেখ করো। (গ) কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? তিনি কবে সিংহাসনে বসেন? তাঁর কৃতিত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। (ঘ) সাতবাহনদের উৎপত্তি কীভাবে হয়? এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার পরিচয় দাও। (ঙ) মৌর্য ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি কী কী? চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সাম্রাজ্যে ভারতের কোন কোন অঞ্চল অবস্থিত? (চ) অশোক মৌর্য শাসননীতিতে কী কী পরিবর্তন আনেন?

নবম শ্রেণী

ভারতে আঞ্চলিক রাজশক্তির উত্থান

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) গুপ্ত বংশের শেষ রাজা কে? (খ) যশোধর্মনের রাজধানী কোথায় অবস্থিত? (গ) কোন হুননেতাকে ‘ভারতীয় এটিলা’ বলা হয়? (ঘ) শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় অবস্থিত? (ঙ) ‘কিরাত অর্জুনীয়ম’ গ্রন্থটি কার লেখা? (চ) কোন গুপ্ত রাজা বিষ্ণুগোপকে পরাস্ত করেছিলেন?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) স্কন্দগুপ্তের পরবর্তী দুজন উল্লেখযোগ্য রাজার নাম বলো। (খ) গুপ্ত বংশের পতনের পর মালব ও কনৌজে কোন কোন বংশের শাসন শুরু হয়? (গ) যশোধর্মন কোন বংশের রাজা? তাঁর রাজধানী কোথায় ছিল? (ঘ) বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা কে? তাঁর রাজধানী কোথায় অবস্থিত ছিল? (ঙ) চোলদের শক্তিশালী ও শেষ শক্তিশালী রাজার নাম বলো। (চ) বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের স্থান নির্ণয় করো।

৩) সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

(ক) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি বর্ণনা করো। (খ) ইতিহাসে শশাঙ্ক এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? (গ) যশোধর্মন। (ঘ) ত্রিশক্তির দ্বন্দ্বের কারণ লেখো। (ঙ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ভারতে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন ছিল? (চ) কনৌজের আধিপত্যের জন্য ত্রিমুখী দ্বন্দ্বের উপর টীকা লেখো।

৪) অংশভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৬)

(ক) গুপ্ত বংশের পতনের কারণরূপে দুর্বল উত্তরাধিকার ও বৈদেশিক আক্রমণ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো। (খ) বাংলার প্রথম সার্বভৌম রাজা কে? তিনি কোন রাজাদের অধীনে প্রথমে চাকরি করতেন? তাঁর প্রতিভার পরিচয় দাও। (গ) হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয় ও শাসননীতির পৃথক পরিচয় দাও। (ঘ) রাষ্ট্রকূটদের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? তাঁর কৃতিত্ব লেখো। (ঙ) ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্বের উৎপত্তি, কারণ ও ফলাফল লেখো। (চ) পল্লব বংশের প্রথম তিনজন উল্লেখযোগ্য রাজার পরিচয় দাও। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও শেষ শক্তিশালী রাজা কে?

নবম শ্রেণী

ভারতের সমাজ অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) তাম্র-প্রস্তর যুগকে কোন আখ্যা দেওয়া হয়? (খ) কুলীন প্রথা কে চালু করেছিলেন? (গ) সাতবাহনদের সিসার মুদ্রার নাম কী? (ঘ) চোলদের স্বর্ণমুদ্রার নাম কী? (ঙ) ‘রামচরিত’ কার লেখা? (চ) ‘মুদ্রারাক্ষস’ কার লেখা?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) সামাজিক রূপান্তরে লোহার ভূমিকা কী ছিল? (খ) বর্নবিভাজন ও শ্রেণীবিভাজন বলতে কী বোঝো? (গ) অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের সংজ্ঞা দাও। (ঘ) কুলীন প্রথা কী? কে এটি প্রথম চালু করেন? (ঙ) পল্লব শিল্পের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। (চ) প্রাচীন ভারতে সামন্তপ্রথার অর্থনৈতিক ভিত্তি কী?

৩) সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

(ক) কৌলিন্যপ্রথা। (খ) প্রাচীন ভারতের বর্ণপ্রথা। (গ) সামন্তপ্রথা। (ঘ) দেবদাসীপ্রথা। (ঙ) প্রাচীন ভারতের

সাহিত্যের অগ্রগতি সম্পর্কে আলোচনা করো। (চ) প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য ও চিত্রশিল্পের উন্নতির ধারা বিবৃত করো।

৪) অংশভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৬)

(ক) সামাজিক রূপান্তর কী? প্রাচীন ভারতে তা কীভাবে এল? এই রূপান্তরের পরিণতি কী হয়েছিল? (খ) সামন্তপ্রথা কাকে বলে? ভারতে এই প্রথার উৎপত্তি কীভাবে? সামন্তব্যবস্থায় মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? (গ) বর্ণপ্রথা কী? সুবিধাভোগী সম্প্রদায় কাদের বলে? বর্ণপ্রথার ফলাফল কী হয়েছিল? (ঘ) প্রাচীন ভারতের অর্থনীতিতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের গুরুত্ব তুলে ধরো। (ঙ) সামন্তপ্রথা কাকে বলে? প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে সামন্তপ্রথার তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো। (চ) বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে এমন দুটি স্থানের নাম করো। গান্ধারশিল্পের দুটি বৈশিষ্ট্য কী? শিল্পের জগতে অজন্তা বিখ্যাত কেন?

নবম শ্রেণী

ইসলাম ও ভারতবর্ষ

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) আরবরা কবে সিন্ধু জয় করে? (খ) আরবদের সিন্ধু বিজয়কালে কে কাকে পরাস্ত করেছিলেন? (গ) সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণকালে কে ভারত ভ্রমণে আসেন? (ঘ) তরাইয়ের প্রথম যুদ্ধে কে কাকে, কবে পরাস্ত করেছিল? (ঙ) মিঁয়া তানসেন কে? (চ) ১৭০৭ খিস্টাব্দ বিখ্যাত কেন?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) আরবরা কবে সিন্ধু জয় করেন? সিন্ধুজয়ে নেতৃত্ব দেন কে? (খ) সুলতান মামুদ কবে ভারত আক্রমণ করেন? তাঁর ভারত আক্রমণের উদ্দেশ্য কী ছিল? (গ) দ্বিতীয় তরাইয়ের যুদ্ধ কবে হয়? কে তাতে পরাজিত হন? (ঘ) 'লাখবক্স' কার উপাধি? তাঁর পর কে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন? (ঙ) রাজপুতদের প্রতি আকবর কী নীতি গ্রহণ করেছিলেন? (চ) মহম্মদ বিন তুঘলক তাঁর রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরিত করেছিলেন কেন?

৩) সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

(ক) আরবদের সিন্ধু বিজয়। (খ) সুলতান মামুদ। (গ) আলবিরুনি। (ঘ) তরাইয়ের যুদ্ধের গুরুত্ব (১০৯২)। (ঙ) আকবরের কৃতিত্ব বর্ণনা করো। (চ) আলাউদ্দিন খিলজির অর্থনৈতিক সংস্কারগুলি লেখো।

৪) অংশভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৬)

(ক) দিল্লীর সুলতানি শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁর আমলে কোন মোঙ্গল নেতা দিল্লি আক্রমণ করতে আসে? তাঁকে কেন সুলতানি শাসনের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলে? (খ) তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এই বংশের উল্লেখযোগ্য সুলতান কে? কী কারণে তাঁকে উল্লেখযোগ্য সুলতান মনে করো? (গ) শাহজাহানকে সৌন্দর্যপ্রিয় বলে কেন? ঔরঙ্গজেব কেমন ধরনের সম্রাট ছিলেন? (ঘ) মোগল সাম্রাজ্যের পতনের তিনটি

প্রধান কারণ বিশ্লেষণ করো। (ঙ) মনসবদারি প্রথা কে প্রবর্তন করেন? এই প্রথার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী? (চ) মোগলদের কেন্দ্রীয় শাসনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা ও রাজস্বনীতির ভূমিকা কী ছিল?

নবম শ্রেণী

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার ও পলাশির যুদ্ধ

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) অন্ধকূপ হত্যার নায়ক কে? (খ) পলাশির যুদ্ধ কবে, কাদের মধ্যে হয়েছিল? (গ) বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব কে? (ঘ) বক্সারের যুদ্ধ কবে, কাদের মধ্যে হয়েছিল? (ঙ) কে ইংরেজ কোম্পানিকে দেওয়ানি অধিকার দেন? (চ) ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ বিখ্যাত কেন?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) কবে, কাদের মধ্যে পলাশির যুদ্ধ হয়? (খ) পলাশির যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য লেখো। (গ) সিরাজের দুই বিশ্বস্ত সেনাপতির নাম কী কী? (ঘ) বিদেরার যুদ্ধ কবে এবং কেন হয়েছিল? (ঙ) মার্কেনটাইল অর্থনীতি কী? (চ) 'পলাশির লুণ্ঠন' বলতে কী বোঝো?

৩) সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

(ক) পালশির যুদ্ধ। (খ) বক্সারের যুদ্ধ। (গ) রেগুলেটিং আইন (১৭৭৩)। (ঘ) দ্বৈতশাসন (ঙ) ইঙ্গ-ফরাসি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফরাসিদের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা করো। (চ) ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের স্বরূপ বর্ণনা করো।

৪) অংশভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৬)

(ক) সিরাজ কে? তিনি কবে কলকাতা আক্রমণ করেন? 'অন্ধকূপ হত্যা' সম্পর্কে তোমার ধারণা বিবৃত করো। (খ) মিরকাশিমের স্বাধীন কর্মসূচিগুলি কী কী? বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব লেখো। (গ) ঔপনিবেশিক শাসন বলতে কী বোঝো? এই শাসনের ভিত কীভাবে তৈরি হয়েছিল? (ঘ) ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের কারণ ও ফলাফল লেখো। (ঙ) বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে? বাংলার প্রথম তিন নবাবের সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক কীরূপ ছিল? সিরাজ-উদ্-দৌল্লার আমলে এ সম্পর্কে কী পরিবর্তন হয়েছিল? (চ) ইউরোপীয় ধনতন্ত্র ও উপনিবেশের অর্থনীতির উপর তার প্রভাব লেখো।

দশম শ্রেণী

ফ্যাসিবাদ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) ইটালির ফ্যাসিস্ট নেতার নাম কী? (খ) জার্মানির নাৎসি নেতার নাম কী? (গ) 'মেইন ক্যাম্প' কার লেখা? (ঘ) রোম-বার্লিন-টোকিয়ো অক্ষচুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়? (ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয়?

(চ) হিটলার কবে রাশিয়া আক্রমণ করেন?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) গণতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। (খ) ফ্যাসিস্ট দলের দুটি উদ্দেশ্য বিবৃত করো। (গ) করফু ঘটনা কী? (ঘ) হিটলারের ইহুদি বিদ্বেষের দুটি কারণ উল্লেখ করো। (ঙ) 'অ্যান্টি-কমিস্টার্ন প্যাক্ট' কেন হয়? (চ) ইঙ্গ-ফরাসি তোষণনীতি বলতে কী বোঝো?

৩) সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

(ক) ফ্যাসিস্ট দলের লক্ষ্য। (খ) নাৎসি দলের আদর্শ। (গ) রোম-বার্লিন অক্ষচুক্তি। (ঘ) রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। (ঙ) মুসোলিনি কীভাবে ইটালিতে ক্ষমতা দখল করেন? (চ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কী কী কারণে গণতন্ত্রের পতন ঘটে।

৪) অংশভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৬)

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে, কোথায় প্রথম শুরু হয়? এই যুদ্ধের পেছনে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের কী প্রভাব ছিল পৃথকভাবে লেখো। (খ) মুসোলিনি কীভাবে ক্ষমতা দখল করেছিলেন? তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ও কর্মসূচির বর্ণনা করো। (গ) হিটলারের দল কীভাবে ক্ষমতা দখল করেছিল? হিটলারের বিদেশনীতি ও কর্মসূচির পরিচয় দাও। (ঘ) ভার্সাই চুক্তি কবে, কেন স্বাক্ষরিত হয়? এই চুক্তির মধ্যে সত্যিই কী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল? -আলোচনা করো। (ঙ) গণতন্ত্রের বিপর্যয় বলতে কী বোঝো? এই বিপর্যয় কীভাবে হয়েছিল এবং তার ফল কী হয়েছিল লেখো। (চ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ, বিস্তার ও ফলাফলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫) রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

(ক) মুসোলিনির কার্যকলাপ বর্ণনা করো। (খ) হিটলারের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতি আলোচনা করো। (গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো।

দশম শ্রেণী

১৯৩০ ও ৪০-এর দশকের ভারত

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কোন আইন পাস হয়? (খ) ত্রিপুরি কংগ্রেসের অধিবেশনে কে কাকে পরাস্ত করে ভোটে জয়ী হন? (গ) মুসলিম লিগের 'লাহোর প্রস্তাব' কবে ঘোষিত হয়? (ঘ) লাহোর প্রস্তাবে কী বলা হয়? (ঙ) ভারতের গভর্নর কে ছিলেন? (চ) কোন আইনের ভিত্তিতে ভারতের স্বাধীনতা আইন পাস হয়?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) ভারতের ইতিহাসে ১৯৩০ ও ১৯৪০ খ্রিঃ বিখ্যাত কেন, তা দুটি পরিচিত ঘটনার মাধ্যমে তুলে ধরো।

(খ) ১৯৩৫ খ্রিঃ 'ভারত শাসন আইন' বিখ্যাত কেন? (গ) 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা নীতি' কে, কবে, কেন ঘোষণা করেছিলেন? (ঘ) ভারতে কবে, কার নেতৃত্বে প্রথম 'মে দিবস' পালিত হয়? (ঙ) আজাদ হিন্দ সেনাদের বিচার ভারতে কী প্রভাব ফেলেছিল? (চ) ত্রিপুরি অধিবেশনে কী কী ঘটনাক্রম ঘটে?

৩) সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

(ক) কংগ্রেসের ত্রিপুরি অধিবেশনের গুরুত্ব (১৯৩৯)। (খ) মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৯-৩৩)। (গ) লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০)। (ঘ) দ্বিজাতিতত্ত্ব। (ঙ) সূর্য সেন। (চ) লাহোর কংগ্রেসের গুরুত্ব (১৯২৯) কী?

৪) অংশভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৬)

(ক) পুনা চুক্তি কবে, কেন স্বাক্ষরিত হয়? আইন অমান্য আন্দোলনে তার প্রভাব কী ছিল? (খ) ক্রিপস মিশনের বিভিন্ন প্রস্তাব ও তার ব্যর্থতার তিনটি কারণ লেখো। (গ) স্বাধীনতা আন্দোলনে মাতঙ্গিনি হাজরা ও সূর্য সেন স্মরণীয় কেন? (ঘ) তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের পৃথক পরিচয় দাও। (ঙ) নৌবিদ্রোহের তিনটি কারণ লেখো। এই বিদ্রোহের গুরুত্ব কী? (চ) আটলান্টিক চার্টার কবে, কোথায় সই হয়? এই চার্টারের দুটি নীতি উল্লেখ করো। এর ঐতিহাসির গুরুত্ব কী?

৫) রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

(ক) আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব বর্ণনা করো। (খ) শ্রমিক আন্দোলনের বিবরণ (১৯২৯-৩৪) দাও। (গ) বিংশ শতকের কৃষক আন্দোলনের বিবরণ দাও। (ঘ) স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্ব (১৯৪২-৪৭) বর্ণনা করো। (ঙ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লেখো। (চ) আফ্রিকার পরাধীন দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখো।

দশম শ্রেণী

ভারতের সংবিধান

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) স্বাধীন ভারতের সংবিধান কবে গৃহীত হয়? (খ) ভারতের সংবিধান কবে কার্যকর হয়? (গ) গণপরিষদের প্রধান সভাপতি কে? (ঘ) সংবিধানের খসড়া কমিটির সভাপতি কে? (ঙ) ভারতের প্রধানমন্ত্রী কার দ্বারা নিযুক্ত হন? (চ) ভারতীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নাম কী?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) গণপরিষদ কেন গঠিত হয়? এর সভাপতি কে ছিলেন? (খ) স্বাধীন ভারতের সংবিধান কবে কার্যকর হয়? (গ) এক নাগরিকত্ব বলতে কী বোঝো? (ঘ) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকাঠামো কাকে বলে? ভারতকে আধা-যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় কি? (ঙ) ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা কত? পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কটি আসন আছে? (চ) রাজ্যপালকে কে নিয়োগ করেন?

দশম শ্রেণী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থা ও নিজোট আন্দোলন

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) পট্সডাম সম্মেলন কবে আহুত হয়? (খ) ইয়াল্টা সম্মেলন কবে ডাকা হয়? (গ) ট্রুম্যান কে? (ঘ) মার্শাল কে? (ঙ) দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রথম অশ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন? (চ) বর্ণবৈষম্য (apartheid) কথাটির অর্থ কী?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) আটলান্টিক চার্টার কবে, কোথায়, কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল? এর উদ্দেশ্য কী? (খ) ইয়াল্টা সম্মেলনের গুরুত্ব কী ছিল? (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য কী ছিল? (ঘ) কার উদ্যোগে, কবে ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হয়? (ঙ) ইন্দোনেশিয়া কোন বিদেশি শক্তির অধীনে ছিল? কবে এটি স্বাধীন হয়? (চ) 'দিয়েন বিয়েন ফু'-র যুদ্ধ কবে, কাদের মধ্যে হয়?

৩) সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

টীকা লেখো : (ক) পটসডাম সম্মেলন। (খ) মার্শাল প্ল্যান। (গ) ট্রুম্যান নীতি। (ঘ) পঞ্চশিল। (ঙ) জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি কীভাবে হয়? (চ) ঠান্ডা লড়াই বলতে কী বোঝায়?

৪) অংশভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৬)

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের শান্তিপ্রক্রিয়ায় আটলান্টিক চার্টার, ইয়াল্টা সম্মেলন ও সানফ্রানসিসকো সম্মেলনের গুরুত্ব কী ছিল? (খ) ট্রুম্যান নীতির মূল বক্তব্য লেখো। এর ফল কী ছিল? (গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কবে গঠিত হয়? এর উদ্দেশ্য কী ছিল? শান্তিরক্ষায় এর চারটি প্রয়াস লেখো। (ঘ) জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি কীভাবে হল? বিশ্বশান্তি স্থাপনে এর ভূমিকা কী ছিল লেখো। (ঙ) কবে, কোথায় জাতিপুঞ্জ স্থাপিত হয়? এর উদ্দেশ্য কী? (চ) 'পঞ্চশিল' কী? বান্দুং সম্মেলন কবে হয়? এর গুরুত্ব কী?

৫) রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালের শান্তিপ্রয়াস সম্পর্কে আলোচনা করো। (খ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উৎপত্তি ও কর্মসূচি আলোচনা করো। (গ) ঠান্ডা লড়াই সম্পর্কে তোমার ধারণা বিবৃত করো। (ঘ) এশিয়ায় উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের বিবরণ দাও। (ঙ) ঠান্ডা লড়াইয়ের কারণগুলি নির্ণয় করো। (চ) উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনে এশিয়া ও আফ্রিকার ভূমিকা উল্লেখ করো।

(ক) রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১) ১৮৮৫-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসের কার্যাবলী বিবৃত কর। ২) ভারতীয় রাজনীতিতে উগ্র

জাতীয়তাবাদের বিকাশের কারণগুলি কী ছিল? ৩) স্বদেশি আন্দোলন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। ৪) স্বদেশি আন্দোলনের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। ৫) ভারতীয় বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম অধ্যায় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

(খ) সংক্ষিপ্ত রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১) ভারতে উগ্র জাতীয়তাবাদের উৎপত্তির কারণগুলি বিবৃত কর। ২) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন বিবৃত কর। ৩) বাংলা / মহারাষ্ট্র / পাঞ্জাবে বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা কর।

(গ) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি ব্রিটিশ শাসকবর্গের মনোভাব কী ছিল? ২) ব্রিটিশ শাসকদের প্রতি নরমপন্থীদের কী মনোভাব ছিল? ৩) আদিপর্বে কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতি কী ছিল? ৪) আদিপর্বে কংগ্রেসের কার্যাবলির মূল্যায়ন কর। ৫) কার্জন কেন বঙ্গভঙ্গ করেন? ৬) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ছাত্র/মহিলা/মুসলিমদের ভূমিকা আলোচনা কর।

(ঘ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১) দুজন নরমপন্থী নেতার নাম কর। ২) দুজন চরমপন্থী নেতার নাম কর। ৩) দুজন বিপ্লববাদী নেতার নাম কর। ৪) কবে থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হয়? ৫) কে কবে 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন? ৬) কে কবে 'মিত্র মেলা' প্রতিষ্ঠা করেন? ৭) 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি' কী? ৮) ক্ষুদিরাম কে? ৯) কাকে 'ভারতীয় বিপ্লববাদের জনক' বলা হয়? ১০) রাসবিহারী বসু কে?

(ক) রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১) ভারতে ইসলামের আবির্ভাবে হিন্দুসমাজে প্রথম কী প্রতিক্রিয়া হয়? ধীরে ধীরে কীভাবে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়? ২) ভক্তিবাদ কী? এসম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। ৩) সুফিবাদ কী? ভারতে সুফিবাদ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর। ৪) সুলতানি ও মোগল যুগে চিত্রকলা, স্থাপত্য ও সাহিত্যে সমন্বয়ী আদর্শ সম্পর্কে যা জান লেখ।

(খ) সংক্ষিপ্ত রচনাভিত্তিক প্রশ্ন :

১) মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনায় রাজন্যবর্গের ভূমিকা কী ছিল? ২) ভারতে ভক্তিবাদী আন্দোলন ও তার গুরুত্ব আলোচনা কর। ৩) ভারতে সুফি আন্দোলন ও তার গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪) মধ্যযুগে চিত্রকলার ক্ষেত্রে কী ধরনের সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় তা আলোচনা কর। ৫) মধ্যযুগে স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমন্বয় লক্ষ করা যায় তা আলোচনা কর। ৬) মধ্যযুগে সাহিত্যের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমন্বয় লক্ষ করা যায় তা আলোচনা কর।

(গ) স্বল্প উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১) ভারতীয় সমাজে কীভাবে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় শুরু হয়? ২) হিন্দু-মুসলিম সমন্বয় প্রচেষ্টায় রাজন্যবর্গের ভূমিকা আলোচনা কর। ৩) ভক্তিবাদ কী? ভক্তিবাদী আন্দোলনে রামানন্দ / কবির / নানক-এর ভূমিকা আলোচনা কর। ৪) ভক্তিবাদী আন্দোলনে শ্রীচৈতন্য / মীরাবাঈ / নামদেব-এর ভূমিকা আলোচনা কর। ৫) ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল ও গুরুত্ব আলোচনা কর। ৬) সুফি আন্দোলনের গুরুত্ব ও ফলাফল আলোচনা কর। ৭) মোগল যুগের চিত্রকলা সম্পর্কে যা জান লেখ। ৮) সুলতানিযুগে দিল্লির / প্রাদেশিক স্থাপত্য সম্পর্কে যা জান লেখ। ৯) মোগল যুগের স্থাপত্য / ফারসি সাহিত্য / প্রাদেশিক সাহিত্য সম্পর্কে যা জান লেখ। ১০) সুলতানি যুগের ফারসি সাহিত্য / প্রাদেশিক সাহিত্য সম্পর্কে যা জান লেখ।

(ঘ) বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১) মাধবাচার্য/ স্মার্ত রঘুনন্দন/ সায়নাচার্য কে? ২) জয়নুল আবেদিন/ ইউসুফ আদিল শাহ/ দারাশিকো কে? ৩) মধ্যযুগে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে উদ্যোগী দুজন নরপতির নাম কর। ৪) 'দীন-ই-ইলাহী' কী? এর প্রবর্তক কে? ৫) রামানন্দ / কবির / নানক /মীরাবাঈ / শ্রীচৈতন্য কে? ৬) রামানন্দের দুজন শিষ্যের নাম কর। ৭) শিখধর্মের প্রবর্তক কে? 'গ্রন্থসাহেব' কী? ৮) ভারতের দুজন সুফি সাধকের নাম কর। ৯) ভারতে দুটি সুফি সম্প্রদায়ের নাম কর। ১০) মোগলযুগের দুজন চিত্রশিল্পীর নাম কর। ১১) 'কুয়াৎ-উল-ইসলাম' কী? ১২) আকবরের আমলে নির্মিত দুটি স্থাপত্য কীর্তির উল্লেখ কর। ১৩) জিয়াউদ্দিন বরনি / মিনহাজ-উস-সিরাজ / আমির খসরু কে? ১৪) তুজুক-ই-বাবরী / আকবরনামা / আইন-ই-আকবরী গ্রন্থের লেখক কে? ১৫) কাশীরাম দাস/ বৃন্দাবন দাস/ ত্রিলোচন দাস লিখিত গ্রন্থের নাম কী?

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুটি গিরিপথের নাম লেখো। (খ) দ্রাবিড় সভ্যতা প্রথম কোথায় গড়ে ওঠে? (গ) ভারতের প্রধান দুটি ভৌগোলিক বিভাগ কী কী? (ঘ) কারা নর্ডিক নামে পরিচিত? (ঙ) ভারতকে 'নৃতত্ত্বের জাদুশালা' কে বলেছেন? (চ) ভারতের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ কোনটি? (ছ) 'রামচরিত' কার রচনা? (জ) 'অর্থশাস্ত্র' কার রচনা? (ঝ) 'তহকক-ই-হিন্দ' কার লেখা? (ঞ) 'এলাহাবাদ প্রশস্তি' কার লেখা? (ট) 'আইহোল প্রশস্তি' কার লেখা? (ঠ) কোন লিপি আর্যদের সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে? (ড) অশোকের শিলালিপি কে পাঠোদ্ধার করেছিলেন? (ঢ) 'দেবদান' বলতে কী বোঝো? (ণ) অশোকের লিপি কোন ভাষায় লেখা? (ত) 'রাজতরঙ্গিনী' কার লেখা? (থ) দক্ষিণ ভারতের প্রধান একটি নদীর নাম বলো। (দ) কোন উৎস থেকে জানা যায় সমুদ্রগুপ্ত সংগীতপ্রিয় ছিলেন? (ধ) ভোজরাজের লিপির নাম কী? (ন) 'ইতিহাসের জনক' কে? (প) 'অগ্রহার প্রথা' কী? (ফ) ভারতবর্ষকে কে প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর বলেছেন?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) ভারতের কোন অঞ্চলকে 'আর্যাবর্ত' বলে? এর একটি প্রধান ভৌগোলিক বিভাগ কী? (খ) ভারতের কোন অঞ্চলকে 'দাক্ষিণাত্য' বলে? 'সুদূর দক্ষিণ' কোন অঞ্চলকে বলে? (গ) ভারতবর্ষকে কেন 'হিমালয়ের

দান’ বলে? (ঘ) ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে দুটি গিরিপথের নাম বলো। (ঙ) সীমান্তের গিরিপথগুলির ভারত ইতিহাসে গুরুত্ব কতখানি? (চ) ভারতীয় সভ্যতায় নদ-নদীর প্রভাব কী তা লেখো। (ছ) ‘ভারতবর্ষকে পৃথিবীর ক্ষুদ্র সংস্করণ’ বলে কেন? (জ) উত্তর-পশ্চিমের দুটি পার্বত্য প্রবেশপথের নাম বলো। এগুলি ভারতের ইতিহাসকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৩) সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

(ক) ‘ভারতবর্ষ’ নামের উৎপত্তির ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দাও। (খ) ভারতের ভৌগোলিক উপাদান। (গ) হিমালয়ের প্রভাব। (ঘ) বিন্ধ্যপর্বতের প্রভাব আলোচনা করো। (ঙ) ভারতের জনগোষ্ঠীগত বিভাগগুলি কী কী? (চ) লিপির গুরুত্ব বর্ণনা করো। (ছ) মুদ্রার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমার ধারণা বিবৃত করো। (জ) ইতিহাস ও ভূগোলের সম্পর্ক উল্লেখ করো। (ঝ) হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্বতের তুলনামূলক প্রভাব আলোচনা করো। (ঞ) ভারতীয় সভ্যতার সাংস্কৃতিক ঐক্য বলতে কী বোঝো? (ট) বৈচিত্র্যের লীলাভূমি ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কীভাবে ঐক্য লক্ষ করা যায়? (ঠ) প্রাচীন ভারতের সভ্যতার বিবর্তনে নদ-নদীর প্রভাব সংক্ষেপে লেখো।

৪) অংশভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৬)

(ক) ভৌগোলিক উপাদান কী? ভারতের ইতিহাসে কয়টি এরূপ উপাদান আছে? ইতিহাসে এইসব উপাদানের মধ্যে একটির প্রভাব বর্ণনা করো। (খ) ইতিহাসের উপাদান কী? প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান কাকে বলে? এ প্রসঙ্গে লিপির গুরুত্ব উল্লেখ করো। (গ) বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বলতে কী বোঝো? সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণা কীরূপ তা ব্যক্ত করো। (ঘ) ইতিহাসের লিখিত উপাদান কীভাবে ইতিহাস রচনা করতে সাহায্য করে? প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান অপেক্ষা এই উপাদানের গুরুত্ব কম না বেশি তা যাচাই করো। বিদেশি লিপির মূল গুরুত্ব কী?

১) দুই-একটি শব্দে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১)

(ক) বর্তমানে ভারতের প্রাচীনতম সভ্যতা কোনটি? (খ) মেহেরগড় সভ্যতার ভৌগোলিক অবস্থান কোথায়? (গ) মেহেরগড় সভ্যতা কে আবিষ্কার করেন? (ঘ) কবে মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়? (ঙ) মেহেরগড় সভ্যতার দুটি প্রধান কেন্দ্রের নাম বলো। (চ) হরপ্পা কোন যুগের সভ্যতা? (ছ) হরপ্পা কোথায় অবস্থিত? (জ) ‘মহেন-জো-দাড়ো’ কথার অর্থ কী? (ঝ) কবে, কারা হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কার করেন? (ঞ) হরপ্পার সমসাময়িক দুটি প্রাচীন সভ্যতার নাম বলো। (ট) ‘শেঠঠী’ কারা? (ঠ) পার্শ্বনাথ কে ছিলেন? (ড) শেষ জৈন তীর্থঙ্কর কে? (ঢ) বৌদ্ধদের মূল ধর্মগ্রন্থ কী? (ন) জৈনদের দুটি সম্প্রদায় কী কী? (ত) বৌদ্ধদের দুটি মূল সম্প্রদায় কী কী?

২) দুই বা তিনটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

(ক) নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব কোন সময়কে বলে? কেন বলে? (খ) ধাতুর ব্যবহারের দিক দিয়ে সিন্ধু সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা কোন যুগে গড়ে ওঠে? (গ) কোন অঞ্চল থেকে কারা মেহেরগড় সভ্যতার নিদর্শন খুঁজে পায়? (ঘ) হরপ্পা সভ্যতার নির্মাতা কারা? (ঙ) সিন্ধু সভ্যতার চারটি কেন্দ্রের নাম বলো। (চ) সিন্ধু ও বৈদিক

সভ্যতার দুটি পার্থক্য লেখো। (ছ) ‘বেদ’ কথার অর্থ কী? প্রাচীনতম বেদ কোনটি? (জ) উপনিষদ কী? একে বেদান্ত বলে কেন? (ঝ) বৈদিক যুগে কৃষিজমিকে কী বলে? এ যুগের স্বর্ণমুদ্রার নাম কী? (ঞ) বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ কী? (ট) আর্য কারা? তাদের আদি বাসস্থান কোথায়? (ঠ) বৌদ্ধ সংগীতি কী? চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতির গুরুত্ব লেখো। (ড) হরপ্পা সভ্যতার দুটি বৈশিষ্ট্য ও ধ্বংসের কারণ লেখো। (ঢ) খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের দুটি অর্থনৈতিক বিবর্তন উল্লেখ করো।

৩) সাত বা আটটি বাক্যে উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৪)

(ক) মেহেরগড় সভ্যতার ধ্বংসের কারণগুলি লেখো। (খ) হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ বর্ণনা করো। (গ) মেহেরগড়ের সঙ্গে হরপ্পার তুলনা করো। (ঘ) হরপ্পার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার তুলনা করো। (ঙ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর পরিচয় দাও। (চ) জৈন ধর্মের মূল নীতিসমূহ আলোচনা করো। (ছ) ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনের ফলশ্রুতি বর্ণনা করো। (জ) মেহেরগড় সভ্যতার স্বরূপ আলোচনা করো। (ঝ) হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা বর্ণনা করো। (ঞ) বৈদিক সভ্যতার বিবর্তন বলতে কী বোঝো? (ট) খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনগুলি উল্লেখ করো। (ঠ) ঋকবৈদিক যুগে আর্যদের সামাজিক অবস্থা আলোচনা করো। (ড) সমকালীন সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পাবাসীদের যোগাযোগের সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

৪) অংশভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর দাও : (প্রতিটি প্রশ্নের মান ৬)

(ক) কারা কবে মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কার করেন? এই সভ্যতার অবস্থান নিরূপণ করো। মেহেরগড়ের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? (খ) কারা, কবে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কার করেন? এই সভ্যতার নগর পরিকল্পনা উল্লেখ করো। (গ) সিন্ধুবাসীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন সংক্ষেপে উল্লেখ করো। (ঘ) বৈদিক সমাজে পরিবারের প্রধানকে কী বলে? এই সমাজে আশ্রম ব্যবস্থার পরিচয় দাও। নারীদের অবস্থান নিরূপণ করো। (ঙ) খ্রিঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলন কেন শুরু হয়েছিল? এর ফলাফল কী হয়েছিল? (চ) আর্য কাদের বলে? আর্যসভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে মূলগত পার্থক কী? (ছ) হরপ্পা সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে এমন দুটি স্থানের নাম লেখো। এ সভ্যতার অবলুপ্তির কারণগুলি সংক্ষেপে লেখো।

১.৩ - সংক্ষিপ্তসার

১.৪ - পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও তার ব্যাখ্যা

১.৫ - সহায়ক পাঠ ও তথ্যসূচী (পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ)

(স্বদেশ ও বিশ্ব) লেখক - জীবন মুখোপাধ্যায়, (ভারতের ইতিবৃত্ত—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক) গোপাল কৃষ্ণ পাহাড়ী, প্রভাতাংশু মাইতি প্রমুখ।

১.৬ - অনুশীলনী-আত্মমূল্যায়ক প্রশ্নাবলী

(ক) মুসোলিনির কার্যকলাপ বর্ণনা করো। (খ) হিটলারের অভ্যন্তরীণ ও বিদেশনীতি আলোচনা করো। (গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো।

একক - ২

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের বিষয়গত ও শিক্ষাগত বিশ্লেষণ

PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE CONTENT OF THE SYLLABUS OF CLASS VI TO VIII

২.০ - উদ্দেশ্য

২.১ - পাঠ অবতারণা

২.২ - বিষয়বস্তু

২.৩ - সংক্ষিপ্তসার

২.৪ - পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও তার ব্যাখ্যা

২.৫ - সহায়ক পাঠ ও তথ্যসূচী (পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ)

২.৬ - অনুশীলনী-আত্মমূল্যায়ক প্রশ্নাবলী

২.০ - উদ্দেশ্য

যেকোনো একটি বিষয়বস্তু Unit অনুযায়ী বিভিন্ন Sub-Unit-এ বিভক্ত করে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ, পূর্বার্জিত শিক্ষণ ও বৌদ্ধিক স্তরে জ্ঞানমূলক, বোধমূলক ও প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্যে বিভক্ত করা। এছাড়াও অনুভূতিমূলক স্তরে অভিব্যক্তিমূলক উদ্দেশ্য ও সঞ্চালনমূলক স্তরের দক্ষতামূলক উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যাকরণ।

২.১ - পাঠ অবতারণা

পাঠ একক বিশ্লেষণ কী ও তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাকরণ। উপযুক্ত উদাহরণ সহযোগে একটি বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে অনুধাবন করা।

২.২ - বিষয়বস্তু

ষষ্ঠ শ্রেণী

৩.১.১) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ।

৩.১.২) উপ এককের বিশ্লেষণ।

৩.১.৩) শিক্ষণ কৌশল।

৩.১.৪) বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ।

৩.১.৫) অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Blue Print) ও অভীক্ষাপত্র।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis)

বিষয়বস্তু (Subject) ঃ ইতিহাস (History) শ্রেণী (Class) ঃ ষষ্ঠ

	একক		উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা
1.	মেসোপটেমিয়া সভ্যতা	(i)	মেসোপটেমিয়ার অবস্থা ও প্রাচীনত্ব	1
		(ii)	মেসোপটেমিয়ার উৎপাদন,	1 স্থাপত্যশিল্প ও বাণিজ্য
		(iii)	মেসোপটেমিয়ার পেশা ও	1 লিপি

মোট পিরিয়ড সংখ্যা = 3

*চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

উপ-এককের বিশ্লেষণ (Analysis of Sub-units)

উপ-একক (Sub-unit) ঃ মেসোপটেমিয়ার উপাদান স্থাপত্য, শিল্প ও বাণিজ্য।

- বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief Summary of Concepts or Matter) ঃ

পারস্য উপসাগরের উত্তরে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে প্রায় ছ-হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই দুই নদীর উর্বর পলিমাটিতে তারা যব, গম, সবজি ও খেজুর চাষ করত। বাঁধ ও নিকাশি খাল নির্মাণ করে তারা উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটায়। এই সভ্যতায় ধর্ম, দেবতা ও দেবমন্দিরের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। পাথর খোদাই করে মন্দির স্থাপন, মূর্তি গড়ার পাশাপাশি চিত্র অঙ্কন ও ধাতুশিল্পে তাদের নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্থলপথে তারা পশুতে টানা চাকার গাড়ি এবং জলপথে তারা পালতোলা জাহাজের দ্বারা ব্যবসাবাণিজ্য করত। রুপোর টাকা ছিল তাদের বিনিময়ের মাধ্যম।

- পূর্বার্জিত শিক্ষণ (Previous Learning) ঃ

তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে নদীমাতৃক সভ্যতার বিকাশ ঘটে। উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় নদীর বহুমুখী উপযোগিতা থাকায় এই সময় মেসোপটেমিয়াতেও এক উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। এ স্থানের মাটি খুঁড়ে স্তরে স্তরে বসতির চিহ্ন ও ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এর থেকেই জানা যায় যে, তাম্র ও ব্রোঞ্জ

যুগে এই অঞ্চলে অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। মেসোপটেমিয়ার নীচের অংশ সুমার ছিল অধিক সমৃদ্ধ। এই সুমারকে কেন্দ্র করেই কয়েকশো বছরের প্রচেষ্টায় এই সভ্যতার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে।

- উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

1. বৌদ্ধিক স্তর (Cognitive)

আজকের পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে সকল বিষয় জানতে পারবে তা হল —

(i) জ্ঞানমূলক (Knowledge) ঃ

(a) কোন দুটি নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা বলতে পারবে।
(b) মেসোপটেমিয়া সভ্যতার জীবনবৃক্ষ কাকে বলা হত তা শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করতে পারবে।
(c) কোন সভ্যতায় সর্বপ্রথম চাকা আবিষ্কৃত হয় তা শিক্ষার্থীরা বর্ণনা করতে পারবে।

(ii) বোধমূলক (Comprehension) ঃ

(a) মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় উৎপাদন ব্যবস্থা কীরূপ ছিল তা শিক্ষার্থীরা বর্ণনা করতে পারবে।
(b) মেসোপটেমিয়া সভ্যতার স্থাপত্য ও শিল্পের উপর একটি পর্যালোচনা শিক্ষার্থীরা করতে পারবে।
(c) মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় আন্তঃবাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য কীভাবে পরিচালিত হত তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

(iii) প্রয়োগমূলক (Application) ঃ

(a) বর্তমান যুগে সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে ইরাককে গড়ে তুলতে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অবদান কীরূপ ছিল তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
(b) মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় আবিস্কৃত চাকার দ্বারা পৃথিবীর ইতিহাস কীভাবে প্রভাবিত হয়েছে তা শিক্ষার্থীরা বর্ণনা করতে পারবে।
(c) প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতার ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্থাপত্য কেমনভাবে ভারতীয় সিন্ধু সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছিল তা শিক্ষার্থীরা উল্লেখ করতে পারবে।

2. অনুভূতিমূলক স্তর (Affective) ঃ

অভিব্যক্তিমূলক (Expressive) ঃ

আলোচ্য অংশটি শিক্ষার্থীদের মনে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা গঠনে সহায়তা করবে।

3. সঞ্চালনমূলক স্তর (Psychomotor) ঃ

দক্ষতামূলক (Skill) ঃ

(a) মানচিত্রে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অবস্থান নির্ণয় করবে।

শিক্ষণ-কৌশল (Teaching Strategies)

- শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ (Borad Method of Teaching) ঃ

আজকের পাঠদান ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রধানত বক্তৃতাদান পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। যেমন—টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে প্রায় ছ-হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই স্থানের উর্বর পলিমাটিতে যব, গম, সবজি ও খেজুর চাষ হত। পাথর খোদাই শিল্প, চিত্র শিল্প ও ধাতু শিল্পে এই সভ্যতা যথেষ্ট উন্নতি ঘটায়। চাকার তৈরী গাড়িতে তারা স্থলপথে এবং পালতোলা নৌকায় তারা সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করত। রূপার টাকা ছিল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম।

- উপকরণ (Equipments) ঃ

এক্ষেত্রে শিক্ষকমহাশয় প্রথমেই ছাত্রদের সামনে তুলে ধরবেন—

(a) পৃথিবীতে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অবস্থানের একটি মানচিত্র।

(b) মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতার বাণিজ্যপথের একটি মানচিত্র।

- শিক্ষার্থীরা সক্রিয়তা/যৌথ সক্রিয়তা (Students' Activity/Group Activity) ঃ

কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একেকটি ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে তাদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলা হবে। শিক্ষক এই কাজে শিক্ষার্থীকে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। যেমন— (a) এতক্ষণ আমরা কোন সভ্যতার কথা আলোচনা করলাম? (b) মেসোপটেমিয়ার দুটি বিখ্যাত নদীর নাম বলো। (c) মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যম কী ছিল?

- চকের ব্যবহার (Use of Chalk) ঃ

আজকের পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকমহাশয় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি বোর্ডে লিখবেন—

(a) মেসোপটেমিয়া সভ্যতা কত বছর আগে, কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল তার নাম।

(b) মেসোপটেমিয়া সভ্যতার উৎপাদিত ফসল এবং শিল্প-স্থাপত্যগুলির নাম।

(c) পৃথিবীর যেসকল দেশের সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালিত হত তাদের নাম।

- অনুসন্ধানী প্রশ্ন ও উত্তর (Probing questions with answer) ঃ

1. প্রশ্ন ঃ মেসোপটেমিয়া শব্দের অর্থ কী?

উত্তর ঃ দুটি নদীর মধ্যবর্তী দেশ।

2. প্রশ্ন ঃ মেসোপটেমিয়ার মানুষ ধাতুশিল্পে কীরূপ উন্নতি করেছিল?

উত্তর ঃ তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে এখানকার মানুষ ব্রোঞ্জ তৈরী করত। তামা ও ব্রোঞ্জ গলিয়ে ছাঁচে ফেলে তারা যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য তৈরী করত।

3. প্রশ্ন ঃ মেসোপটেমিয়ার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে কী জান?

উত্তর ঃ পালতোলা জাহাজের সাহায্যে সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ছিল পশমের কাপড়, গম, যব, ফল, পাথর প্রভৃতি। রূপোর টাকা ছিল বিনিময়ের মাধ্যম।

- সফটওয়্যার ও তার ব্যবহার (Software and its use) ঃ
  - ☞ মেসোপটেমিয়া সভ্যতার নিদর্শনের ছবি ব্যবহৃত হবে।
  - ☞ Slide Show-এর মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি দেখানো হবে।
- কাজের পত্র (Work Sheet) ঃ
  - ☞ মেসোপটেমিয়া সভ্যতার যেকোনো একটি নদীর নাম করো।
  - ☞ মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় কোন ধাতুর মুদ্রা ব্যবহার করা হত।
  - ☞ মেসোপটেমিয়া কথাটির অর্থ কী?
  - ☞ মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় স্থলপথে ও জলপথে কোন ধরনের যানবাহন ব্যবহার করা হত?

বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ
Example to Illustrated concepts/Content/Theme

ধারণা (Concepts/Content)	উদাহরণ (Examples)
আজ থেকে ছ-হাজার বছর পূর্বে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে মেসোপটেমিয়া সভ্যতার বিকাশ ঘটে। পলিমাটি সমৃদ্ধ এই স্থান ছিল খুবই উর্বর। কৃষিকার্যের পাশাপাশি এখানকার অধিবাসীদের তৈরী পাথর খোদাইয়ের শিল্প, চিত্রশিল্পও ছিল খুবই আকর্ষণীয়। স্থলপথ ও সমুদ্রপথে তারা প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করত।	সমসাময়িক ভারতেও সিন্ধু নদীর তীরে সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ ঘটে। উর্বর এই অঞ্চলেও কৃষিকার্যের পাশপাশি পশুপালনও ছিল যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এছাড়া হস্তশিল্প, চিত্রশিল্প ও শিল্পে তারা ছিল সমৃদ্ধ। স্থলপথ ও জলপথে তারা প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করত।

Criterion Referenced Test

অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Table of Specification)

Sub-Unit	Knowledge			Comprehension			Application		
	OT	ST	VST	OT	ST	VST	OT	ST	VST
মেসোপটেমিয়ার উৎপাদন-স্থাপত্য-শিল্প ও বাণিজ্য	1[1]	1[2]		1[3]		1[4]		1[5]	1[6]
মোট নম্বর	2			2			2		
শতকরা	33.33%			33.33%			33.33%		

(বন্ধনীর বাইরের প্রশ্নের মান এবং বন্ধনীর ভিতরে প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা)

N.B. : O.T. - Objective Type
S.T. - Short Type
V.S.T - Very Short Type

অভীক্ষাপত্র (Test Item)

বিষয় ঃ ইতিহাস — সময় ঃ 10 মিনিট

শ্রেণী ঃ ষষ্ঠ — পূর্ণমান ঃ 6

1. কোন দুটি নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা গড়ে উঠেছিল? (জ্ঞানমূলক)
2. মেসোপটেমিয়া সভ্যতার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে কী জান? (জ্ঞানমূলক)
3. মেসোপটেমিয়া সভ্যতার জীবনবৃক্ষ কাকে বলা হত? (বোধমূলক)
4. মেসোপটেমিয়ার অধিবাসীরা ধাতুশিল্পে কীরূপ উন্নত ছিল? (বোধমূলক)
5. মেসোপটেমিয়া সভ্যতার জীবনবৃক্ষের ভৌগলিক অবস্থানের একটি মানচিত্র অঙ্কন করো। (প্রয়োগমূলক)
6. মেসোপটেমিয়ার সমসাময়িক কয়েকটি সভ্যতার নাম ও অবস্থান বর্ণনা করো। (প্রয়োগমূলক)

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis)

বিষয় (Subject) ঃ ইতিহাস (History) শ্রেণী (Class) ঃ ষষ্ঠ

একক		উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা
1. মিশরীয় সভ্যতা	*(i)	অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, ফ্যারাও এবং পুরোহিত	1
	(ii)	রাজকর্মচারী ও সেনাবাহিনী	1
	(iii)	লিপি, পিরামিড ও মমি	1
	(iv)	ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি	1
	(v)	ধর্মীয় বিশ্বাস ও কৃষি ও শিল্প	1

মোট পিরিয়ড সংখ্যা = 5

*চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

উপ-এককের বিশ্লেষণ (Analysis of Sub-units)

উপ-একক (Sub-unit) ঃ অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, ফ্যারাও এবং পুরোহিত

- বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief Summary of Concepts or Matter) ঃ

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব দিকে মিশর অবস্থিত। মিশরের উত্তরে ভূমধ্যসাগর ও পূর্বে লোহিতসাগর। পূর্বে আরবের মরুভূমি এবং মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নীলনদ। মিশরের জলবায়ু খুব উষ্ণ ও শুষ্ক। বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। সুপ্রাচীন যুগে চল্লিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য নিয়ে মিশর রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয় চার হাজার খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। রাজাকে বলা হত ফ্যারাও। মিশরবাসীরা বিশ্বাস করত ফ্যারাও নিজেই দেবতা। তিনি ছিলেন অসীম ক্ষমতার অধিকারী। অন্যদিকে পুরোহিতরা ছিল প্রচুর ভূ-সম্পত্তির অধিকারী। তারাও অসীম ক্ষমতা ভোগ করত।

- পূর্বার্জিত শিক্ষণ (Previous learning) ঃ

প্রাচীন যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন সভ্যতা। প্রধানত নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল সুমেরীয়, মিশরীয়, ভারতীয় ও চিন সভ্যতা। নীলনদকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় চার হাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল মিশরীয় সভ্যতা। যা বিশ্ব ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আজ আমরা মিশরের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, ফ্যারাও এবং পুরোহিত সম্পর্কে আলোচনা করব।

- উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

1. বৌদ্ধিক স্তর (Cognitive) ঃ

আজকে পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা—

(i) জ্ঞানমূলক (Knowledge) ঃ

(a) মিশরের সম্রাটকে ফ্যারাও কেন বলা হত তা বলতে পারবে।
(b) কতগুলি রাজ্য নিয়ে মিশর গড়ে উঠেছিল তা বলতে পারবে।

(ii) বোধমূলক (Comprehension) ঃ

(a) মিশরীয় সভ্যতাকে কেন নীলনদের দান বলা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
(b) কেন ফ্যারাওকে মিশরবাসীরা দেবতা বলে মনে করত তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

(iii) প্রয়োগমূলক (Application) ঃ

(a) প্রাচীনকালের ফ্যারাওদের সঙ্গে এযুগের রাজতন্ত্রের সাদৃশ্য আলোচনা করতে পারবে।
(b) প্রাচীনকালের পুরোহিতদের সঙ্গে একালের পুরোহিতদের তুলনা করতে পারবে।

2. অনুভূতিমূলক স্তর (Affective) ঃ

অভিব্যক্তিমূলক (Expressive) ঃ

আলোচ্য অংশটি শিক্ষার্থীদের মনে প্রাচীনযুগের সভ্যতা সম্পর্কে ধারণা গঠনে সাহায্য করবে।

3. সঞ্চালনমূলক স্তর (Psychomotor) ঃ

দক্ষতামূলক (Skill) ঃ

(a) পৃথিবীর মানচিত্রে মিশর দেশটির অবস্থান নির্ণয় করতে পারবে।
(b) মিশরের মানচিত্র অঙ্কন করে নীলনদের গতিপথ বর্ণনা করতে পারবে।

শিক্ষণ-কৌশল (Teaching Strategies)

- শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ (Broad Method of Teaching) ঃ

আজকের পাঠদানের সময় শিক্ষকমহাশয় প্রধানত বক্তৃতাদান পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। যেমন—মিশরের মাঝখান দিয়ে নীলনদ প্রবাহিত, মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়, মিশরের সম্রাটকে ফ্যারাও বলা হত, ফ্যারাও অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রভৃতি বিষয় শিক্ষকমহাশয় আলোচনা করবেন। পৃথিবীর মানচিত্র ব্যবহার করে মিশর দেশটির অবস্থান বোঝাবেন। এছাড়াও তিনি প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ আলোচনা করবেন।

- উপকরণ (Equipments) ঃ

আজকের পাঠদানের সময় শিক্ষকমহাশয় পৃথিবীর মানচিত্র ব্যবহার করবেন। এ ছাড়াও তিনি একটি চার্ট ব্যবহার করবেন।

- শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা / যৌথ সক্রিয়তা (Students' Activity / Group Activity) ঃ

কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একেকটি ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে তাদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলা হবে। এই কাজে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। (a) কোন নদী মিশরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত? (b) কোন দেশকে নীলনদের দান বলা হয়? (c) মিশরের সম্রাটকে কী বলা হত? (d) কী নামে মিশরের রাজপ্রাসাদ পরিচিত?

- চকের ব্যবহার (Use of Chalk) ঃ

আজকের পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকমহাশয় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি বোর্ডে লিখবেন— মিশর, নীলনদের দান, পারো, ফ্যারাও এবং পুরোহিত প্রভৃতি।

- অনুসন্ধানী প্রশ্ন ও উত্তর (Probing questions with answer) ঃ

প্রশ্ন ঃ কেন মিশরকে 'নীলনদের দান' বলা হয়?

উত্তর ঃ মিশরের মধ্য দিয়ে নীলনদ প্রবাহিত হয়ে ভূমধ্যসাগরে পড়েছে। নীলনদ না থাকলে মিশর মরুভূমির দেশে পরিণত হত। প্রতি বছর নীলনদের বন্যায় দুইদিকে জমি পলিমাটি পড়ে উর্বর হত—যা কৃষির পক্ষে ভীষণ উপকারী। ফলে প্রাচীনকালে মানুষ এই নদের তীরে বসতি স্থাপন করে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে তোলে। সেইজন্য মিশরকে বলা হত নীলনদের অবদান।

2. প্রশ্ন ঃ মিশরীয় পুরোহিতগণ কীভাবে রাজতন্ত্রকে চরম শক্তিশালী করে তুলেছিল?

উত্তর ঃ মিশরের রাজা যে দেবতা, এই বিশ্বাস পুরোহিতরা মানুষের মনে সৃষ্টি করেছিল। তারা প্রচার করত, মিশরের কল্যাণ সম্পূর্ণভাবে রাজার অনুগ্রহের ওপর নির্ভর। এইভাবে বিপুল ক্ষমতাভোগী পুরোহিতরা রাজতন্ত্রকে চরম শক্তিশালী করে তুলেছিল।

- সফটওয়্যার ও তার ব্যবহার (Software and its use) ঃ

  - ☞ মিশরীয় সভ্যতার নিদর্শনের ছবি ব্যবহৃত হবে।
  - ☞ Slide Show-এর মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের ছবি দেখানো হবে।

- কাজের পত্র (Work Sheet) ঃ

  - ☞ পৃথিবীর মানচিত্রে মিশরীয় সভ্যতার অবস্থান নির্ণয় করো।
  - ☞ মিশরীয় সভ্যতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।
  - ☞ মিশরকে কেন নীলনদের দান বলা হয়?
  - ☞ মিশরীয় সভ্যতার পুরোহিতদের অবস্থান উল্লেখ করো।

বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ
Examples to Illustrated concepts/Content/Theme

ধারণা (Concepts/Content)	উদাহরণ (Examples)
(a) নীলনদের অবদানস্বরূপ সুপ্রাচীন যুগে গড়ে উঠেছিল মিশরীয় সভ্যতা।	(a) সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সিন্ধু নদের অবদানের ফলেই।
(b) মিশরের পুরোহিতরা মানুষের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল যে, মিশরের সম্রাট ফ্যারাও ছিলেন প্রত্যক্ষ দেবতা।	(b) বৈদিক যুগের জনগণ মনে করত রাজার অনুগ্রহেই সমগ্র জাতির কল্যাণ।
(c) সুপ্রাচীন মিশরে সমাজের পুরোহিতরা প্রচুর প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করত।	(c) বৈদিক যুগের পুরোহিতরা ছিল প্রবল প্রতিপত্তির অধিকারী।

Criterion Referenced Test

অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Table of Specification)

Sub-Unit	Knowledge			Comprehension			Application		
মিশরীয় সভ্যতা	OT	ST	VST	OT	ST	VST	OT	ST	VST
	1[1]		1[2]	1[3]	1[4]			1[5]	1[6]
মোট নম্বর	2			2			2		
শতকরা	33.33%			33.33%			33.33%		

(বন্ধনীর বাইরের প্রশ্নের মান এবং বন্ধনীর ভিতরে প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা)

N.B. : O.T. - Objective Type
S.T. - Short Type
V.S.T - Very Short Type

অভীক্ষাপত্র (Test Item)

বিষয় ঃ ইতিহাস
শ্রেণী ঃ ষষ্ঠ

সময় ঃ 10 মিনিট
পূর্ণমান ঃ 6
একক ঃ মিশরীয় সভ্যতা

1. প্রাচীন মিশরের সম্রাট কী নামে পরিচিত ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
2. উল্লেখযোগ্য দুজন ফ্যারাওর নাম বলো? (জ্ঞানমূলক)
3. মিশরীয় পুরোহিতরা কী করতেন? (বোধমূলক)
4. প্রতি বছর নীলনদের বন্যা কীভাবে মিশরের কৃষি উৎপাদনকে প্রভাবিত করত? (বোধমূলক)
5. মিশরের অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি বর্ণনা করো। (প্রয়োগমূলক)
6. সুপ্রাচীন মিশরীয় পুরোহিতদের সঙ্গে বর্তমান কালের পুরোহিতদের তুলনা করো। (প্রয়োগমূলক)

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis)

বিষয় (Subject) ঃ ইতিহাস (History) শ্রেণী (Class) ঃ ষষ্ঠ

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা
1. মধ্যযুগের দক্ষিণ	(i) *চালুক্য বংশ ও পল্লব বংশ	1
	(ii) শিল্প-স্থাপত্যে চালুক্য ও পল্লবদের অবদান	1
	(iii) চোল বংশ	1
	(iv) চোলদের সামুদ্রিক প্রাধান্য	1

মোট পিরিয়ড সংখ্যা = 4

*চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

উপ-এককের বিশ্লেষণ (Analysis of Sub-units)

উপ-একক (Sub-unit) ঃ চালুক্য ও পল্লব বংশ

- বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief Summary of Concepts or Matter) ঃ

দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাতাপি অঞ্চলে রাজত্ব করতেন চালুক্য বংশের রাজাগণ। বাতাপির চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। দ্বিতীয় পুলকেশী যেমন সুশাসক ছিলেন তেমনি ছিলেন অসীম সাহসী যোদ্ধাও। হর্ষবর্ধনের দাক্ষিণাত্য অভিযান কঠোর হস্তে তিনি ব্যর্থ করেন—এই ছিল তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। 642 খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় পুলকেশীর হত্যাসাধন করেন প্রথম নরসিংহবর্মণ। এরপর চালুক্য ধ্বংসস্তূপের উপর রাষ্ট্রকূট রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটে।

অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতের পল্লবরা ষষ্ঠ থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত কাঞ্চী ছিল তাঁদের রাজধানী। এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন শিবস্কন্দ বর্মন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা

ছিলেন প্রথম নরসিংহ বর্মন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনবার পরাজিত করে বাতাপি দখল করেন। প্রথম নরসিংহ বর্মনের আমলেই সমগ্র দক্ষিণ ভারতে পল্লবদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম জয়সিংহ বর্মনের মৃত্যুর পর পল্লবশক্তি দুর্বল হতে থাকে ও অবশেষে তাঞ্জোরের চোলরাজা বিজয়ালয়-এর পুত্র প্রথম আদিত্য কাঞ্চীর সর্বশেষ দুর্বল রাজা অপরাজিত বর্মনকে নিহত করে পল্লব বংশের পতন ঘটান।

- পূর্বার্জিত শিক্ষণ (Previous Learning) ঃ

দক্ষিণ ভারত বলতে বিন্ধ্যপর্বত ও নর্মদা নদীর দক্ষিণাংশকে বোঝায়। এর পশ্চিমে অবস্থান করছে আরবসাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালা। পূর্বদিকে অবস্থিত পূর্বঘাট পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণে অবস্থিত ভারত মহাসাগর। এই ভৌগলিক আয়তনে হর্ষবর্ধনের সময় ও পরে বেশ অনেকগুলি আঞ্চলিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল চালুক্য ও পল্লব দুই রাজশক্তি। আজ চালুক্য ও পল্লব বংশ আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

- উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

1. বৌদ্ধিক স্তর (Cognitive) ঃ

আজকে পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা—

(i) জ্ঞানমূলক (Knowledge) ঃ

(a) চালুক্য বংশের সর্বশেষ শাসক কে ছিলেন তা বলতে পারবে।
(b) দক্ষিণ ভারতে পল্লব বংশের রাজত্বকাল সম্পর্কে বলতে পারবে।

(ii) বোধমূলক (Comprehension) ঃ

(a) চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর শাসন দক্ষতা আলোচনা করতে পারবে।
(b) কীভাবে পল্লব বংশের অবসান ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

(iii) প্রয়োগমূলক (Application) ঃ

(a) চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী এবং প্রথম নরসিংহ বর্মন উভয়ের কৃতিত্ব আলোচনা করতে পারবে।
(b) চালুক্য বংশ এবং পল্লব বংশের পতন সম্পর্কে উভয়ের সাদৃশ্য আলোচনা করতে সক্ষম হবে।

2. অনুভূতিমূলক স্তর (Affective) ঃ

অভিব্যক্তিমূলক (Expressive) ঃ

আলোচ্য অংশটি শিক্ষার্থীদের মনে মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতীয় বিভিন্ন রাজবংশ, বিশেষত চালুক্য বংশ সম্পর্কে ধারণা গঠনে সাহায্য করবে।

3. সঞ্চালনমূলক স্তর (Psychomotor) ঃ

দক্ষতামূলক (Skill) ঃ

(a) ভারতবর্ষের মানচিত্রে বাতাপি রাজ্য এবং কাঞ্চী নগরী চিহ্নিত করতে পারবে।

(b) ভারতীয় মানচিত্রের ওপর চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর সাম্রাজ্যসীমা অঙ্কন করতে পারবে।

শিক্ষণ-কৌশল (Teaching Strategies)

- শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ (Broad Method of Teaching) ঃ

আজকের পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষকমহাশয় মূলত বক্তৃতাদান পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। যেমন—দাক্ষিণাত্যে তাপাপি নামক অঞ্চলে চালুক্য রাজবংশ রাজত্ব করত। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পুলকেশী। দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে প্রতিষ্ঠিত কাঞ্চী নগরে পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন প্রথম নরসিংহ বর্মন—ইত্যাদি বিষয় নিয়ে শিক্ষকমহাশয় আলোচনা করবেন। তাছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্র তুলে ধরে দক্ষিণ ভারতের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি তিনি চিহ্নিত করবেন এবং প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠ আলোচনা করবেন।

- উপকরণ (Equipments) ঃ

আজকের পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষকমহাশয় প্রাচীন ভারতবর্ষের মানচিত্র তুলে ধরে চালুক্য রাজারা এবং পল্লব রাজারা কোথায় রাজত্ব করতেন তা চিহ্নিত করে দেখাবেন। তাছাড়া তিনি একটি চার্টও ব্যবহার করবেন।

- শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা / যৌথ সক্রিয়তা (Students' Activity / Group Activity) ঃ

কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একেকটি ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে তাদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলা হবে। এই কাজে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কয়েকটি প্রশ্নগুলি করবেন। (a) ভারতের কোন অঞ্চলে চালুক্য রাজারা রাজত্ব করতেন? (b) চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? (c) দক্ষিণ ভারতে পল্লব রাজত্বকাল কতদিন ছিল? (d) প্রথম নরসিংহবর্মন কী উপাধি গ্রহণ করেন?

- চকের ব্যবহার (Use of Chalk) ঃ

আজকের পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকমহাশয় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি বোর্ডে লিখবেন— বাতাপি, চালুক্য, দ্বিতীয় পুলকেশী, কাঞ্চীপুরম, পল্লব, নরসিংহবর্মন প্রভৃতি।

- অনুসন্ধানী প্রশ্ন ও উত্তর (Probing questions with answer) ঃ

1. প্রশ্ন ঃ কী কারণে দ্বিতীয় পুলকেশীকে চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়?

উত্তর ঃ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী কেবলমাত্র সুকৌশলী যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সুশাসক। সম্রাট হর্ষবর্ধন যখন প্রায় সমগ্র ভারতের রাজাদের পরাজিত করছিলেন তখন দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁকে পরাস্ত করে তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযান ব্যর্থ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি দক্ষিণে কাদম্ব, মহীশূর এবং উত্তরে কোঙ্কনের মৌর্যদের পরাজিত করেন। তাছাড়া মালব ও গুজরাটের রাজাদের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। এইসব কারণে দ্বিতীয় পুলকেশীকে চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়।

2. প্রশ্ন ঃ দক্ষিণ ভারতের পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ পরধর্মসহিষ্ণুতা সম্পর্কে যা জান বলো।

উত্তর ঃ দক্ষিণ ভারতে পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ রাজত্বকালে চিনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ কাঞ্চীর পল্লব রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। কাঞ্চীরাজ্যে প্রথম নরসিংহ বর্মনের প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য হিন্দু মন্দির, বৌদ্ধ মঠ এবং জৈন সংঘারাম (মঠ) পরিদর্শন করে হিউয়েন সাঙ সেগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায় যে, পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মন ছিলেন অত্যন্ত পরধর্মমতসহিষ্ণু এক জনপ্রিয় রাজা।

- সফটওয়্যার ও তার ব্যবহার (Software and its use) ঃ

  - ☞ ভারতবর্ষের মানচিত্র ব্যবহার করা হবে।
  - ☞ Slide Show-এর মাধ্যমে চালুক্য বংশের বিভিন্ন নিদর্শনের ছবি দেখানো হবে।

- কাজের পত্র (Work Sheet) ঃ

  - ☞ চালুক্য বংশ ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল?
  - ☞ চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কাকে বলা হয়?
  - ☞ চালুক্য রাজাদের ধর্মনীতি কী ছিল?
  - ☞ পল্লব রাজারা কোথায় রাজত্ব করতেন?
  - ☞ নরসিংহ বর্মনের রাজত্বকালে কোন চিনা পর্যটক ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন?

বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ
Examples to Illustrated concepts/Content/Theme

ধারণা (Concepts/Content)	উদাহরণ (Examples)
(a) প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী।	(a) প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন থানেশ্বরের সম্রাট হর্ষবর্ধন।
(b) পল্লবদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী।	(b) হর্ষবর্ধনের রাজধানীর নাম ছিল কনৌজ
(c) প্রথম নরসিংহ বর্মনকে পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।	(c) সম্রাট আকবরকে মোগল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়।
(d) পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মন অত্যন্ত পরধর্মসহিষ্ণু রাজা ছিলেন।	(b) মোগল সম্রাট আকবরের জীবনে পরধর্মসহিষ্ণুতা ছিল এক মহান আদর্শ।
(e) রাষ্ট্রকূট বংশের রাজাদের প্রভাবে চালুক্য ও পল্লব বংশের রাজত্বের অবসান ঘটে।	(e) ঔরঙ্গজেবের কঠিন ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্যই মোগল সাম্রাজ্য দ্রুত পতনের মুখে ধাবিত হয়।

Criterion Referenced Test

অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Table of Specification)

Sub-Unit	Knowledge			Comprehension			Application		
মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারত	OT	ST	VST	OT	ST	VST	OT	ST	VST
	1[1]	1[2]			1[3]	1[4]	1[5]	1[6]	
মোট নম্বর	2			2			2		
শতকরা	33.33%			33.33%			33.33%		

(বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নের মান এবং বন্ধনীর ভিতরে প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা)

N.B. : O.T. - Objective Type
S.T. - Short Type
V.S.T - Very Short Type

অভীক্ষাপত্র (Test Item)

বিষয় ঃ ইতিহাস সময় ঃ 10 মিনিট

শ্রেণী ঃ ষষ্ঠ পূর্ণমান ঃ 6

একক ঃ মধ্যযুগের দক্ষিণ ভারত

1. দ্বিতীয় পুলকেশী কোন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)
2. উল্লেখযোগ্য দুজন পল্লব রাজার নাম বলো। (জ্ঞানমূলক)
3. পল্লব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কাকে এবং কেন বলা হয়? (বোধমূলক)
4. দ্বিতীয় পুলকেশী কোন শক্তিমান রাজার দক্ষিণ ভারত বিজয় ব্যর্থ করেন? (বোধমূলক)
5. চালুক্য ও পল্লবদের রাজধানীর নাম কী কী? (প্রয়োগমূলক)
6. চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ও পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহ বর্মনের কৃতিত্ব পর্যালোচনা করো।

(প্রয়োগমূলক)

সপ্তম শ্রেণী

৩.২.১) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ।

৩.২.২) উপ এককের বিশ্লেষণ।

৩.২.৩) শিক্ষণ কৌশল।

৩.২.৪) বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ।

৩.২.৫) অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Blue Print) ও অভীক্ষাপত্র।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis)

বিষয় (Subject) ঃ ইতিহাস (History) শ্রেণী (Class) ঃ সপ্তম

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা
1. ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব	*(i) আরব দেশ ও তার অধিবাসী	1
	(ii) হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম ধর্মের প্রসার	1
	(iii) খলিফাদের শাসন	1
	(iv) আরব সাম্রাজ্য ইউরোপে প্রতিক্রিয়া	1
	(v) আরব মনীষী এবং মূল্যায়ন	1
	(vi) বিশ্বসভ্যতায় আরবের অবদান	1

মোট পিরিয়ড সংখ্যা = 6

* চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

উপ-এককের বিশ্লেষণ (Analysis of Sub-units)

উপ-একক (Sub-unit) ঃ হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম ধর্মের প্রসার

- বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief Summary of Concepts or Matter) ঃ

মক্কার কাবাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক কোরায়েশ বংশে 570 খ্রিস্টাব্দে হজরত মোহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পূর্বেই পিতা আবদুল্লাহ ও জন্মের কিছু পরেই মাতা আমিনার মৃত্যু ঘটে। তাঁর পিতৃব্য আবুতালেবের অভিভাবকত্বে পালিত হলেও মোহম্মদ প্রথাগত শিক্ষালাভে বঞ্চিত ছিলেন। যৌবন বয়সে তিনি বাণিজ্যিক কাজে সিরিয়া সহ আরবের বিভিন্ন অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি নানা জাতির মানুষের সংস্পর্শে এসে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। মক্কার বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে তিনি হিংসা, হানাহানি বন্ধ করা এবং নারীর সম্মান রক্ষার জন্য একটি শান্তি কমিটি স্থাপন করেন। মানুষের জীবনের দুঃখ দূর করার জন্য তিনি অধিকাংশ সময় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন হন। একসময় তিনি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের মাধ্যমে আল্লাহর বাণী লাভ করেন। তিনি দেব-দেবী, গাছ-পাথর ইত্যাদির পূজাকে অসার বলে নতুন এক ধরনের ধর্মের প্রবর্তন করেন—যা ইসলাম ধর্ম নামে পরিচিত। ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে কোরায়েশরা মোহাম্মদ ও তাঁর সহযাত্রীদের উপর প্রবল আঘাত করে। ফলে মোহম্মদ 622 খ্রিস্টাব্দে মক্কা ছেড়ে মদিনায় আশ্রয়গ্রহণ করেন। তাঁর এই মদিনা গমন আরবি ভাষায় ‘হিজরত’ নামে পরিচিত। তাই ওই দিন থেকে ‘হিজরি’ সাল গণনা করা হয়। 632 খ্রিস্টাব্দে হজরত মোহম্মদের মৃত্যু হয়। ইসলাম শব্দের একটি অর্থ হল শান্তি, অন্য একটি অর্থ হল আত্মসমর্পণ।

- পূর্বার্জিত শিক্ষণ (Previous Learning) ঃ

পৃথিবীতে নানা জাতি নানা ধর্মাবলম্বী লোকের বসবাস। যেমন—হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন ইত্যাদি। মুসলিমদের ধর্ম হল ইসলাম ধর্ম। ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা হলেন হজরত মোহম্মদ। যৌবন বয়সে তিনি আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। পরে চল্লিশ বছর বয়সে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে তাঁকে ইসলাম ধর্ম প্রচার করতে হয়। এই ধর্মের মাধ্যমে তিনি শান্তি ও আত্মসমর্পণের বাণী প্রচার করেন। আজ আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হল হজরত মোহম্মদের জীবনী এবং তাঁর ইসলাম ধর্মের বাণী ও তার ব্যাপক প্রচার। ১

- উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

1. বৌদ্ধিক স্তর (Cognitive) ঃ

আজকে পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা—

(i) জ্ঞানমূলক (Knowledge) ঃ

(a) ইসলাম ধর্মের প্রবক্তা কে তা বলতে পারবে।

(b) মুসলমানদের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলি উল্লেখ করতে পারবে।

(c) ‘হিজরত’ বা ‘হিজরি’ কী তা বলতে পারবে।

(ii) বোধমূলক (Comprehension) ঃ

(a) কীভাবে কোরায়েশরা হজরত মোহম্মদের বিরুদ্ধে প্রবল বিরোধিতা করেছিল তা বর্ণনা করতে পারবে।

(b) কোন ঘটনার জন্য মোহম্মদ 622 খ্রিস্টাব্দে মক্কা ছেড়ে মদিনায় আশ্রয় নিতে
বাধ্য হয়েছিলেন তা উল্লেখ করতে পারবে।

(c) কীভাবে পৃথিবী জুড়ে ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল তা সহজে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

(iii) প্রয়োগমূলক (Application) ঃ

(a) ইসলাম ধর্মের প্রভাব আরব দেশের জনগণের মনে কতখানি পড়েছিল তার বিশ্লেষণ করতে পারবে।

(b) পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম যথা—হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিস্টান ইত্যাদির সঙ্গে ইসলাম
ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করতে সক্ষম হবে।

2. অনুভূতিমূলক স্তর (Affective) ঃ

অভিব্যক্তিমূলক (Expressive) ঃ

আলোচ্য অংশটি শিক্ষার্থীদের মনে হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে ধারণা গঠনে সাহায্য করবে।

3. সঞ্চালনমূলক স্তর (Psychomotor) ঃ

দক্ষতামূলক (Skill) ঃ

(a) বিশ্ব মানচিত্রে আরব দেশ তথা মক্কা ও মদিনার অবস্থান চিহ্নিত করে দেখাতে পরবে।

(b) সমগ্র পৃথিবী জুড়ে 775 খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের প্রসার কতখানি ব্যাপকতা লাভ করেছিল তা মানচিত্রে বোঝাতে পারবে।

শিক্ষণ-কৌশল (Teaching Strategies)

- শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ (Broad Method of Teaching) ঃ

আজকের পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষকমহাশয় বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ করবেন। তিনি হজরত মোহম্মদের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করবেন এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করবেন।

তিনি সরলভাষায় ইসলাম ধর্মের প্রসারের কাহিনি, উপদেশাবলি আলোচনার মধ্য দিয়ে আজকের পাঠ সীমাবদ্ধ রাখবেন।

- উপকরণ (Equipments) ঃ

আজকের পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষকমহাশয় বিশ্বের মানচিত্রে আরব দেশটি চিহ্নিত করে দেখাবেন। এছাড়া তিনি 775 খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ধর্মের প্রভাবিত দেশসমূহ চার্টের মাধ্যমে অঙ্কন করে দেখাবেন।

- শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা / যৌথ সক্রিয়তা (Students' Activity / Group Activity) ঃ

কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একেকটি ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে তাদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলা হবে। এই কাজে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কয়েকটি প্রশ্ন করবেন। (a) ইসলাম ধর্ম কে প্রচার করেন? (b) হজরত মোহম্মদের মা ও বাবার নাম কী? (c) হজরত মোহম্মদ কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন? (d) মুজাহির (বাস্তুত্যাগী) কাদের বলা হত?

- চকের ব্যবহার (Use of Chalk) ঃ

আজকের পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকমহাশয় হজরত মোহম্মদ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কতকগুলি ঘটনা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন—

(a) হজরত মোহম্মদের জন্ম—570 খ্রিস্টাব্দে
(b) মোহম্মদের মায়ের নাম ও বাবার নাম—আমিনা ও আবদুল্লাহ
(c) হজরত মোহম্মদের প্রবর্তিত ধর্ম—ইসলাম ধর্ম
(d) ইসলাম শব্দের অর্থ—শান্তি বা আত্মসমর্পণ ইত্যাদি।

- অনুসন্ধানী প্রশ্ন ও উত্তর (Probing questions with answer) ঃ

1. প্রশ্ন ঃ মুসলমান সমাজে ইসলাম ধর্ম কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল?

উত্তর ঃ হজরত মোহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম মুসলমান সমাজে এক বিস্ময়কর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নব প্রবর্তিত এই ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে আরব দেশের হাজার হাজার নাগরিক দীক্ষিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

2. প্রশ্ন ঃ কোরায়েশরা কী কারণে মোহম্মদকে মক্কা ছেড়ে মদিনায় যেতে বাধ্য করেছিল?

উত্তর ঃ হজরত মোহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্মে যখন দলে দলে মানুষ দীক্ষিত হতে লাগল তখন মোহম্মদের নিজ গোত্র কোরায়েশরাই মোহম্মদের বিরুদ্ধে তীব্র ষড়যন্ত্র শুরু করল। ইসলাম কেবল কোরায়েশদের পিতৃপুরুষের চিরাচরিত ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করেনি, ইসলাম প্রচারের ফলে ধীরে ধীরে পবিত্র কাবায় তীর্থানুরাগীদের ভিড় কমতে থাকে। ফলে তাদের বিপুল পরিমাণ তীর্থকর থেকে প্রাপ্ত আয়ে টান পড়ে। তখন

প্রবল ঈর্ষাপরায়ণ কোরায়েশদের আক্রমণে মোহম্মদ ও তাঁর সহযোগীদের উপর আঘাতের মাত্রা এত তীব্র হয়ে ওঠে যে, আত্মরক্ষার স্বার্থে মোহম্মদকে 622 খ্রিস্টাব্দে মক্কা ছেড়ে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

- সফটওয়্যার ও তার ব্যবহার (Software and its use) ঃ
  - ☞ হজরত মোহম্মদের জীবনের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংবলিত চার্ট ব্যবহার করা হয়েছে।
- কাজের পত্র (Work Sheet) ঃ
  - ☞ হজরত মোহম্মদ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
  - ☞ ইসলাম শব্দটির অর্থ কী?
  - ☞ কোরান কী?
  - ☞ হজরত কেন মক্কা ছেড়ে মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করেন?
  - ☞ হজরতের বিরোধী গোষ্ঠীর নাম কী?
  - ☞ হিজরি সাল কবে থেকে গণনা শুরু হয়?

বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ
Examples to Illustrated concepts/Content/Theme

ধারণা (Concepts/Content)	উদাহরণ (Examples)
(a) হজরত মোহম্মদের জীবনী ও বাণী	(a) বুদ্ধদেব, মহাবীর, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, গুরুনানক প্রমুখ মনীষী।
(b) ইসলাম ধর্ম ও তার বাণী	(b) বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, শিখধর্ম ও তাদের বাণী।
(c) হজরত মোহম্মদ প্রবর্তিত ধর্মের উদারতা ও তার বিবরণ।	(c) গৌতম বুদ্ধের কিংবা যিশুখ্রিস্টের ধর্মীয় উদারতা ও তার বিবরণ।

Criterion Referenced Test

অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Table of Specification)

Sub-Unit	Knowledge			Comprehension			Application		
হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম ধর্মের প্রসার	OT	ST	VST	OT	ST	VST	OT	ST	VST
		2[1]	1[2]		1[3]	1[4]		1[5]	1[6]
মোট নম্বর	2			2			2		
শতকরা	33.33%			33.33%			33.33%		

(বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নের মান এবং
বন্ধনীর ভিতরে প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা)

N.B. : O.T. - Objective Type
S.T. - Short Type
V.S.T - Very Short Type

অভীক্ষাপত্র (Test Item)

বিষয় ঃ ইতিহাস
সময় ঃ 10 মিনিট
শ্রেণী ঃ সপ্তম
পূর্ণমান ঃ 6
একক ঃ হজরত মোহম্মদ ও ইসলাম ধর্মের প্রসার

1. ইসলামের বাণীগুলি কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে? (জ্ঞানমূলক)
2. ‘কোরান’ এবং ‘হাদিস’ বলতে কী বোঝ? (জ্ঞানমূলক)
3. কী কারণে হজরত মোহম্মদকে মক্কা ছেড়ে মদিনায় আশ্রয় নিতে হয়? (বোধমূলক)
4. কত বছর বয়সে মোহম্মদ তাঁর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন? (বোধমূলক)
5. 775 খ্রিস্টাব্দে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃত এলাকা বিশ্ব মানচিত্রে চিহ্নিত করো। (প্রয়োগমূলক)
6. জিব্রাইল কে? (প্রয়োগমূলক)

অষ্টম শ্রেণী

৩.৩.১) বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ।
৩.৩.২) উপ এককের বিশ্লেষণ।
৩.৩.৩) শিক্ষণ কৌশল।
৩.৩.৪) বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ।
৩.৩.৫) অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Blue Print) ও অভীক্ষাপত্র।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ (Content Analysis)

বিষয় (Subject) ঃ ইতিহাস (History)
শ্রেণী (Class) ঃ অষ্টম

একক	উপ-একক	পিরিয়ড সংখ্যা
1. শিল্পবিপ্লব	(i) সংজ্ঞা ও প্রকৃতি	1
	*(ii) ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটার কারণ	1
	(iii) আবিষ্কারসমূহ	1
	(iv) ফলাফল	1

মোট পিরিয়ড সংখ্যা = 4

* চিহ্নিত উপ-এককটি বিশ্লেষণ করা হল।

উপ-এককের বিশ্লেষণ (Analysis of Sub-units)

উপ-একক (Sub-unit) ঃ ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটার কারণ

- বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Brief Summary of Concepts or Matter) ঃ

অনুকূল ভৌগলিক পরিবেশ, প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারের ফলে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল। তা ছাড়া ভারত ও অন্যান্য উপনিবেশ রাষ্ট্রগুলি থেকে লুণ্ঠিত অফুরন্ত সম্পদ, কৃষিবিপ্লব, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনসাধনও ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটার পক্ষে পরম সহায়ক হয়। ইংল্যান্ডে উৎপাদিত বস্তুসমূহের সর্বোপরি দেশ-বিদেশে ক্রমাগত বিপুল চাহিদা মেটাতে ইংল্যান্ডের শিল্পপতিগণ ছিলেন উদবিগ্ন। তাঁরা অল্প সময়ে অধিক শিল্পদ্রব্য উৎপাদনে সক্ষম এমন যন্ত্রপাতির উদ্ভাবনের জন্য গবেষণাগারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। এই ঘটনাও ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব সূচিত করে।

- পূর্বার্জিত শিক্ষণ (Previous Learning) ঃ

শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতির বৈপ্লবিক পরিবর্তনই শিল্পবিপ্লব নামে পরিচিত। এই পরিবর্তন ঘটবার পেছনে অজস্র অনুকূল পরিবেশের উদ্ভব হয়েছিল। এই অনুকূল পরিস্থিতিগুলি প্রথম দেখা দিয়েছিল ইংল্যান্ডে। তাই সেখানেই শিল্পবিপ্লব প্রথম ঘটেছিল। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, ইংল্যান্ডে কীভাবে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল।

- উদ্দেশ্য (Objectives) ঃ

1. বৌদ্ধিক স্তর (Cognitive) ঃ

   আজকে পাঠ সমাপনের পর শিক্ষার্থীরা—

   (i) জ্ঞানমূলক (Knowledge) ঃ

      (a) প্রথম কোন দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল তা বলতে পারবে।
      (b) ইংল্যান্ডের উপনিবেশ কোন কোন দেশে ছিল তা বলতে পারবে।

   (ii) বোধমূলক (Comprehension) ঃ

      (a) কেন ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
      (b) কৃষিবিপ্লব কাকে বলে তা বোঝাতে পারবে।

   (iii) প্রয়োগমূলক (Application) ঃ

      (a) ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব ঘটে যাওয়ার ঠিক পরেই ফ্রান্সের শিল্পবিপ্লব কীভাবে ত্বরান্বিত হল তা আলোচনা করতে পারবে।

(b) প্রথম যুগের শিল্প উদ্ভাবনের সঙ্গে বর্তমান যুগের অভাবনীয় শিল্প সৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করতে পারবে।

2. সঞ্চালনমূলক স্তর (Psychomotor)ঃ

দক্ষতামূলক (Skill)ঃ

(a) কোন কোন অনুকূল পরিস্থিতির জন্য ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল তার একটি চার্ট তৈরী করতে পারবে।

(b) পৃথিবীর মানচিত্র তুলে ধরে কোন কোন দেশে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল সেগুলি চিহ্নিত করে দেখাতে পারবে।

শিক্ষণ-কৌশল (Teaching Strategies)

- শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ (Broad Method of Teaching)ঃ

আজকের পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষকমহাশয় মূলত বক্তৃতাদান পদ্ধতি অবলম্বন করবেন। যেমন—ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব প্রথম ঘটেছিল, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল, কৃষিবিপ্লব ঘটেছিল প্রভৃতি বিষয় শিক্ষকমহাশয় আলোচনা করবেন। এছাড়া পৃথিবীর মানচিত্র তুলে ধরে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ কোন কোন দেশে ছিল তা চিহ্নিত করবেন। তাছাড়াও তিনি প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠদান করবেন।

- উপকরণ (Equipments)ঃ

আজকের পাঠ আলোচনার সময় শিক্ষকমহাশয় উপকরণ হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্র ব্যবহার করবেন এবং ইংল্যান্ড কোথায় অবস্থিত এবং পৃথিবীর কোন কোন দেশে তার উপনিবেশ ছিল তা চিহ্নিত করে দেখাবেন। তাছাড়া তিনি চার্টের মাধ্যমেও ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটবার কারণগুলি আলোচনা করবেন।

- শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা / যৌথ সক্রিয়তা (Students' Activity / Group Activity)ঃ

কয়েকজন শিক্ষার্থীকে একেকটি ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত করে তাদের প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সক্রিয় করে তোলা হবে। এই কাজে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কয়েকটি প্রশ্নগুলি করবেন। (a) ঠিক কোন সময়ের মধ্যে ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটে? (b) কীসের প্রয়োগ শিল্পবিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত করেছিল? (c) পৃথিবীর কোন কোন দেশে ইংল্যান্ডের উপনিবেশ ছিল? (d) কোন দেশে প্রথম কৃষিবিপ্লব ঘটেছিল? (e) শিল্পবিপ্লব ত্বরান্বিত করার পক্ষে কাদের প্রধান ভূমিকা ছিল?

- চকের ব্যবহার (Use of Chalk)ঃ

আজকের পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকমহাশয় নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য কতকগুলি ঘটনা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন—

ইংল্যান্ডে তথা সমগ্র ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, কৃষিবিপ্লব, শিল্পবিপ্লব ইত্যাদি।

অনুসন্ধানী প্রশ্ন ও উত্তর (Probing questions with answer) ঃ

1. প্রশ্ন ঃ কোন কোন পরিস্থিতি ইংল্যাণ্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটাবার অনিবার্য উপায় তৈরী করে দিয়েছিল?

উত্তর ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের বৈজ্ঞানিকেরা বেশ কিছু অভাবনীয় আবিষ্কার করেন। সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করা হয় নানান অভিনব যন্ত্র। ব্যবহার করা হয় লোহা ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিন। বেড়ে ওঠে কলকারখানা। পাশপাশি ঘটে যায় যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি। এইসব অনুকূল পরিস্থিতিই ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটাবার পরিস্থিতিকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

2. প্রশ্ন ঃ কীভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আকাঙ্খিত ইংরেজ উপনিবেশগুলি ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লবে সাহায্য করেছিল?

উত্তর ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ব্রিটিশ অধীনস্থ সাম্রাজ্যভুক্ত উপনিবেশগুলি থেকে অফুরন্ত সম্পদ ও শিল্পের যাবতীয় কাঁচামাল সংগ্রহ ইংল্যান্ডের শিল্পক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছিল। ফলে উৎপাদন আশাতীত বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংল্যান্ডেই প্রথম শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে বলা যায় যে ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করার পেছনে তার অধীনস্থ উপনিবেশগুলির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

- সফটওয়্যার ও তার ব্যবহার (Software and its use) ঃ

  ☞ পৃথিবীর মানচিত্রও ব্যবহার করা হবে।
  ☞ ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটার কারণ নির্দেশিত চার্ট ব্যবহার করা হবে।

- কাজের পত্র (Work Sheet) ঃ

  ☞ ইংল্যান্ডে কেন প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল?

  ☞ কখন শিল্পবিপ্লব শুরু হয়?

  ☞ শিল্পবিপ্লবের যুগে আবিষ্কৃত কয়েকটি যন্ত্রের নাম বলো।

  ☞ ইংল্যান্ডের কয়েকটি উপনিবেশের নাম করো।

  ☞ পৃথিবীর কোথায় কৃষিবিপ্লব ঘটেছিল?

বিষয়বস্তুর ধারণা ও উদাহরণ
Examples to Illustrated concepts/Content/Theme

ধারণা (Concepts/Content)	উদাহরণ (Examples)
(a) ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের পুঁজি বিনিয়োগ সহায়ক হয়েছিল।	(a) ফ্রান্সে শিল্পবিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছিল ফরাসি শিল্পপতিদের পুঁজি বিনিয়োগ।

(b) ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লব খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।	(b) খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য জার্মানির শিল্প-বিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছিল।
(c) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অবস্থিত ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবকে করেছিল ত্বরান্বিত।	(c) পৃথিবীর নানাদেশে অবস্থিত ফ্রান্সের উপনিবেশগুলি সেই দেশের দ্রুত শিল্পবিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল।
(d) ইংল্যান্ডের প্রথম শিল্পবিপ্লব সংঘটিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল যেগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন।	(d) জার্মানির শিল্পবিপ্লবের গতিকে দ্রুততর করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল সেই দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার রেলপথের প্রসার।

Criterion Referenced Test

অভীক্ষাপত্রের খসড়া (Table of Specification)

Sub-Unit	Knowledge			Comprehension			Application		
	OT	ST	VST	OT	ST	VST	OT	ST	VST
ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটার কারণ	1[1]		1[2]		1[3]	1[4]		1[5]	1[6]
মোট নম্বর	2			2			2		
শতকরা	33.33%			33.33%			33.33%		

(বন্ধনীর বাইরে প্রশ্নের মান এবং বন্ধনীর ভিতরে প্রশ্নের ক্রমিক সংখ্যা)

N.B. : O.T. - Objective Type
S.T. - Short Type
V.S.T - Very Short Type

অভীক্ষাপত্র (Test Item)

বিষয় ঃ ইতিহাস
সময় ঃ 10 মিনিট
শ্রেণী ঃ অষ্টম
পূর্ণমান ঃ 6
একক ঃ শিল্পবিপ্লব

1. পৃথিবীর কোন দেশে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল? (জ্ঞানমূলক)
2. ইংল্যান্ডের পরে দ্রুত শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল এমন দুটি দেশের নাম করো। (জ্ঞানমূলক)
3. কোন কোন অনুকূল পরিস্থিতি ইংল্যান্ডে প্রথম শিল্পবিপ্লব ঘটাতে সাহায্য করেছিল? (বোধমূলক)
4. ইংল্যান্ডের ভৌগলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ কীরকম ছিল? (বোধমূলক)
5. ফ্রান্সে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটাতে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ভূমিকা বর্ণনা করো। (প্রয়োগমূলক)
6. কোন সময় ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল? (প্রয়োগমূলক)

২.৩ - সংক্ষিপ্তসার

২.৪ - পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও তার ব্যাখ্যা

২.৫ - সহায়ক পাঠ ও তথ্যসূচী (পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ)

২.৬ - অনুশীলনী-আত্মমূল্যায়ক প্রশ্নাবলী

(ক) পাঠ একক বিশ্লেষণ বলতে কী বোঝো? (খ) ষষ্ঠ শ্রেণীভুক্ত যেকোনো একটি বিষয়ের উপর পাঁচটি অনুসন্ধানী প্রশ্ন রচনা করো ও তার উত্তর দাও। (গ) সপ্তম শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত যেকোনো একটি বিষয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করো। (ঘ) অষ্টম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যেকোনো একটি বিষয়ের মূল্যমান ২৫ নম্বরের একটি অভীক্ষাপত্র ও তার Blue Print রচনা কর।

GROUP - B (বিভাগ - খ)

একক - ১

বিষয়বস্তুগত ধারণা ও ইতিহাস শিক্ষণের প্রেক্ষাপট

CONCEPTS AND BACKGROUND OF TEACHING HISTORY

১.০ - উদ্দেশ্য
১.১ - পাঠ অবতারণা
১.২ - বিষয়বস্তু
১.৩ - সংক্ষিপ্তসার
১.৪ - পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও তার ব্যাখ্যা
১.৫ - সহায়ক পাঠ ও তথ্যসূচী (পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ)
১.৬ - অনুশীলনী-আত্মমূল্যায়ক প্রশ্নাবলী

১.০ - উদ্দেশ্য

সৃজনশীলতার সম্ভাবনা বিকশিত করা, অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ জাগরণ - শিক্ষার্থীদের বিকাশোন্মুখ পর্বে যথোচিত পরিচর্যা-ব্যক্তিত্ব বিকাশের সন্ধিক্ষণে মানুষ ও সমাজের অগ্রগতির ধারার সঙ্গে পরিচয় - বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধার জাগরণ - আধুনিকতার বীজমন্ত্র জাগ্রত করা - জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি।

১.১ - পাঠ অবতারণা

ইতিহাস কী? ইতিহাস হল মানুষের দলবদ্ধ শ্রম, তাদের নানা কীর্তি ও ভাঙাগড়ার পরিচয়। ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু হল মানবসমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের কাহিনি। এককথায় মানবজাতীয় ধারাবাহিক চেষ্টা ও সামগ্রিক জীবনযাত্রার এই কাহিনিকেই বলা হয় ইতিহাস। সত্যের অবিরাম অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানের নানরকম দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে হতে এসেছে এখন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। জ্ঞানের এই বিচিত্র শাখাসমূহের মধ্যে ইতিহাস একটি বিশাল, পুরাতন, মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত তাৎপর্যবহ শিক্ষামূলক বিষয়।

১.২ - বিষয়বস্তু

ইতিহাসের সংজ্ঞা ও ধারণা -

১.২.১) ইতিহাস শিক্ষণের উদ্দেশ্য।

১.২.১.১) প্রাথমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য।

১.২.১.২) মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য।

১.২.১.৩) উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য।

১.২.২) ইতিহাস সম্পর্কে আধুনিক ধারণা। (মার্কসীয় ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি)

১.২.৩) ইতিহাস শিক্ষণের লক্ষ্য ও মূল্য।

১.২.১) ইতিহাস শিক্ষণের উদ্দেশ্য (Objectives of Teaching History)

ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য নিয়ে আছে অজস্র তর্কবিতর্ক। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনের জগতের পরিবর্তন ঘটে অনেক। শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক শক্তি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির তারতম্য অনুসারে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য হয় ভিন্ন ভিন্ন। মোটামুটিভাবে বিদ্যালয়ের তিনটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায় -

(ক) প্রাথমিক (6-11 বছর বয়স)।

(খ) মাধ্যমিক (12-16 বছর বয়স)

(গ) উচ্চমাধ্যমিক (17-18 বছর বয়স)

নিম্নে বিভিন্ন স্তরে ইতিহাস পাঠের ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যাবলি পৃথকভাবে আলোচনা করা হল।

১.২.১.১) প্রাথমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য (Objectives of Teaching History at the Primary Stage)

১) ইতিহাস পাঠে শিক্ষার্তীদের আগ্রহ বৃদ্ধি করা ঃ

এই স্তরে শিশুর উপলব্ধির পৃথিবীকে অর্থবহ ও বোধসম্পন্ন করে তোলাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য। আদিম মানুষ কোথায় কীভাবে বসবাস করত, কীভাবে খাদ্যসংগ্রহ করত, কীভাবে ধীরে ধীরে তারা কৃষিকাজ শিখল, ঘরবাড়ি বাঁধল, সমাজবদ্ধ হল - এবং আজকের এমন একটি সুসভ্য প্রগতিশীল মনুষ্যসমাজ গড়ে তুলল তারই একটি অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত প্রতিচ্ছবি তুলে ধরাই হল প্রাথমিক স্তরে ইতিহাস পাঠদানের উদ্দেশ্য।

এই বয়সে শিক্ষার্থীদের মন স্বাভাবিকভাবেই প্রবল কৌতূহলী ও কল্পনাপ্রবণ হয়। পাশাপাশি শিশুর মধ্যে সৃজনশীলতার সম্ভাবনা উঁকি দেয়। তাই, এই স্তরের প্রধান উদ্দেশ্য হবে বিভিন্ন ঘটনার জটিলতা বর্জন করে অত্যন্ত সহজ ভাষায় শিশুমনে ইতিহাস পাঠের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। মূলত গল্পভিত্তিক। পরিবেশভিত্তিক এবং জীবনীভিত্তিক আলোচনা করতে হবে। বর্ণনার ভাষা এমন হবে যেন শিশু তার মা-ঠাকুমার কাছে রূপকথা শুনছে এমনই তার মনে আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে।

২) কল্পনাশক্তির বৃদ্ধিসাধন (Development of Power of Imagination) :

কল্পনাশক্তি হল সৃজনী ক্ষমতা বিকাশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। পশুপাখির গল্প, রাজপুত্র ও রাজকন্যার গল্প, পক্ষীরাজের ঘোড়ার গল্প, মৎস্যকন্যার গল্প, আলৌকিক পরীর গল্প ইত্যাদি শুনে শিশুর মধ্যে কল্পনাশক্তি জেগে ওঠে। শিশুর কাছে ইতিহাসের বর্ণনাও তেমনি গল্পের মতো (Story telling system) বলতে হবে। ইতিহাসের গল্পের প্রেরণা যেন শিশুর ভবিষ্যৎ তকে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। তাই শিশুরা যাতে ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে তাদের কল্পনাশক্তির বিকাশ ও প্রকাশ ঘটাতে পারে সেদিকে অবিরত খেয়াল রাখতে হবে।

৩) অতীত বিষয়ের প্রতি ছাত্রদের সচেতন করে তোলা ঃ

'অতীত' কাকে বলে তা আগে শিশুদের বোঝাতে হবে। অতীত থেকে আমরা শিক্ষা নিয়েছি বলেই আমাদের বর্তমান এত সুন্দর হয়েছে, এই ঘটনা গল্পের আকারে শিশুদের সামনে আলোচনা করতে হবে। যে বইখানি আমরা পড়ছি তার কাগজ কীভাবে সৃষ্টি হল, বইখানি কীভাবে ছাপা হল, ছাপার কালি কীভাবে তৈরি হল, ছাপার পদ্ধতি কে কীভাবে আবিষ্কার করলেন, কোথায়-বা প্রথম ছাপা হল - এটাও হল এক ইতিহাস। ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, গাড়িঘোড়া যা কিছু দেখছি সবই সৃষ্টি হয়েছে অতীতের মানুষের অভিজ্ঞতা থেকে। শিশুদের সামনে সেইসমস্ত 'অতীতের' গল্প এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যেন শিশু ক্রমাগত অতীতের প্রতি আরও আগ্রহী হয়। প্রবল কৌতূহলে শিশু যেন তার হৃদয় দিয়ে অতীতকে অনুভব করতে পারে। অতীতকে অনুভব করতে ছাত্রদের মধ্যে Sense of Time অর্থাৎ সময় জ্ঞানও জাগিয়ে তুলতে হবে। সময় জ্ঞান জাগিয়ে তুলতে প্রয়োজন Time Curve বা সময় বৃত্ত এবং Time Graph বা সময় গ্রাফ।

৪) দেশপ্রেম এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি ঃ

শিশুকাল থেকেই যাতে শিক্ষার্থীরা নিজের দেশের সংস্কৃতির কথা, ঐতিহ্যের কথা ভেবে গর্বিত হয়, স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয় - ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে তার ব্যবস্থা করতে হবে। মূলত ইতিহাসের পাঠ্যসূচিতে অতীতের গৌরবগাথা গল্পকারে প্রকাশ করা সম্ভব বলেই ইতিহাসকে এই দায়িত্ব পালনে ভূমিকা নিতে হয়।

১.২.১.২) মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য (Obdectives of Teaching History at the Madhyamik Level)

প্রাথমিক স্তর থেকে যখন একটি শিশু মাধ্যমিক স্তরে পা রাখে তখন তাকে আর শিশু না বলাই সংগত। কুঁড়ি যেমন ধীরে ধীরে তার পাপড়ি মেলতে শুরু করে একটি মনোরম ফুলে পরিণত হওয়ার জন্য - একটি শিশুর জীবনেও এই হল এক বিচিত্র সন্ধিক্ষণ। তখন সে বিকাশোন্মুখ এক কিশোর। তার জীবন-বিকাশের সামগ্রিক শিক্ষা অর্জনের এটাই প্রকৃত সময়। কিশোরকালেই তার চিন্তাশক্তি প্রখর থেকে প্রখরতর হতে থাকে। মনুষ্য জীবনের কঠোর বাস্তবের দিকে সে হয় ক্রমশ অগ্রসর। তার মধ্যে জাগতে থাকে আত্মমর্যাদাবোধ। এই বয়সের শিক্ষার্থীর আছে মাতৃভাষা-সাহিত্য, ইংরেজি, ভূগোল, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পরিবেশ-পরিচয়, সংগীত, শিল্পকলা ইত্যাদির সঙ্গে ইতিহাসের ঘনিষ্ঠতম যোগ - এই সতর্ক দৃষ্টিদান করে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কিশোরদের ইতিহাস বিষয়টি স্থিরীকৃত করেছেন। এছাড়া, ইতিহাস হল বর্তমান

প্রগতিশীল যুগে মানবিক, সাংস্কৃতিক ও শৃঙ্খলা জাগরণকারী এক শ্রেষ্ঠ পুস্তক। এই সুচিন্তিত ভাবনা নিয়েও মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য হিসাবে নির্দেশ দান করা হয়েছে। এই স্তরের উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নোক্ত পর্যায়ে আলোচনা করা যায়।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষণ পর্যন্তই অনেকেরই পুঁথিগত বিদ্যাশিক্ষার শেষ পর্যায় ঘটে থাকে। এরপর কিছু সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও তারা বিভিন্ন শাখা-উপশাখাতে বিভক্ত হয়ে যায়। যেমন - কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাগ্রহণ। ফলে মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের যে মৌলিক জ্ঞান অর্জন করে তার ওপর ভিত্তি করে তাদের ভবিষ্যতের পথে পাড়ি দিতে হয়। কাজেই মাধ্যমিক শিক্ষায় ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের পরে যে সমস্ত শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান, ব্যবসায় শিক্ষা (Commerce) বা বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করে। তাদের আর ইতিহাস পাঠের সুযোগ না থাকায় বিষয়গত যোগসূত্র সন্ধানে তারা অনেক সময় খেই হারিয়ে ফেলে। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বয়স সাধারণত ১৪ থেকে ১৭ বছর হয়। এই বয়সে বিশেষ করে নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের বয়ঃসন্ধিক্ষণ (Adolescence) ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত সময়। এসময়ে শিক্ষার্থীদের মনে নিজের সমাজ, সমাজের পরিকল্পিত অবস্থা, সভ্যতা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে নানারকম কৌতূহল জাগ্রত হয় এবং এর সঠিক দিক নির্দেশনা ইতিহাস পাঠের মাধ্যমেই সম্ভব।

সুমহান ঐতিহ্যের দেশ এই ভারতবর্ষ। যেন একটি অপূর্ব যৌথ পরিবার। বহু জাতি, বহু ভাষাভাষী, বহু বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, বহু ধর্মাবলম্বীর এক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-ভূমি এই সুপ্রাচীন ভারতবর্ষ। স্বাভাবিকভাবে অন্য জাতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, অন্য ধর্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন, অন্যদের আচার-আচরণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, মনোগ্রাহী সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান অনুকরণ - ইত্যাদি মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে।

অতীতের দরিদ্র ভারতবর্ষ আজ উন্নয়নশীল দেশের সম্মানে এগিয়ে চলেছে। তাই পেছনে পড়ে থাকা শ্রেণির মানুষদেও সাধ্যমতো সাহায্য ও সহানুভূতি দান এক মানসিক কর্তব্য। ইতিহাস পাঠের দ্বারা শিক্ষার্থীদের এই সামাজিক কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পরিবার, স্কুল ও সমাজে অন্তরঙ্গ সহযোগিতার অভ্যাস গঠনও বিশেষভাবে প্রয়োজন। একটি আদর্শ সমাজের প্রয়োজনে মানুষের সহজাত সুকুমার বৃত্তিগুলি শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে তোলা ইতিহাসের গুরুদায়িত্ব। সামাজিক কল্যাণ কামনায় শিক্ষার্থীর মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভালোবাসা, সম্মান প্রদর্শন, সহানুভূতি, সমবেদনা, মমত্ববোধ, ক্ষমা, সহনশীলতা, আন্তরিকতা, দয়া ইত্যাদির জাগরণ ঘটানো একান্ত প্রয়োজন।

বিভিন্ন দেশের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, বিবর্তন ও উন্নয়ন সম্পর্কে সঠিক ধারণা অনুধাবন করে মাতৃভূমির সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জন্য মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ইতিহাসের পঠন-পাঠন অপরিহার্য।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের জীবনধারা হয় পরিবর্তিত। ইতিহাস সেই পরিবর্তনের চিহ্ন বহন করে। তাই ইতিহাস হল সভ্যতার ধারক, বাহক ও পরিমাপক। মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উত্থান-পতন ও ভাঙাগড়ার সাক্ষীস্তম্ভ হল ইতিহাস। তাই জাতির ইতিহাসকে শিক্ষার্থীদের সামনে ছবির মতো তুলে ধরার জন্য মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠ প্রয়োজনীয়।

দেশের জাতীয় সংগীত, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমনি আমাদের পবিত্র সংবিধান ও তার অপরিহার্য মূল্যের কথা ভেবে তার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতে শেখানোও ইতিহাস পাঠদানের একটি মহান কর্তব্য।

হাজার বছরের ঐতিহ্যসম্পন্ন সুসভ্য বাঙালি জাতির ইতিহাস জানার জন্য শিক্ষার্থীদের বাঙালির ইতিহাসের মৌলিক দিকগুলি জানা বাঞ্ছনীয়।

ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে অতীতকে দেখবে বর্তমান বৃহত্তর পেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে। বর্তমান পর্যালোচনা করে শিক্ষার্থী ভবিষ্যত্যের স্বপ্ন রচনা করবে। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে উন্নয়ন, প্রগতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষে নিয়ে যাওয়ার বিশাল দায়িত্ব উত্তরসূরীদের হাতেই। এই চিন্তাভাবনা শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে। তাই এই বয়ঃসন্ধিক্ষণে অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

ইতিহাসের মাধ্যমে মহামানবদের জীবনীপাঠ শিক্ষার্থীদের কাছে এক অমূল্য প্রেরণা। মহামানবদের জীবনী পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজের জীবনে মহামানবীয় গুণাবলির বিকাশ ঘটাতে উজ্জীবিত হবে। এই ধরনের শিক্ষা জীবনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে মাধ্যমিক স্তরেই উপযোগী। এই ধরনের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধও সৃষ্টি করে।

প্রাচীন শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা, চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ করে ভবিষ্যতের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিপুষ্টি ঘটানো ইতিহাস পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই সম্ভব। তাই বলা যায়, সর্বতোভাবে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করতে মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠ একান্ত আবশ্যক।

১.২.১.৩) উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য (Objectives of Teaching History at the Higher Secondary Level)

উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীরা পূর্ণ বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত। এই স্তরে শিক্ষার্থীর হৃদয়ের প্রসারতা হয় সুবিস্তৃত। প্রবলতর হয় তার বৌদ্ধিক আগ্রহ। তাই বয়ঃসন্ধিক্ষণের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকায় এই স্তরের ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য সুনির্ধারণ করা উচিত। তবে খেয়াল রাখতে হবে মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস পাঠের যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এই স্তরেও সেই উদ্দেশ্যগুলিকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়া অতিরিক্ত হিসাবে আরও কিছু উদ্দেশ্য এই স্তরে থাকা বাঞ্ছনীয়। যেমন —

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাকে সুদৃঢ় করার জন্য ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে তথ্যনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ করা।

ইতিহাস পাঠের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিক্ষাভিত্তিক ও বৌদ্ধিক মূল্যের পরিপূর্ণ রূপায়ণ ঘটানো। শিক্ষার্থী যেন সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়। শিক্ষার্থী যেন অনুভব করতে পারে, বর্তমান দ্রুত প্রগতির যুগে প্রতিটি রাষ্ট্র পরস্পরের উপর নির্ভরশীল- অর্থাৎ ইতিহাস পাঠে শিক্ষার্থীর আন্তর্জাতিক সচেতনতা বাড়িয়ে তোলা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক গুণাবলির বিকাশ এবং বিচারশক্তির সুসামঞ্জস্য মানসিকতা বৃদ্ধির সহায়ক বিশ্লেষণী কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত করা।

নন্দনতত্ত্ব এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষামূলক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ করা।

বিদ্যালয়-গন্ডির বাইরের বৃহত্তর বাস্তব সমাজ সম্পর্কে অবহিত করা এবং জীবনোপযোগী বিষয়বস্তু নির্বাচন করা।

শুধু নিজ নিজ অঞ্চলেরই নয়, সারা দেশের এমনকি বহির্বিশ্বের বর্তমান অবস্থার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের অবহিত করানো।

ভবিষ্যৎ জীবনের প্রয়োজনে উৎপাদনমুখী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করার জন্য ছাত্রদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করা।

বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রদের সচেতন করা এবং সেই সমস্যাগুলি থেকে ডত্তরণের সহজ উপায় চিন্তনে সাহায্য করা।

পৃথিবীর সভ্যতার ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানতে সাহয্যে করা এবং অতীতের আলোকে বর্তমানের এই অভাবনীয় অগ্রগতি বিচার করে নিজের ব্যক্তিজীবনের উজ্জ্বল, সমাজজীবনের ভবিষ্যৎ গঠনে নিরন্তর অনুপ্রাণিত করা।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বুঝতে স্কুল ও সমাজ কল্যাণকর (Social Welfare) কর্মসমূহে যোগদান করা এবং সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অবহেলিত, পীড়িত ও নিষ্পেষিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদারতা অর্জন করা।

বিজ্ঞান, গণিত, পরিবেশ চেতনা, ভাষা ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক অভ্যাস গঠন এবং পাশাপাশি খেলাধুলা ও শরীরচর্চা অংশগ্রহণের অভ্যাস গঠন করা।

কার্য ও কারণ (Law of Cause and Effect) - ঘটনার বিশ্লেষণধর্মী মানসিকতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা।

সময়-জ্ঞান অর্থাৎ (Sence of Time) সম্পর্কে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী যে বোধ অর্জন করেছে তাকে দৃঢ়তর করা।

উপসংহার (Conclusion) :

উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিচার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কিশোর শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক শিক্ষা ও জীবন বিকাশের লক্ষ্যে অন্য যেকোনো পাঠ্যবিষয়ের তুলনায় ইতিহাস পাঠের মূল্য ও প্রয়োজেন অত্যন্ত জরুরি। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা সুস্থ সুন্দর নাগরিক জীবনযাপনের ভিত্তি নির্মাণ করে। ইতিহাস শিক্ষার্থীর অন্তরে গণতান্ত্রিক চেতনার ক্রমবিকাশ ঘটায়। এই গণতান্ত্রিক উদার চিন্তাই সার্থক দেশপ্রেম তথা সার্বিক বিশ্বজনীনতার মিনলমঞ্চ রচনায় প্রাণিত করে। মানবকল্যাণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার আলোকসরণিতে এগিয়ে দেয়।

বহু যুগ ও শতাব্দীর সুদীর্ঘ ধারাপথে প্রাপ্ত আমাদের বর্তমান জীবনের যা কিছু সামগ্রী তা কোনো বিশেষ দেশের বা কোনো জাতির নিজস্ব সম্পদ নয় - এই সুবিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারী সমগ্র বিশ্ব।

সুতরাং দেশ-কাল-জাতির সীমারেখা ভেঙে ইতিহাস শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপকতর হোক। সংকীর্ণ ভাবনা আর আত্মদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে মাথা তুলে শিক্ষার্থী শুভবুদ্ধিতে অনুপ্রাণিত হয়ে আন্তর্জাতিক সংবেদনশীলতায় উদ্বুদ্ধ হোক, ইতিহাসের অতীত বার্তা শিক্ষার্থীর হৃদয়ে জন্ম দিক এক সুন্দরতর পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন। (The lesson of history project the probable course of past tendencies into the future and plan out a much better world.)

ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা (Concept of History) :

ইতিহাসের প্রাচীন ধারণা (Ancient Concept of History) :

প্রাচীনকালে অর্থাৎ ঐতিহাসিক দিকে থেকে মধ্যযুগের আগে পর্যন্ত ইতিহাস ছিল মূলত বিভিন্ন রাজারাজরার, তাঁদের রাজত্বের, তাদের বিভিন্ন যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনার বর্ণনা। মূলত মানুষের মনোযোগের আকর্ষণ ও আনন্দবর্ধনের জন্য আঞ্চলিক কিছু গল্পগাথা, কিংবদন্তি স্বরূপ গল্প, বীরযোদ্ধার কাহিনি, প্রচলিত ধ্যানধারণা, বীরগাথা, রাজপ্রশস্তি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বিবরণই ছিল তখনকার দিনে ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এই ইতিহাস ছিল বাস্তব ও কল্পনা এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

অনেকের মতে, অতীতের ইতিহাস ছিল রাজনৈতিক কাহিনি, রাজার কাহিনি, যুদ্ধ জয়ের কাহিনি (Formerly teaching of history was mainly a record of battles, conquests and family of ruling dynastics)।

ইতিহাসকে পৃথক বা স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে প্রথম রূপদান করেন সুপ্রাচীন গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস। তিনি খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে তৎকালীন সমসাময়িক ও অতীত বিষয়ের একটি তথ্যপূর্ণ বিশ্লেষণ রচনা করেন।

পরবর্তীকালে থুকিডিডিস নামক অপর এক গ্রিক মনীষী তাঁর সময়কার রাজনৈতিক ঘটনাবলির এক বিবরণ প্রস্তুত করেন। তাঁর এই রচনাকে 'Didactic history' বলে অভিহিত করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই যে, এই বিশ্বশৈলীর ইতিহাস রচনায় আজও তাঁকেই পথিকৃৎ হিসাবে অনেকে সম্মানিত করেন।

ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সুসভ্য জনগোষ্ঠী তাদের ইতিহাস রচনা করতে থাকে। বলা বাহুল্য, এই ইতিহাসে স্থান পায়নি। ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির মাধ্যমেই ইতিহাসের প্রাচীন ধারণার সম্যক রূপটি প্রতিভাত হয়। তিনি তাঁর 'ইতিহাস' প্রবন্ধে বলেন ''রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেখলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না। ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করে পরীক্ষা দিই, তা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনিমাত্র। কোথা হতে কারা এল, কাটাকাটি মারামারি করে গেল। বাপ-ছেলে ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। একদল যদি যায় কোথা হতে আর একদল উঠে পড়ে। পাঠন, মোগল, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ সকলে মিলে এই স্বপ্নকে উত্তরোত্তর জটিল করে তুলেছে। ভারতবাসী কোথায় এই ইতিহাস তার উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যারা কাটাকাটি, খুনোখুনি করেছে তারাই আছে, সেই ইতিহাস পড়লে মনে হয় ভারতবর্ষ তখন ছিল না। তখন প্রকৃত ভারতবর্ষের মধ্যে যে জীবনস্রোত বহেছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল, তার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।"

১.২.২) ইতিহাসের আধুনিক ধারণা (মার্কসীয় ও আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি) (Modern Concepts Histories) (With special reference to Idealist & Marxist approach)

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত যে ইতিহাস তাই হল প্রকৃত ইতিহাস। তার মুখদর্শন পাওয়া গেল ঊনবিংশ শতাব্দীতে। এই ইতিহাসে শুধুমাত্র রাজার কথা, রানির কথা নয়, রাজ্য ভাঙাগড়ার ঘটনা নয়, সিংহাসন নিয়ে খুনোখুনির ঘটনা শুধু নয় - এই ইতিহাসে আছে মানুষের সৃষ্ট জীবনধারার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় - এককথায় সর্বতোমুখী পরিচয়। ইতিহাসের প্রতিপাদ্য বিষয় হল সমগ্র মানবজাতি কীভাবে তার সভ্যতা-সংস্কৃতির নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি সাধন করল।

দুশো বছরের ইংরেজ শাসন ভারতবর্ষের বুকে শুধুমাত্র নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিরই পরিচয় প্রদানে থেমে থাকেনি। নেতির অভ্যন্তরে লুকিয়েছিল অনেক 'হ্যাঁ' বোধক জীবনদৃষ্টি। ভারতবর্ষে আধুনিকতার সূচনারও জন্ম এই বীজমন্ত্র থেকেই। শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতি-সাহিত্য এবং ইতিহাসের মধ্যে পাশ্চাত্য ছোঁয়ার আধুনিকতার দ্বারোদ্‌ঘাটন হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। আধুনিক ইতিহাসে তথাকথিত রাজা-রানির কাহিনি ও যুদ্ধযাত্রাই নয়, স্থান করে নিল সমগ্র মানবজীবন ও মানবসমাজের পটপরিবর্তনের কালিক অধ্যায়গুলি।

আধুনিক যুগ এক বিস্ময়কর প্রগতির যুগ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে সমগ্র পৃথিবী যেন আজ প্রত্যেকের হাতের মুঠোয় বন্দি। আজকের শিক্ষার্থীর কাছে রাজারানির গল্প, সিংহাসন নিয়ে হানাহানির ঘটনা যেন অর্থহীন রূপকথার গল্প। আধুনিকতায় উদ্দীপ্ত শিক্ষার্থীর ভাবনায় এখন স্থান করে নিয়েছে সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি।

মানুষকে কেন্দ্র করেই প্রাথমিকভাবে গড়ে ওঠে সমাজ। মানুষ ও সমাজের চাহিদাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে গৃহ-পরিবেশে, হাট-বাজার, দোকান-পাট, চাষবাস, জমিজমা, সংঘ, সংগঠন, শাসনব্যবস্থা, শিল্প প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনিষ্ঠান, ধর্মব্যবস্থা ইত্যাদি। চেতনার সুষ্ঠু বিকাশে সম্প্রসারিত হয় জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডি। গড়ে ওঠে রাষ্ট্র, রাজ্য, দেশ, আন্তর্জাতিক পরিসর। সৃষ্টি হয় শাসনব্যবস্থার। শাসক ও শাসিতের যোগ্যতা, বিনিময়, সামঞ্জস্যবিধান এবং চাহিদার সাম্য ও বৈষম্য থেকে জন্ম হয় ক্ষোভ, আন্দোলন তথা রাজনীতির আধুনিক ইতিহাসে রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

রাজনীতির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে মানুষের জীবনের মুখ্য চাহিদাবিষয়ক বস্তুটি - যার নাম অর্থনীতি। সমাজবাদী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, দার্শনিক, কার্লমার্কস-এর বক্তব্য অনুযায়ী অর্থনীতিই সমাজের মূল চাবিকাঠি। আর সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজতে গেলে সমাজস্থিত মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, ধর্ম-ভাবনা, রীতি-নীতি, কৃতিত্ব-হতাশা, জয়-পরাজয়ই প্রধানভাবে উঠে আশে। সমাজ মানুষের জীবন-আধারের এ সমস্ত নান্দনিক ও ব্যবহারিক দিকগুলির সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

এভাবে মানুষ, জীবন, সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা, অর্থনীতি, রাজনীতির অন্তর্নিহিত দৃষ্টিভঙ্গির বিশেষ বিকাশ, বিবর্তন, উন্নয়ন বা অবনয়নের মূল প্রেক্ষাপটই হল আধুনিক ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। সমগ্র মানবসমাজের ব্যাপক পটভূমিকা নিয়ে আধুনিক ইতিহাসের জন্ম, বৃদ্ধি ও অগ্রগতি সাধিত হয়।

যুগে যুগে জন্ম নিয়েছেন অসংখ্য মহাপুরুষ। সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে তাঁরা শান্তি ও ন্যায়ের আদর্শ প্রচার করেছেন। বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মতো মহাপুরুষদের জীবনী দ্বারা আধুনিক ইতিহাস প্রভাবিত হয়েছে। তাঁদের ধর্মমত ও উদারতার বাণী, অহিংসার বার্তা শতাব্দীব্যাপী মানুষের শিক্ষার বিষয় হয়ে আছে। মানবজাতির অগ্রগতির আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকাও একটি মহা মূল্যবান অধ্যায়। আধুনিক ইতিহাসের ভাবনা হল ওইসব আন্দোলনের ক্রমবিবর্তন, বৃদ্ধি ও অগ্রগতি (evolution, growth and development)। ইতিহাসে বিষয় ভাবনার সঙ্গে ভাবচেতনার সম্মিলন আধুনিক ইতিহাসের একটি দিক। ইতিহাসের মূলাধার স্থান, কাল, পাত্র (জনসাধারণ)-এর সঙ্গে আধুনিক ইতিহাস ‘ভাব’ (Ideas) নতুন উপাদান হিসাবে যোগ করেছে। ইতিহাস এখন আর কাহিনিমাত্র নয় (merely a chronicle of events), ভাবের সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ ঘটনার মালা (a wreathe with the events stung on the thread of ideas)।

সভ্যতার অগ্রগতিতে চিন্তা-চেতনার নবদ্বার উএন্মাচিত হয়েছে। এখন আর নিজের দেশ, নিজের জাতি, নিজের দেশের সংস্কৃতিতে বন্দি থাকার অবকাশ নেই। গভীর দেশপ্রেমে কলকণ্ঠ কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একসময় গেয়েছিলেন -

‘আমার এই দেশেতে জন্ম যেন

এই দেশেতে মরি।’

কিন্তু এই প্রেমের পরিধি আজ বিস্তৃত হয়েছে সমগ্র বিশ্বপ্রাঙ্গণবাপী। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি কালজয়ী গান মনেপ্রাণে গ্রহণ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু নিজের জীবনের অমূল্য প্রেরণা করে নিয়েছিলেন, সেই গানটি হল -

‘‘আমি রব না রব না ঘরে,

বাহির করেছে পাগল মোরে।’’

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর ‘তরুণের স্বপ্ন’ প্রবন্ধটিতে জাতীয় জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যোগাযোগ (link) ও ঐক্যের (unity) উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

আধুনিক ইতিহাস ঘরের সঙ্গে বাহিরের, মনের সঙ্গে শরীরের, জীবনের সঙ্গে জীবিকার পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বিচারবিশ্লেষণাত্মক উপাদন নিয়ে গড়ে উঠেছে।

আধুনিক ইতিহাস নাম মাত্র কাহিনি নয়, রীতিমতো জ্ঞানার্জন ও শিক্ষামূলক বিষয়। ইতিহাস-জ্ঞান নানা সমস্যার সমাধানের সন্ধান দিয়ে সুন্দর সম্ভবনাময় জীবনের অগ্রগতিতে সহায়তা করে।

বিশ্বব্যাপী বেজে উঠেছে আজ এক সুমহান ঐক্যের সুর। ভৌগলিক দূরত্ব হয়েছে আজ লাফ দিয়ে অতিক্রম করা যায় এমনই সহজগামী! জাতীয়ত্বের সংজ্ঞা আজ যেন আর শুধুমাত্র নিজের দেশের গণ্ডিতে আবদ্ধ নেই, বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ববোধ আজ সহস্র বাহু প্রসারিত করে আকুল আহ্বান জানাচ্ছে প্রত্যেককে। তাই ইতিহাসের মূল উপজীব্য হল, অসভ্য মানব থেকে সভ্যতার চরম স্তরে উন্নয়নের বিবর্তনের কাহিনি। শুধু

সম্রাট বা সাম্রাজ্য নয় - আধুনিক ইতিহাস হল, অসংখ্য সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কর্মপ্রচেষ্টার কাহিনি। কোটি কোটি মানুষের কর্মযজ্ঞের ধারাবাহিক সম্মিলনে সভ্যতা আশ্চর্য পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে চলেছে। এ পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে দিক-নির্দেশনা দিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বহু মহামানব। মেহেরগড় সভ্যতা, হরপ্পা সভ্যতা, গুপ্ত সভ্যতা ইত্যাদি। সৃষ্টিতে অবদান রয়েছে সাধারণ মানুষদেরই। এভাবে সাধারণ মানুষের জীবন, মহামানবদের জীবন ও সমাজের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিশ্লেষণের আধারগ্রন্থই হল আধুনিক ইতিহাস।

ইতিহাস শুধুমাত্র অতীত ঘটনার চিত্রপত্র নয় - অতীত মানবের জীবন-অন্বেষণ, তার চিন্তন-মননের সঙ্গে বর্তমানের স্বাভাবিক অর্থবহ যোগসূত্র গঠন করে মানুষে মানুষে ভাবের আদান-প্রদান এবং বিশ্বমানবের ক্রমোন্নতির পথ প্রশস্ত করে তোলার কাহিনি-সমৃদ্ধ এক মহা পবিত্র গ্রন্থস্বরূপ।

ইতিহাসের স্বরূপ : ইতিহাস কলা বা বিজ্ঞান (Features of the History : Is history an art or a science) :

ইতিহাসকে বিজ্ঞান অথবা কলা কোনটি বলা যথাযথ হবে তা নিয়ে যথেষ্ট বিচার-বিবেচনার অবকাশ আছে। আধুনিককালের ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে বিজ্ঞান হিসাবেই বিবেচনা করেছেন।

ইংরেজি Science শব্দটি এসেছে লাটিন Scientia থেকে। Scientia শব্দের অর্থ হল 'জ্ঞান'। Science বলতে আমরা বুঝি, Systematic and Fundamental Knowledge ! লাটিন Scientia শব্দটির বাংলার প্রতিশব্দ হল বিজ্ঞান।

'বি' কথার অর্থ বিশেষভাবে, 'জ্ঞান' কথার অর্থ জানা। কোনো বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিচারবিশ্লেষণ করে যখন যথার্থ একটি সত্যে পৌছানো হয় তখনই তাকে বলা হয় 'বিজ্ঞান'। বিজ্ঞান বলতে সত্যসন্ধানী নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানচর্চা। বিশেষভাবে লব্ধ জ্ঞানকে যখন শব্দ, অলংকার, ছন্দ, ভাষার সুপ্রয়োগে স্বচ্ছন্দরূপে, সাবলীলভাবে প্রকাশ করা হয় তখনই তা হয় 'কলা'। ইতিহাসে মানবসভ্যতা সৃষ্টির পূর্ব হতে বর্তমান সময়ের জীবন ও জাগতিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সুপ্রাচীন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস এবং থুকিডিডিস প্রথম ইতিহাস লিখে গিয়েছেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। ইতিহাস যে বিজ্ঞান একথা প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার স্পষ্ট মন্তব্য করেছেন। তারপর জার্মান ঐতিহাসিকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 1900 খ্রিস্টাব্দে অধ্যাপক Bury কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর এক ভাষণে বলেন "History is a science, no less and no more." - ইতিহাস হল একটি বিজ্ঞান, এতটুকু কমও নয়, এতটুকু বেশিও নয়।

স্পেন্সার, ওয়াল পোল্ড প্রমুখ মনীষী ইতিহাসকে কলা বলেছেন। তাঁদের মতে, ইতিহাস কখনও বিজ্ঞান হতে পারে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সূত্র সন্ধান, বিচারবিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি যে ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে সত্যকে প্রমাণিত করা হয় ইতিহাসে সে ধরনের নিয়ম অনুসৃত হয় না। স্পেন্সার তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইতিহাস কতকগুলি ঘটনার সমন্বিত রূপ যা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় শুধু, সমীচিনও নয়। Edward Mayer-এর মতে, "History is not a systematic branch of knowledge." - জ্ঞানের পদ্ধতিগত শাখা

নয় ইতিহাস। প্রয়োজনীয় তথ্যের অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঐতিহাসিক যদি বৈজ্ঞানিকের অনুকরণে ঘটনার মিল খুঁজতে যান তাহলে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভুল হবে।

ইতিহাস মানবজীবন, সভ্যতা, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মানুষের চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, কার্যাবলি সর্বদা স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। পরিবর্তনশীল মানবজীবন থেকে সূত্রানুসন্ধান করে মন্তব্যের মাধুর্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রমাণিত সত্যের উপর দাঁড় করানো সম্ভব নয়, দেহ-মন, ভাব-ভালোবাসা, আবেগ-উচ্ছ্বাস, রাগ-অনুরাগের স্থান বিজ্ঞানে নেই।

একজন বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষালব্ধ প্রামাণিক সত্য অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা যুক্তির বিচারে মানতে বাধ্য। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে এধরনের কোনো যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নয়। একজন ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার উত্থান বা পতন সম্পর্কে যে মতামত গ্রহণ করেছেন, অন্য ঐতিহাসিক তাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ না করে অন্য যুক্তির আশ্রয় নিতে পারেন। একথা বলা যায় যে, ইতিহাসের সত্য বিজ্ঞানের সত্যের ন্যায় সুদৃঢ় অটল আসনে প্রতিষ্ঠিত নয়। তাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের শাখা যেমন - রসায়ন, বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি যে অর্থে বিজ্ঞান, ইতিহাস সে অর্থে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না।

এই সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা সূত্র অনুসারে সব দেশেই পদার্থবিজ্ঞান বা রসায়ন বিজ্ঞান বিশ্লেষিত হয়। কিন্তু ইতিহাস কোনো নির্দিষ্ট সূত্রের বশবর্তী নয়।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের রাজনৈতিক, নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অগ্রগতি একপ্রকার হতে পারে না। তথাপি পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিতে বা ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হন ঐতিহাসিক। এই প্রসঙ্গে Trevelyan তাঁর গ্রন্থে 'History and the Reader' লিখেছেন, "History in fact, is a matter of rough guessing from all the available facts."

পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক লিওপোল্ড, নেইভুর, ভোন র‍্যাংক ও অধ্যাপক বিউরি প্রমুখের মতে - ইতিহাস পুরোপুরি বিজ্ঞান। ইংরেজ ঐতিহাসিক গার্ডিনার, মেটাল্যান্ড, স্টারস, স্টাউট প্রমুখ অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস সাধানার মাধ্যমে ইতিহাসকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং ইতিহাস লেখায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের চেষ্টা করেছেন। এই প্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে বিশেষভাবে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে।

এইসব ঐতিহাসিকের মতে, বিজ্ঞানের মতোই ইতিহাস পরীক্ষালব্ধ প্রামাণিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবজীবনের ধারাবাহিক তথ্য বিশ্লেষণ করেই ইতিহাস একটি নির্দিষ্ট মন্তব্য দান করে। ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে গবেষণাধর্মী সমালোচনামূলক একটি বিজ্ঞান।

অনেকে আবার ইতিহাসের উপর বিজ্ঞান ও কলা উভয়ের প্রভাবকেই স্বীকার করেছেন। জর্জ ট্রাভেলিয়ন বলেন, 'ইতিহাস একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও কলা'। জীবনভিত্তিক তথ্য ও তত্ত্বের আনয়নক্ষেত্রে ইতিহাসে বিজ্ঞান সত্তা এবং পরিবেশনের বিশেষ কৌশলের কলার সত্তা লুকিয়ে আছে, একথা বলা যায়। সত্যানুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গিতে ইতিহাস হল 'বিজ্ঞান'।

অপরদিকে, অতীত তথ্যের উপস্থাপনা প্রসঙ্গে ইতিহাস বিবেচিত হয় ‘সাহিত্য-কলা’ হিসাবে। সুতরাং ইতিহাস হল বিজ্ঞান এবং কলা দুই-ই। বর্তমান যুগে ইতিহাস সংগ্রহে আমরা বিজ্ঞানের উপর যেমন নির্ভরশীল, তেমনই আবার ইতিহাস পরিবেশনে অনেক বেশি কলা বিভাগের শরণার্থী।

১.২.৩) ইতিহাস শিক্ষণের লক্ষ্য ও মূল্য (Aims and Values of Teaching History)

বিদ্যালয় স্তরে পাঠ্যবিষয় হিসাবে ইতিহাস স্থান পেয়েছে খুব বেশিদিন আগে নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে পাঠ্যবিষয় হিসাবে ইতিহাস স্বীকৃতিলাভ করলেও, প্রচুর বাধা অতিক্রম করে ইতিহাস বিদ্যালয় পাঠক্রমে যথাযথ মর্যাদার স্থান লাভ করেছে বিংশ শতাব্দীতে। অধ্যাপক K.D. Ghosh মন্তব্য করেছেন, ‘‘It is no exaggeration to say that from long being the Cindrella of the curriculum, she bids fair to be its qeen.”. বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থায় ইতিহাস আজ আর উপেক্ষিত নয়, বরং বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য (Aim of Reading History) :

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ সুন্দরভাবে, সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - সেহেতু ইতিহাসের শিক্ষণও কখনোই উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না। ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে সাধারণত কোনো বিষয়, ব্যক্তি বা ঘটনা সম্পর্কে প্রকৃত বা সঠিক তথ্য তুলে ধরাই ইতিহাস শিক্ষণের উদ্দেশ্য। কিন্তু এছাড়াও তার আরও কতকগুলি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন -

১) **সত্যানুসন্ধানে অনুপ্রেরণা লাভ :** ইতিহাসের যথার্থ মূল্য নির্ধারণের জন্য শিশুকে অতীত সম্পর্কে পরিচিতি করাতে হবে, জাগাতে হবে ইতিহাস সম্পর্কে শিশুর স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা - এবং যথাযথ উত্তরদান করে তার মানসিক আবেগ প্রশমিত করতে হবে। কোনো বিষয় সম্পর্কে বশবর্তী হয়ে তার সম্পর্কে অপপ্রচার বা অতিরঞ্জিত প্রচারে ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিভ্রান্ত না হয় তাই যথাযথ ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে তাদের সত্য অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করে তোলা ইতিহাস শিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য।

২) **দেশপ্রেম জাগরণ :** অতীত গৌবরময় ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং জাতীয় বীর-নায়কদের জীবনী আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তোলা তথা দেশপ্রেমের জাগরণ ঘটানো ইতিহাস শিক্ষণের অপর একটি লক্ষ্য।

৩) **জীবনযাপনের প্রস্তুতি :** ইতিহাসের পাতায় পাতায় বিধৃত বিভিন্ন সভ্যতা ও সময়কালের মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির ইতিহাস শিক্ষার্থীদের নাগরিক জীবনের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে। তাই ভবিষ্যতের পৃথিবীকে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল করে তোলার জন্য ইতিহাস শিক্ষণের অবশ্যই যথেষ্ট গুরুত্ব বিদ্যমান।

৪) **মানবতাবোধ সৃষ্টি :** মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতি হল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এককথায়, ইতিহাস হল সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতির ইতিহাস, তথা অমূল্য সম্পদ। ইতিহাসের যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমেই কেবল এই সম্পদের পরিপূর্ণ সংরক্ষণ সম্ভব। মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্ব মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে তোলাও ইতিহাস শিক্ষণের একটি প্রধান লক্ষ্য।

৫) **আন্তর্জাতিকতাবোধ জাগরণ :** ইতিহাস শুধু কোনো বিশেষ একটি জাতির নয়, এ হল সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতাই ইতিহাসের মূল সত্য। নিজের দেশের ইতিহাস নিয়ে কোনো জাতি গৌবর প্রকাশ করতে পারে, কিন্তু খণ্ডিত জাতীয়তাবোধ বা সংকীর্ণ জাত্যাভিমানে সেই দেশ যেন ইতিহাসকে কলুষিত বা বিকৃত না করে সেটাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, "The aim of teaching history is to cultivate understanding of our heritage and of world heritage." সুতরাং ইতিহাস পাঠের যথার্থ উদ্দেশ্য হল প্রকৃত মানবতাবোধ, বিশ্ব সৌভ্রাতৃত্ববোধ এবং আন্তর্জাতিক উদারতাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

৬) **বিভিন্ন মানসিক শক্তি বিকাশে সহায়তা :** শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক শক্তি যেমন - স্মৃতিশক্তির অনুশীলন, কল্পনাশক্তির বিকাশ, বিচার-বুদ্ধির উন্মেষ, (to train the facuties of memory, imagination and reasonning) অনুসন্ধিৎসা, যুক্তিশক্তির প্রয়োগ, বিশ্লেষণী ক্ষমতা ইত্যাদির যথাযথ অনুশীলনের সুযোগ সৃষ্টি করাও ইতিহাস শিক্ষণের অন্যতম একটি লক্ষ্য। ইতিহাস পাঠের মূল কথাটি হল, জীবনের নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা।

৭) **অগ্রগামী দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি :** ইতিহাস শিক্ষণের অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও উন্নতমনস্ক স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সহায়তা করা। ইতিহাসে দেখা যায়, সবসময় সত্যেরই চরম প্রাপ্তি হয়ে থাকে। ইতিহাসে হতাশার কোনো স্থান নেই। অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যুগ যুগ ব্যাপী, মানুষ শত সহস্র প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে, অসংখ্য বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল সম্ভাবনা অনুভব করে আজ ঠিক এক সুসভ্য মানবসমাজ গঠন করতে সমর্থ হয়েছে। মানব ইতিহাসের মূল সত্যই হল নির্ভয়ে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলা। স্মরণীয় বেদের সেই অমোঘ বাণী-চরৈবেতি চরৈবেতি ! অর্থাৎ এগিয়ে চলো। তাই শিক্ষার্থীদের সেই সত্যের পথে এগিয়ে চলার মন্ত্রে দীক্ষিত করাও ইতিহাস শিক্ষণের আর এক লক্ষ্য।

৮) **জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জাগরণ :** জাতীয় গৌরবের কাহিনি অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির জাগরণ ঘটানো ইতিহাস শিক্ষণের একটি বিশেষ লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হতে গেলে শিক্ষার্থীদের বৃহত্তম স্বার্থে নিজ নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দেবার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। জাতীয় সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধিতে সচেতন হতে হবে। ইতিহাস শিক্ষণকে সেই লক্ষ্যে জাগ্রত থাকতে হবে। তাই প্রখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক V.D. Ghate লিখেছেন, "We can learn to lead effcient and useful lives only if we try to understand our present-day problems - national as well as international-accurately and dispassionately. History will show us how to do it."

উপসংহার (Conclusion) :

সবশেষে বলা যায় কোনো সংকীর্ণ পেক্ষাপটে নয়, কোনো নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতার আবদ্ধতায় নয়, দেশকালের গণ্ডি অতিক্রম করে শিক্ষার্থীরা যাতে পৃথিবীব্যাপী মহামিলনের সুরে নিজেদের সুর মিলিয়ে নিতে পারে ইতিহাস পাঠের প্রধান লক্ষ্য সেটাই হওয়া উচিত। বিশ্বজনীনতার ধ্বনি যাতে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, সমগ্র বিশ্বে যাতে সুখ ও শান্তির নিবিড় বাতাবরণ তৈরি হয়, তার জন্য শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিকতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করাও ইতিহাস শিক্ষণের এক মহান লক্ষ্য।

ইতিহাস শিক্ষণের মূল্য (Values of Teaching History) :

সমাজব্যবস্থার স্থিতিশীলতার অন্যতম প্রধান শর্ত হল মূল্যবোধ। মূল্যবোধের অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী হিসেবে নানা সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই মূল্যবোধ সম্পর্কে প্রকৃত মূল্যায়ন ও তার রক্ষা করা যেকোনো বিষয় শিক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিহাস শিক্ষণের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ জাগ্রত করা সম্ভব। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সুচারুভাবে এই কাজ সম্পন্ন করা যায়।

১) নৈতিক মূল্য (Ethical Values) :

ইতিহাস শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের মধ্যে নীতিবোধ বা নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা। যাঁরা সমাজের আদর্শস্থানীয় মানুষ, যাঁদের কীর্তি-কাহিনি যুগ যুগ মানুষ মনে রাখবে তাঁদের আদর্শ থেকেই নীতিবোধ লাভ করে মানুষ। ইতিহাসে বিধৃত বিভিন্ন মহামানবের জীবনী, তাঁদের মহান কর্মধারা, তাঁদের আত্মত্যাগের কাহিনি, তাঁদের সংস্কারমূলক কীর্তি-কাহিনি ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত করা যেতে পারে।

আজ আমরা এই সে সুসভ্য মানবসমাজ দেখছি এর পেছনে আছে অসংখ্য মহামানবের অবদান। তাঁরা যে ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন তাঁদের সেই অবদানে উদ্বুদ্ধ হবে আজকের শিক্ষার্থী। উন্নত হবে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধ। এই প্রসঙ্গে ইতিহাস শিক্ষণে জীবনী বৃত্তান্ত পদ্ধতি Biographical method যথেষ্ট প্রাচীন এবং গুরুত্বপূর্ণও বটে। ফরাসি দার্শনিক Rousseau তাঁর Emile গ্রন্থে এই পদ্ধতির স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসবিদ Johnson রুশোকে স্মরণ করে বলেছেন, "Emile was to begin to his study of the human heart with the reading of individual lives, because in them men are more fully revealed than in narratives of broader scope." প্লুতার্কও দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "I fill my mind with the sublime images of the best and greatest men." অনেকে বলেন, "Individual characters typify the age in which they lived"-কীর্তিমান মানুষদের জীবনী ও কর্মসাধনাকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে ইতিহাস।

অবশ্য এ প্রসঙ্গে খেয়াল রাখতে হবে, শুধু নীতিশিক্ষা দান ইতিহাসের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। শুধু নীতিশিক্ষা দিতে গেলে নায়কোচিত চরিত্রসমূহের শুধু গুণগানই ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস কখনো-কখনো বিপরীতধর্মী বিষয় নিয়েও আলোচনা করে। অর্থাৎ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, নৈতিক-অনৈতিক সবই ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়।

তাই ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে বাস্তবিক যে নৈতিক আদর্শ পাওয়া যায় তা ইতিহাস পাঠের মূল্য হিসাবে বিবেচিত হলেও ইতিহাস পাঠের প্রধান বা একমাত্র উদ্দেশ্য হিসাবে কখনোই পরিগণিত হতে পারে না।

ইতিহাসে যেমন শতগুণে গুণান্বিত অসংখ্য মহাপুরুষদের বর্ণনা আমরা দেখতে পাই, তেমনি আবার দুনীর্তির-আশ্রয়ী মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ইতিহাস পর্যালোচনা তথা মানবসভ্যতার অগ্রগতির ধারাবাহিকতা আলোচনা করতে গিয়ে এইসব দুর্নীতিপরায়ণ মানুষগুলিরও পরোক্ষ ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। যেমন, সিরাজের পতনের কারণ তথা ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার মূল্যে মিরজাফরের ভূমিকাটিও স্পষ্ট তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ ঘটনাসমূহকে যদি বিশেষভাবে বিচার করা যায় তাহলেই ইতিহাস শিক্ষণ প্রসঙ্গে নৈতিক শিক্ষা আলোচনা যথাযথ হবে।

২) সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সংক্রান্ত (Value of Cultural Heritage) :

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে কালের স্রোতে চলার পথের বাঁকে বাঁকে মানুষে মানুষে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে সঞ্চিত হয়েছে বিশ্বমানবের মহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। স্বভাবতই তার উত্তরাধিকার বর্তেছে নবীন প্রজন্মের উপর। ইতিহাসের দায়িত্ব ও কর্তব্য হল এই সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে নবীন প্রজন্মকে অবহিত করানো। ইতিহাসেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের কাহিনি লিপিবদ্ধ থাকে। তাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযথ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংক্রান্ত মূলবোধের বিকাশে ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

৩) বৌদ্ধিক মূল্য (Intellectual Values) :

ইতিহাসের মধ্য দিয়েও শিক্ষার্থীদের নানা বৌদ্ধিক মূল্যের বিকাশ ঘটানো যায়। যেমন — শিক্ষার্থীদের স্মৃতিশক্তি, যুক্তিবোধ, বিচারবিশ্লেষণের ক্ষমতা। নিরপেক্ষ চিন্তা করার ক্ষমতা, গ্রহণ ক্ষমতা, নীতিবোধ ইত্যাদির বিকাশ ঘটানো যায়— যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজের জীবনের এবং সমাজজীবনের নানা সমস্যার সমাধান খুব সহজেই করতে পারবে।

৪) ঔদার্যের মূল্য (Liberal Values) :

প্রকৃত শিক্ষা সবসময়ই সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে উদার হবার শিক্ষা দেয়। তাই শিক্ষার বিষয় হিসাবে এই ক্ষেত্রে ইতিহাসেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ইতিহাস শিক্ষার্থীদের দেশ ও কালের ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে মুক্ত হয়ে মহাবিশ্বের সঙ্গে একাত্ম হতে শিক্ষা দেয়। জাতিগত সংকীর্ণতা, পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা, পরশ্রীকাতরতা, সংস্কারগত সংকীর্ণতা, ধর্মীয় ক্ষুদ্রতা, বর্ণগত স্বার্থপরতা প্রভৃতি থেকে মুক্ত হয়ে সত্যপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা, দেশপ্রেম, দানশীলতা, মহানুভবতা, পরার্থপরতা, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহনশীলতা ইত্যাদি গুণাবলি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিকাশের ক্ষেত্রে ইতিহাসের যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

৫) সামাজিক মূল্য (Social Values) :

অন্যান্য দিকের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ বিস্তারের ক্ষেত্রেও ইতিহাসের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস এবং বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাসের আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামাজিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। মূলত সামাজিক

মূল্যবোধের অভাবই যে মানুষকে ক্রমে আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে এবং এর ফলে সমাজব্যবস্থার ভিত নড়বড়ে হয়ে উঠেছে— এই বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে হবে। তাই উন্নত ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে ইতিহাস শিক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের সমানে মানবজীবনের সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরা। সমাজবদ্ধতার গুণাগুণ তুলে ধরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করা।

ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে শুধু অতীতের ঘটনাসমূহের বর্ণনা দিলেই চলবে না, অতীত মানবের জীবনচর্যা, জীবন অন্বেষণ, তাদের চিন্তাভাবনার সঙ্গে বর্তমানকালের অর্থপূর্ণ এক দৃঢ়বন্ধন গঠন করাই হল ইতিহাসের যথাযথ পর্যালোচনা। ইতিহাসবিদ Collingwood বলেছেন, — “An action in the unity of the outside and inside of an event of the events of history are never more phenomena, never more spectacles for contemplation, but things which the historian looks not at but through, to discern the thoughts written by them.”

ইতিহাস পাঠের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে হবে সামাজিক সংহতি (Social integration) বোধ। আজ অবধি আমাদের সমাজ তথা সমগ্র দেশের যা কিছু উন্নতি ঘটেছে তার পেছনে ভূমিকা আছে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষ প্রতিটি মানুষের। আছে প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সুনিবিড় সহযোগিতা— তা সে প্রত্যক্ষভাবেই হোক কিংবা পরোক্ষভাবেই হোক। সুতরাং একটি শিক্ষর্থীকে সমাজের উপযোগী করে তোলাই ইতিহাসের সার্থকতা।

ইতিহাস ও জাতীয় সংহতি (History and National Integration) :

ইতিহাস অতীতকালের ধারক ও বাহক দলিলস্বরূপ। ইতিহাস গড়ে তোলে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন (Unending dialogue between present and the past)। স্থান আর কালের প্রেক্ষাপটে মানুষের বহুমুখী কার্যধারা বিভিন্ন দিকে বয়ে চলে। মানুষের কর্ম ও কীর্তির জীবন্ত স্বাক্ষর বহন করে চলে ইতিহাস। কার্যকারণ সূত্র নিয়েই হয় ইতিহাসের গ্রন্থনা। একই ভৌগলিক পরিসীমায় বসবাসকারী জনসমষ্টি যখন ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টিগত ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নিজেদেরকে পৃথিবীর অন্যান্য জনসমাজ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলে মনে করে, তখন সেই জনসমষ্টিকে জাতীয় জনসমাজ বলা হয়। তাই ইতিহাস একটি জাতির জাতীয় জীবন অভিজ্ঞতার পরিচয়-বাহক।

ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়বস্তুর মধ্যেকার সম্পর্ক ও অনুবন্ধ প্রণালী

(Correlation of History with other Subjects)

ইতিহাসের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের অনুবন্ধ রচনা

(Correlation of different aspects of History with other Subjects)

Relation of History with other subjects – Correlation of history with Geography – Place of Correlation in Teaching History – Avdantages and limitation of ‘Correlation’ as device for teaching History.

অনুবন্ধ প্রণালী (Correlation)

ভূমিকা — পাঠ্যক্রমে বহু বিষয় থাকে। কিন্তু যদি ঐ বিষয়গুলি সংযোগহীন অবস্থায় থাকে তাহলে বিষয়ে গুরুভারে পাঠ্যক্রম ভারাক্রান্ত হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ আসে না। জ্ঞানের সামগ্রিকতাও আসে না। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর থাকলে শিক্ষার মধ্যে আসে কৃত্রিমতা ও বিমুখতা। শিক্ষার উদ্দেশ্যের মধ্যেও আসে বিভিন্নতা। কিন্তু জ্ঞানের জগৎটি অবিভাজ্য। সমগ্র জ্ঞানজগৎই হল অখণ্ড। V.D. Ghate বলেছেন, ‘‘Knowledge is one whole and should be inported and received as one whole.’’ একটি বৃক্ষের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখার মধ্যে যেমন পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে এবং তাদের প্রত্যেকে পরস্পরের পরিপূরক, তেমনি বিদ্যাবৃক্ষের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক একটি সম্পর্ক রয়েছে। Vives বলেছেন , ‘‘সমস্ত বিদ্যার সঙ্গে সমস্ত বিদ্যার যোগাযোগ ও কিছু পরিমাণ সান্নিধ্য রয়েছে। (All studies have a connection with one another and a certain affinity)। জ্ঞান যেমন অখণ্ড অবিভাজ্য, শিক্ষাও তেমনি হবে সুসংহত, সুসংঘবদ্ধ ও অর্থপূর্ণ। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যে ঐক্যের শক্তি বহমান থাকে তাতে তেমনি প্রাধান্য দিতে হবে। এই বিশ্বাস থেকে এসেছে অনুবন্ধপ্রণালী।

অনুবন্ধের অর্থ দুই বা তততোধিক বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ অর্থাৎ পাঠ্যক্রমের পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত বিষয় ও প্রসঙ্গ যুগবৎ পড়ার সাহায্যে বিষয়গুলির মধ্যে স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপন করা। শিক্ষণের মধ্যে শিক্ষার্থীরা যাতে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বিধান করে পরিপূর্ণ অখণ্ড জ্ঞান গ্রহণ করতে পারে তার চেষ্টা। অনুবন্ধনের বিভিন্ন অর্থকে বিশ্লেষণ করে একটি বর্বাদী সম্মত সংজ্ঞা দিতে পারি, তা হল ‘‘By correlation we do not mean only to mix one subject to the other but it is a sphere by which we understand that Knowledge grows as a whole and it is, therefore, neither possible nor desirable to teach any subject in inter tight compartments.’’

History of Correlation Method :

অতীতেও বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক রেখে পঠন-পাঠনের রীতি প্রচলিত ছিল। ১৫৬১ সালে ফ্রান্সিস বলডুইনাস (Francis Balduinus) ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অনুবন্ধ রচনার চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষাবিদ পেস্তালৎসীও ১৮১৭ খ্রিঃ এই প্রণালীর বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে চেষ্টা করেছিলেন। ১৮২২ সালে Jacota আওয়াজ তোলেন, ‘‘All is in all.’’

‘‘There is only one man in the world
And his name is all man.
There is only one woman in the world
And her name is all woman
There is only one child in the world
And the child’s name is all children.’’

মনীষী হার্বাট জ্ঞানের অখণ্ডতা সম্পর্কে গবেষণা করেছেন। তিনি বলেন, শিক্ষর্থীর চরিত্র গঠন তখনই হয় যখন বিভিন্ন বিষয় মনের মধ্যে একক ও অখণ্ডে রূপান্তরিত হয়। হার্বাটের শিষ্য Ziller ইতিহাসকে একটি কেন্দ্রীয় বিষয় হিসাবে গণ্য করেছিলেন। ইতিহাস বিষয় হিসাবে অন্য যেকোন বিষয় থেকে ব্যাপক। জার্মান

ঐতিহাসিক Ziller ইতিহাসকে অন্যান্য বিষয়ের জননী বলে মনে করেন (History is the mother of all Subjects)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, দর্শন, অর্থবিদ্যা, সাহিত্য. বিজ্ঞান, শিল্প (চারুকলা, চিত্রকলা, স্থাপত্য, হস্তশিল্প), সমাজবিদ্যা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়গুলির সঙ্গে ইতিহাস তার বিশেষ বিশেষ দিক দিয়ে জড়িয়ে আছে। K. D. Ghosh তাঁর Creative Teaching of History গ্রন্থে বলেছেন, — "History has not only a fundamental place in the curriculum to day, but has her needs ministerted to by such subjects as geography, literature, art and music." Dr. Travelyan ইতিহাসের সঙ্গে অন্যান্য বিষয়ের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস হল একখানা বাড়ী, যে বাড়ীতে অন্য সব বিষয় (যেমন অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি) নিজ নিজ কক্ষে বাস করে। (History is not a subject all but a house in which all subjects dwell.) ফিরদৌসি বলেছেন, 'Poetry points what history describes' লর্ডচ্যাথাম একদা বলেছেন, 'I have learnt all my English history from the plays of Shakespeare' Vives ১৫৩১ সালে বলেছিলেন, "History is one study which either gives birth to or nourishes, develops and cultivates all arts." অর্থাৎ ইতিহাস থেকেই সৃষ্টি হয়েছে চিকিৎসাশাস্ত্রের, নীতি বিজ্ঞানের, আইন শাস্ত্রের ও ধর্মতত্ত্বের। "The medical art is collected from history, moral philoshopy is built upon history, the whole flows out of history, a great part of Theology is history." ১৯৪৩ সালে Wendel Wilkie তাঁর 'One World' পুস্তকে লিখলেন, "Continents and Oceans are only 7 parts of a whole seen, as I Have seen them from the air, England & America are parts, Russia & China, Egypt and Syria, Turkey are also parts."

১) ইতিহাস ও সাহিত্য (Histoty and Literature) :

ইতিহাস ও সাহিত্য উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রায় অবিচ্ছেদ্য। সাহিত্য হল মানুষের মনোজগতের যারতীয় ক্রিয়াপ্রক্রিয়ার বিবরণী। আর ইতিহাসের উপজীব্য বিষয় হল পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় কার্যাবলী। সাহিত্য ও ইতিহাস সম্মিলিত হলেই মানুষের যেকোন কাজের একটি সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। ইতিহাসের বিষয়বস্তু যদি সাহিত্য গুণ বর্জিত হয় তাহলে তা আর ইতিহাস থাকে না। তা হয়ে দাঁড়ায় নীরস ঘটনাপদ্ধতি। ইতিহাস রচনাতে সমৃদ্ধ কল্পনাশক্তি একান্তই অপরিহার্য।

Jhonson-এর মতে ইতিহাসই হল সাহিত্যের উৎস, ইতিহাসের মধ্য থেকে সাহিত্য তাঁর অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়। সাহিত্যই ইতিহাসকে জানিয়ে দেয় বিভিন্ন যুগে মানুষের রুচিবোধ, নীতিবোধ, বৃদ্ধিবৃত্তির পরিচয়। সাহিত্যের মধ্যে থেকেই ইতিহাস বিভিন্ন যুগে মানুষের আশাআকাঙ্খার স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারে। সুতরাং, "Without the knowledge of literature and its appreciation a history teacher is likely to become the monster of sheer information."

প্রাচীন গ্রীসীয় রোমীয় সাহিত্য, ভারতের রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য ভাণ্ডার। এমনকি পুঁথি সাহিত্যও ইতিহাসের উপাদান রূপে স্বীকৃত। জীবনী সাহিত্যও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। সাহিত্য শিক্ষা দিতে হলেও পদ্য বা গদ্য সাহিত্যে আমরা বহু বিষয় ইতিহাস হতে আহরণ করি। ইতিহাসের সহিত ভাষা সাহিত্যের অচ্ছেদ্য বন্ধন বিদ্যমান।

২) ইতিহাস ও ভূগোল (History and Geography) :

ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের বন্ধন অচ্ছেদ্য। উভয়ের সম্বন্ধ বড়ই নিকট। ইতিহাস ও ভূগোল একসূত্রে প্রথিত, দুটি চোখের মত। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হল মানুষ ও তার বিচিত্র কার্যকলাপ আর ভূগোলের বিষয়বস্তু হল প্রাকৃতিক জগৎ ও তাঁর বিচিত্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এটা চির সত্য যে ভূগোলের জ্ঞান ব্যতীত ইতিহাস উপযুক্তভাবে বোঝা যাবে না, আবার ইতিহাসের জ্ঞান থাকলে ভূগোল সহজেই বুঝা যায়। ইতিহাস পড়াবার সময় মানচিত্রের ব্যবহার খুবই দরকার। ইতিহাসের সঙ্গে যে নদী (যেমন সিন্ধুনদী, গঙ্গা নদী), রাস্তা (গ্রান্ড টাঙ্ক রোড), খাল, সাগর, উপসাগর, মহাসাগর ইত্যাদি জড়িত, ইতিহাস বিষয় পড়াবার সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্রে তা দেখালে ছাত্রদের মনে গভীর রেখাপাত করে।

ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনাই নির্দিষ্ট দেশ, স্থান ও পরিবেশে ঘটেছে। এই পরিবেশই তাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। সুতরাং ইতিহাসের ঘটনাকে বাস্তব এবং নির্দিষ্ট স্থানের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে বুঝাবার জন্য ভূগোল বিষয়ের সাহায্য দরকার। তাই ভূগোলকে বলা হয় যে স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পরিমাপ, ইতিহাসকে বলা হয় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের পরিমাপ। ''The description according to time is history that according to space is geography''. মানুষের দুটি চোখ যেমন পরস্পরের সঙ্গে সংযোগপূর্ণ, তেমনি নির্দিষ্ট জায়গায় মানুষের কাজ ও ঘটনার তাৎপর্যেই ইতিহাস চেতনার পূর্ণতা। যেকোন বিশেষ ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে ঐ বিশেষ ঘটনা কোন বিশেষ সময়ে, কোন বিশেষ জায়গায় ঘটেছিল। তাই ভূগোল ও সময়পঞ্জী ইতিহাসের দুটি চোখ। ''Chronology and Geography are the sun and the moon, the right eye and the left eye of all history.'' কোন বিশেষ মানবগোষ্ঠী বিশেষ ভৌগলিক অবস্থানে বসেই ইতিহাস সৃষ্টি করে। আর এই মানবগোষ্ঠীর জীবনে ভৌগলিক পরিবেশের প্রভাব, জীবনযাত্রা, মানসিকতা ও শ্রম ক্ষমতার বিশেষত্ব এনে দেয়। ভৌগলিক পরিস্থিতিই বহু সাম্রাজের উত্থানপতন ও বহুযুদ্ধে জয় পরাজয় নির্ণয় করেছে।

৩) ইতিহাস চারুকলা ও হস্তশিল্প :

চারুকলা ও হস্তশিল্পের সঙ্গেও ইতিহাসের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মানুষের শিল্পকলা তার সভ্যতারই প্রস্ফুটিত ফুল। চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্যের মধ্যে অতীতকাল রেখে গেছে তার চিহ্ন। এই চিহ্নের বিশ্লেষণ করে অতীতকালটিকেই ধরা যায়। চারুকলার তারতম্যকে অবলম্বন করেই বিভিন্ন সভ্যতার তারতম্য নির্ণয় করা যায়। ইতিহাস পড়ার সঙ্গীরূপে চিত্রাঙ্কন, মানচিত্র অঙ্কন, মডেল তৈরী প্রভৃতির সাহায্যে একদিকে যেমন ইতিহাস-চেতনা সৃষ্টি করা যায়, তেমনি অপরদিকে শিল্প ক্ষমতার উৎকর্যসাধন করা যায়।

৪) ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, পৌরবিজ্ঞান :

যুগ বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রচেতনার বিবর্তন ঘটেছে। আবার রাষ্ট্রচেতনারও বিবর্তন ইতিহাসের গতিকেও প্রভাবিত করেছে। ইতিহাসের উপর স্বৈরতন্ত্র অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতা প্রভৃতি রাজনৈতিক ভাবাদের্শের প্রভাব অনস্বীকার্য। পৌরবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় আমাদের পৌরবিজ্ঞান একদিনে সৃষ্টি হয়নি। পৌরবিজ্ঞানেও রয়েছে বহু সংঘাতের পরিচয়বাহী একটি ইতিহাস। পৌরবিজ্ঞানের বিবর্তন অনুসরণ করেই আজকের পৌরজীবনের সার্থক পরিচয় লাভ সম্ভব হয়েছে।

John Seeley যথার্থই বলেছেন, ''History without Political Science has no fruit, Political Science without Histoy has no root''. এবিষয়ে Johnson-এর কথাও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য — ''The study of history in schools has been a study of the forms of the government, of change in

Government and of action in the Government.” যে কোন দেশের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোকে অনুধাবন করতে হলে তার অতীত পটভূমিকাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। সেজন্য বলা যায়, ‘‘Political Science very often arrives at some conclusions in the light of history.”

৫) অর্থনৈতিক ও ইতিহাস :

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাবে সমাজজীবন বিবর্তিত হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রসার, অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শিল্প বিপ্লব, কাঁচা মালের যোগান, আর শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সমস্যা, বিভিন্ন দেশের অসম অর্থনীতি, অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা, সংকট এবং উপনিবেশ স্থাপন ইসিহাসের গতিকে নানভাবেই প্রভাবিত করেছে এবং আজও করছে। দাসপ্রথাও সেই যুগের ইতিহাসকে বিশিষ্টতা দিয়েছিল।

৬) সমাজতত্ত্ব ও ইতিহাস :

বর্তমান সমাজকে ভালভাবে বুঝতে এবং এই সমাজে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে হলে সমাজ বিবর্তনের ধারাটি বোঝা দরকার। একই নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠী নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিবেশে কীভাবে সামাজিক জীবনযাপন আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, রাজনৈতিক ও পৌর জীবনযাপন করে, সামাজিক আচার-আচরণ ও কর্ম পালন করে, সাংস্কৃতিক জীবন ও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করে— এসবই সমাজবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়।

৭) ইতিহাস ও নৃতত্ত্ব :

আধুনিক শিল্প সভ্যতার যুগে সমাজতত্ত্ব (Sociology) বা অর্থনীতি (Economics) শিক্ষার্থীর মনে বিশেষ আগ্রহ সঞ্চার করে। শিল্পসভ্যতা ও যন্ত্রসভ্যতার যুগে ইতিহাসে নূতন বিষয় সংযোজন করার প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রয়োজনের তাগিদে ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের দিকে রূপ নিল। সমাজবিজ্ঞানের তাৎপর্য ছিল সমাজের অগ্রগতি অথবা পশ্চাৎ গতির বৈজ্ঞানিক কারণ বিশ্লেষণ। কী অবস্থায় মানুষের আর্বিভাব হয়েছে; প্রস্তরযুগ, ব্রোঞ্জযুগ অতিক্রম করে মানুষ কী করে লৌহযুগে অবতীর্ণ হয়েছে; প্রতি যুগে উৎপাদন ব্যবস্থা কীভাবে সমাজব্যবস্থাকে গড়ে তুলছে, সভ্যতা সৃষ্টিতে উৎপাদনমুখী শ্রমের ভূমিকা, শিল্প সভ্যতায় মানুষের সম্পর্ক আজকের সমাজবিজ্ঞান সম্মত ইতিহাসের পাঠ্য বিষয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস রচনার সূত্রগুলি হল করোটি, নরকঙ্কাল, প্রস্তর ও হাড়ের হাতিয়ার প্রভৃতি। মহোঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা ও অন্যান্য স্থানে নরকঙ্কাল প্রভৃতির সাহায্যে সিন্ধুসভ্যতার নির্ভরযোগ্য ইতিহাস রচিত হয়েছে।

যুগ বিভাজনের সমস্যা (Problems of Periodisation)

ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যুগ বিভাজনের নানা সমস্যা দেখা যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ, ব্রিটিশ যুগ, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কে স্বাধীনতার উত্তর যুগ নামে অভিহিত করেছেন। আমাদের দেশের ইতিহাস রচনা করেছেন সাধারণত ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ। তাঁরা যেভাবে ভারতের ইতিহাসের যুগ বিভাগ করেছেন সেভাবে পরবর্তী ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ প্রভাবিত হয়ে যুগ বিভাগ মেনে নিয়েছে। এখন আমাদের নতুনভাবে ইতিহাসের যুগ বিভাগের মূল্যায়ন করতে হবে।

যুগ বিভাজনের মধ্য দিয়ে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এখানে পারসিক, গ্রীক, পহ্লব, শক, হুন, কুষাণ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি-উপজাতির বিচিত্র ধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

ভারত সকলকেই গ্রহণ করেছে, কাউকে পর বলে ত্যাগ করেনি। তাই হিন্দু যুগ কথাটি ব্যবহার করা ঠিক নয়। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ 'হিন্দু যুগ' কথাটি ব্যবহার করে ভারতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আবার মুসলিম অনুপ্রবেশের পর থেকে ব্রিটিশদের শাসনভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত সময়কে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ মুসলিম যুগ নামে অভিহিত করেছেন। এটিও ঠিক নয়, এর মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার রেশ ছিল। তাছাড়া মুসলিম যুগেও বহু হিন্দু রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। হিন্দু রাজা রাজ্যশাসন করেছেন, সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন। হিন্দুদের নিজস্ব সংস্কৃতি, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন। আকবরের সময়ে রাজপুত জাতি রানা প্রতাপের অধীনে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, মারাঠারা শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন করেছেন। এযুগে হিন্দু ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ সাধিত হয়েছিল। তাই মুসলিম যুগ নামে অভিহিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। এজন্য আধুনিক ঐতিহাসিকগণ নূতনভাবে ইতিহাসের যুগ বিভাগের মূল্যায়ন করেছেন। তাঁরা মুসলিম যুগ না বলে 'মধ্যযুগ' নামে অভিহিত করেছেন।

অন্যদিকে যদি ভারত ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ হিসাবে ভাগ করা যায় তাহলেও সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। কারণ ভারত ইতিহাসে মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী জয় থেকেই মধ্যযুগের সূচনা ধরা হয়েছে। কিন্তু যেসব ঘটনা বা নির্দশন দিয়ে মধ্যযুগকে চিহ্নিত করা হয় তেমন ঘটনা বা নিদর্শনের সূচনা অনেক পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল। অনেক ঐতিহাসিক এ মত পোষণ করে যে, গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনে পর ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগ সূচনা হয়, খ্রিষ্ঠীর ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনে রাজনৈতিক ঐক্য ধবংস প্রাপ্ত হয়। এই সুযোগে বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট সামন্ত রাজারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। ভারতে মধ্যযুগের সূচনা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে হলেও মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সামন্ততন্ত্রের বিকাশ পঞ্চ শতাব্দী থেকে শুরু হয়। পঞ্চম শতাব্দী হল ভারত ও ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যযুগ। ইউরোপের সর্বত্র এবং ভারতের মধ্যযুগের সময়সীমা এক নয়। সামন্ততন্ত্র ও ভূমিদাস প্রথা মধ্যযুগের অন্যতম দুটি বৈশিষ্ট্য। আবার অনেকে এ মত পোষণ করেন যে খ্রিস্টীয় পঞ্চম হতে পঞ্চদশ শতাব্দী নয়, দশম শতাব্দী হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত সময় হল ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ।

ভারত ইতিহাস রচনায় অন্যতম সমস্যা হল অনুমান নির্ভরতা। ভারত ইতিহসের এমন অনেক অধ্যায় আছে যা এখনও অজ্ঞাত, যা এখনও অন্ধকারময়। এখনও সেখানে কোন আলোকরশ্মি পৌঁছায়নি।

ভারতের ইতিহাস কোন বিশেষ যুগ, কিংবা বিশেষ অঞ্চল, কিংবা বিশেষ মানবগোষ্ঠীর নয়। সর্বভারতীয়তাই এই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। ভারত ইতিহাসকে যে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা হয়েছে, তা শুধু ইতিহাস রচনা ও চার্চার জন্য। ইসিহাসের কোন যুগ এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কারণ একটি ঘটনার সঙ্গে তার পূর্ববর্তী ঘটনার যোগসূত্র থাকে।

ইতিহাসকে বিশিষ্ট যুগে ভাগ করা হলেও প্রতিটি যুগের গতি হবে সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসের প্রতি।

ভারতীয় ইতিহাস রচনাশৈলী (ঘরানা, ধরন ও প্রবক্তা) (Indian Historiography) (Schools, tenets and exponents)

ভারতীয় ইতিহাস রচনাশৈলী (Indian Historiography)

ইতিহাস রচনাশৈলী কথাটির সংজ্ঞা :

আমাদের দেশের ঐতিহাসিকগণ গবেষণার সাহায্যে অতি উত্তম গ্রন্থ রচনা করলেও ইতিহাস রচনাশৈলী (Historiography) সম্বন্ধে খুব কমই আলোচনা করেছেন। অপরদিকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কিন্তু অনেকেই তাঁদের পুস্তকের প্রারম্ভে ইতিহাস দর্শন ও ইতিহাস রচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। Dr. R.K. Mukherjee তাঁর রচিত 'Ancient History of India' নামক গ্রন্থের প্রারম্ভে Historiography সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন।

Mr. V. D. Ghate তাঁর Teaching of History গ্রন্থে Historia এবং Historiography কথা দুটির আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে Historia শব্দটির অর্থ হল সত্যের অনুসন্ধান — সত্যকে টেনে বার করার জন্য অনুসন্ধান পরিকল্পনা (an enquiry designed to elicit the truth)। গ্রীক শব্দ Historiaথেকে ইংরেজী History শব্দটি এসেছে। তিনি Historiography কথাটির আলোচনা করেছেন। এর বাংলা অর্থ দাঁড়ায় ইতিহাস রচনার কলা।

ইতিহাস রচনাশৈলী এক সূক্ষ্ম শিল্প চর্চা। তাই ঐতিহাসিককে হতে হবে মানব মনের এক সুনিপুণ লিপিকার, অন্য দিকে হতে হবে অতীতের সুদক্ষ সুনিপুণ ভাষ্যকার। এই শিল্পচর্চার কারুকার্যগুলিকে অনুধাবন করতে হলে জানতে হবে ইতিহাস চর্চায় সঠিক পদ্ধতি। George Trevelyan বলেছেন, 'ইতিহাস একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও কলা।' ইতিহাস বিজ্ঞান এজন্য যে, তথ্যের সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হয়; আবার কলা এজন্য যে পরীক্ষিত তথ্যের মর্মস্পর্শী বহিঃপ্রকাশ করতে হয়। সেজন্য গ্রীক Historia শব্দটির অর্থ সত্যানুসন্ধান এবং Historiography কথাটির অর্থ ইতিহাস রচনাশৈলী। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর লিখিত 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' প্রবন্ধটি একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ, অন্যদিকে তেমন কলাপুষ্ট। বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ 'ঔরঙ্গজীব' সাহিত্য ও বিজ্ঞানের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

Indian Historiography

ভারতীয় ইতিহাস রচনাশৈলীকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করতে পারি।

প্রাচীন যুগ — ইতিহাস চর্চার সূত্রপাত অতি প্রাচীনকাল থেকে শুরু হয়েছিল মৌখিক, লোকগাথা, আখ্যান ও পুরাণ ইত্যাদির আকারে। তারপর শুরু হল লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা। রাজানুগৃহীত বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক চরিত বা প্রশস্তি নামে এক নূতন ধরনের রচনার সূত্রপাত করেন। এসব বিষয় ছিল কাহিনী প্রধান। নীতি প্রচারই অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। রাজা কিংবা রাজপরিবার কাহিনীর নায়ক ছিলেন। সভা-কবিদের রচনা ও চারণদের স্তুতি গানের মধ্য দিয়ে রচিত হয় রাজা ও রাজবংশের ইতিহাস। উদাহরণস্বরূপ বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত, বিহ্লনের বিক্রমাংকদেবরচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত ইত্যাদি। এসব রচনাবলী থেকে মূল্যবান ঐতিহাসিক ইত্যাদি পাওয়া যায়। এসব পুস্তকে সাহিত্যগত উৎকর্ষসাধন করতে গিয়ে ইতিহাসগত প্রকরণের

প্রতি অবজ্ঞা দেখান হয়েছে। এই চরিত কাহিনীর লেখকগণ অতীতের আলোকে বর্তমানকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন।

তবে প্রাচীনকালের একটি উল্লেখযোগ্য পুস্তক হল কহ্লন রচিত ‘রাজ-তরঙ্গিনী’। এ পুস্তকটি রচনাশৈলীর দিক থেকে আধুনিক, পদ্ধতিগত দিক দিয়ে বিজ্ঞানসম্মত। কারণ তিনি এ পুস্তকটি লেখার সময় উৎসের সন্ধান করেছেন, শিলালিপি বিচার করেছেন, বিভিন্ন প্রশস্তির সত্যাসত্য নির্ণয় করেছেন। কোনরূপ কুসংস্কারের বেড়াজাল তাঁকে আবদ্ধ করতে পারেনি। তিনি সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে পুস্তকটি লিখেছেন। তিনি ঘটনাগুলিকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যাতে সহজে পাঠক আকৃষ্ট হতে পারে। Philips বলেছেন, ‘‘The work is unique as the only attempt at true history in the whole of surviving Sanskrit literature.”

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রাচীন ভারতে ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে কার্যকারণ সূত্রে ঘটনাবলীকে প্রথিত করার চেষ্টা করা হয়নি। সেযুগের ইতিহাস চেতনাকে এযুগের চেতনার মানদণ্ডে বিচার করা যায় না।

মধ্যযুগ— মধ্যযুগে মুসলিম শাসনকালে ভারতের ইতিহাস চর্চার অধিকতর সুযোগ ঘটে। প্রাচীন যুগের তুলনায় মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ এযুগে লিখিত উপাদানের অভাব নেই। এযুগের পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকের লেখা থেকে অনেক জানা যায়। তাছাড়া মুসলমান শাসনকালে একটি সরকারী দলিল বিভাগ থাকত। সেখানে সরকারী নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ সযত্নে রক্ষিত হত।

ঐ সময়কার ঐতিহাসিকরাও সুলতান-বাদশাহ-সম্রাটের দ্বারা অনুগৃহীত ছিলেন। সুলতানরা ঐকিহাসিকদের সভাসদ হিসাবে সম্মান দিতে থাকেন। ফলে ঐতিহাসিকগণ অনেক ক্ষেত্রে সুলতান বা প্রভুকে সন্তুষ্ট করার জন্য সত্য ঘটনাকে বিকৃত করেছেন। ঐতিহাসিকেরা রাজানুকুল্য পেতেন বলেই তাঁদের রচনার পৃষ্ঠাপোষকের গুণগান স্থানলাভ করতে হবে। তুর্ক-আফগান যুগের ঐতিহাসিকদের রচিত পুস্তকগুলি হল মিনহাজউদ্দিনের তবকাৎ-ই-নাসিরী, জিয়াউদ্দিন বারাণীর ‘তারখি-ই-ফিরোজ-শাহী’, আমীর খসরুর ‘খাজাইন-উল-ফুতুহ’ প্রভৃতি।

প্রথম দিকে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বিশেষ করে ঘটনাপঞ্জীই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্বচক্ষে যা দেখেছেন বা লোকমুখে যা শুনেছেন তাই লিখে গেছেন। ঐতিহাসিক উপাদানগুলি যথাযথভাবে সাজিয়ে বা সেগুলির যথাযথ মূল্যায়ন না করেই তথ্য পরিবেশন করেছেন। সেগুলির সত্যতা বিচার না করেই ইতিহাস রচনা করে গেছেন। আধুনিক ইতিহাস লিখন পদ্ধতির বিচারে তাঁদেরকে যথার্থ ঐতিহাসিক বলা যায় না। তাছাড়া এঁরা অনেক ক্ষেত্রে সম্রাটদের কার্যকলাপ, তাঁদের রাজদরবার, যুদ্ধবিগ্রহের কথা, তাদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার কথা বেশী বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন সুলতান কিংবা সুলতান বংশের জীবনী অবলম্বন করে ইতিহাসের আকারে বিবরণধর্মী রচনাই এসময়ের বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের জীবনধারণও তাদের সুখ-দুঃখের কথা বক্তব্যের বাইকে থেকে গেছে বা খুব সামান্যই স্থান পেয়েছে।

মোঘল শাসনাধীন ভারতের ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি ব্যাপক ও সমৃদ্ধ। এযুগে ইতিহাস রচনার ধারা ছিল উন্নত ও বহুমুখী। এযুগের ঐতিহাসিকদের কথা থেকে সম্রাটদের ইতিহাস ছাড়া সমকালীন যুগের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক অবস্থার মনোজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। আকবরের রাজত্বকালের সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া যায় আবুল ফজল রচিত ‘আইন-ই-আকবরী’ ও ‘আকবারনামা’ নামক বই দুটিতে।

মধ্যযুগে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বিবরণধর্মীতাই প্রাধান্য পেয়েছে, কেবলমাত্র ব্যক্তি বা ঘটনা নির্ভর হওয়ার পরিবর্তে এই ইতিহাস হয়েছে তথ্যসমৃদ্ধ। এখানে কার্যকলাপ বিধিটিও (Laws of Causation) মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু ইতিহাস রচনার লক্ষ্য ছিল নীতিবোধ জাগ্রত করা।

আধুনিক যুগ — ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ড যেদিন রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল সেদিন থেকেই ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ ভারতের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখার প্রথম চেষ্টা ইংরেজদের কাছ থেকে এসেছিল। কয়েকজন ইংরেজ রাজকর্মচারী ঐতিহাসিকে পরিণত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে স্মিথ, বেভারিজ, কানিংহাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ভারতের ইতিহাস লেখকদের পথিকৃৎ। সুতরাং ভারতের ইতিহাসে যদি কোন সংকীর্ণতা এসে থাকে তাহলে আমরা ভারতীয় লেখকদের দোষ দিতে পারি না। কারণ ভারতীয় লেখকরা ইংরেজ লেখকদের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। প্রথম যুগের ইংরেজ ঐতিহাসিকরা সংস্কৃত, আরবী, পারসী সাহিত্যের অনুবাদ করে, শিলালিপি ও তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকরে মুদ্রা সংগ্রহের দ্বারা রাজবংশাবলীর তথ্য সংগ্রহ করে, খনন কার্যের দ্বারা অতীত স্থাপত্য শিল্পের পুনরুদ্ধার করে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার জন্য ভারতীয়রা তাঁদের কাছে চিরঋণী। কিন্তু ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় পদ্ধতি।

James Mill, Macaulay প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে হীন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। অবশ্য Elphinstone-এর লেখা ইতিহাসে অনেকটা উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। আর একজন উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক হলেন Vincent Smith. তিনি ভারতীয় ইতিহাস রচনাশৈলীতে নূতন পথ দেখালেন। তিনি লিখেছেন, ‘‘India offers unity in diversity.’’ তিনি আরও লিখেছেন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসই সবটুকু নয়। ভারতীয় সভ্যতাকে বুঝতে হলে সাহিত্য, দর্শন, শিল্প, ধর্মের মধ্য দিয়ে ভারতীয় চিন্তাধারার যে প্রকাশ ঘটেছে, তাকেও জানতে ও বুঝতে হবে।

ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য ইতিহাস রচনাশৈলীতে এল নূতন পরিবর্তন। এর কারণ নবজাগরণের প্রভাব। নবজাগরণের ফলে দেশকে জানার আগ্রহ দেখা দিল। ভারতীয় লেখক, সাহিত্যিক, তাঁদের রচনার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন বিদেশী শাসন ও শোষণ, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রতিবাদ জানিয়েছেন তেমনি অন্যদিকে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করেছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ভারতের তৎকালীন ইতিহাসবিদরা ভারতের নিজস্ব ইতিহাস রচনায় মন দিলেন, এগিয়ে এলেন নিজেদের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার কাজে। নূতন উদ্যোগের প্রভাব পড়ল ইতিহাস রচনাশৈলীতে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের নব মূল্যায়ন হল। প্রাচীন ভারতের মৌর্য সাম্রাজ্য, গুপ্ত সাম্রাজ্যের কথা, পাল ও সেন বংশের ঐতিহ্যের কথা, ভারতবাসীর বিদেশ ভ্রমণ, সমুদ্রযাত্রা, বিভিন্ন ভারতীয় সাংস্কৃতিক উপনিবেশ স্থাপনের কথা, ভারতের শিল্প স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কথা, বুদ্ধদেব, অশোক, হর্ষবর্ধন প্রমুখ রাজন্যপতিদের আদর্শের কথা নূতন করে লেখার চেষ্টা হল। মহামতি অশোকের মানবতাবাদ, বিশ্বমানবতাবাদ ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ তুলে ধরলেন। প্রাচীন ভারতের শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর প্রমুখ জ্ঞানী মনীষীদের জ্ঞান সাধনার কথা ভারতের জ্ঞানসাধকগণকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেম (Patriotism) সৃষ্টি করল। ভারতবাসীরা আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন।

সাম্প্রতিক প্রবণতা (Present Attitude)

নূতন ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে ডাঃ আর. জি. ভাণ্ডারকর ছিলেন অন্যতম। তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভারতের ইতিহাস লিখলেন। তাঁর প্রকাশ ভঙ্গিমা ছিল নৈর্ব্যক্তিক। তিনি ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে লিখলেন —"One must be impartial with no particular disposition to find in the materials before him, something that will tend to the glory of his race and country nor should he has an opposite prejudice against the country or its people nothing but truth should be his object."

Toynbee যেমন ইউরোপের নূতন ইতিহাস লেখার উদ্‌গাতা তেমনি ভারতবর্ষের নূতন ইতিহাস লেখার উদ্‌গাতা ছিলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সর্দার K. M. Panikar. তিনি বললেন, ভারত ইতিহাসে যদি মূলসূত্রটি খুঁজতে হয় তবে তা রাজনৈতিক ঐক্যের মধ্যে পাওয়া যাবে না— পাওয়া যাবে সাংস্কৃতিক ঐক্যের মধ্যে। মৌলিক চিন্তাধারা দিয়ে যদি ভাতরবর্ষের ইতিহাস লেখা যায় তবে তাঁর 'A Survey of Indian History' নামক গ্রন্থে ইতিহাস লেখা ও চিন্তার এক নূতন দিগদর্শন পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'ভারতীয় ঐতিহাসিক কংগ্রেসে' তিনি ইতিহাসের পরিধির উপর এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। তিনি বললেন—"রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে বিচার করলে ভারতবর্ষের ইতিহাস মন্থর, বিশৃঙ্খল, নিরানন্দ বলে মনে হবে। কিন্তু যদি কেউ একে জনসাধারণের অগ্রগতি, অপরাপর দেশের সঙ্গে ও সমাজের সঙ্গে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে দেখে, তখন ভারতীয় ইতিহাসকে একটি মনোমুগ্ধকর বিষয় বলে মনে হবে।"

"Indian History viewed from he political point of view is dull, confusing and drery, but one viewed it as the growth of a people and their existence intimes as civilised community in contact with other people civilisation, Indian history be comes an enthralling subject." রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এর মত এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "The Approach to Indian History should be integrative, cultural and sociological rather than merely political."

রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ যে নিষ্ঠা ও উদ্যামের পরিচয় দিয়ে গেছেন তদনুরূপ নিদর্শন সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে রেখে যেতে পারেননি। এর কারণ তাঁদের উপরে পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস দর্শনের প্রভাব ছিল। কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে Toynbee ও Will Durant-এর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করা যায়। Toynbee-এর লেখা 'East and West' বইটিতে আমরা ইতিহাস লেখার এক নূতন দিগ্‌দের্শন নিরীক্ষণ করি। তাঁর মতে প্রত্যেকটি যুগ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি মনে করেন মানুষের ইতিহাস হল মানুষের কৃতকার্যকতার ইতিহাস, যার দ্বারা মানুষ জড় জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। (The story of man's success over the universe). Will Durant জীবদ্দশায় মানব সভ্যতার ইতিহাসকে ২২ খণ্ডে লিপিবদ্ধ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তার মধ্যে ১০টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে।

সভ্যতার ভিত্তিতে যাঁরা ভারতীয় ইতিহাস লিখেছেন তাঁদের মধ্যে সর্দার K. M. Panikar, K. M. Munshi প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রচেষ্টায় দিল্লীতে 'ভারতীয় বিদ্যাভবন' প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় বিদ্যাভবনের লেখকরা ও কর্মকর্তারা চেয়েছিলেন ভারতের ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে। তাঁরা ভারতীয় ইতিহাসকে মূল সুরকে প্রথিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। K. M. Munshi বলেন, প্রত্যেক জাতীর অতীতে যেমন, বর্তমানেও তেমন তাঁর সাংস্কৃতিক মান উন্নত করার জন্য অন্য জাতির উপর নির্ভর করা উচিত। উন্নততর আন্তর্জাতিক বোঝাপড়াই হবে পরস্পরের উন্নতির সোপান।

K. M. Munshi কর্তৃক সম্পাদিত ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত হল "History and Culture of the Indian people" এটি নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত হয়েছে। তিনি এই পুস্তকের ভূমিকায় আগামী দিনের ভারতীয় ঐতিহাসিকদের এক নির্দেশ জ্ঞাপন করেছেন। তাহল— "The modern historian of the india must approach her as a living entity, with a central continous urge of which the apparent life is a mere expenssion. Without such an outlook it is impossible to understand India which stands to-day with a new apparatus of state determined not to be untrue to its ancient self and yet to be equal to the highest demends of modern life."

ইতিহাসে শুধু রাজা ও রাজবংশের কাহিনী থাকবে না, এতে সাধারণ লোকের অবদানের স্বীকৃতি থাকবে — এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠল।

ইতিহাসের নূতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জাতীয়তাবাদী জওহরলাল নেহেরু এগিয়ে এলেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হল বিশ্বজনীন। তিনি লিখছেন, "Discovery of India" তাঁর লেখার কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বজনীনতায় সমুত্তীর্ণ।

সমস্যা—ভারতের ইতিহাস চর্চা ও রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে নানা সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দেখা যায়। প্রথছম সমস্যা হল ঐতিহাসিকদের রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা, দ্বিতীয়ত ভারতীয় ঐতিহাসিকদের অনুমান নির্ভর ইতিহাস রচনার প্রবণতা।

সমাধান সমস্যা করতে হলে ঐতিহাসিকগণকে (১) ভারতের প্রাচীন যুগের উৎসগুলিকে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অধ্যয়ন, সূক্ষ্ণ ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করতে হবে, খোলা মন নিয়ে বিচার করতে হবে। (২) কিন্তু প্রকাশভঙ্গি শাণিত তরবারির মত। তবেই ভারতীয় ইতিহাসের একটা সামগ্রিক রূপ ফুটে উঠবে। (৩) ভারত ইতিহাসের ক্ষেত্রে কোন পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত নিয়ে গবেষণা অন্তত সম্ভব নয়। "..... The history of ancient India is at present so tenuous that it can be fitted into almost any preconceived pattern." কোন "pre-supposition" বা পূর্বকল্পিত ধারণা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

নবমূল্যায়ন :

প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধান করাই ইতিহাসের কাজ। ইংরেজ পরিবেশিত পরাধীন ভারতের ইতিহাস যে বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তা সত্য এবং তথ্য উভয় দিকেই কিছুটা বিকৃত।

কবির ভাষায় — "ওয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী—"
কবির ভাষায়— 'মরে না, মরে না, কভু সত্য যাহ্য শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে—
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির
আঘাতে না টলে।'

আজ স্বাধীন ভারতে ইতিহাসের এই সত্য উদঘাটনের সময় এসেছে। রাজাদের, রাজবংশের সদস্যদের, যোদ্ধাদের, বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ লোকদের, ধর্মসংস্কারক, সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ, সাধুপুরুষ ও শহীদদের কার্যাবলীতে যথোচিতভাবে মূল্য দিয়ে ইতিহাসের পাতায় নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ইতিহাসের নব মূল্যায়নের সময় ইতিহাসকারগণকে অত্যন্ত সর্তক থাকতে হবে। 'ঐতিহাসিক মনোভাব' থেকে একচুল সরে আসা চলবে না। "He has to develop the skill of a lawyer in pressnting his case but at the same time play the role of a judge in considering the pros and cons of the case of delivering an impartial judgement. He must combine the precision of the photographer with the skill of the artist and the eloquence of a man of letters." — অর্থাৎ তাঁর (ঐতিহাসিকের) বক্তব্য তুলে ধরার জন্য চাই আইনজ্ঞের দক্ষতা, আর সেইসঙ্গে ভালো-মন্দের বিচার করে বক্তব্য সম্পর্কে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য চাই বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ। তাঁর মধ্যে ফটোগ্রাফারের নিখুঁত যথার্থবোধের সঙ্গে চিত্রকরের নিপুণতা ও ভাষা শিক্ষার কল্পনাশৈলীর সার্থক সমন্বয় বিধান চাই।

১.৩ - সংক্ষিপ্তসার

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো কাজ সুন্দর বা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। যেহেতু শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — যেহেতু ইতিহাসের শিক্ষণও কখনোই উদ্দেশ্যবিহীন হতে পারে না। অতএব কার্লমার্কসের বক্তব্য অনুযায়ী সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস খুঁজতে গেলে সমাজস্থিত মানুষের জীবনযাত্রা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, ধর্মভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলির অবলোকন অতি প্রয়োজনীয়।

১.৪ - পাঠাংশে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও তার ব্যাখ্যা

১.৫ - সহায়ক পাঠ ও তথ্যসূচী (পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ)

(i) Carr. E. H. (1961) What is History ? London, Macmillan and Co. Ltd.

(ii) Kochar S. K. Teaching of History, Sterling Publishers Private Ltd.

(iii) Agarwal J. C. Teaching of History, Vikas Publishing House Pvt. Ltd, New Delhi.

(iv) দেবনাথ দেবব্রত, ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা বুক এজেন্সী, ২০০৭.

১.৬ - অনুশীলনী- আত্মমূল্যায়ক প্রশ্নাবলী

(ক) ইতিহাস শিক্ষণের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

(খ) প্রাথমিক স্তরে ইতিহাস শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি ব্যক্ত কর।

(গ) মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

(ঘ) উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস শিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

(ঙ) ইতিহাসের আধুনিক ধারণা বলতে কী বোঝ।

একক - ২

ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি

METHODS OF TEACHING HISTORY

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ পাঠ অবতারণা

২.২ বিষয়বস্তু

২.৩ সংক্ষিপ্তসার

২.৪ পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও তার ব্যাখ্যা

২.৫ সহায়ক পাঠ ও তথ্যসূচী (পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ)

২.৬ অনুশীলনী-আত্মমূল্যায়ক প্রশ্নাবলী

২.০ উদ্দেশ্য

বয়স অনুসারে পাঠক্রম অনুযায়ী প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চস্তর শিক্ষাদান পদ্ধতির শ্রেণীবিভাগ ও প্রয়োগ। ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতিকে তিনটি ধারায় ভাগ করা হয় - (ক) বর্ণনাধর্মী ধারা (Narrative Approach), (খ) পরীক্ষাধর্মী ধারা (Investigative Approach), (গ) কর্মভিত্তিক ধারা (Activity Approach)। ইতিহাসের বিষয় নির্বাচন তথা পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমনিই ইতিহাস পদ্ধতিও অত্যন্ত জরুরী এবং কোন পদ্ধতিতে ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সহজ হবে সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যবস্তু।

২.১ পাঠ অবতারণা

ইতিহাস অখণ্ড এবং অবিভাজ্য কিন্তু শিক্ষার্থীদের বয়স এবং মানসিক চাহিদা, আগ্রহ ও সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করে বিদ্যালয়ে বয়ঃক্রম অনুসারে স্তর বিন্যাস হয়েছে তিন প্রকার। (১) প্রাথমিক স্তর, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী (৬-১১ বছর) (২) মাধ্যমিক স্তর, ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী (১২-১৪ বছর) (৩) উচ্চস্তর, নবম শ্রেণী থেকে একাদশ শ্রেণী (১৫-১৭ বছর)। প্রাথমিক স্তরে অতীতকে জীবন্ত করে তোলা হয়েছে শিক্ষার্থীর মনের আয়নার সামনে। মাধ্যমিক স্তরে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ ভারতবর্ষ ও ইউরোপে সুপরিকল্পিত ও নমনীয়ভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। উচ্চস্তরে জাতীয় জীবনের আলোকে বিশ্ব ইতিহাসের পরিচয় অনুধাবনের সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

২.২ বিষয়বস্তু

ইতিহাসের সংজ্ঞা ও ধারণা -

(৩.১) বক্তৃতা পদ্ধতি।

(৩.২) আলোচনা পদ্ধতি।

(৩.৩) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি।

(৩.৪) উৎস পদ্ধতি। (প্রাথমিক ও গৌণ)

(৩.৫) নাট্যপদ্ধতি।

(৩.৬) প্রকল্প পদ্ধতি।

পদ্ধতির শ্রেণিবিভাগ ও প্রয়োগ (Classification and Application of Method) ঃ

বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ইতিহাস শিক্ষণ কর্মসূচি পালিত হয়। ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতির মূলসূত্র অনুসন্ধান করার পর প্রয়োগের প্রকৃতি অনুসারে ইতিহাস পড়ানোর পদ্ধতিগুলিকে প্রধানত তিনটি ধারায় ভাগ করা হয়। যথা —

(ক) বর্ণনাধর্মী ধারা (Narrative Approach)।

(খ) পরীক্ষাধর্মী ধারা (Investigative Approach)।

(গ) কর্মভিত্তিক ধারা (Activity Approach)।

এইসমস্ত ধারাগুলিকে বিভিন্ন উপায়ে শ্রেণিকক্ষে পরিবেশন করা হয়। বর্ণনাধর্মী ধারা মূলত বাচনধর্মী রীতি হওয়ায় মৌখিক পদ্ধতি (Oral Method), বিতর্ক ও আলোচনা পদ্ধতি (Debate and Discussion Method), পর্যালোচনা (Review), সমাজীকৃত পাঠচর্চা (Socialised Recitation Method) ইত্যাদি পদ্ধতিকে প্রথম শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়টি পরীক্ষাধর্মী ধারা হওয়ায় শ্রেণিকক্ষে তা পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়। সুতরাং আবিষ্কার পদ্ধতি (Heuristic Method), প্রয়োগশালী পদ্ধতি (Laboratory Method) -এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ, যেমন - উৎস পদ্ধতি, পরিকল্পনা, আবেক্ষণ পাঠ চর্চার পদ্ধতি ইত্যাদি এই দ্বিতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয়টি কর্মভিত্তিক ধারা হওয়ায় কর্মের আধিক্য থাকে। প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method), ইউনিট পদ্ধতি (Unit Method), শিক্ষা-ভ্রমণ, অঙ্কন, গঠন ও সংগ্রহ (Drawing, Making and Collecting) প্রভৃতিকে কর্মভিত্তিক রীতি বা প্রণালীর অন্তর্ভুক্ত করা চলে।

উল্লিখিত পদ্ধতিগুলিকে আবার সমবায়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং দলীয় পাঠনের ভিত্তিতেও শ্রেণিবিভক্ত করা যায়। তবে যেভাবেই শ্রেণিবিভক্ত করা হোক না কেন পদ্ধতিগুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কোনো-না-কোনো দিক থেকে অন্বিত। অর্থাৎ পদ্ধতিগুলি একে অপরের সঙ্গে মিলিত হয়ে সম্পূর্ণতা লাভ

করে থাকে। তবে প্রত্যেকটি পদ্ধতিরই কিছু বিশেষত্ব আছে। তাই ইতিহাস শিক্ষণ প্রসঙ্গে প্রয়োগযোগ্য কয়েকটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতির আলোচনা করা হল ঃ

বর্ণনাধমী ধারা (Narrative Approach) ঃ

বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতি (Lecture Method)

ইতিহাস পাঠদানে বাচনধর্মিতা মৌখিক পদ্ধতি (Oral Method) মূলকথা। তাই একে গল্প বলা পদ্ধতি (Story telling Method) বা বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture Method) নামে অভিহিত করা যায়।

ইতিহাস হল বর্ণনামূলক বিষয়। ইতিহাস পাঠদানে বক্তৃতা পদ্ধতি খুবই পুরোনো এবং এই পদ্ধতি আজও প্রায় সর্বত্র প্রচলিত। এই পদ্ধতির সাহায্যে পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীদের সহজে মনযোগী করা যায় এবং বিষয়বস্তু অল্প সময়ে অল্প পরিশ্রমে তাদের বোধগম্য করানো যায়। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Johnson বলেছেন, “School history must, in the main, be presented as readymade presentation.” বক্তৃতা পদ্ধতির জনপ্রিয়তা পৃথিবীর বহু সভ্য দেশে চলে। ইতিহাস মূলত জ্ঞানাশ্রয়ী, তাই বিষয়টি জটিল ও বিমূর্ত। শ্রেণিবিশেষে বয়সের তারতম্য অনুসারে বিষয়টিকে শিক্ষার্থীর বোধগম্য করে তোলার জন্য বক্তৃতা পদ্ধতিকে বিভিন্নরূপে প্রয়োগ করা যায়। বিদ্যালয়ের নিম্নস্তরে গল্প বলা পদ্ধতি প্রযোজ্য হলেও উচ্চস্তরে বক্তৃতা পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত।

বক্তৃতা বা মৌখিক বিবৃতির সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের চিরন্তন পদ্ধতিটির নামই হচ্ছে বক্তৃতা পদ্ধতি। এখানে মূল বক্তা শিক্ষক নিজেই। শিক্ষার্থীরা এখানে নিষ্ক্রিয় শ্রোতা। নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ শেষ করার তাগিদটা এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রবল হলেও শিক্ষার্থীর সামর্থ্য, আগ্রহ, বয়স, মেধা, ধারণ ক্ষমতা, প্রয়োজনীয়তার কথাও শিক্ষকের মনে রাখতে হয় এবং বক্তব্যের সীমারেখা সেই অনুযায়ীই নির্ধারিত হয়। এই পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষক মাঝে-মধ্যে বোর্ড ব্যবহার কিংবা কিছু কিছু প্রশ্নোত্তরের অবতারণা করলেও শিখন শেখানোর প্রক্রিয়ার মূল সুরাটি থাকে বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ।

সাম্প্রতিককালে পঠনপাঠন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বহু নতুন নতুন পাঠদান পদ্ধতি উদ্ভাবিত হলেও তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের শিক্ষাঙ্গনে এসবের সার্থক রূপায়ণ প্রায় অনুপস্থিত। শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য, সীমিত সময় ইত্যাদি কারণে অধিকাংশ শিক্ষকই বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকেন।

বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Oral Methods) ঃ

(১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের কন্ঠস্বর, বক্তব্য, উপস্থাপনা এবং প্রকাশভঙ্গি যথেষ্ট মনোজ্ঞ হওয়া প্রয়োজন।

(২) বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর অনুরাগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শিক্ষককে মাঝে মাঝে অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে হয়। শিক্ষককে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ এবং মনোযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়।

(৩) বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে শিক্ষার্থীদের মানসিক পূর্ব প্রস্তুতির জন্য শিক্ষককে কল্পনাশক্তি ও রসবোধের (humour) পরিচয় দেখাতে হবে।

(৪) শুধু বক্তৃতাদান শিক্ষার্থীদের মনে একঘেয়েমি, অবসাদ, ক্লান্তি, বিরক্তির সঞ্চার করতে পারে। বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে পাঠদান আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করবেন।

(৫) এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের যথাসম্ভব মিতভাষী হওয়া আবশ্যক। অপ্রাসঙ্গিক বিবৃতিদান থেকে তিনি সচেতনভাবে বিরত থাকবেন। তবে তাঁকে মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উপমা, উদাহরণ ও গল্প উপস্থাপন করতে হবে।

(৬) ইতিহাসে এই পদ্ধতিকে ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষকদের যথেষ্ট পূর্ব প্রস্তুতি অবলম্বন করা প্রয়োজন।

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা (Advantage of Oral Methods) ঃ

(১) এই পদ্ধতিতে অল্পসময়ে শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা সম্ভব। উন্নয়নশীল দেশে প্রয়োজনের তুলনায় বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশ কম, শ্রেণিকক্ষের সংখ্যা অপ্রতুল, কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে সংকীর্ণ পরিসরের শ্রেণিকক্ষে উপচে পড়া শিক্ষার্থীদের ভিড়ে পাঠদানের প্রায় সব কৌশলই থমকে দাঁড়ায়। এ ধরনের পরিস্থিতি সামাল দিতে বক্তৃতা পদ্ধতিই ফলপ্রসূ হয়। নির্দিষ্ট সময়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের এ পদ্ধতিটি তাই আমাদের দেশে বিশেষ জনপ্রিয়।

(২) গল্প বলা বা বক্তৃতাদানকালে শিক্ষক থাকবেন শিক্ষার্থীর নিকট সান্নিধ্যে। সেজন্য সমষ্টিগতভাবে শিক্ষার্থীদের সুবিধা, অসুবিধা ও বোধগম্যতা সম্পর্কে তিনি সহজে জানতে ও বুঝতে পারেন। প্রয়োজনমতো তিনি কথা বলার ধারা, ভাষা ও কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে শিক্ষা সহায়ক উপকরণাদির সহায়তায় ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন।

(৩) ভারতবর্ষের মতো উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ বিদ্যালয়েই আর্থিক কারণে শিক্ষা সহায়ক যন্ত্রপাতি কিংবা অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। এসব বিদ্যালয়ে আবহমানকালে থেকে বক্তৃতা পদ্ধতিই পাঠদানের একমাত্র কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(৪) শিক্ষার্থীর কাছে মৌখিক পদ্ধতি সুস্পষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হলে বিষয়টি সহজ ও প্রাঞ্জল হয় এবং সীমিত সময়ের মধ্যে সে পাঠ্য বিষয়ের বিভিন্ন ভাব গ্রহণ করতে ও সামঞ্জস্য বিধান করতে সমর্থ হয়।

(৫) পুস্তকের মুদ্রিত ভাষা অপেক্ষা মৌখিক বক্তব্য অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও সুফলদায়ী। কারণ, কথা বলার সময় শিক্ষক শুধু নিজস্ব ভাষা বয়, বিষয়বস্তুর তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার ভাব ও ভঙ্গিমা প্রকাশ ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। এমনকি গল্প বলা বা বক্তৃতার মাধ্যমে পুথিগত বিমূর্ত ও জটিল বিষয়কে সহজ, সরল ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে পারেন।

(৬) মৌখিক পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে শ্রবণ অভিজ্ঞতা লাভেও সাহায্য করে। জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের কথা বা বক্তৃতা শুনে-বুঝে নেওয়ার ক্ষমতাও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এ ক্ষমতা অর্জন করা সহজসাধ্য।

(৭) এ পদ্ধতিতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচি সমাপ্ত করার সুযোগ রয়েছে।

(৮) শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নতুন অভিজ্ঞতার সেতুবন্ধ রচনায় এ পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

(৯) বাংলা, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি বর্ণনামূলক বিষয়ের পাঠ উপস্থাপনায় এ পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী।

(১০) আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণের ক্ষেত্রেও বক্তৃতা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতির অসুবিধা বা সীমাবদ্ধতা (Disadvantage of Oral Methods) ঃ

(১) বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। প্রথম থেকে শেষ অবধি শিক্ষক এখানে সক্রিয় কথক, আর শিক্ষার্থীরা নীরব ও নিষ্ক্রিয় শ্রোতা।

(২) শিক্ষকের বক্তৃতা দীর্ঘ হলে শিক্ষার্থীরা স্বভাবিক উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। পাঠ তখন তাদের কাছে বৈচিত্র্যহীন ও একঘেরে মনে হয়। তাদের আচরণে নানারকম বিরক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। শ্রেণিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। শ্রেণিকক্ষের পরিমণ্ডল ছেড়ে মন ছুটে যায় হয়তো কোনো তেপান্তরের মাঠে।

(৩) বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। কারণ, এখানে শিক্ষার্থীর সামর্থ্যকে বিবেচনায় আনা হয় না। মেধা, মনন, চাহিদা সবই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

(৪) বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষকের পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটে, শিক্ষার্থীর নয়। ফলে শিখন সঞ্চালন সম্ভবপর হয় না।

(৫) এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা হাতেকলমে কাজ করার কোনো সুযোগ পায় না। ফলে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

(৬) বক্তৃতা পদ্ধতি একমুখী, শিক্ষকসর্বস্ব। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের সুযোগ এখানে কম। ফলে শিখন অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

(৭) এই পদ্ধতিতে শিক্ষা বাস্তবনির্ভব হওয়ার পরিবর্তে সর্বতোভাবে তাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়ে যায়।

(৮) বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতির সাফল্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে নির্ভর করে উপযুক্ত শিক্ষকের দক্ষতার ওপর।

(৯) অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্র বুদ্ধি খাটানোর সুযোগ পায় না।

(১০) শ্রেণিতে পড়ার অপূর্ণতা দূর করার উদ্দেশ্যে পাঠ্য বইয়ের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়।

(১১) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নবলব্ধ জ্ঞানের মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট বাধা থাকে। কারণ এ পদ্ধতিতে যেমন একদিকে ব্যক্তিবৈষম্যের প্রতি যথোচিত সুবিচার করা সম্ভব হয় না, তেমন অন্যদিকে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব অগ্রগতি কতটুকু হল তাও পরিমাপ করা যায় না।

(১২) গল্প বলা বা বক্তৃতার প্রাচুর্যে ছাত্রছাত্রীরা একান্তভাবে শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ও তাদের স্বধীনভাবে বিষয় অনুশীলনের ক্ষমতা লোপ পাওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয়।

(১৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিতে ডিগ্রিধারী আবেদনকারীকেই কর্মে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু সকলেই যে প্রাঞ্জল ভাষায় হৃদয়গ্রাহী গল্প বলতে বা বক্তৃতা দিতে পারবেন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, শিক্ষক তাঁর বক্তৃতাদানের দুর্বলতা থাকার জন্য শ্রুতিলিখন (Dictation) লেখাতে শুরু করেন।

বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধাগুলি দূর করে তা কার্যকারী করার উপায় (Measures for its improvement or suggestions for betterment) ঃ

ইতিহাস শিক্ষাদান করার ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতির অবদান অস্বীকার করা যায় না। তবে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সাবধানতা অবলম্বন করলে শিক্ষাদান কার্যকারী হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষকের বিষয় দক্ষতা ও উপস্থাপনা ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলির উপস্থিতি জরুরী ব্যাপার।

(১) বক্তৃতা পদ্ধতিকে হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল করার জন্য শিককের পূর্ব প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক। কোনো নতুন অধ্যায় বা এককের শুরু, প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা, সুদীর্ঘ বিষয়কে সংক্ষিপ্তকরণ, সমস্যাপূর্ণ বিষয়ের সমাধান, পরবর্তী পাঠক্রমের জন্য নির্দেশক সূচনা ইত্যাদি কর্মের জন্য শিক্ষক পূর্ব থেকে সময়, সুযোগ ও অবস্থা বুঝে পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত হবেন।

(২) শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকালে শিক্ষককে যথেষ্ট সংযমী ও মনোযোগী হতে হবে। গল্প বলার সময় সত্যসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গিকে ঠিক রেখে বিষয়বস্তু পরিবেশন করতে হবে। এর জন্য ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিমার পূর্ণ প্রকাশ অর্থাৎ বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে কণ্ঠস্বরের তারতম্য ও ভাষার কলাকৌশলের পরিপূর্ণ প্রকাশ হওয়া দরকার।

(৩) মৌখিক বা বক্তৃতা পদ্ধতিতে শুধু শিক্ষকই কথা বলবেন, এটা ঠিক নয়। শিক্ষক নিজে যেমন কথা বলবেন তেমনি শিক্ষার্থীকে কথা বলার জন্য আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তুলবেন। মৌখিক পদ্ধতিকে সার্থক করে তোলার জন্য প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, বিতর্ক, সমালোচনা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা ও শিক্ষা-সহায়ক সামগ্রী ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রিয়াধর্মিতার সংযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

(৪) মৌখিক বা বক্তৃতা পদ্ধতিতে বিষয় পরিবেশনের সময় শিক্ষার্থীর মনোযোগের ওপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। তাছাড়া সীমিত সময়ের দিকে লক্ষ রেখে বিষয়বস্তুর পরিপূর্ণতা বজায় রাখাও যুক্তিযুক্ত। মৌখিক পদ্ধতিকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য শিক্ষার্থীর জানা বিষয় বা স্থানীয় ইতিহাস থেকে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা শ্রেয়।

(৫) পড়ানোর সময় শিক্ষক Reference বইয়ের কথা বলবেন। তাহলে ছাত্ররা নিজেরাই আগ্রহী হয়ে তথ্য চয়ন করবে। বাড়িতে পড়াবার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের assignment দেবেন।

উপসংহার ঃ পরিশেযে বলা যায় যে, নানারকম অসুবিধা সত্ত্বেও পাঠদান ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যাপক চলছে, চলবে। তবে শিক্ষক বক্তৃতার একটি সারাংশ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের জন্য খুব ভালো হয়। এতে শিক্ষকের পাঠের পরিকল্পনা শিক্ষার্থীরা বুঝে নিতে পারে। পাঠদান করার সময় বিষয়বস্তুটি স্পষ্ট উপস্থাপন করা প্রয়োজন। (Teacher should take to his students rather lecture to a class.)। এই পদ্ধতিতে আরোহী এবং অবরোহী প্রণালী অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method)

ইতিহাস শিক্ষাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল শ্রেণিকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা পদ্ধতি। সাধারণত পারস্পরিক মত বিনিময় বা কথোপকথনকেই আলোচনা বলে। যে পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশক্রমে পাঠ্যবিষয়ে কোনো সমস্যা দলীয়ভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছোবার চেষ্টা করে তার নামই (শ্রেণি আলোচনা Class Discussion) আলোচনা পদ্ধতি।

সাধারণত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি পরিচ্ছন্ন মতামত প্রকাশিত হয়। এই সাধারণ মতামত সমস্যা সমাধনের পক্ষে অতি মূল্যবান। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যেকোনো মানুষ খোলা মন নিয়ে স্ব-স্ব ইচ্ছা প্রকাশ

করে ও সত্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়। শিক্ষাবিজ্ঞানে তাই শিক্ষার্থীর নিঃসংকোচে সক্রিয় অংশগ্রহণ আজ শুধু নীতি হিসাবেই গৃহীত নয়, শ্রেণিকক্ষের পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে এই নীতির বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টাও চলছে। বস্তুত, শিক্ষার্থী কোনো কিছু শেখে পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনায়, কথাবার্তায়, ভাবের আদান-প্রদানে, তর্ক-বিতর্কে, কৌতূহলী জিজ্ঞাসার উত্তরে। বর্তমানকালে আলোচনা ও কথাবার্তা অর্থহীন না হয়ে মনস্তত্ত্ব ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিচালিত হয়। আলোচনা পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে — (১) সমষ্টিগত ঘরোয়া আলোচনা (Informal group Discussion), (২) সমষ্টিগত নিয়মমাফিক আলোচনা (Formal group Discussion), (৩) প্যানেল আলোচনা (Panel Discussion), (৪) বিতর্ক (Debate), (৫) সিমপোজিয়ম (Symposium), (৬) সেমিনার (Seminar) (৭) গোলটেবিলে বৈঠক (Round Table Conference) প্রভৃতি যেকোনো প্রণালী প্রযোজ্য হতে পারে।

আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of discussion Method) ঃ

আলোচনা পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য পূর্বপরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। সার্থকরূপে সম্পাদনের জন্য কাজটিকে তিনটি স্তরে ভাগ করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়; যথা — (১) প্রস্তুতি, (২) আলোচনা ও (৩) মূল্যায়ন।

প্রস্তুতিপর্ব ঃ আলোচনা পদ্ধতির মূল আধার হলেন শিক্ষক। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীই প্রধান উপলক্ষ্য হলেও শিক্ষকই সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। সেজন্য শিক্ষককে কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। শিক্ষককে বিষয়বস্তু সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। আলোচনার সময় প্রয়োজনে পাঠ্যপুস্তক বা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। সেগুলি হাতের কাছে রাখতে হবে। শ্রেণিকক্ষের শৃঙ্খলা-নিয়মকানুন বজায় রাখা, আলোচনার উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা, শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, বয়স অনুযায়ী বক্তব্য রাখার মাপকাঠি বজায় রাখা — ইত্যাদি দিকগুলি শিক্ষককে সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করতে হয়।

পাঠ-পরিচালনা করতে শিক্ষক পূর্ব নির্ধারিত সূত্র রচনা করবেন। সহজ, সুন্দর ভাষায় সাবলীল বক্তব্য রাখার জন্য মনে মনে বিষয়কে বিশ্লেষণ করবেন। ইতিহাস শিক্ষণের জন্য বিভিন্ন উপাদান থেকে তথ্য চয়ন করে শিক্ষার্থীদের সেগুলি পড়াশোনার জন্য নির্দেশ দেওয়াও শিক্ষকের কর্তব্য। সত্যসন্ধানী নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে পড়াশোনা করে ও আলোচনার জন্য প্রস্তুত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। আলোচনার সময় মাঝে মাঝে বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা বা আকর্ষণ বা বোধগম্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে পাঠ পরিচালনা আকর্ষণীয় হয়। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা যোগসূত্র রচনা হয়।

আলোচনা পর্ব ঃ আলোচনা পর্বে শিক্ষকমহাশয় পূর্ব-নির্ধারিত বিষয়বস্তুর সূত্রানুযায়ী পরপর আলোচনা করবেন এবং আলোচনায় যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে শিক্ষককে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। শিক্ষকমহাশয় আলোচনার সময় মন ও মেজাজ এমন অন্তরঙ্গ রাখবেন যাতে শিক্ষার্থীরা খোলামেলা ও খুশিমনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে। গণতান্ত্রিক আদর্শই আলোচনার মৌখিক নীতি। আক্রমণাত্মক প্রবণতার আন্তরিকতার সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ সুফল প্রদান করে। প্রয়োজন থাকলে সংশ্লিষ্ট ম্যাপ, চার্ট, চিত্র ইত্যাদি উপযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরমত সহিষ্ণুতা, নতুন বিষয় জানার কৌতুহল সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে ক্লাসরুম ও পরিবেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে।

মূল্যায়ন পর্ব ঃ আলোচনা পর্বটি শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল হলেও, আলোচনার মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীদের ওপর নির্ভর করতে হয়। শিক্ষকের বক্তব্যের কতখানি শিক্ষার্থীর অন্তরে আসন করে নিতে পেরেছে তার ওপর মূল্যায়ন নির্ভরশীল।

মূল্যায়ন ত্রিধারায় প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। প্রথমত, ইতিহাসের নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষা। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর ঐতিহাসিক চিন্তাধারা বিজ্ঞানভিত্তিক ও নৈর্ব্যক্তিক হল কিনা, আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের পরমত সহিষ্ণুতা, জানার কৌতুহল উদার জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যবোধ জাগরিত হল কিনা তার পরীক্ষা; তৃতীয়ত, আলোচনায় অংশগ্রণকারীদের শিক্ষাগত কর্মের মূল্যায়ন। এভাবে পাঠ-পরিকল্পনার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিপূর্ণ মূল্যায়ন নিতান্ত প্রয়োজন।

এই পদ্ধতি সাধারণ ক্লাস অপেক্ষা দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হয় বলে প্রতি মাসে দু-তিনটির বেশি নেওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া যেসব শিক্ষার্থীর বিচার-শক্তির যথেষ্ট উন্মেষসাধন ঘটেছে তারাই এসম্পর্কে লাভবান হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণের জন্য স্কুল লাইব্রেরিতে সহায়ক পুস্তকের অভাব থাকার কারণে এই পদ্ধতি বর্তমানে যথাযথ অবলম্বন করা সম্ভব হয় না। তবে এই পদ্ধতিতে তথ্যের সমাহারে, উপস্থাপনে, যুক্তিতর্কের নিখুঁত বিশ্লেষণের শিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন হবে যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Discussion Method) ঃ

(১) শিক্ষার্থীর চিন্তার উৎকর্ষ সাধিত হয়। স্বাধীনভাবে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায়। তারা স্ব-শিখনে অনুপ্রাণিত হয়।

(২) একে অন্যের যুক্তি শুনে উপলব্ধি করার চেষ্টা করে। আলোচনার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় সম্পর্কে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয়।

(৩) শিক্ষার্থীর ভুল ধারণা সংশোধিত হয়।

(৪) একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদি মানবিক ধরণাবলির বিকাশ ঘটে। দলবদ্ধ আলোচনা সঠিকভাবে সংগঠিত হলে তা শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে সক্রিয় করে তোলে।

(৫) আলোচনা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বদানের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

(৬) শিক্ষকের পরিচালনায় আলোচনাসভায় লাজুক শিক্ষার্থীরাও লজ্জা-সংকোচ কাটিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জড়তামুক্ত হতে পারে।

আলোচনা পদ্ধতির অসুবিধা (Demerits of Discussion Method) ঃ

(১) আলোচনা পদ্ধতিতে আলোচনা একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। অনেক সময় ইতিহাস শিক্ষকের পক্ষে যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভবপর হয় না।

(২) আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রচুর সময় প্রয়োজন হয়। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পাঠ্যসূচি শেষ করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

(৩) শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হলে অনেকসময় শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হত।

(৪) অনেক সময় দক্ষ শিক্ষকের অভাব এই পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে বিষয় উপস্থাপনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আলোচনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের উপায় ঃ

আলোচনা পদ্ধতিতে আলোচনা দু-ভাবে হতে পারে।

(১) শিক্ষক-শিক্ষার্থী আলোচনা এবং

(২) শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী আলোচনা।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের একটি দল মনে করে তাদের সামনে পাঠ-সমস্যা তুলে ধরতে পারেন এবং নির্ধারিত সমস্যা সম্পর্কে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী আলোচনার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। বিভিন্ন দল নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুগত সমস্যার সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে মত বিনিময় করবে, তথ্যসংগ্রহ করবে, সমস্যার স্বরূপ ও পরিসর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে। অবশেষে, সমস্যা সম্পর্কিত সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য বিচারবিশ্লেষণ করে দলীয়ভাবে একটি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তে পৌঁছোবে।

উপসংহার ঃ পরিশেষে বলা যায়, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মুখোমুখি বসে সরাসরি আলোচনার সুযোগ লাভ করে। স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে পারে। এসময় কোনো মতভেদ দেখা দিলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাহায্য নিতে পারে। দলগত কাজের শেষে শিক্ষার্থীরা প্রতিবেদন তৈরি করে শ্রণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। বিভিন্ন দলের উপস্থাপিত প্রতিবেদনের ওপর আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারিত সমস্যাটির একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা, সৃজনশীলতা, স্বাধীনতা, পারস্পরিক সহানুভূতিশীলতা, শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি গুণাবলি বিকশিত হয়। তবে এ পদ্ধতি উচ্চতর শ্রেণিতে অধিক ফলপ্রসূ।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (Question-Answer Method) ঃ

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে একজন প্রশ্ন করে, অন্যজন উত্তর প্রদান করে থাকে।

প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনকে নতুন পাঠের প্রতি আগ্রহান্বিত করা, উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি অধিক মনোযোগী করে তোলা, সত্যলব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা, গৃহে পাঠচর্চার জন্য শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষাকর্ম পরিচালনার জন্য প্রশ্নের সাহায্য নেওয়া হয়। বস্তুত ইতিহাসের ক্ষেত্রে প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষণ প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তোলা যায়। তাই আমাদের দেশে প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়েই এই পদ্ধতি বর্তমানে অনুসৃত হচ্ছে।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে প্রশ্নকর্তা দুজন — (ক) শিক্ষক এবং (খ) শিক্ষার্থী। শিক্ষক পাঠদানের মাঝেমাঝেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তার সদ্যলব্ধ জ্ঞানের পরিচয় পেতে পারেন। শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার ত্রুটি থাকলে শিক্ষক তা সংশোধন করে দিতে পারেন। অর্থাৎ শিক্ষক প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান, রুচি-অভিরুচি, কৌশল ও সামর্থ্য জানতে পারবেন।

পূর্বে শিক্ষকের নিকট শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা ছিল প্রথাবিরুদ্ধ। ফলে শিক্ষকের বিষয়বিশ্লেষণ অনুধাবনে শিক্ষার্থী সমর্থ না হলেও মনে দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়েই বসে থাকত। কিন্তু আধুনিককালে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে বিষয় সম্পর্কে যাতে শিক্ষার্থীরা পরিষ্কার ধারণায় পৌঁছোতে পারে সেদিকেই লক্ষ রাখা হয়েছে। কারণ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টি হয়।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি আলোচনার ক্ষেত্রে প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক। উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের বিচারে নানা ধরনের প্রশ্ন হয়ে থাকে, যেমন — (ক) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Testing Question) (খ) শিক্ষামূলক প্রশ্ন (Training Question) এবং (গ) শৃঙ্খলামূলক প্রশ্ন (Disciplinary Question)। এই তিন ধরনের প্রশ্নকে আবার নানা উপবিভাগে ভাগ করা যায়, যেমন —

(ক) পরীক্ষামূলক প্রশ্নের উপবিভাগগুলি হল —

(১) প্রস্তুতিমূলক বা পূর্ব-জ্ঞান পরীক্ষার প্রশ্ন।
(২) পাঠানুসরণ প্রশ্ন।
(৩) পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন।
(৪) পাঠের ফলাফল পরিমাপক প্রশ্ন।

(খ) শিক্ষামূলক প্রশ্নের উপবিভাগগুলি হল —

(১) কৌতূহল উদ্দীপক।
(২) তথ্য আহরণের সহায়ক।
(৩) আত্মবিশ্বাস সৃষ্টিকারী।

(গ) শাসনমূলক প্রশ্নের উপবিভাগগুলি হল —

(১) শ্রেণিকক্ষে শৃঙ্খলা বিধায়ক প্রশ্ন।
(২) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সহযোগিতাবর্ধক প্রশ্ন।
(৩) মনোযোগ আকর্ষণী প্রশ্ন।

প্রশ্ন করার সময় শিক্ষককে প্রশ্নাবলির মৌলিক উদ্দেশ্য ও তার সঠিক উত্তর সম্পর্কে অবগত থাকতে হয়। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সময় বিষয়ের মৌলিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা নিয়ে প্রশ্ন করতে হয়। ইতিহাসের ক্ষেত্রে সঠিক, উদ্দেশ্যমুখী, দ্ব্যর্থহীন, প্রত্যক্ষ, তথ্যাশ্রয়ী ও চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্নের উত্তরেও হবে প্রশ্ন অনুযায়ী সঠিক ও সুস্পষ্ট। ইতিহাস হল জ্ঞানাশ্রয়ী বিষয় — তাই একে সরস ও প্রাণবন্ত করার জন্য প্রশ্নোত্তর প্রণালীর সহায়তা অত্যাবশ্যক।

উৎস পদ্ধতি (Source Method)ঃ

যুগযুগান্ত ব্যাপী দেশে মানুষ তার অগ্রগতির পথের দুধারে রেখে গেছে ছোটোবড়ো অংখ্য কীর্তির নিদর্শন। এই নিদর্শনগুলিই ইতিহাস গবেষণার উৎস। এই নিদর্শনগুলির মধ্যে আছে অতীতের ধ্বংসাবশেষ (Archaeological Sources), লিখিত ইতিহাস-সাহিত্য (Literary Sources), বৈদেশিক ইতিবৃত্ত (Foregin Accounts), বিভিন্নপ্রকার লিপি (Equighraphic sources) এবং মুদ্রা নিদর্শন (Numismatic Sources) ইত্যাদি। গবেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ইতিহাসবিদকে এইভাবে উৎসমূলক নির্দশনগুলি সংগ্রহ করে যথাযথ পর্যবেক্ষণ, নিরীক্ষণ ও মূল্য বিচারে মগন হতে হয়। নীরস তত্ত্বমূলক গণ্ডি থেকে জীবন্ত সত্তায় শিক্ষার্থীর কাছে ইতিহাসকে উপস্থাপন করতে গেলে উৎসমূলক নিদর্শনগুলির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত মূল্যবান।

তাই ইতিহাসবিদ Dr. K.D. যথার্থ মন্তব্য করেছেন, "The sources vitalize history to the child by giving him the associations and atmosphere of the past, they impress him as being the raw meterial from which history is written. They offer him opportunities of mental training of a highly observable kind in careful deservation, judgement and expression." অন্ধকারাচ্ছন্ন বর্বর মানুষ হাজার হাজার বছর পেরিয়ে আজ যে অভাবনীয় সভ্যতায় হাজির হয়েছে তার পেছনে আছে অসংখ্য ঘটনামালা - যেগুলি কার্যকারণ সূত্রে একটির সঙ্গে অন্যটি অদ্ভুতভাবে গ্রথিত।

উৎসের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Source Method) ঃ

উপাদানগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় —

(i) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (Archaeological Source),

(ii) সাহিত্যগত উপাদান (Literary Source),

(iii) মৌখিক উপাদান (Oral Tradition)।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান আবার তিনভাগে বিভক্ত —

(a) স্মৃতিস্তম্ভমূলক (প্রাচীন অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, মহেন্-জো-দারো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ)।

(b) শিলালিপি।

(c) বিভিন্ন যুগের প্রচলিত মূদ্রা।

সাহিত্যগত উপাদানও তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা —

(a) ধর্মীয় রচনাবলি।

(b) ধর্মনিরপেক্ষ রচনাবলি।

(c) বিদেশি পরিব্রাজকদের বিবরণ।

এসব উপাদানগুলিকে আবার দু-ভাগে ভাগ করা যায়—

(a) প্রাথমিক উপাদান (Primary Source)।

(b) গৌণ উপাদান (Secondary Source)।

সংজ্ঞা ঃ ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারবিশ্লেষণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ইতিহাসের মূল উপাদানগুলি পরীক্ষা করা ও সত্য সিদ্ধান্তে পৌঁছোনোর প্রক্রিয়াকে উৎস সন্ধান পদ্ধতি বলা হয়।

এই পদ্ধতিকে আবার মূল-সন্ধান পদ্ধতি, উপাদানভিত্তিক বা উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি অথবা মৌলিক ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি বলেও অভিহিত করা যায়। বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস চর্চার চেতনাই পদ্ধতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

বৈজ্ঞানিক তাঁর গবেষণাগারে পুরোনো তথ্য বিশ্লেষণ ও নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য যেমন বিভিন্ন উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন, তেমনি ঐতিহাসিক তাঁর গবেষণাগারে ইতিহাসের উৎস, বাস্তব উপাদান, সহায়ক গ্রন্থ, প্রাচীন পুথি পুস্তক ও উপকরণগুলিকে বিচার, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে ইতিহাসের সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

ইতিহাস আজ বিজ্ঞানসম্মত পরিচিতি লাভ করেছে। Huxley বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে, "By science, I understand all knowledge the rests upon evidence and reasoning." - এই পথে ইতিহাসকে বিজ্ঞান না বলে উপায় নেই। কারণ তথ্যপ্রমাণ আর বিচারবিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির গবেষণায় অগ্রসর হয়। বৈজ্ঞানিক একটি নির্দিষ্ট কক্ষে বসে গবেষণার কাজ করেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের Laboratory শুধু ইতিহাস কক্ষে সীমাবদ্ধ নয়। ঐতিহাসিকের Laboratory-এর আয়তন শতধা বিস্তীর্ণ। গ্রন্থাগার, জাদুঘর, সংগ্রহশালা, প্রাচীন মন্দির-মসজিদ-কেল্লার ধ্বংসাবশেষ সহ সব ঐতিহাসিক স্থান ঐতিহাসিকের গবেষণাগার। ঐতিহাসিককে আবার বিভিন্ন উৎস বা উপাদান সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের মতামতের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। ঐতিহাসিককে ল্যাবরেটরি পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় বলে উৎস পদ্ধতিকে ল্যাবরেটরি পদ্ধতিও বলা হয়।

ইতিহাসের শিক্ষার্থীদের দ্বারা এরূপ গবেষণা প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করানোই উৎস পদ্ধতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ইতিহাস শিক্ষণে উৎস পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা (Importance of Source Method in Teaching History) ঃ

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথমত, ঐতিহাসিকের গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে ইতিহাস লেখকগণ জনসাধারণের পাঠোপযোগী ইতিহাস রচনা করেন। দ্বিতীয়ত, পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা ইতিহাস গবেষকদের রচনা অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তৃতীয়ত, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের উপস্থাপিত বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে ইতিহাস চর্চা করে।

তবে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রক্রিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে শিক্ষার্থীকে স্বনির্ভর করে তোলাই ইতিহাস শিক্ষণের সার্থকতা। তাই বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাস শিক্ষণ প্রসঙ্গে উৎস পদ্ধতির প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ শেখানো হলে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান সংহত হয়, ইতিহাস চেতনার উন্মেষ ঘটে, যুক্তিবাদিতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং সর্বোপরি বাস্তব চেতনার সৃষ্টি হয়। এছাড়া প্রণালীসিদ্ধভাবে শ্রেণিকরণের ক্ষমতা এবং ধারাবাহিক সময় চেতনারও উন্মেষ ঘটে।

উৎস পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা জন্মাবে এবং শ্রেণীকক্ষে পঠন-পাঠনে তা অত্যন্ত মূল্যবান। প্রত্যক্ষ সংযোগ বাস্তব, তাই সে প্রকৃত এবং প্রত্যক্ষ অবিজ্ঞতাপ্রসূত।

উৎসের উপাদানগুলি অতীত যুগের পরিমণ্ডল বা আবহ সৃষ্টি করবে। অধ্যাপক K.D. Ghosh বলেছেন, "The sources vitalize history to the child by giving him the associations and atmosphere of the past।"

ইতিহাসের উদ্দেশ্য হল মানসিক প্রস্তুতি। উৎসগুলি বিচার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ছাত্রদের মধ্যে মানসিক গুণগুলির বিকাশসাধন হয়। উপাদানের বস্তুগুলি অতীত বস্তুকে জীবন্ত করে তোলে, ছাত্রদের চিন্তাশীল করে তোলে, বিচারবোধ জাগ্রত করে। তাছাড়া উৎসসমূহ শিক্ষার্থীদের নিকট কল্পনার দুয়ারের চাবি খুলে দেয়।

উৎস পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Source Method) ঃ

উৎস পদ্ধতি ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী। কারণ -

প্রথমত, মূল উপকরণ শিক্ষার্থীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলে লুপ্ত অতীতের একটি ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টি করা যায়। অতীতের মানুষদের ব্যবহৃত তৈজসপত্র, অস্ত্র-শস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করলে তাদের কল্পনা অতীত দেশ, কাল ও পাত্রের দিকে প্রসারিত হয়ে মনশ্চক্ষুর সামনে সুস্পষ্ট হয়ে যায়। তাদের কল্পনার অতীতের একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয় এবং ইতিহাস তাদের কাছে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, পাঠ্যপুস্তকের বর্ণনা ও শিক্ষকের মৌখিক বর্ণনার সঙ্গে মূল উপকরণগুলি সরাসরি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করলে বর্ণনা মূর্ত, বাস্তব ও জীবন্ত হয়ে উঠবে; অতীতের অস্পষ্ট ও অবাস্তবতার উর্দ্ধে ইতিহাসকে দাঁড় করানো যাবে।

তৃতীয়ত, উৎস পদ্ধতি শিক্ষার্থীর বিচারবিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ায় এবং তাদের বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি প্রয়োগে সক্ষম করে। তবে কোন্ শ্রেণির শিক্ষার্থীর পক্ষে কী ধরনের উপকরণ ব্যবহার সম্ভব তা শিক্ষকই বিবেচনা করবেন।

চতুর্থত, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তা ও বুদ্ধি প্রাকশের ক্ষমতা বাড়ে। মূল উপকরণগুলিকে অবলম্বন করে শিক্ষার্থীরা বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং স্বাধীনভাবে কোনো ঐতিহাসিক তথ্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করতে পারে। এর মাধ্যমেই শিক্ষার্থী ঐতিহাসিক সমালোচনায় অভ্যস্ত হবে এবং ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রেরণা পাবে।

পঞ্চমত, উৎস পদ্ধতির সাহায্যে ইতিহাস পাঠ করলে শিক্ষার্থীরা সাধারণত কোনো প্রচার বা Propaganda-এর দ্বারা প্রভাবিত বা বশীভূত হবে না। বিকৃত তথ্য বা Propaganda-এর অত্যাচার থেকে ছাত্রদের রক্ষা করা যেতে পারে।

ষষ্ঠত, ঐতিহাসিক উৎসমূহকে কেন্দ্র করে ইতিহাস অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হলে শিক্ষার্থীরা ঘটনার সত্যানুসন্ধানে নিজেরাই ব্যাকুল হবে।

সপ্তমত, বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণিতে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সাহায্যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদানকে শ্রেণিবদ্ধকরণ ও সময়ানুক্রমে সেগুলিকে সাজানোর দক্ষতা সৃষ্টি করা সম্ভব।

অন্যান্য পদ্ধতি অপেক্ষা উৎস পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে ইতিহাস চর্চার মৌলিক লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে। তাই বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণি থেকে উচ্চশ্রেণিতে শিক্ষার্থীসাপেক্ষ এই পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত।

উৎস পদ্ধতির অসুবিধা (Demerits of Source Method) ঃ

বিদ্যালয়ে উৎস পদ্ধতি ব্যবহারে নানাপ্রকার অসুবিধা আছে, যথা -

(১) উৎসের উপকরণগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়।

(২) এই পদ্ধতি প্রয়োগ করাও সহজসাধ্য নয়।

(৩) এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক দরকার। সেজাতীয় দক্ষ শিক্ষকের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

(৪) উপাদানগুলি উপযুক্তভাবে রাখার ব্যবস্থা করার জন্য বিদ্যালয়ে পৃথক কক্ষের দরকার— তাও সহজলভ্য নয়।

(৫) উপাদানগুলি সংগ্রহের জন্য দেশভ্রমণ ও মডেল, ছবি প্রভৃতি ক্রয় করার জন্য যে অর্থের দরকার - বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের পক্ষে তা দেওয়া খুবই অসুবিধাজনক। এবিষয়ে সরকারি শিক্ষাবিভাগকে এগিয়ে আসতে হবে।

(৬) পাঠ্যপুস্তকে লিখিত বিষয়ের যথার্থতা বিচার করার জন্য উৎস পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে প্রতি-পদক্ষেপে পাঠ্যপুস্তকের ওপর সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভবনা থাকে।

(৭) উৎস পদ্ধতিতে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে পাঠ্যপুস্তকের প্রতি অবহেলার মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

(৮) উৎস পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিহাস পড়ালে তথ্যঘটিত কিছু কিছু ফাঁক থেকে যায়।

(৯) তথ্যের গভীরে গিয়ে ব্যাখ্যা, বিচারবিশ্লেষণ, নতুন যুক্তির অবতারণা নিঃসন্দেহে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রক্রিয়া। মেধাবী শিক্ষার্থীর নিকট এপ্রক্রিয়া কিছুটা সহজসাধ্য হলেও সাধারণ শিক্ষার্থীরা এতে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে।

(১০) ব্যক্তি-বৈষম্যের দিকে লক্ষ্য না রেখে এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ করলে শিক্ষার ক্ষেত্রে তা খুবই ক্ষতিকারক হতে পারে।

(১১) সবচেয়ে ক্ষতিকারক ফল হবে যদি শিক্ষার্থী ভুল তথ্যকে কেন্দ্র করে অত্যুৎসাহ দেখায়। এতে ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক চেতনাই নষ্ট হবে।

(১২) এছাড়া রয়েছে বাস্তব পরিবেশের সীমাবদ্ধতা।

আমাদের দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি উৎস পদ্ধতি প্রয়োগের উপযোগী শিক্ষা পরিবেশ গড়ে তুলতে পারেনি। এ পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত ইতিহাস কক্ষ, মিউজিয়াম, উপযুক্ত গ্রন্থাগার এবং যোগ্য শিক্ষকের অভাব আজও আমাদের দেশে রয়েছে। তবে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দূরীকরণ ঘটবে।

উৎস পদ্ধতির প্রয়োগ (Impliments of Source Method) ঃ

তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের শিক্ষক ইতিহাসের মৌখিক পাঠ দেবার মূল পুস্তক বা দলিলপত্রের সহজ তর্জমা থেকে সহজ সরল অংশটুকু পড়ে শোনাতে পারেন। প্রাচীন মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র বা পাত্রের চিত্র ও মডেল দেখাতে পারেন, প্রাচীনকালের অশ্বারোহী, হস্তি-আরোহী, পদাতিক সেনানীদের বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্রের চিত্র দেখিয়ে আধুনিক সৈন্যদের বেশভূষা ও অস্ত্রসজ্জার সঙ্গে তুলনামূলক পার্থক্য প্রদর্শন করতে পারেন। এতে তাদের মধ্যে বাস্তব চেতনা, বিচারশীল মনোভাবের বিকাশ ও ইতিহাসের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পূর্ব স্তরের অনুরূপভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তবে এদের জন্য উৎস-পুস্তক, সহায়ক গ্রন্থ, বিভিনন্ন অনুকরণের অনুকৃতি ও ছবির মাধ্যমে কিছু কিছু অনুশীলনী দিতে হবে যাতে তারা মূল উপকরণের মধ্য থেকে কিছু কিছু সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে।

নবম ও দশম শ্রেণিতে পাঠরত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মূল উপকরণগুলিকে অবলম্বন করে তাদের নিজস্ব মতামত গঠন, সমালোচনা, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সুযোগ দেওয়া যায়।

প্রাচীন লেখকদের বিবরণ, সহায়ক গ্রন্থসমূহ, ইতিহাসকক্ষে সজ্জিত প্রাচীন উপকরণের চিত্র ও অনুকৃতি এবং জাদুঘর ও বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত উপকরণের সাহায্যে তারা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। এজন্য শিক্ষকের নির্দেশ, গ্রন্থতালিকাসহ কর্ম ও অনুশীলনী দেওয়া প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ে ইতিহাস শিক্ষণে উৎস-পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে শিক্ষকের অনুসৃত প্রণালী নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রথমত, ইতিহাস শিক্ষক মূল উপকরণ গ্রন্থ থেকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় অংশ পড়ে শোনাবেন এবং বোর্ডে লিখে দেবেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি মূল গ্রন্থ থেকে প্রয়োজনীয় অংশ বা উদ্ধৃতি ছাত্রদের নীরবে পড়তে বলতে পারেন। তারপর তিনি মৌখিকভাবে পাঠ্যপুস্তক ও ওই উদ্ধৃতির উপর অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করে পাঠদান করবেন।

তৃতীয়ত, ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে শিক্ষক মাঝে মাঝে এই ধরনের উৎসমূলক উপকরণের ব্যবহার করতে পারেন।

ড. কীটিন্জ (Dr. M.W. Keatinge) মূল উপকরণের ব্যবহার প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তা দু-ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। প্রথমত, অনুশীলনীমূলক কাজ হিসাবে এবং দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টি করার উপাদান হিসাবে। ইতিহাস শিক্ষণের সময় উপকরণগুলি যাতে শিক্ষার্থীর আওতায় থাকে সেই জাতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। ড. কীটিন্জ বলেছেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপাদান সংগ্রহের মাধ্যমে ঐতিহাসিক গড়ে তোলা লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস বিশ্লেষণে আগ্রহ সৃষ্টি করা।

এভাবে আগ্রহান্বিত করে তোলার ক্ষেত্রে লিখিত উপাদান কতখানি সহজে ব্যবহার করা চলে, অলিখিত উপাদান ততখানি সহজ নয়। শিক্ষক অলিখিত উপাদানের অনুকৃতি ও ছবি দেখাতে পারেন না। এইসব উপকরণের উপযুক্ত ছবি ও ব্যাখ্যাসহ উৎস-পুস্তকের ব্যবহার করতে পারেন।

ডালটন পরিকল্পনা (Dalton Plan) ঃ

মিস্ হেলেন পার্কহার্স্ট (Miss Helen Parkhurst) এই পদ্ধতির উদ্ভাবক। তিনি 1920 খিস্টাব্দে আমেরিকার ডালটন শহরে এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টা করেন। ডালটন পরিকল্পনা প্রয়োগশালা পদ্ধতির অন্যতম রূপ।

এই পরিকল্পনায় বিদ্যালয়কক্ষে নিয়মিত দীর্ঘদিন অবস্থানের মধ্যে দিয়ে (এক মাস বা অধিককাল) শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে শিক্ষকের নির্দেশক্রমে স্বাধীনভাবে বেশ কিছু কার্য সম্পাদন করে থাকে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন সমগ্র বিদ্যালয় প্রয়োগশালায় রূপান্তরিত হয়। প্রয়োগশালার প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণিকক্ষে বিষয়-শিক্ষার

উপযোগী পুস্তক-পুস্তিকা, শিক্ষাসহায়ক উপকরণাদি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য সময় বেঁধে দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীদের কাজকর্ম ও পাঠোন্নতি অনুসারে শিক্ষক রেখাচিত্র (Graph) প্রস্তুত করেন। বিষয় সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ছাত্রদের বিষয় সম্পর্কে সমস্যা, প্রশ্ন, অসুবিধা বা জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে দিশারি হয়ে অবস্থান করেন।

শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীর মূল্যায়নসূচক যে রেখাচিত্র অঙ্কন করেন তার ভিত্তিতে তাদের এক বছর বা এক মাসের কাজের একটা সাধারণ হিসাব পাওয়া যায়। এক বছরে শিক্ষার্থী ওই বিষয়ে যতটা কাজ করে তাকে বলে ওই বিষয়ের জন্য ‘Contract’ বা ‘চুক্তি’। ‘Contract’-কে ছোটো ছোটো করে এক-এক মাসের জন্য ভাগ করা হয়। এই এক মাসের কার্য-নির্দেশকে বলা হয় ‘Assignment’। আবার মাসের কাজকে ভাগ করে সপ্তাহের কাজ নির্ণয় করা হয়। এই সাপ্তাহিক কাজ ‘period’ নামে অভিহিত। আবারএক-একদিনের কাজকে বলে একক বা Unit।

এই পরিকল্পনার চারটি দিক আছে - (১) পরীক্ষাগার, (২) বিশেষজ্ঞ শিক্ষক, (৩) কার্য নির্দেশ (Assignment) এবং (৪) মূল্য নিরূপণ (Assessment)। ইতিহাসের পরীক্ষাগারে মানচিত্র, সময়রেখা, গ্লোব, অনুকৃতি, উৎসমূলক উপকরণের চিত্র ও অনুকৃতি, রেফারেন্স ও সহায়ক গ্রন্থ, ইতিহাস সম্পর্কিত পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম থাকবে। এ ছাড়াও থাকবে বহু সাধারণ উপকরণের দ্বারা সজ্জিত শ্রেণি-পরীক্ষাগার। প্রত্যেক পরীক্ষাগার তত্ত্বাবধানের জন্য একজন করে শিক্ষক থাকবেন। এই শিক্ষকই শিক্ষার্থীদের মূল্য নিরূপণ করবেন। ৯৬ page (ছ) জীবনীপাঠের সাহায্যে ইতিহাস পাঠের প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে তাৎপর্যপূর্ণ যুগ ও ঘটনা নির্বাচন করে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিজীবনের সন্নিবেশ একান্ত প্রয়োজন।

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা গল্পকথার আসর থেকে বাস্তব জগতের সম্মুখীন হয়। তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বের বিকাশ শুরু হতে থাকে। এসময়ে বিচক্ষণতার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের জীবনীর ব্যবহার জানাতে হবে। এই পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যুক্তি দিয়ে ঘটনার সত্যাসত্য ও মূল্য নিরূপণ করতে চায়। এসময় তাদের আগ্রহ হয় বিচিত্রমুখী।

সুতরাং ইতিহাস পড়ার ক্ষেত্রে তাদের যেমন সময়ানুক্রমিতার জ্ঞান প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজনে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাসমূহ জানা। অতীত ও বর্তমান সম্বন্ধে জেনে ভবিষ্যতের সূত্র তৈরির ক্ষেত্রে এসময় অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা সচেতন হবে। শুধু গল্প বা জীবনী থেকে তাদের জ্ঞান আরও অন্য কিছুতে ভরে উঠতে চায়।

নবম ও দশম শ্রেণিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আধুনিক যুগের ঘটনা ও জীবনকাহিনি পাঠদান করা হয়। আধুনিককালের ইতিহাসের গতিকে ত্বরান্বিত করেছেন বহু ঐতিহাসিক নারী-পুরুষ, সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্রেমিক, বীরযোদ্ধা প্রভৃতি। তাঁদের জীবনকাহিনি শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে হবে। আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসকে প্রধানত দুটি অধ্যায়ে ভাগ করতে পারি।

(১) প্রথম অধ্যায় হল ভারতে পাশ্চাত্য বণিকদের আগমন, ইংরাজদের শাসনভার গ্রহণ, রাজশক্তির বিচার, সিপাহি বিদ্রোহ দমন ও মহারানি ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রদানের কাল পর্যন্ত।

(২) দ্বিতীয় অধ্যায় হল 1858 খ্রিস্টাব্দ থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভ পর্যন্ত। আধুনিক যুগের দুটি

পর্বে ভারতের ইতিহাস অসংখ্য ঘটনা ও সংগতিময় চরিত্রে পরিপূর্ণ। এ সময়ের ইতিহাস বিচিত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, গতিশীল এবং নাটকীয় উপাদানে ভরপুর। এই সময়ের ইতিহাসকে জীবনীর মাধ্যমে উপস্থিত করার সুযোগ ও সম্ভবনা প্রচুর।

নবম, দশম ও একাদশ শ্রেণিতে জীবনী পাঠ প্রধানত সহায়ক পাঠ হিসাবে গৃহীত হবে। এই স্তরে সহায়ক পাঠ ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে আরও সুস্পষ্ট করে তুলবে। তাই Johnson-এর মন্তব্য এপ্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, "But in the upper grades and in the High school, wherever collateral reading has include more than text books, biography has claimed to held an important place."

৩.৫) নাট্যপদ্ধতি (Dramatic Method)

কালের স্রোত চিরপ্রবহমান। বর্তমান কালের স্রোত অতীতে, অতীত মহাঅতীত বা প্রাচীনে মিলিত হচ্ছে। কালের ন্যায় প্রাণপ্রবাহও চির বহমান। কালপ্রবাহ ও প্রাণপ্রবাহের অবিচ্ছিন্ন ধারা চির বহমান। অতীত ও বর্তমান - এই দুটো দিকই কালের নির্দেশাত্মক হলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। বর্তমানকে আমরা বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে থাকি। অতীতের অস্তিত্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হরফের সাহায্যে আমাদের ধারণাগত হয়। অতীত হল আকাশের চাঁদ, আর বর্তমান হল পৃথিবীর মাটি। তাই অতীতকে অধরা থেকে ধরাছোঁয়ার মাঝে নিয়ে আসতে যে কল্পনাশক্তি, ধারণাশক্তি ও বুদ্ধি-ক্ষমতার প্রয়োজন, শিশুদের মধ্যে সেই ক্ষমতার আশা করা দুরাশা মাত্র। মর্স স্টিফেন (Morse Stephen) তাঁর French Revolution গ্রন্থটিতে বলেছেন, " It is difficult to convey to a reader an impression of a time in which one has not lived, it is more it is almost impossible." অর্থাৎ যে যুগে পাঠক বসবাস করে না সে যুগ সম্পর্কে কোনো ধারণা পাঠকের করানো শুধু শক্ত নয়, অসম্ভব বটে।

ভারতীয় ইতিহাসবিদ V.D. Ghate ঠিক এই কথারই সমর্থন করে বলেছেন, "The modern world has changed so much and has no completely broken away from its past, that it is extremely difficult for children to visualise and understand the part." অর্থাৎ আধুনিক এত বেশি পরিবর্তিত হয়েছে এবং অতীতের অবস্থা থেকে এত বিচ্ছিন্ন হয়েছে যে শিশুদের পক্ষে অতীতকে প্রত্যক্ষ অনুধাবন করা দুরূহ। ঐতিহাসিকরা এই অসাধ্যসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারা একাজে সহযোগিতা করেন। ইতিহাসের বিমূর্ত অতীতকে মূর্ত করে তোলা ও শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করার ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড়ো দায়িত্ব শিক্ষকের।

মানসিকতার দিক থেকে শিশুরা সহজ ও সরল হয়। সহজেই সে সব কিছু বিশ্বাস করে নেয়। তারা অন্যকে অনুকরণ করে সর্বদা। কল্পিত ঘটনাকে সে নতুনরূপে রূপায়িত করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কল্পনায় নানা বৈচিত্র দেখা যায়। বয়স্কদের যে কোনো ভাবভঙ্গি, চলাফেরা, কাজকর্মকে তারা প্রায় অন্ধের মতো অনুকরণ করে। এটাই শিশুর স্বাভাবিক প্রবণতা। শিক্ষার্থীর এই স্বাভাবিক শক্তিকে শিক্ষাকর্মে প্রয়োগের অন্যতম উপায় হল অভিনয়ের মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষণ।

বাস্তব জীবনে দৃষ্টির সম্মুখে কোনো বিষয়ের অভিনয় স্বাভাবিকভাবে শিশুর কল্পনা ও আবেগের কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে নাটকীয় ভাব ও বুদ্ধির স্তরকে স্পর্শ করে। ফলে

ইতিহাসের বিমূর্ত বিষয়বস্তু তাদরে মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং অতীতের অবস্থার সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে যায়। তাই V.D. Ghate আবার বলেছেন, "It is the emotional experience, the wider sysmpathies, a broader vision and a deeper and more accurate appreciation of the past which are the real valus of the device." কারণ, নাটকে দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের ঘটনাবলি মঞ্চে রূপায়িত হয়ে দর্শকের বা শ্রোতার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। ঐতিহাসিক ঘটনা নাটকের মাধ্যমে দর্শকের সঙ্গে অতীতের স্মৃতিকে একাকার করে দেয় বর্তমানের মঞ্চক্ষেত্রে। তাই নাটকের মাধ্যমে অতীতকে অনুধাবন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে ওঠে শিক্ষার্থীদের।

নাটকীয় পদ্ধতির বিভিন্ন রূপ (Types of Dramatic Method) ঃ

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে অভিনয়কলার প্রদর্শন চলে আসছে। পূর্বে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে যাত্রার আসর বসত। শহরেও দেখা গেছে যাত্রা মঞ্চস্থ হতে। পরবর্তীকালে ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে থিয়েটারের জন্ম হয় এবং ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্যের মাধ্যমেই এদেশে নাটক আধুনিকতার রূপলাভ করে। ভারতের প্রাচীন ইতহাসে দেখা গেছে আর্য অভিযানকারীদের সঙ্গে দ্রাবিড়দের সংঘর্ষ। পরবর্তী পর্যায়ে ঘটেছে পারস্পরিক সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্ব এবং ধীরে ধীরে মিলন। ভারবর্ষের ইতিহাসে আছে অজস্র অভিনয়যোগ্য ঘটনা এবং বিবিধ চরিত্র যেমন আড়াই হাজার বছর আগে এদেশে আগত গ্রিকবীর আলেকজান্ডারের সঙ্গে পুরু কিংবা মৌর্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ঘটনা, আছে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও কৌটিল্যের মিত্রতা,পৃথীরাজ ও সংযুক্তার ইতিবৃত্ত ইত্যাদি। আছে আকবরের সময়কালে, আছে পিতা শাহাজাহানকে বন্দি করে পুত্র আওরঙ্গজেবের সিংহাসন দখল, পলাশির যুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রামের রোমঞ্চকর সমস্ত কাহিনি। এগুলি অনায়াসে মঞ্চস্থ করে শিক্ষার্থীদের মস্তিষ্কে চিরকালীন স্থান করে দেওয়া যায়। পূজাবকাশ, গ্রীষ্মবকাশ বা বার্ষিক পরীক্ষার পর বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীদের ভেতর থেকে প্রয়োজনমতো অভিনেতা নির্বাচন করে নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। সুতরাং ইতিহাস শিক্ষণের পদ্ধতি হিসাবে এরূপ নাট্যাভিনয়ের কার্যকারিতা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সমগ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দ্বারা অভিনয়কর্ম চললে পড়াশোনার ক্ষেত্রে বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। তাই শিক্ষক এক-একটি শ্রেণির জন্য শিক্ষার্থীদের দ্বারা ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়ের প্রকল্প নির্মাণ করতে পারেন। বিদ্যালয়ের সময়সীমার কথা বিবেচনা করে এসব ক্ষেত্রে একাঙ্ক নাটকই। এরূপ অভিনয়ের জন্য বিষয়বস্তু পাঠ, দৃশ্যপট অঙ্কন প্রভৃতি কর্মের জন্য প্রকল্পের মাধ্যমে মাসে অন্তত একটি করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এই ধরনের অনুষ্ঠান বিদ্যালয়ের সমস্ত শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা বিশেষভাবে উপভোগ করার সুযোগ পাবে এবং ছাত্রছাত্রীদের মনে তা একটা চিরস্থায়ী রেখাপাত করবে। যেসব বিদ্যালয়ে ইতিহাসের পৃথক কক্ষ ও অভিনয়ের সাজসরঞ্জাম তৈরি থাকে সেইসব বিদ্যালয়ে এরূপ প্রকল্প উচ্চতর শ্রেণির জন্য গ্রহণ করা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয়।

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে কোনো একটি ঐতিহাসিক ঘটনা অভিনয়ের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে তুলে ধরতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের অঙ্গ সঞ্চালন ও মৌখিক ভাষণের বৈচিত্র্যগুণ থাকতে হবে। শ্রেণিকক্ষে অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে সীমিত রেখে এরূপ পূর্বকল্পিত নাটকের সার্থক রূপ প্রদান করা সম্ভব।

শ্রেণিকক্ষে পঠন-পাঠনের সময় উপযুক্ত বিষয়ের উপস্থিত নাট্যরূপ দেওয়া যেতে পারে। যদি বিদ্যালয়ে (নিম্নশ্রেণির জন্য) পৃথক ইতিহাস কক্ষ এবং অভিনয়ের উপযোগী স্থায়ী মঞ্চ থাকে তাহলে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে যে কোনো প্রকার নাট্যরূপের উপস্থাপনা করা যেতে পারে।

ইতিহাসের যে কোনো নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠান বা শ্রেণিকক্ষের অভিনয় সর্বত্র শিক্ষকেরই পরিচালনার দায়িত্ব নিতে হয়। বিষয়বস্তুর যথার্থতা রক্ষা করা, অভিনয়ের সাজপোশাক ও দৃশ্যপটের নির্দেশ এবং নাটকীয় কথাবার্তার মধ্যে যথাসম্ভব ঐতিহাসিক বাস্তবতা বজায় রাখা ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে সজীব ও চাক্ষুষ করার দিকে নজর রাখতে হয় শিক্ষককেই। শিক্ষকের যোগ্যতা, কৌশল ও সামর্থ্যের ওপর নাটকীয় পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ নির্ভর করে।

নাটকীয় পদ্ধতির সুবিধা (Merits of the Dramatic Method)ঃ

নাটকের স্বকীয়তা ও নাটকীয় মুহূর্তের আবেদন শুধু কিশোর-কিশোরীদেরই নয় - সর্বস্তরের মানুষের মনকে আবিষ্ট ও অভিভূত করে। ফলে নাটকীয় চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু ঘটনার পারম্পর্য ও কার্যকারণ সম্পর্কের দ্বারা বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। এর দ্বারা অভিনয়ে অংশগ্রহণকারী অভিনতা-দর্শক উভয়েই উপকৃত হয়।

নাটকের মাধ্যমে বিমূর্ত বিষয় অতীত ও বর্তমানের দূরত্ব হারিয়ে শিক্ষার্থীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ফলে অতীতের ঘটনাবহুল অতীতে যেসব মানুষ তাঁদের কল্যাণকর কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সভ্যতার গতিপথে অবদান রেখে গেছেন তাঁদের আনন্দ, দুঃখ, হাসিকান্না ও কর্মধারার সঙ্গে শিক্ষার্থী একাত্ম হয়ে যায়। এখানেই নাটকীয় পদ্ধতির অদ্বিতীয় উপযোগিতা মূর্ত হয়ে ওঠে।

যে কোনো ইতিবাচক কর্মের মধ্য দিয়েই অভিজ্ঞতা অর্জন হয়। বিদ্যালয়ে নাটক মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রে শুধু শিক্ষক নন, শিক্ষার্থীদেরও নানা দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। মঞ্চ তৈরি, দৃশ্যপট সজ্জিত করা, দর্শকের বসবার স্থান সাজানো ইত্যাদি কাজের জন্য শিক্ষার্থীরা গৌরবব্যঞ্জক প্রশংসা লাভের উৎসাহে সমবেতভাবে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারুণ্যে ভরপুর কিশোর-কিশোরীরা এসব কর্মের মাধ্যমে স্ব-স্ব শক্তি প্রকাশের সুযোগ পায়। তাছাড়া নাট্যাভিনয় শিক্ষার্থীদের একতার মেলবন্ধনে যুক্ত করে এবং সহযোগিতার কর্মে প্রেরণা জোগায়। যার ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবন-সংগ্রামের উপযুক্ততা অর্জনে সক্ষম হয়।

নাটক মঞ্চস্থ করার প্রয়োজনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় ও মধুর হয়ে ওঠে। শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা অজানা অনেক কিছু খোলাখুলিভাবে জানার সুযোগ লাভ করে। শিক্ষকও তাঁর যোগ্য পরিচালনক্ষমতা দ্বারা শিক্ষার্থীদেরকে বাঞ্ছনীয় পথে পরিচালনার সুযোগ পান।

শ্রেণিকক্ষে গৃহীত নাটকীয় পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অধিক চিন্তা করার ও স্বীয় প্রচেষ্টায় ঐতিহাসিক তথ্য জানার এক বিশেষ প্রেরণা লাভ করে। পঠন-পাঠন অবস্থায় অনুষ্ঠিত অভিনয়ের দ্বারা শিক্ষার্থীদের উপস্থিত বুদ্ধি প্রকাশের সুযোগও থাকে। তাছাড়া নাটকীয় আবেদনে পিছিয়ে পড় শিক্ষার্থীরাও অনুপ্রাণিত হয়ে পাঠে মনোযোগী হয়ে ওঠে।

ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুকে নাট্যরূপ দিয়ে নাটক অভিনয়কে কেন্দ্র করে এক বা একাধিক শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের পরিচালনায় প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা নাটকীয় পদ্ধতি ও প্রকল্প পদ্ধতির যুগ্ম উপযোগিতা লাভ করে। ইতিহাস শিক্ষাকে সার্থক করে তোলার সুযোগ পায়।

নাটকীয় পদ্ধতির প্রয়োগ বিভ্রাট (Disadvantages in application of the Dramatic Method) ঃ

নাটকীয় পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ সহযোগী হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুব একটা সুবিধাজনক নয়।

ঐতিহাসিক নাটকে ইতিহাসকে অনুসরণ করে নাটক রচিত হয়। তবে ঐতিহাসিক ঘটনার বাস্তব অভিনয়যোগ্য রূপদানের জন্য নাট্যকার কিছু কল্পনার আশ্রয়ও গ্রহণ করতে পারেন। কল্পিত কাহিনি ও চরিত্রকেও অবশ্যই ইতিহাসসম্মত হতে হবে এবং ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে তা পরিবেশিত হবে। ঐতিহাসিক চরিত্র ও সত্য যাতে বিকৃত না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। ইতিহাস শিক্ষণের জন্য ঐতিহাসিক সত্যকে যেভাবে তুলে ধরলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে - সে দিকটি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং সাবধান না হলে নাটকীয় পদ্ধতি ইতিহাস শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না।

শ্রেণিকক্ষে ঐতিহাসিক নাটক উপস্থাপনার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ঐতিহাসিক নাটক রচনা করা। ইতিহাস শিক্ষকের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানভাণ্ডার থাকলেও তিনি নাট্যকার বা অভিনেতা নাও হতে পারেন। সেক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক নিয়ে ইতিহাস শিক্ষণ পরিপ্রেক্ষিতে অভিনয়ের আয়োজন করা মোটেই শিক্ষকের পক্ষে কষ্টকর কিছু নয়।

শিক্ষণ পদ্ধতির একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি আছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষাবর্ষ শুরুর প্রারম্ভেই একটি সময়-তালিকা রচনা করেন। প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষক সেইসময় তালিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে শ্রেণির পাঠ সমাপনে সক্রিয় হন। সেক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে গিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্য অভিনয়ের ব্যবস্থাপনায় অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এইসময় চাহিদা পরিপূরণ করতে গিয়ে সাবলীল স্বচ্ছন্দ পাঠদান এক্ষেত্রে ব্যাহত হবে। তাছাড়া শ্রেণিকক্ষ ব্যতীত অন্যত্র অভিনয়ের ব্যবস্থা হলে সময়সূচি অনুসারে চলার পথে তা অন্তরায় স্বরূপ। আবার শ্রেণিকক্ষে অভিনয় হলেও শিক্ষাকর্মের স্বাভাবিক গতি তাতে ব্যাহত হতে পারে। উচ্চতর শ্রেণিতে নাটকীয় পদ্ধতিতে ইতিহাস পঠন-পাঠন অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস চর্চা, ইতিহাসের কালানুক্রমিক ধারা ও বিষয়বস্তুর কার্যকারণ সম্পর্ক বজায় রাখা দুঃসাধ্য।

ঐতিহাসিক নাট্যবিষয় দ্রুত ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতালব্ধ হয়। নাটকীয় পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের পাঠ্য ইতিহাস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অনেকখানি অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহারে বলা যায়, ঐতিহাসিক নাটক রচনা এবং নাটকীয় পদ্ধতি প্রয়োগের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বনে প্রয়োজন। নাটক উপস্থাপনে যেন ঐতিহাসিক তথ্যের বিকৃতি না ঘটে, তা মনে রাখা দরকার। নাটকীয় পদ্ধতি এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তবে সহায়ক পদ্ধতি হিসাবে এর সুনির্দিষ্ট মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না।

প্রকল্প পদ্ধতি (Project Method)

Project Method - প্রকল্প পদ্ধতি

বর্তমানে ইতিহাস শিক্ষাদানকালে যেসব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে প্রয়োগ ও প্রকৃতি অনুসারে তা তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথা — (১) বর্ণনামূলক পদ্ধতি (Narrative Method), (২) অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি (Investigative Method), (৩) কর্মমূলক পদ্ধতি (Activity Method)।

বাস্তব দৃষ্টি থেকে ইতিহাসকে অর্থবহ করে তুলতে হলে ইতিহাসের শিক্ষককে ক্রিয়াকেন্দ্রিক পদ্ধতি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। ক্রিয়ামূলক পদ্ধতির মধ্যে প্রকল্প পদ্ধতি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

আমেরিকার অন্যতম শিক্ষাবিদ জন ডিউই-র প্রয়োগবাদকে (Pragmatism) ভিত্তি করে প্রকল্প পদ্ধতির (Project Method) জন্ম। এই পদ্ধতিটির মূল কথা হল, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোন একটি বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ। কিলপ্যাট্রিক এই পদ্ধতির একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাহল "A project is a wholehearted purposeful activity proceeding in a social environment." স্টিভেনসন-এর মতে "It is a problematic act carried to completion in its natural setting." এই সংজ্ঞা দুটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সৃজনশীল কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তব পরিবেশে নিজ লক্ষ্যপূরণে উদ্যোগী হয়। এই পদ্ধতি চলমান জীবন ও সমাজ নির্ভর এবং এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী যেকোন ব্যাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে আপন কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়। প্রকল্প পদ্ধতিতে চারটি স্তর অনুসরণ করা হয়, যথা— (১) উদ্দেশ্য নিরূপণ (Purposing), (২) পরিকল্পনা প্রণয়ন (Planning), (৩) কর্মসম্পাদন (Executing), (৪) মূল্যায়ন (Judging)।

প্রকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ :

প্রথম স্তর ঃ প্রকল্প প্রয়োগের প্রথম স্তর হল প্রয়োজনীয় পরিবেশ রচনা। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীগণ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন একটি কর্মোদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়। চিত্তাকর্ষক শিক্ষা উপকরণ প্রদর্শনের সাহায্যে শিক্ষক মহাশয় এরূপ পরিবেশ রচনা করবেন।

দ্বিতীয় স্তর ঃ দ্বিতীয় সোপান হল একটি প্রকল্প নির্বাচন (Selection)। প্রকল্প অবশ্যই পাঠ্যবিষয়ভুক্ত হবে। প্রকল্প নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। এই নির্বাচনে শিক্ষক নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ দেবেন। কিন্তু তাঁর নিজের পছন্দমত কোন প্রকল্প তাদের উপর চাপিয়ে দিবেন না।

তৃতীয় স্তর ঃ নির্বাচিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিরূপণ। কারণ যেকোন কাজ সুচারুভাবে সম্পাদন করতে হলে উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। যেকোন একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হলে তার কারণগুলো শিক্ষার্থীগণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করে নেবে।

এই প্রকল্পটির সার্থক রূপায়ণের জন্য চতুর্থ সোপান হল পরিকল্পনা প্রণয়ন। পরিকল্পনাটিও তৈরী করবে শিক্ষার্থীগণ। তারা নিজেরা প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবে। তারপর একটি পরিকল্পনা রচনা করবে। শিক্ষক প্রয়োজন মত পরামর্শদানের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকেবন। প্রকল্পটি রূপায়ণের জন্য শিক্ষার্থীগণ নিজেদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে নেবে এবং প্রত্যেক দলের উপর অর্পিত থাকবে সুনির্দিষ্ট দায়িত্বভার।

পঞ্চম স্তর হল পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প রূপায়ণ। এখন শিক্ষার্থীগণ নিজেদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হবে। সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন হবে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ। তাদের মধ্যে গড়ে উঠবে অখণ্ড সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। নিখুঁতভাবে কর্ম সমাপনই হবে এই স্তরের একমাত্র লক্ষ্য।

ষষ্ঠ স্তর হল সম্পাদিত প্রকল্পের মূল্যায়ন (Evaluation)। কাজ শেষ হবার পর শিক্ষার্থীগণ এবার একত্রিত হয়ে বিচার বিবেচনা করবে, কতটা সার্থক হল, কোথায় তারা ব্যর্থ হল এবং তাদের ব্যর্থতার কারণ কী, এইভাবে আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের কাজের মূল্যায়ন হবে।

সপ্তম স্তর হল সম্পাদিত কার্যের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ। এই বিবরণ হল প্রকৃতপক্ষে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফসল। এই বিবরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে ক্রমান্বয়ে সংরক্ষিত এসব বিবরণ বিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে। বর্ষে বর্ষে নবাগত ছাত্রদলকে নতুন নতুন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে।

প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধা ঃ

প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধাগুলি হল নিম্নরূপ :

(১) প্রকল্প পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রণালী।

(২) এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(৩) এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর সুপ্ত সৃজনশীল সামর্থ্যকে উৎসাহিত করে।

(৪) এই পদ্ধতিতে পুঁথিগত জ্ঞানকে বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যাচাই করা যায়।

(৫) এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে সামাজিক সত্ত্বার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

(৬) শিক্ষক এই পদ্ধতির মাধ্যমে দূর থেকে তাঁর প্রতিটি ছাত্রকে নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ করতে পারেন, প্রত্যেকের সামর্থ্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন।

(৭) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীগণ নিজেদের কাজের মূল্যায়ন নিজরাই করবে। শিক্ষার্থীগণ নিজেদের সাফল্যে নিজেরাই যেমন খুশী হবে তেমনি নিজেরাই নিজেদের ত্রুটি সংশোধনে উদ্যোগী হবে।

প্রকল্প পদ্ধতির অসুবিধা :

প্রকল্প পদ্ধতির রূপায়ণে যেমন সুবিধা আছে তেমনি কতকগুলি অসুবিধাও আছে, যথা—

(১) এই পদ্ধতিতে একপেশে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষার্থীগণ ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ করে মোঘল স্থাপত্য সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারে অথচ মোঘল বংশের অন্যান্য দিক সম্পর্কে তারা অনভিজ্ঞ থাকতেও পারে।

(২) শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান সন্দেহের উদ্রেক করে। কেননা এই স্তরে বিষয়গত জ্ঞান যতটা বিমূর্ত ও জটিল রূপ ধারণ করে সেক্ষেত্রে প্রকল্প প্রয়োগ সম্ভব নাও হতে পারে।

(৩) এই পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণের জন্য যোগ্য ও বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক সবসময় সহজলভ্য নয়।

২.৩ - সংক্ষিপ্তসার

ইতিহাস শিক্ষাদানের সময় যেকোনো নির্দিষ্ট একটি পদ্ধতি কখনও কোনোভাবেই কার্যকরী নয়। তাছাড়া ইতিহাস শিক্ষাদানের জন্য যেসব নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে তার কোনটিই নিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু ও সর্বজনগ্রাহ্য নয়। তাই বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করে ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা যায়। যেমন - মৌখিক আলোচনা, উৎস সন্ধান পদ্ধতি, প্রকল্প পদ্ধতি প্রমুখ।

২.৪ - পাঠ্যাংশে ব্যবহৃত বিশেষ শব্দ ও তার ব্যাখ্যা

২.৫ - সহায়ক পাঠ ও তথ্যসূচী (পৃষ্ঠা সংখ্যা সহ)

(i) ভক্তা এবং ভক্তা, : ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতির নবরূপায়ণ, রীতা বুক এজেন্সী।

(ii) হালদার গৌরদাস, : ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি।

(iii) Ghosh. K.D. (1951), Creative Teaching of History. Calcutta. Oxford University Press.

(iv) Sharma. S. K., Teaching of History, New Delhi, Lotus Press.

২.৬ - অনুশীলনী - আত্মমূল্যায়ক প্রশ্নাবলী

(ক) বক্তৃতা পদ্ধতির দোষ এবং গুণাবলী বর্ণনা কর। (খ) উৎস পদ্ধতি বলতে কী বোঝ? (গ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষণের কয়েকটি উদাহরণ দাও। (ঘ) একজন ইতিহাস শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে কীভাবে নাঠ্যপদ্ধতির অবতারণা করবেন তার বর্ণনা দাও। (ঙ) প্রকল্প পদ্ধতি উদাহরণ সহকারে ব্যাখ্যা কর।

একক - ৩

ইতিহাস শিক্ষণ সহায়ক উপকরণ

AIDS, EQUIPMENTS AND ASSISTANCE IN TEACHING HISTORY

৩.১. সূচনা

৩.২. উদ্দেশ্য

৩.৩. Importance, types and preparation of low cast teaching aids.

  ৩.৩.১ উপকরণের শ্রেণীবিভাগ

  ৩.৩.২ স্থানচেতনা ও মানচিত্র

  ৩.৩.৩ সময় চেতনা ও সময়রেখা

  ৩.৩.৪ ছবি

  ৩.৩.৫ মডেল বা অনুকৃতি

  ৩.৩.৬ চার্ট ও স্কেচ

  ৩.৩.৭ ফ্লিম প্রোজেক্টর

  ৩.৩.৮ এপিডায়াস্কোপ

  ৩.৩.৯ বেতার বা রেডিও

  ৩.৩.১০ গ্রামোফোন

  ৩.৩.১১ টেপরেকর্ডার

  ৩.৩.১২ যুগপৎ দৃশ্য ও শ্রাব্য উপকরণ

  ৩.৩.১৩ অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ

  ৩.৩.১৪ ইতিহাস শিক্ষণে উপকরণ ব্যবহারের কয়েটি দৃষ্টান্ত

৩.৪. ইতিহাস সংগ্রহশালা

৩.৫. ইতিহাস কক্ষ

৩.৬. ভ্রমণের মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষা

৩.৭. সমধর্মী পাঠ্যপুস্তক

৩.৮. সারসংক্ষেপ

৩.৯. Self check questions

৩.১০. References

৩.১. সূচনা (Introduction)

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী বৃহত্তর পৃথিবী ও পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, জ্ঞান আহরণ করে এবং শিক্ষালাভ করে। এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষু ও কর্ণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী। অন্যান্য বিষয়ের মত ইতিহাসের বিষয়বস্তুও শিক্ষার্থীরা সার্থকভাবে আয়ত্ত করতে পারে তখনই যখন সে চক্ষু ও কর্ণের মধ্য দিয়ে পাঠকে গ্রহণ করে। ইতিহাসের মৃত অতীতকে জীবন্ত করে তাকে বাস্তব রূপ দিতে পারলেই ইতিহাস শিক্ষার্থীদের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের বাস্তবায়ন ব্যাপারটি সহজ নয়। কারণ ইতিহাসে রয়েছে অসংখ্য ঘটনার ব্যাপকতা, ধারাবাহিকতা, গতিশীলতা, সময়ের দূরত্বজনিত বিমূর্ততা এবং ভৌগলিক অবস্থানের অস্পষ্টতা। এই সমস্যাগুলি দূর করতে গেলে অতীতের কাহিনীকে বাস্তব উপকরণের মাধ্যমে মূর্ত করে তুলতে হবে।

প্রথমত উপকরণগুলি ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টি করে এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টি করে। **দ্বিতীয়ত** উপকরণ ব্যবহারে ইতিহাসের বিষয়বস্তু শুধু চাক্ষুস হয় না। শিক্ষাদান আনন্দময় ও চিত্তাবার্ষক হয়ে ওঠে। **তৃতীয়ত** শিক্ষাসহায়ক উপকরণের যথার্থ ব্যবহার দ্বারা শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনা যায়। **চতুর্থত** শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলি শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে; যুক্তিনির্ভরতাকে বৃদ্ধি করে এবং কল্পনাশক্তি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ ও সমন্বয় করার ক্ষমতার বিকাশ করে। ফলে ইতিহাসের বিমূর্ত ও মননশীল তথ্য ও ঘটনা শিক্ষার্থীদের কাছে সহজ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়। তবে সবক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা ও আগ্রহ বিচার করেই উপকরণের ব্যবহার করা উচিত।

৩.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষক বা শিক্ষার্থীরা—

- ইতিহাস পাঠদানের উপকরণ সম্বন্ধে জানতে পারবে।
- ইতিহাস সংগ্রহশালা সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে পারবে।
- ভ্রমণের মাধ্যমে কীভাবে ইতিহাস পাঠ দান করা সম্ভব তা জানতে পারবে এবং প্রয়োজনে প্রয়োগ করতে পারবে।
- সমধর্মী পাঠ্যপুস্তক কী তা জানতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩.৩ Importance, types and preparation of lowcast teaching aids

৩.৩.১. উপকরণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Teaching Aids)

বিষয়বস্তুকে বাস্তবায়িত করার জন্য যেসব শিক্ষামূলক বস্তু ব্যবহার করা হয় অথবা বিষয়বস্তুকে শ্রেণীকক্ষে বর্ণনার সময় যেসব সহায়ক বস্তুর সাহায্য নেওয়া হয় তাকেই সাধারণ অর্থে উপকরণ বলে। অন্যান্য বিষয়ের মত ইতিহাসের উপকরণগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ ১) দৃশ্য উপকরণ (visual aids)— মানচিত্র, সময়রেখা, সময়তালিকা, ছবি, গ্লোব, অন্যান্য চার্ট, ডায়াগ্রাম, স্কেচ, মডেল, ম্যাজিক লণ্ঠন, ফ্লিম প্রোজেক্টর,

এপিডায়াস্কোপ ইত্যাদি। ২) শ্রাব্য উপকরণ (audiotory aids)— বেতার, গ্রামোফোন, টেপ রেকর্ডার। ৩) যুগপৎ দৃশ্য ও শ্রাব্য উপকরণ (audio visual aids) সবাক চলচ্চিত্র বা সিনেমা, টেলিভিশন ৪) অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (essentials aids) ব্ল্যাকবোর্ড।

৩.৩.২ স্থানচেতনা ও মানচিত্র (Space sense and Maps)

স্থান চেতনার অর্থ : দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতেই ইতিহাসের ঘটনা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর ধারণা তৈরী হয়। ঘটনাটি পৃথিবীর কোনস্থানে বা কোনদেশে এবং কোন পরিবেশে বা কোন পরিস্থিতিতে ঘটেছিল— এটা স্থির না হলে কোন অতীত ঘটনাই শিক্ষার্থীর মনশ্চক্ষুতে বাস্তব রূপ পায় না। শুধু তাই নয় যে-কোন জাতির ইতিহাস এবং তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সেই দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। ইতিহাসের ঘটনা শূন্যে অবস্থান করে না। এবং একটি জাতির ইতিহাস কখনই স্থাননিরপেক্ষ হতে পারে না। সেজন্য জনসন (Johnson) বলেছেন— "Historical facts are localised facts"। ইতিহাসের যে কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত স্থান বা পরিবেশ সম্পর্কে যথাযথ চেতনাই হল ইতিহাসের স্থানচেতনা (Space sence in History)।

স্থানচেতনার ত্রিবিধ দিক : ইতিহাসের স্থান চেতনাকে তিনটি দিক থেকে গড়ে তুলতে হবে— **(i) নির্দিষ্ট স্থানটি নির্ণয় (Localisation) :** প্রথমে নির্ণয় করতে হবে কোন স্থানে ঘটনাটি ঘটেছিল। **(ii) স্থানটি কেন্দ্র করে আঞ্চলিক পরিধি নির্ণয় (Area) :** কতদূর এবং কতখানি পরিধি নিয়ে ঘটনাটি ঘটেছিল তা নির্ণয় করতে হবে। **(iii) ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে স্থানটির ব্যাপকতা নির্ণয় (Extent):** ঐতিহাসিক ঘটনাটি শুধুমাত্র আঞ্চলিক পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পারে, আঞ্চলিক পরিধি ছাড়িয়ে এর প্রভাব অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হতে পারে।

স্থানচেতনা উন্মেষের উপায় : শিক্ষার্থীর মনে স্থান চেতনা জাগ্রত করার জন্য মানচিত্রের ব্যবহারই প্রকৃষ্ট পন্থা। কারণ মানচিত্রের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের অবস্থিতি, দিক, পরিধি, দূরত্ব, উচ্চতা প্রভৃতি নির্দেশিত থাকে। এছাড়া মানচিত্রেই নির্দেশিত থাকে জল, স্থল, পাহাড়, পর্বত, অরণ্যানী, মরুভূমি খনিজ অঞ্চল জলপথ, স্থলপথ এবং বিমানপথের নিশানা। সেই স্থান চেতনার জন্য মানচিত্র, গ্লোব এবং অন্যান্য ভূচিত্রাবলীর ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে ইতিহাসের ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশিত মানচিত্রে ব্যবহার করা দরকার। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক মানচিত্রেরও প্রয়োজন রয়েছে।

মানচিত্র অঙ্কন এবং তার ব্যবহার : স্কেল অনুযায়ী তৈরী ঐতিহাসিক মানচিত্র ব্যবহার করতে পারলে শুধুমাত্র স্থানটির অবস্থান নির্ণয় করা যাবে তাই নয়, স্থানটির দূরত্বের পরিমাপ এবং স্থানটির আয়তনও নির্ণয় করা যায়। পৃথিবীর মানচিত্র স্কেল অনুযায়ী তৈরী হলে বিভিন্ন দেশের আয়তনের তুলনামূলক বিচার করা চলে। মানচিত্রে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলি শিক্ষক মহাশয় মানচিত্র নির্দেশক ছড়ি (Map pointer) দিয়ে দেখাবেন। শুধু তাই নয় স্থানগুলির ভৌগলিক বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিও সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে বলা সম্ভব। এর ফলে ঐতিহাসিক স্থানগুলি শুধু মূর্তই হবে না, মানবসভ্যতার ঘটনাগুলির বিভিন্ন দিকগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করার সুবিধা হবে।

বিভিন্ন স্তরে মানচিত্র ব্যবহারের তাৎপর্য : প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য সরল মানচিত্র ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত। আউট লাইন মানচিত্রে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি কোন স্থানে ঘটেছিল সেই স্থানগুলি চিহ্নিত করা যেতে পারে। একটি মানচিত্রে অনেক স্থান একই সঙ্গে চিহ্নিত করা হলে অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীরা বিভ্রান্ত হবে। শ্রেণীতে মানচিত্র প্রদর্শনের পর গৃহকাজ হিসাবে মানচিত্রে ঐতিহাসিক স্থান চিহ্নিত করণের অনুশীলনী দেওয়া যায়। মধ্যস্তরে— শিক্ষার্থীরা বাস্তব সচেতন বলে এখানে অপেক্ষাকৃত জটিল মানচিত্র ব্যবহার করা সম্ভব, এখানে শুধু কতকগুলি ঐতিহাসিক স্থান চিহ্নিতকরণই যথেষ্ট নয়, বিভিন্ন যুগের সাম্রাজ্যের সীমা এবং বিভিন্ন আন্দোলনের স্থানগুলি মানচিত্র প্রদর্শন করে স্থান চেতনা সৃষ্টি করা দরকার, উচ্চস্তরে মান চিত্রের ব্যাপক ব্যবহার প্রয়োজন, প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক মানচিত্র, গ্লোব প্রভৃতি প্রয়োজনমত কাজে লাগাতে হবে, শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের দিয়ে মানচিত্র ও গ্লোব তৈরী করিয়ে তাদের কর্মমূলক সক্রিয়তা বৃদ্ধি করবেন শিক্ষকের পরিচালনায় এধরনের মানচিত্র ও গ্লোব তৈরী হতে পারে। বর্তমান দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষায় মানচিত্র অঙ্কন ও রেখামান চিত্রে স্থান চিহ্নিত করণের জন্য পরিকল্পিত কর্মসূচি নেওয়া দরকার।

৩.৩.৩ সময় চেতনা ও সময়রেখা (Time sense & Time lines):

সময়চেতনার গুরুত্ব : ইতিহাসের স্থান চেতনার উন্মেষ যেমন গুরুত্বপূর্ণ; সময় চেতনার উন্মেষ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ পৃথিবীর কোন স্থানের ইতিহাসে বিবৃত ঘটনাটি ঘটেছিল। এই দুটি মনশ্চক্ষুতে সুস্পষ্ট না হলে কোন অতীত ঘটনাই বাস্তবে রূপ পায় না বা জীবন্ত হয় না। তাই বর্তমান সময় থেকে কত অতীতে ঘটনাটি ঘটেছিল এবং অন্যান্য অতীত ঘটনার কতকাল আগে বা পরে ঘটনাটি ঘটেছিল, এই ধারণা গঠিত হওয়া দরকার। কারণ মানবসভ্যতার ক্রমবির্তনের ইতিহাস সময়ানুক্রমিকভাবে গ্রথিত। কালপ্রবাহের সঙ্গেই মানুষের জীবনপ্রবাহ ও কর্মধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

সময় এবং ঐতিহাসিক সময় কী? সময় বা কাল বলতে কী বোঝায়? বস্তুতঃ সময় একটি বিমূর্ত ধারণা। পৃথকভাবে সময় কোন অনুভূতিসাপেক্ষ বিষয় নয়। কোন বস্তুর উপর ভিত্তি করেই সময় সম্পর্কে ধারণা তৈরী হয়। বাস্তবজগতের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সময় অনুভূতি সাসপেক্ষ হয়ে ওঠে। ঐতিহাসিক সময় বলতেই বা কী বোঝায়? অনন্তকালের ধারাবাহিক প্রবাহের মধ্যে মানুষের জীবন ও কর্মকাণ্ড দিয়ে যে অংশটি পূর্ণ তাকেই ঐতিহাসিক সময় বলা যায়। এই অনন্ত সময়স্রোতের সমস্ত অংশটি সম্পর্কে মানব সভ্যতার সঠিক তথ্য হয়ত জানা নেই, সেই কারণে সে অংশটুকু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য আছে তাকেই শুধু ঐতিহাসিক সময় হিসাবে অনেকে মনে করেন। কিন্তু অতীত যুগ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজ থেমে নেই, তাই যে সময় স্রোত সম্পর্কে সুনির্দিষ্টি তথ্য নেই, তা ঐতিহাসিক সময়ের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে না — এই ধরনের মতকে সমর্থন করা যায় না। তবে প্রাগৈতিহাসিক কাল ‘‘ঐতিহাসিক সময়ের’’ মধ্যে পড়ে না। কারণ এই যুগের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমাদের কাছে নেই যাতে একে মানবসভ্যতার কাল বলে ধরা যায়।

সময় চেতনার ত্রিবিধ দিক : সময়ের ধারণা বলতে তিনটি বিষয় বোঝায় — ১) সময়ের স্থায়িত্ব (Duration) ২) সময়ের দূরত্ব (Distance); এবং ৩) সময়ের অবস্থান সময় বিন্দু বা তারিখ (Location or dates)। ‘‘Duration, distance and location are the time relations which constitute our time sense”– Ghate.

১) **সময়ের স্থায়িত্ব :** কোন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বা আন্দোলন কতকাল ধরে ঘটেছিল তার ধারণা সংগঠিত হওয়া দরকার, বিশেষত একটি ঘটনার স্থায়িত্বকালের সঙ্গে অন্যান্য ঘটনা বা আন্দোলনের স্থায়িত্বকালের একটি তুলনামূলক বিচার ঘটনাগুলির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন হয়। যেমন— বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রায় দেড় হাজার বছর সগৌরবে স্থায়ী হয়েছিল এবং তার স্থায়িত্বকাল প্রায় ইসলাম ধর্মের সূচনা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যতটা সময় ততটা সময়ের সমান। এই ধরনের তুলনামূলক বিচার শিক্ষার্থীর মধ্যে সময় সম্পর্কে স্থায়ী ধারণা গড়ে তুলবে।

২) **সময়ের দূরত্ব :** বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার কাল আমাদের কাল থেকে কতদূর পিছনে— সময়ের এই দূরত্বের ধারণাও শিক্ষার্থীর মধ্যে সংগঠিত হওয়া দরকার। কিন্তু শুধুমাত্র সময়ের দূরত্ব পরিমাপের কোন সার্থকতা নেই। যদি সময়ের দূরত্বের সাথে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দূরত্ব সংযোজিত না হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের জানতে হবে যে বিশেষ একটি ঘটনা আমাদের কাল থেকে কত হবে এবং সেই দূরবর্তী কালের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির সাথে আমাদের কালের ঐ সব বিষয়ের অগ্রগতির প্রভেদ কী ছিল। এইভাবে বিভিন্ন যুগের পারস্পরিক সময়ের দূরত্ব ও সংশ্লিষ্ট পারস্পরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দূরত্ব নির্ধারিত হলে সময়ের দূরত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে ওঠে।

৩) **সময়বিন্দু :** ইতিহাসের কোন ঘটনাকে সময়ের ধারাপথে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে স্থাপন করা দরকার। এই বিন্দুগুলিই ইতিহাসের তারিখ বা সময় বিন্দু (Historical dates)। এই তারিখগুলি সময় চেতনা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মূল্যবান এই কারণে এগুলির সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার যোগ রয়েছে এবং তারিখগুলি অনুষঙ্গ প্রভাবে (association) সেইসব ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় অনুষঙ্গ প্রভাবে এই ঘটনাগুলির আগে ও পরে সংঘটিত ঘটনাগুলিকেও স্মরণ করিয়ে দেয়। তারিখ একটি সংখ্যা ছাড়া কিছুই নয়। সেই কারণে ঘটনার তারিখটা কাণ্ঠস্থ করে রাখার কোন সার্থকতা নেই যদি সেই তারিখটিকে কেন্দ্র করে অনুষঙ্গ প্রভাবে ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করা সম্ভবপর না হয়। সেজন্য শিক্ষার্থীদের কাছে তারিখগুলি, সেগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি এবং সেই ঘটনাগুলির আগে ও পরে সংঘটিত ঘটনাগুলিকে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখার অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।

স্তর অনুযায়ী সময় চেতনার বিকাশ : শিশুদের মধ্যে ইতিহাসের সময় চেতনা গড়ে তুলতে হলে তাদের বয়স মানসিক কাঠামো ও অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। প্রাথমিকস্তরে শিশুদের মধ্যে সময় চেতনা দানা বাঁধতে শুরু করে। কারণ সপ্তাহ, মাস, বছর, ঋতু প্রভৃতির সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই শিশুর পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়। তবে মধ্যস্তর থেকেই সময় চেতনা পরিণত হতে থাকে। এই স্তরে শিক্ষার্থীদের গণিতশিক্ষা অনেকটা অগ্রসর হয়েছে, ফলে সময় চেতনা অপেক্ষাকৃত পরিণত। অবশ্য প্রাথমিক স্তরে শিশুদের স্বয়ংসম্পূর্ণ ঐতিহাসিক কাহিনী গল্পের আকার পরিবেশন করা হয়। ধারাবাহিক ও সময়ক্রম অনুসারে এই কাহিনীগুলি পরিবেশন করা হয়। ধারাবাহিক ও সময়ক্রমঅনুসারে এই কাহিনীগুলি পরিবেশন করে প্রাথমিক স্তর থেকেই তাদের মধ্যে ঐতিহাসিক সময় সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা গড়ে তোলা দরকার। মধ্যস্তর থেকেই সুস্পষ্টভাবে তাদের ইতিহাসের সময় সম্পর্কে চেতনা গড়ে তুলতে হবে। সময়ক্রম অনুসারে নানা ঐতিহাসিক ঘটনা আন্দোলনের সঙ্গে তাদের পরিচিত হতে হবে। ঐতিহাসিক ঘটনার সরল ব্যাখ্যাও তাদের করতে হবে, এছাড়া বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যে কার্যকারণ সম্পর্ক রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে পরবর্তী ঘটনার উদ্ভব হচ্ছে এই বিষয় সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা এই স্তর থেকেই গড়ে তুলতে হবে। যাই হোক সময় চেতনা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরনের সময় রেখা ও সময় চার্টের সাহায্য নিতে হয়।

সময় চেতনা গড়ে তোলার উপায় : ইতিহাসের প্রাচীন যুগ সম্পর্কে সময় চেতনা গড়ে তোলা একটু কষ্ট সাধ্য, কারণ এই যুগে কিছু কিছু বিষয় সম্পর্কে নির্দিষ্ট সময়ক্রম অস্পষ্ট। কিন্তু আধুনিক ও মধ্য যুগ সম্পর্কে সময়ক্রমের ধারণা গড়ে তোলা অনেক সহজ। কারণ এই যুগে ঘটনাপঞ্জী ও সময়পঞ্জীর মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট। ইতিহাসের বিভিন্ন যুগ সম্পর্কে সময় চেতনা গড়ে তোলা নিম্নলিখিতভাবে সম্ভব।

১) ডেটবোর্ড, ২) শব্দগঠন ৩) টাইমরীল, ৪) রানিং ফ্রিজ, ৫) টাইমডায়াল : ১) সপ্তাহের দিনগুলির নাম, মাসগুলির নাম, বিভিন্ন মহাপুরুষের জন্মতারিখ প্রভৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সময় চেতনা গড়ে তোলা যায়। ২) খেলার মাধ্যমে স্থান ও কাল চেতনা সৃষ্টি করা যায়। এই বিষয়ে 'Date board', 'place board', 'word making' প্রভৃতি খেলা খুবই উপযোগী। Date board ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গে তারিখ মেলানো হয়। Place board-এ স্থানের সঙ্গে ঘটনা মেলানো হয়। ঐতিহাসিক ঘটনা ও তারিখ দিয়ে শব্দগঠন বা Word making খেলাও এই বিষয়ে কার্যকরী। ৩) এছাড়া Time reel এর সাহায্যে শিশুদের মধ্যে সময় চেতনা সৃষ্টি করা যায়। বর্তমান থেকে অতীত বা অতীত থেকে বর্তমানের দিকে নির্দিষ্ট ঘটনা ও তারিখগুলি টুকরো টুকরো কাগজে লিখে তারপর পরপর জোড়া লাগিয়ে ঘটনাগুলির ধারাবাহিক পরিচয় দেওয়া যায়। জোড়া লাগানো সম্পূর্ণ কাগজটি সিনেমা রিলের মত ব্যবহার করে পরপর তারিখগুলি শিক্ষার্থীদের দেখাতে হয়। Time reel শিক্ষার্থীদের দিয়ে তৈরী করাতে হবে। ৪) এছাড়া Running Frieze তৈরী করে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে সময় চেতনা গড়ে তোলা যায়। সাধারণত ইতিহাস কক্ষে বা গ্রন্থাগারের দেওয়ালের উপরে এই টানা সময় রেখা (Running Frieze) অঙ্কিত থাকবে বা কার্ডবোর্ডে সময় রেখাটি এঁকে পেরেক দিয়ে দেওয়ালে আটকে দিতে হবে। সময় রেখাটিকে সমান কতকগুলি অংশে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে এক একটি অংশ যেন এক একটি ঐতিহাসিক শতাব্দী সূচিত করে। এই টানা সময় রেখার যথাযোগ্য স্থানে ইতিহাসখ্যাত তারিখ ও ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তিদের এবং সম্ভব হলে ঐতিহাসিক ঘটনার চিত্র অঙ্কিত থাকবে। এই পদ্ধতিগুলির বেশিরভাগই প্রথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে অধিক ফলপ্রসু। এগুলি শ্রেণী শিক্ষণে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ৫) টাইম ডায়াল (Time dial)— একটা ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটা যেমন এক একটি ঘণ্টা অতিক্রম করে, তেমনি ঐতিহাসিক সময় ডায়ালে সময় নির্দেশক কাঁটাটিও এক-একটি ঐতিহাসিক যুগকে অতিক্রম করবে। Time dial দ্বারা কোন একটি যুগের সময় রেখার উপর সময় নির্দেশক কাঁটাটি প্রয়োজনমত ঘুরিয়ে তারিখগুলি দেখানো যায়।

প্রত্যক্ষভাবে সময় চেতনা গড়ে তুলতে গেলে বিভিন্ন ধরনের সময় তালিকা (Time chart) সময় রেখা (Time Line) এবং সময় গ্রাফ (Time graph) ব্যবহার করতে হয়।

(i) কোন সাম্রাজ্য বা বংশের বিভিন্ন রাজার রাজত্বকাল বা কোন একটি যুগের পরপর ঘটনাগুলি নিয়ে একটি সময় তালিকা তৈরী করা যায়। যেমন—

দাস বংশ (মধ্যযুগ)

কুতুব উদ্দিন আইবক	(১২০৬—১০খ্রীঃ)
আরামশাহ	(১২১০—১১খ্রীঃ)
ইলতুৎমিস	(১২১১—৩৬খ্রীঃ)

রুকনুদ্দিন ফিরোজ	(১২৩৬—খ্রীঃ)
সুলতানা রাজিয়া	(১২৩৬—৪০খ্রীঃ)
মুহিজ উদ্দিন বাহরাম্‌	(১২৪০—৪২খ্রীঃ)
আলা উদ্দিন মামুদশাহ	(১২৪২—৪৬খ্রীঃ)
নাসির উদ্দিন মামুদ	(১২৪৬—৬৫খ্রীঃ)
গিয়াস উদ্দিন বলবন	(১২৬৬—৮৭খ্রীঃ)
মেজউদ্দিন কাইকোবাদ	(১২৮৭—৯০খ্রীঃ)

২) সময় তালিকার আর একটি উদাহরণ হল বংশতালিকা (Geneological table) বা পারিবারিক বৃক্ষ (Family tree)

খলজি বংশ (১২৯০খ্রীঃ—১৩২০খ্রীঃ)

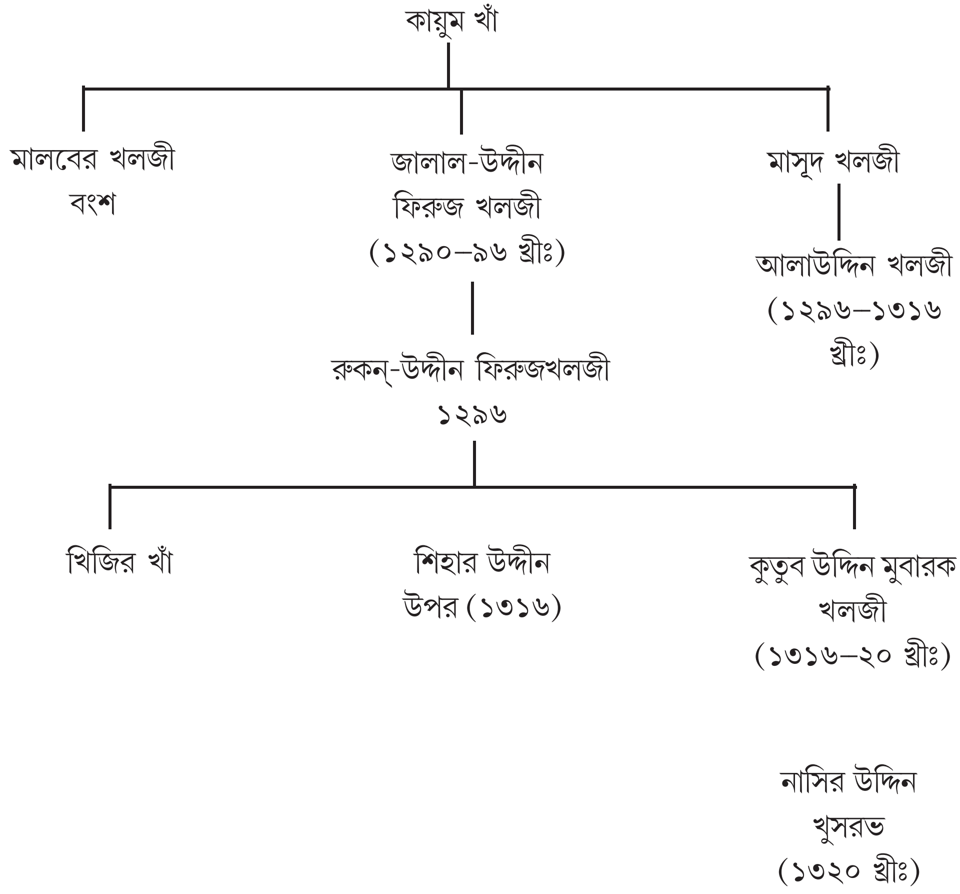
কায়ুম খাঁ
মালবের খলজী বংশ
জালাল-উদ্দীন ফিরুজ খলজী (১২৯০–৯৬ খ্রীঃ)
মাসূদ খলজী
আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬–১৩১৬ খ্রীঃ)
রুকন্‌-উদ্দীন ফিরুজখলজী ১২৯৬
খিজির খাঁ
শিহার উদ্দীন উপর (১৩১৬)
কুতুব উদ্দিন মুবারক খলজী (১৩১৬–২০ খ্রীঃ)
নাসির উদ্দিন খুসরভ (১৩২০ খ্রীঃ)

আর্টপেপারে বা ব্ল্যাকবোর্ডে এঁকে উপরের উল্লিখিত সময় রেখাগুলি ব্যবহার করা যায়। এই ধরনের সময় তালিকা কিছুটা জটিল এবং উপরের শ্রেণীগুলির পক্ষেই উপযোগী।

৩) সময় চেতনা সৃষ্টির জন্য সময় রেখা (Time line) ব্যবহার খুবই বিজ্ঞানসম্মত। সময়রেখা দুই শ্রেণীর হতে পারে। উল্লম্ব সময় রেখা (Vertical time line) এবং আনুভূমিক সময়রেখা (Horizontal time live) উল্লম্ব ও উল্লম্ব রেখা লম্বালম্বিভাবে থাকে এবং এর আনুভূমিক উপরের অংশটিতে অতীত এবং নীচের অংশ সময় রেখাটিতে ক্রমশ বর্তমান দিকটি তুলে ধরা হয়। কোন একটি যুগ বা রাজত্বকাল বা কয়েক শতাব্দীব্যাপী অনেকগুলি যুগকে এইভাবে সময়রেখার মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। সাধারণত রেখাটিকে প্রতি ৫ বছর সময় রেখা বা ১০ বছর বা ২৫ বছরের জন্য একটি Unit অঙ্কনপ্রণালীতে ভাগ করে নিতে হবে। এক ইঞ্চি বা ৫ ইঞ্চি সুবিধামত মাপে Unit গুলিকে ধরা দরকার। অর্থাৎ ৫ বছর = ১ ইঞ্চি বা ২৫ বছর সমান ৫ ইঞ্চি ইত্যাদি। ভাগ গুলি যেন Scale অনুযায়ী সঠিক হয়, এবং বিভাজন যেন ছোট বড় অংশে বিভক্ত না হয়। প্রতি Unit-কে আবার কতকগুলি Sub-unitor উপ বিভাগে ভাগ করা দরকার। ১ ইঞ্চি = ৫ বছর হলে প্রতিবছরকে বোঝাবার জন্য ১ ইঞ্চিকে সমান ৫ ভাগে ভাগ করে দেওয়া দরকার। রেখাটিকে (২৫ বছর জ্ঞাপক) যদি ৫ বছরের Unit করে ভাগ করে নেওয়া হয়, তবে রেখাটির বাঁদিকে Unit নির্ধারক স্থানে ৫ বছর পরপর যে বছরগুলি হবে সেই বছরগুলি যথাস্থানে লিখতে হবে। অর্থাৎ Unit জ্ঞাপক বছরগুলি লিখতে হয়, Sub-unit-এ বছরগুলি লিখতে হয় না, কারণ তাহলে সময় রেখা জটিল হয়। রেখাটির ডানদিকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি এবং বামদিকের বছরগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যথাস্থানে লিখতে হবে।

আনুভূমিক সময়রেখা বাঁদিক থেকে ডানদিকে সমান্তরালভাবে আঁকতে হয়। বাঁদিক থেকে অতীত কালের সময়ক্রম চিহ্নিত করে ক্রমশ ডানদিকের শেষ বিন্দু পর্যন্ত বর্তমান কালের সময়ক্রমের তারিখগুলি পরপর বসাতে হয়। সুদীর্ঘ যুগের সময়কালকে দেখবার জন্য এই ধরনের রেখা বেশী ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের সময় রেখা অঙ্কনপ্রণালী উল্লেখ সময় রেখা অঙ্কন প্রণালীর অনুরূপ।

উল্লম্ব বা আনুভূমিক সময় রেখার মাধ্যমে একই দেশের সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা বা দুটি দেশের সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে রূপায়িত করে তোলা যায়। এতে সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা গড়ে ওঠে। এই সময় রেখা গুলিকে তুলনামুলক সময় রেখা (Comparative time line) বলেও অভিহিত করা যায়।

৪) সময় রেখা ছাড়া সময় গ্রাফ বা লেখচিত্র দ্বারা ও সময় সময়গ্রাফের চেতনা সৃষ্টি করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেণীবিভাগও সময় রেখা এই বিষয়ে খুব ফলপ্রসূ অঙ্কনপ্রণালী হয়। সময় গ্রাফ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে— যেমন রেখা গ্রাফ (Line graph), বৃত্তগ্রাফ (Circular graph), হিস্টোগ্রাফ (Histograph) সময় সূচক চিত্রগ্রাফ (Pictorial time graph) প্রভৃতি।

রেখাগ্রাফে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন বা কোন আন্দোলনের সাফল্য ব্যর্থতা উপস্থাপন করা যায়। সমান্তরাল রেখা (ক- Axis) সময়েরসূচী এবং লম্বরেখায় (খ-Axis) ঘটনাগুলিকে দেখানো হয়, হিস্টোগ্রাফের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সমসাময়িক যুগের ঘটনাগুলি বা একই দেশের বিভিন্ন অংশের সমসাময়িক শাসনকালকে তুলে ধরা সম্ভব। বৃত্ত গ্র্যাফের সময়ক্রম তুলে ধরা গেলেও ব্যাপারটি অহেতুক জটিল হয়ে পড়ে। চিত্রমূলক সময় রেখায় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের চিত্র অঙ্কন করে সেইগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সময় তারিখগুলি দেখানো হয়।

শ্রেণীশিক্ষণে সময় রেখা অঙ্কন ও তার ব্যবহার : সময় রেখা ও গ্রাফ অঙ্কন ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে কতকগুলি কথা মনে রাখা দরকার। **প্রথমত :** সময় রেখা Scale অনুযায়ী আঁকতে হবে। **দ্বিতীয়ত :** সময় রেখা পরিচ্ছন্ন ও আকর্ষণীয়ভাবে তৈরী করা দরকার। প্রয়োজনমত রং এর ব্যবহার করাও ভাল। **তৃতীয়ত :** সময় রেখা তৈরী করার জন্য নির্বাচিত যুগ বা সময়টি খুব দীর্ঘহলে অনেক সময় প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলি উল্লেখ করা যায় না। আবার যুগটি খুব ছোট হলে ঐ সময়রেখায় অনেক ঘটনা ও তারিখের সমাবেশ করতে হয়; ফলে জটিলতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং সময়-রেখার জন্য নির্দিষ্ট যুগটি খুব দীর্ঘ বা খুব ছোট না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। **চতুর্থত :** শ্রেণীশিক্ষণ ক্ষেত্রে আর্টপেপারে তৈরী করে বা বোর্ডে এঁকে সময় রেখা দেখানো চলে। বোর্ডে লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে রেখা এঁকে রেখার বামদিকে তারিখগুলি লিখে এবং রেখাটির ডানদিকে ঘটনাগুলি লিখে শিক্ষার্থীদের দিয়ে যথাক্রমে ঘটনাগুলি বা তারিখগুলি লিখিয়ে নিতে পারেন। এতে সক্রিয়ভাবে সময় চেতনা সৃষ্টি করা যায়, এছাড়া বর্তমানে কর্মশিক্ষা (work education) পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে সময় গ্রাফ ও সময় রেখা অঙ্কন করানো প্রয়োজন।

৩.৩.৪ **ছবি (Picture):** ইতিহাসের উপস্থাপন অধ্যায়ে এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাসের বিষয় যা বাস্তবধর্মী করা, শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি ও আগ্রহের উন্মেষ করা, জটিল ঐতিহাসিক বিষয়কে সহজ সরলভাবে অনুধাবন করানো, ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করা এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে সৌন্দর্য চেতনার (Aesthetic Sense) বিকাশ করা ছবি বা চিত্র দেখানোর উদ্দেশ্য, ছবিগুলি শ্রেণির উপযোগী প্রমাণ আকারের হওয়া বাঞ্ছনীয়। আবার ফ্লাস কার্ডের মত অনেকগুলি ছবি একসঙ্গে দেখাল শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সফল হয় না। ছবিগুলি শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট সময় দিয়ে দেখাতে হবে এবং ছবিগুলি ভালভাবে ব্যাখ্যা করে ঐতিহাসিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করতে হবে। ক্লাসে ছবিগুলি দেখাবার সময় শিক্ষার্থীরা যাতে ভালভাবে দেখতে পারে এবং ছবিগুলি দেখাবার সময় যাতে শিক্ষার্থীরা ভালভাবে দেখতে পারে এবং ছবিগুলিতে উপস্থাপিত বিষয়গুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য প্রতিটি ছবি সম্পর্কে শিক্ষক মহাশয়কে সুনির্বাচিত প্রশ্ন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থী ছবিগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝতে পারে, ছবিগুলি যেন নিছক আনন্দদানের জন্য পরিবেশিত না হয়।

৩.৩.৫ **মডেল বা অনুকৃতি (Model) :** মডেল হল কোন বাস্তব জিনিসের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ছবি বা নকশায় আমরা জিনিসটির দুটি মাত্রা দেখিয়ে থাকি, কিন্তু মডেলে তিন মাত্রার ব্যবহার করা হয়। ফলে বস্তুর সম্পূর্ণ চিত্র দেখানো সম্ভব। ইতিহাসের মত জ্ঞানমুখি বিষয়ে মডেলের ব্যবহার খুব উপযোগী। বিষয়বস্তুকে মূর্ত ও বাস্তব করা, মনস্তাত্ত্বিকভাবে বিষয়বস্তকে উপস্থাপন করা, ঐতিহাসিক বিষয়কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রভৃতির জন্য অনুকৃতির ব্যবহার করা হয়, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, প্রাচীন তৈজসপত্রাদি, অলঙ্কার, অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা, মন্দির, মসজিদ প্রভৃতি নিয়ে মডেল তৈরী করা যায়। এছাড়া ইতিহাসের চলমান ঘটনা নিয়ে যেমন পলাশির যুদ্ধের বিভিন্ন পক্ষের সৈন্যসমাবেশ বা বুদ্ধের সংসার ত্যাগ প্রভৃতি নিয়ে মডেল তৈরী করা যায়। এইসব মডেল ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী, কারণ এগুলি অনেক বেশী প্রত্যক্ষ ও চাক্ষুষ। এছাড়া আনন্দময় পরিবেশে শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে মডেল খুব উপযোগী। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক বিষয়ের প্রতি আরও নিবিষ্ট মনোযোগ দেয়, বিষয়গুলির বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে চিন্তা করতে উৎসাহিত হয় এবং অতীত কালের অদেখা ব্যক্তি এবং বস্তুদের প্রতি অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে। বর্তমান কর্মভিত্তিক

শিক্ষার (Work education) অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিষয়ের অনুকৃতি তৈরী শিক্ষার্থীদের শেখানো দরকার, অতীত নিদর্শনের ছবি দেখে দেখে শিক্ষার্থীরা মাটি, কাপড়, কাগজের খণ্ড, কাঠ পিচবোর্ড পাথর প্রভৃতি দিয়ে প্রাচীনকালের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, মন্দির-সমজিদ প্রভৃতির মডেল তৈরী করতে পারে। এইভাবে শ্রেণীতে প্রদর্শিত বা শিক্ষার্থীদের দিয়ে অঙ্কিত প্রত্যেকটি মডেল যেন যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন, সুন্দর এবং ঐতিহাসিক ঘটনার সাথে যথাযথভাবে সংগতিপূর্ণ হয়। দ্বিতীয়ত: মডেলের সাহায্যে ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যেন যথাযথ হয়।

৩.৩.৬ **চার্ট ও স্কেচ (Charts and Sketches) :** কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা আন্দোলনকে সুসংবদ্ধভাবে বোঝাবার জন্য যে তালিকা ব্যবহার করা হয় তাকেই ঐতিহাসিক চার্ট বলা যায়। ঐতিহাসিক সময় সম্পর্কে চার্ট তৈরী করা এবং বিভিন্ন বংশের তালিকা প্রণয়ন সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা বা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য আন্দোলনের কারণ, ফলাফল প্রভৃতি সম্পর্কে চার্ট তৈরী করা যায়।

বিভিন্ন ঐতিহাসিকরা ঘটনার যেমন বিভিন্ন আন্দোলনের প্রকৃতি যুদ্ধে সেনাকাহিনীর অবস্থান ও গতি, প্রাচীনদূর্গ গুহা, মন্দির, জাহাজ প্রভৃতিকে মূর্ত করার জন্য বোর্ডে বা কয়েকটি রেখা বা তীরচিহ্ন (arrow mark) আঁকলেও কাজ হবে। এগুলিকে স্কেচ বা নক্সা বলে, এতে স্কেল অনুযায়ী মাপের প্রয়োজন হয় না, তবে এগুলি পরিচ্ছন্ন হওয়া দরকার।

৩.৩.৭ **ফিল্ম প্রোজেক্টর (Film Projector) :** ফিল্ম প্রোজেক্টর একটি দৃষ্টিনির্ভর প্রদীপন, এখানে ফিল্ম ব্যবহার করা হয় যা গতিশীল। গতিশীল বলে ফিল্মগুলি জীবন্ত এবং ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে অধিক ফলপ্রসূ। সরকারী শিক্ষাবিভাগ ইচ্ছা করলে ইতিহাসের বিষয় সম্পর্কে ফিল্ম তৈরী করতে পারেন এবং বিদ্যালয়ে বিতরণের ব্যবস্থা করতে পারেন, অবশ্য বিদ্যালয়গুলিতে Projector থাকা চাই। ভারতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, মন্দির, দূর্গ, প্রাচীন প্রাসাদ প্রভৃতি অনেক বিষয় নিয়ে এই সব ফ্লিম তৈরী করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানের ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি নিয়ে ফিল্ম তৈরী করা প্রয়োজন। ইতিহাস শিক্ষক ফিল্মের বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করবেন। পরে এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দিয়ে নিবন্ধ লেখানো, আলোচনা অনুষ্ঠান প্রভৃতি করানো দরকার।

৩.৩.৮ **এপিডায়োস্কোপ (Epidioscope) :** এপিডায়োস্কোপকে ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে দৃশ্য উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এর দ্বারা ইতিহাস কক্ষে বা কোন হলঘরে কাগজের ছবি, ম্যাপ, নকশা বা অন্যান্যভাবে সংগৃহীত ছবিগুলি সরাসরি পর্দায় প্রতিফলিত করা যায়।

৩.৩.৯ **বেতার বা রেডিও (Radio):** রেডিওর মাধ্যমে ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্য, শিক্ষামূলক বক্তৃতা এবং ইতিহাসের নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয় প্রচারিত হয়। বিদ্যালয় সময় পত্রিকার সঙ্গে বেতার কর্তৃপক্ষকে অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য রেখে বেতারের সূচী প্রণয়ন করতে হবে। বেতার ভাষ্য, শিক্ষার্থীদের চিন্তাধারা প্রসারিত করে, শিক্ষাকে বৈচিত্র্যপূর্ণ করে আর বিষয়বস্তুকে তথ্যপূর্ণ ও তাৎপর্যখণ্ডিত করে তোলে। এই জন্য UNESCO বলেছেন— “School broadcasting service provide training in selective and critical listening”. কিন্তু বেতারে প্রচারিত ঐতিহাসিক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং অস্পষ্ট বিষয়ের পুনরায় আলোচনার সুযোগ তেমন নেই। আবার বেতার প্রচারিত সংগীত, নাটক ও আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানের প্রতি শিক্ষার্থীদের আসক্তিও বৃদ্ধি পায়।

৩.৩.১০ **গ্রামোফোন (Gramophone) :** গ্রামোফোনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক নাটক, ঐতিহাসিক কবিতার আবৃত্তির রেকর্ড, এবং অতীতের ইতিহাস বিখ্যাত ব্যক্তিদের ভাষ্য শিক্ষার্থীদের শোনানো যায়। তবে শ্রেণী শিক্ষণ বা বিষয় শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে গ্রামোফোনের বিশেষ উপযোগীতা আছে।

৩.৩.১১ **টেপরেকর্ডার (Tape-recorder)—** টেপরেকর্ডার ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রাব্য উপকরণ হিসাবে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজনমত ইতিহাসের আলোচনা রেডিও থেকে বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আলোচনা থেকে টেপ করে রেখে দিতে পারেন। আলোচনার একঘেয়েমি দূর করার জন্য শিক্ষকের বক্তৃতাও টেপ করে রাখা যায়। শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করা, প্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত তথ্য পরিবেশন করা এবং প্রণালীসম্মতভাবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে সম্ভব।

৩.৩.১২ **যুগপৎ দৃশ্য ও শ্রাব্য উপকরণ (Audio Visual aids) :** যে সকল প্রদীপনে শুনে শেখা এদুটি উদ্দেশ্যকে একত্রে সার্থক করা যায় সেইসব উপকরণকে যুগপৎ দৃষ্টিনির্ভর ও শ্রুতিনির্ভর প্রদীপন বলা হয়।

ক) সবাকচলচ্চিত্র বা সিনেমা (Cinema) : আনন্দ বিনোদন করা এর উদ্দেশ্য, আনন্দ বিনোদন করার পিছনে থাকে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। তা সত্ত্বেও শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য শিক্ষা মূলক ছবি তৈরী করা, উন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ইতিহাস সহ বিভিন্ন বিষয়ে ধারাবাহিক ইতিহাস পাঠের জন্য চলচ্চিত্র বা 'Cinematic lessons'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে, উন্নত দেশগুলিতে এই ধরনের ব্যবস্থায় দেখা গেছে যে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে এই পদ্ধতিতে ইতিহাসে সম্পর্কে জ্ঞান অনেক বেশী সমৃদ্ধ ও দৃঢ় হয়। বিষয়ের প্রতি আগ্রহ, ইতিহাস চেতনা, স্মরণশক্তি এবং শিক্ষামূলক সক্রিয়তা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাদানকে আনন্দদায়ক, বাস্তব ও সহজ করার ক্ষেত্রে এর চেয়ে ভাল উপকরণ আর হতে পারে না। চলচ্চিত্র দ্বারা উপস্থাপিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে শ্রেণীতে আলোচনা করা, ছাত্রদের দিয়ে বিষয়বস্তু সম্পর্কে মন্তব্য ও নিবন্ধ লেখানো প্রভৃতি করা যেতে পারে।

খ) টেলিভিশন (Television) : সিনেমার মতই এর উপযোগিতা। আমাদের দেশে সম্প্রতি টেলিভিশনের ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু এটি কিছুটা ব্যয়সাধ্য যে আমাদের দেশে স্কুলগুলিতে এর ব্যাপক প্রচলন হতে অনেক দেরি। দেখে শেখা এবং শুনে শেখার যুগপৎ কাজ হয় বলে টেলিভিশনে ইতিহাস শিক্ষা বিশেষ কার্যকরী হয়। সিনেমার মতই এর উপযোগিতা রয়েছে।

৩.৩.১৩ **অবশ্য প্রয়োজনীয় উপকরণ (Essentials aids) :** ব্ল্যাকবোর্ড (Blackboard)— ব্ল্যাকবোর্ড শ্রেণী পঠনপাঠনের অপরিহার্য উপাদান। একই সঙ্গে চক এবং ডাস্টার। শ্রুতিগ্রাহ্য বিষয়কে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলা, বিমূর্ত বিষয়কে মূর্ত করে তোলা এবং অতীতকে বাস্তব করে তোলার ক্ষেত্রে ব্ল্যাকবোর্ডের অবদান অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক ছবি, চার্ট, ছোট ছোট নক্সা আঁকা, সময় রেখা অঙ্কন করার জন্য ব্ল্যাকবোর্ডের যেমন দরকার তেমনি বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় 'Points' এবং সারাংশ লেখা দরকার। এজন্য শ্রেণীকক্ষে দুটো ব্ল্যাকবোর্ড থাকা প্রয়োজন— "There should be two black boards, one for the summary of the lesson and the other for the rapid sketches."। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষকের নক্সা ও ছবি আঁকা দক্ষতা থাকলে ভাল হয়।

৩.৩.১৪ ইতিহাস শিক্ষণে উপকরণ ব্যবহারের কয়েকটি দৃষ্টান্ত (Some illustrations of the use of aids in the teaching of history) :

ক) ঐতিহাসিক মানচিত্র পাঠ ও মানচিত্র চিহ্নিতকরণ (Study of historical maps and map-pointing) : স্থান চেতনা আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিহাস শিক্ষণে মানচিত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। মাধ্যমিকস্তরের নতুন সিলেবাসে ইতিহাস আলোচনায় মানচিত্রের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং চূড়ান্ত পরীক্ষাতেও মানচিত্রে ঐতিহাসিক স্থান চিহ্নিত করতে বলা হতে পারে। মাধ্যমিক স্তরের ইতিহাসের সিলেবাসই বিএড সিলেবাসের বিষয় বা Content হিসাবে পাঠ্য। তাই মানচিত্র অনুশীলনী আরও গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল —

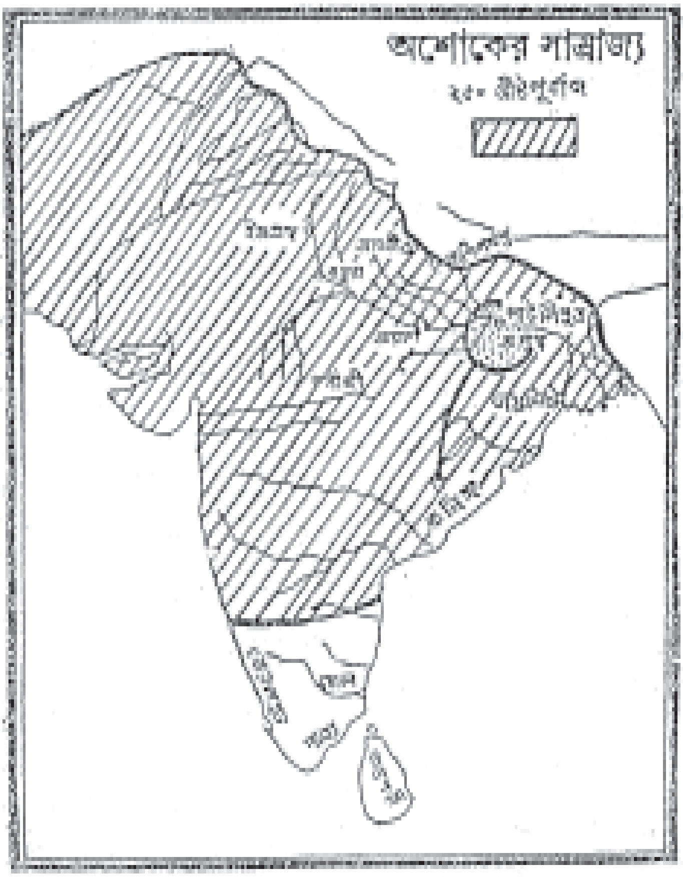

(i) প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের উদ্ভব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য থেকেই শুরু হয় এবং অশোকের সময় পরিণতি লাভ করে। অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে এই ঐতিহাসিক মানচিত্রই সঠিক ধারণা দিতে সাহায্য করবে।

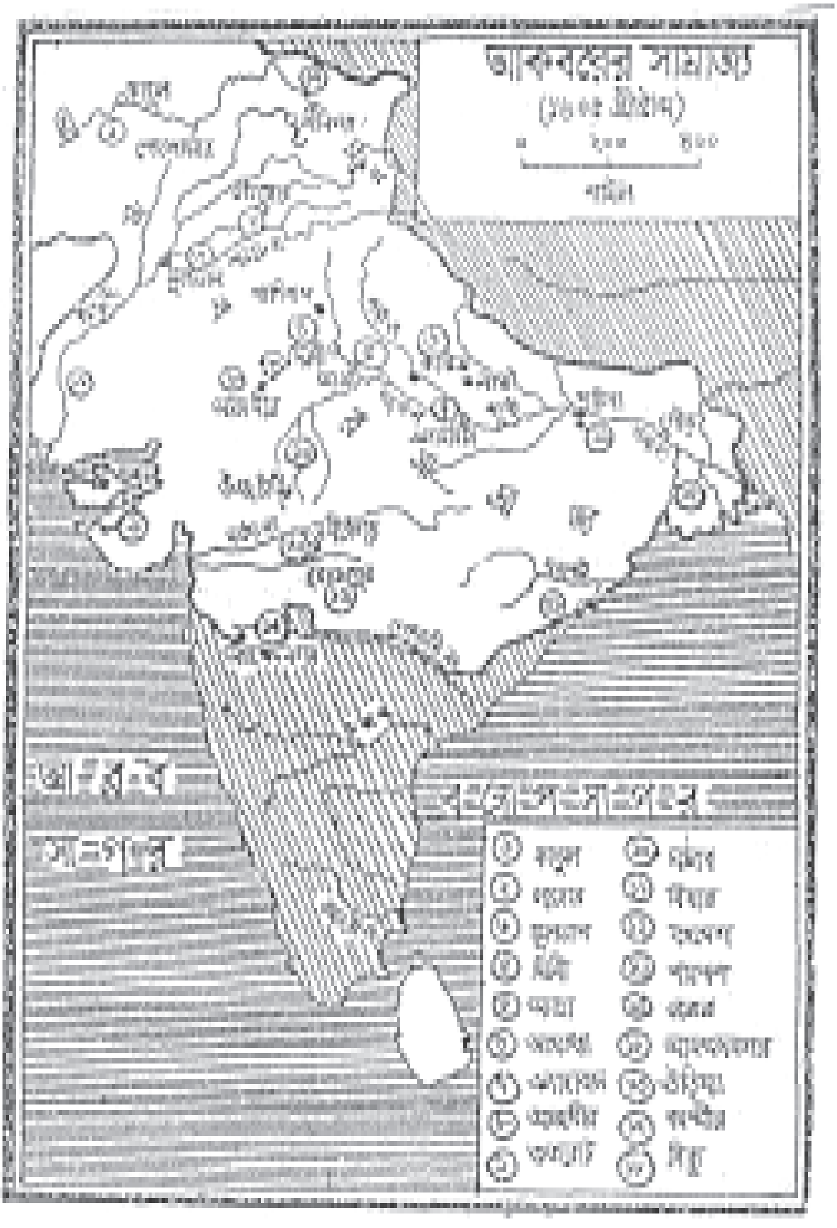
আকবরের সাম্রাজ্য
(১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ)
০
২০০
৪০০
মাইল
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
কাবুল

(২) প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাটদের মধ্যে আকবর ছিলেন শ্রেষ্ঠ। দীর্ঘ ৫০ বছরের রাজত্বকালে আকবর এক সুবিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৫৫৬ খ্রীঃ-এর পর থেকে ১৬০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি একের পর এক রাজ্য জয় করে তার সাম্রাজ্য সুদূর কাবুল থেকে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ভিত্তিতে এই ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যস্থাপন আকবরের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল।

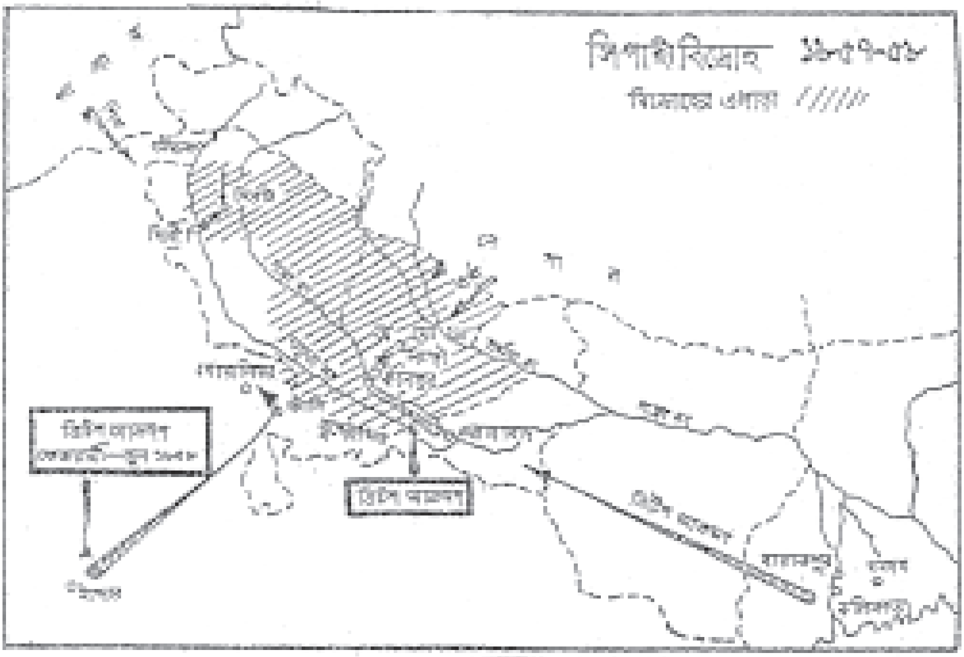
সিপাহী বিদ্রোহ ১৮৫৭-৫৮
বিদ্রোহের এলাকা
ব্রিটিশ আক্রমণ
ব্রিটিশ আক্রমণ

(iii) উপরোক্ত মানচিত্রে সিপাহী বিদ্রোহের এলাকাগুলি দেখিয়ে বিদ্রোহের ব্যাপ্তি ও প্রসার সম্পর্কে ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ১৮৫৭ সালের ২৭ মার্চ ব্যারাকপুর থেকে সিপাহী বিদ্রোহ সারা উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মীরাট, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর, অযোধ্যা, মধ্যভারত, বুন্দেলখণ্ড, ঝাঁসি প্রভৃতি স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে।

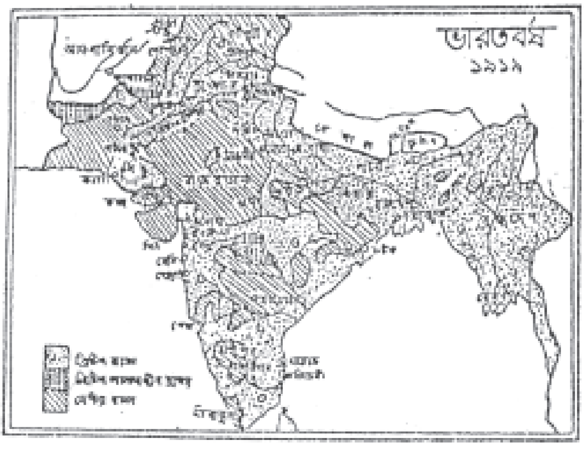
ভারতবর্ষ
১৯১৯
ব্রিটিশ রাজ্য
ব্রিটিশ শাসনাধীন রাজ্য
দেশীয় রাজ্য

(ভারতবর্ষ
১৯১৯ সাল)

(iv) আমাদের ধারণা আছে যে সারা ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সরাসরি অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। ১৯১৯ সালের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে উপরোক্ত মানচিত্রে ব্রিটিশ রাজ্য ছাড়াও ব্রিটিশ শাসনাধীন রাজ্য ও দেশীয় রাজ্যগুলির এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা গড়ে উঠবে।

খ) সময়রেখা ও সময়গ্রাফের অঙ্কন ও ব্যবহার (Preparation and use of time lines and time graphs) :

স্থান এবং সময়ানুক্রম হল ইতিহাসের দুটি চোখ একথা অবশ্যই স্বীকার্য, ইতিহাসকে বুঝতে হলে সময়ের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অতীত ঘটনাগুলির ধারা বাহিকতাকে বুঝতে হবে। এজন্য বিষয় উপস্থাপনের সময় সময়ানুক্রমের ব্যবহারও প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের দিয়ে সময় রেখা আঁকাতে হবে। সময় রেখা ও সময় গ্রাফের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল —

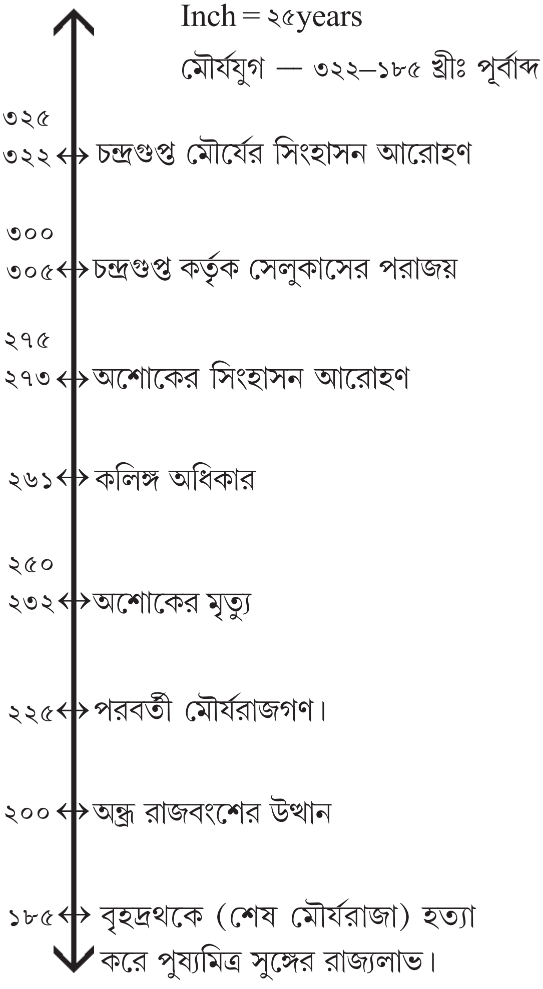
Inch = ২৫years
মৌর্যযুগ — ৩২২–১৮৫ খ্রীঃ পূর্বাব্দ
৩২৫
৩২২ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণ
৩০০
৩০৫ চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক সেলুকাসের পরাজয়
২৭৫
২৭৩ অশোকের সিংহাসন আরোহণ
২৬১ কলিঙ্গ অধিকার
২৫০
২৩২ অশোকের মৃত্যু
২২৫ পরবর্তী মৌর্যরাজগণ।
২০০ অন্ধ্র রাজবংশের উত্থান
১৮৫ বৃহদ্রথকে (শেষ মৌর্যরাজা) হত্যা করে পুষ্যমিত্র সুঙ্গের রাজ্যলাভ।

উল্লম্ব সময় রেখা

উপরের সময় রেখাটি একটি লম্বমান (Vertical) সময়রেখা। প্রাচীন ইতিহাসে তারিখগুলি সম্বন্ধে কিছুটা মত বিরোধ আছে। যাই হোক ১ ইঞ্চি সমান ২৫ বছর ধরা হয়েছে। তারিখ ও ঘটনাসমূহকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করার জন্য উভয়দিকে তীরচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। এই সময় রেখাটি একজন রাজা বা সম্রাটের নয়, একটি বংশের প্রায় সকল রাজার রাজত্বকাল নিয়ে তৈরী করা হয়েছে।

গুপ্তযুগ ৩২০—৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ (আনুমানিক)
স্কেল : ১ ইঞ্চি = ৪০ বৎসর

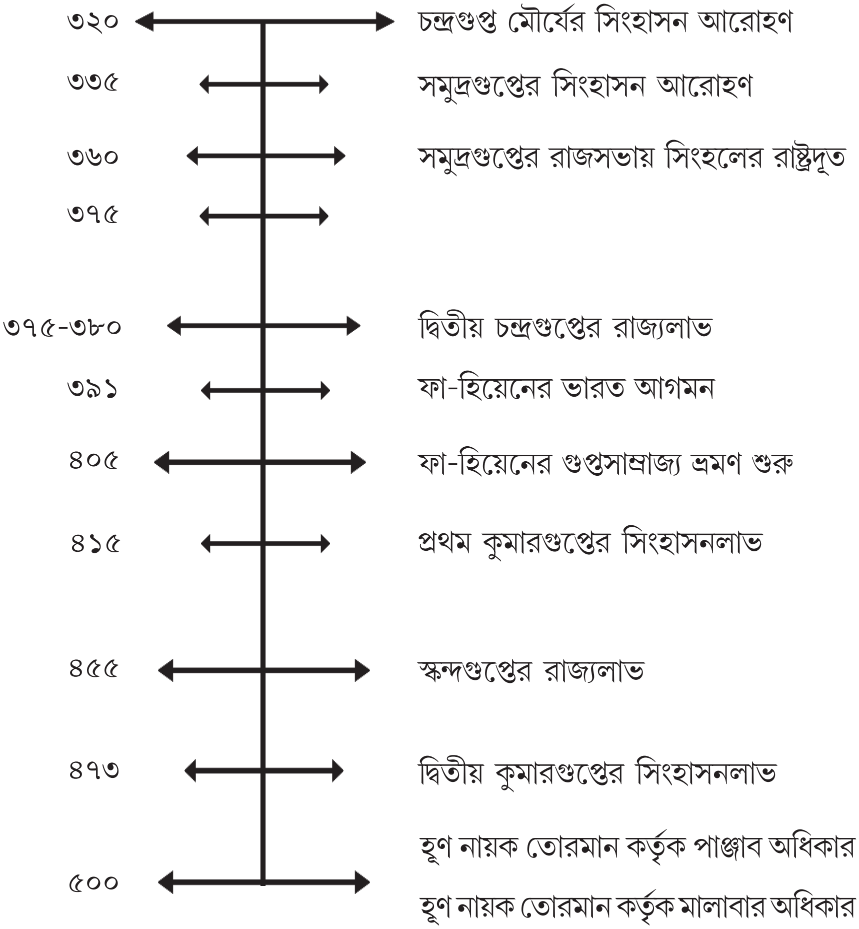
৩২০ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সিংহাসন আরোহণ
৩৩৫ সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণ
৩৬০ সমুদ্রগুপ্তের রাজসভায় সিংহলের রাষ্ট্রদূত
৩৭৫
৩৭৫-৩৮০ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভ
৩৯১ ফা-হিয়েনের ভারত আগমন
৪০৫ ফা-হিয়েনের গুপ্তসাম্রাজ্য ভ্রমণ শুরু
৪১৫ প্রথম কুমারগুপ্তের সিংহাসনলাভ
৪৫৫ স্কন্দগুপ্তের রাজ্যলাভ
৪৭৩ দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের সিংহাসনলাভ
হূণ নায়ক তোরমান কর্তৃক পাঞ্জাব অধিকার
৫০০
হূণ নায়ক তোরমান কর্তৃক মালাবার অধিকার

উল্লম্ব সময় রেখা

আগের সময় রেখাটির অনুকরণে এটি তৈরী হয়েছে। এক্ষেত্রে সময়কালটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এখানে ১ ইঞ্চি সমান ৪০(চল্লিশ) বছর ধরা হয়েছে।

দুটি সময় রেখাকে পাশাপাশি রেখে দুটি সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন-সমৃদ্ধি আলোচনা করা যেতে পারে।

এর ফলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের এক সুদীর্ঘকালের উপর সঠিক ধারণা গড়ে উঠতে পারে।

মুঘল-আফগান দ্বন্দ্ব (১৫৩০—১৫৪০)

স্কেল = ১ সেমি = ১ বৎসর

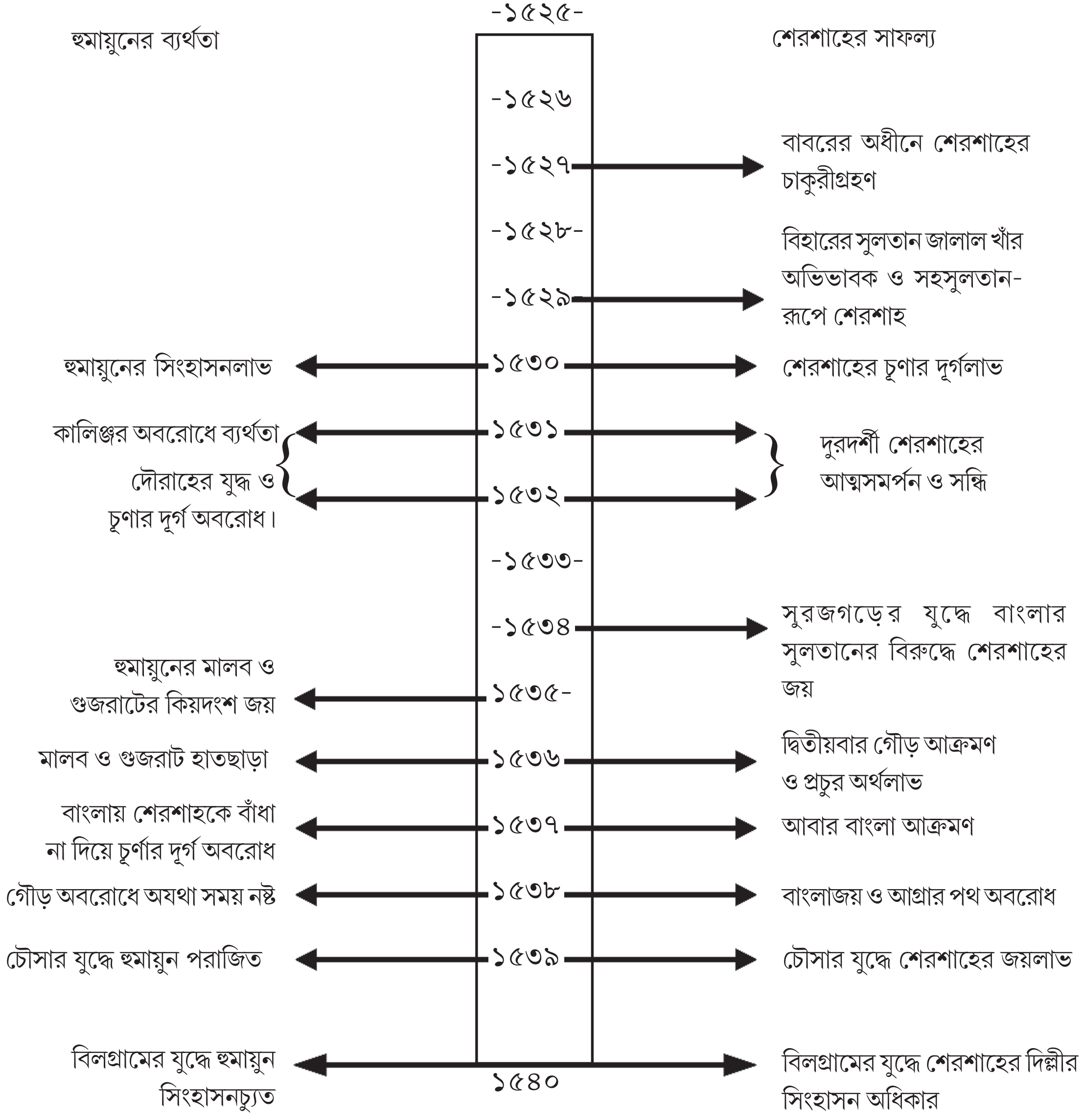
হুমায়ুনের ব্যর্থতা
-১৫২৫-
শেরশাহের সাফল্য
-১৫২৬
-১৫২৭
বাবরের অধীনে শেরশাহের চাকুরীগ্রহণ
-১৫২৮-
-১৫২৯
বিহারের সুলতান জালাল খাঁর অভিভাবক ও সহসুলতান-রূপে শেরশাহ
হুমায়ুনের সিংহাসনলাভ
১৫৩০
শেরশাহের চুণার দূর্গলাভ
কালিঞ্জর অবরোধে ব্যর্থতা
১৫৩১
দৌরাহের যুদ্ধ ও চুণার দূর্গ অবরোধ।
১৫৩২
দুরদর্শী শেরশাহের আত্মসমর্পন ও সন্ধি
-১৫৩৩-
-১৫৩৪
সুরজগড়ের যুদ্ধে বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে শেরশাহের জয়
হুমায়ুনের মালব ও গুজরাটের কিয়দংশ জয়
১৫৩৫-
মালব ও গুজরাট হাতছাড়া
১৫৩৬
দ্বিতীয়বার গৌড় আক্রমণ ও প্রচুর অর্থলাভ
বাংলায় শেরশাহকে বাঁধা না দিয়ে চুর্ণার দূর্গ অবরোধ
১৫৩৭
আবার বাংলা আক্রমণ
গৌড় অবরোধে অযথা সময় নষ্ট
১৫৩৮
বাংলাজয় ও আগ্রার পথ অবরোধ
চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত
১৫৩৯
চৌসার যুদ্ধে শেরশাহের জয়লাভ
বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত
১৫৪০
বিলগ্রামের যুদ্ধে শেরশাহের দিল্লীর সিংহাসন অধিকার

তুলনামূলক সময় রেখা

এই সময়রেখার দ্বারা মুঘল আফগান দ্বন্দ্বকে বর্ণনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে হুমায়ূনের ব্যর্থতা ও শেরশাহের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন ঘটনার দ্বারা হূমায়ুন ব্যর্থতায় পর্যবশিত হয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে শেরশাহের উত্থান হয়েছিল উপরোক্ত সময় রেখা দ্বারা তা শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে উঠবে।

আকবরের রাজ্যবিস্তার = ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দ

স্কেল = ৩ সেন্টিমিটার = ১০ বৎসর

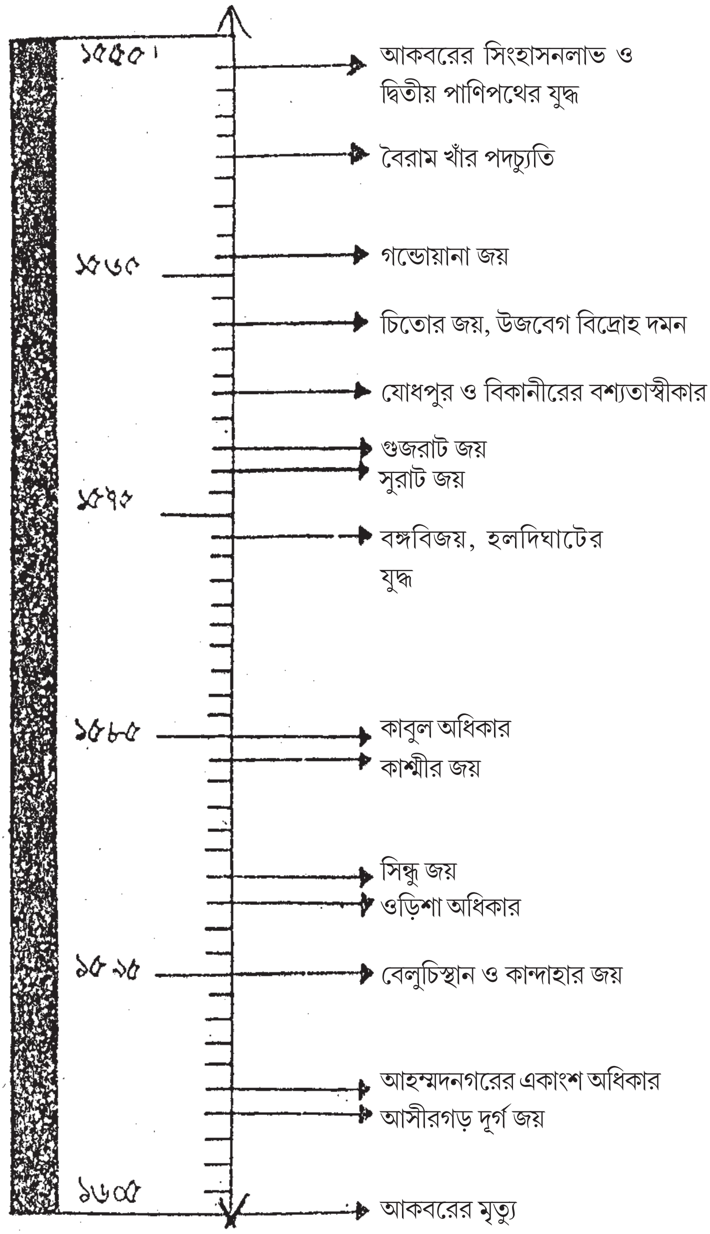
১৫৫৫।
আকবরের সিংহাসনলাভ ও দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ
বৈরাম খাঁর পদচ্যুতি
১৫৬৫
গন্ডোয়ানা জয়
চিতোর জয়, উজবেগ বিদ্রোহ দমন
যোধপুর ও বিকানীরের বশ্যতাস্বীকার
গুজরাট জয়
সুরাট জয়
১৫৭৫
বঙ্গবিজয়, হলদিঘাটের যুদ্ধ
১৫৮৫
কাবুল অধিকার
কাশ্মীর জয়
সিন্ধু জয়
ওড়িশা অধিকার
১৫৯৫
বেলুচিস্থান ও কান্দাহার জয়
আহম্মদনগরের একাংশ অধিকার
আসীরগড় দূর্গ জয়
১৬০৫
আকবরের মৃত্যু

উল্লম্ব সময় রেখা

এই সময় রেখাটির মাধ্যমে আকবরের রাজ্যবিস্তারের বিভিন্ন ঘটনা দেখানো হয়েছে।

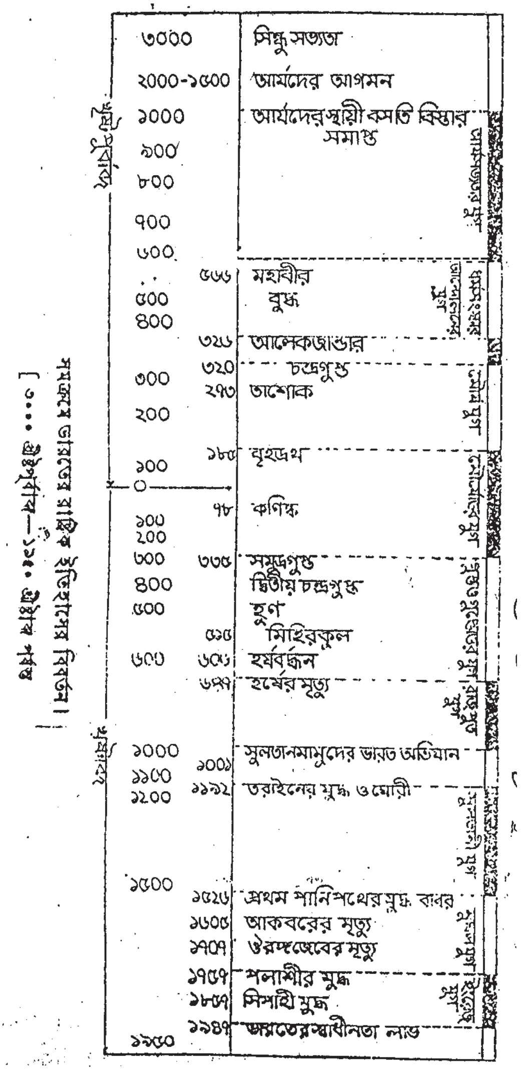
সময়ক্রমে ভারতের রাষ্ট্রিক ইতিহাসের বিবর্তন। [৩০০০ খ্রীষ্টপূর্ব—১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত]
খ্রীষ্টপূর্ব
খ্রীষ্টাব্দ
৩০০০ সিন্ধু সভ্যতা
২০০০-১৫০০ আর্যদের আগমন
১০০০ আর্যদের স্থায়ী বসতি বিস্তার সমাপ্ত
৯০০
৮০০
৭০০
৬০০
৫৬৬ মহাবীর বুদ্ধ
৫০০
৪০০
৩২৬ আলেকজাণ্ডার
৩২০ চন্দ্রগুপ্ত
৩০০
২৭৩ অশোক
২০০
১৮৫ বৃহদ্রথ
১০০
০
৭৮ কণিষ্ক
১০০
২০০
৩০০
৩৩৫ সমুদ্রগুপ্ত
৪০০ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত
৫০০ হুণ
৫১৫ মিহিরকুল
৬০০
৬০৬ হর্ষবর্দ্ধন
৬৪৭ হর্ষের মৃত্যু
১০০০
১০০১ সুলতান মামুদের ভারত অভিযান
১১০০
১১৯২ তরাইনের যুদ্ধ ও ঘোরী
১২০০
১৫০০
১৫২৬ প্রথম পানিপথের যুদ্ধ বাবর
১৬০৫ আকবরের মৃত্যু
১৭০৭ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু
১৭৫৭ পলাশীর যুদ্ধ
১৮৫৭ সিপাহী যুদ্ধ
১৯৪৭ ভারতের স্বাধীনতা লাভ
১৯৫০
মৌর্য যুগ
গুপ্ত যুগ
মুঘল যুগ

আনুভূমিক (Horizontal) সময় রেখা।

পাশের চিত্রে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রিক জীবনের বিবর্তনকে আনুভূমিকভাবে দেখানো হয়েছে। এইধরনের দীর্ঘ সময়ের জন্য আনুভূমিক সময় রেখাই তৈরী করা ভাল। এখানে বাঁদিক থেকে (সিন্ধু সভ্যতা) সময়ের হিসাব ধরে ক্রমশঃ ডানদিকে রেখাটি এগিয়েছে। এইভাবে প্রাক্‌আর্য যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত এই বিরাট দীর্ঘকালের সময় রেখাটি আঁকা হয়েছে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলন নির্দেশক সমরেখা
স্কেল : ৩ সেমি = ১০ বৎসর

১৮৫০—— —ব্লাক বিল আন্দোলন; ওয়াহাবি আন্দোলন শুরু
১৮৫৭ —সিপাহী বিদ্রোহ
১৮৬০ —— —নীল বিদ্রোহ
১৮৬১ ---ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা
১৮৬৭ —হিন্দুমেলা, বোম্বাইয়ের প্রার্থনা সমাজ
১৮৭০—— —প্রেস অ্যাক্ট
১৮৭৬ —ভারতসভা প্রতিষ্ঠা
১৮৮০—— —ইলবার্ট বিল, জাতীয় সম্মেলন
১৮৮৩ —জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা
১৮৮৫
১৮৯০—— —ভারতীয় কাউন্সিল আইন
১৮৯২
১৮৯৮ —রাজদ্রোহের আইন
১৯০০——

১৯০০——
১৯০৫ —বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন
১৯০৬ —মুসলীম লীগের প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষাপর্ষদ
১৮০৮ —ক্ষুদিরামের ঘটনা
১৮০৯ —মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার
১৯১০——
১৯১৫ —বুড়ি বালামের যুদ্ধ
১৯১৬ —কংগ্রেস লীগ চুক্তি
১৯১৯ —জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড। রাউলাট আইন
১৯২১—— —অসহযোগ আন্দোলন
১৯২৪ —সারাভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা
১৯২৭ —কংগ্রেসের সাইমন কমিশন বর্জন
১৯২৮ —মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রভাব
১৯৩০—— —গান্ধীজির ডাণ্ডী অভিযান
১৯৩১ —গান্ধী আরইউন চুক্তি, ২য় গোলটেবিল বৈঠক
১৯৩২ —আইন অমান্য আন্দোলন
১৯৩৫ —প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন আইন
১৯৩৭ —কংগ্রেস কর্তৃক প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ
১৯৪০ —মুসলীম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব
১৯৪২ —ভারত ছাড়ো আন্দোলন
১৯৪৫ —আজাদ হিন্দ ফৌজের আন্দোলন ও সিমলা সম্মেলন
১৯৪৬ —নৌবিদ্রোহ, ক্যাবিনেট মিশন, সংবিধান সভা
১৯৪৭ —মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা ও স্বাধীনতা অর্জন
১৯৫০—— —ভারত প্রজাতন্ত্র

উল্লম্ব সময় রেখা

উপরের চিত্রটিতে জাতীয় আন্দোলনের দীর্ঘ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীকে মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া হয়েছে। আর্টপেপারে এই ধরনের চিত্র অঙ্কন করা উচিত।

৩.৪ ইতিহাস সংগ্রহশালা (Historical Museum)

অতীতকে আশ্রয় করেই ইতিহাস গড়ে উঠেছে। সেই অতীত শিক্ষার্থীর কাছে অপরিচিত অস্পষ্ট ও বিমূর্ত। সেই ইতিহাসকে শুধু পুঁথির অক্ষরে জীবন্ত বাস্তব ও মূর্ত করা যায় না। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে, শিক্ষার্থীদের চোখের সামনে যদি কোন যুগের ঐতিহাসিক নিদর্শন তুলে ধরা যায় তবে সেই যুগ সম্পর্কে শিক্ষার্থীর একটি বাস্তব ধারণা হবে, তাই বাস্তব নিদর্শন উপস্থাপনের দ্বারা শিক্ষার্থীর বাস্তব চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। বিজ্ঞানের মতই ইতিহাসের গবেষণাগারে ইতিহাসের বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ, বিচার-বিশ্লেষণ এবং তথ্যের সংগঠন ও সমন্বয় দ্বারা ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে ইতিহাসকে জানার প্রয়োজন আছে— কারণ ইতিহাস আজ বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত। ইতিহাসকে বাস্তবসম্মত করে তোলার জন্য চাই অতীত ইতিহাসের বিভিন্ন বাস্তব উপকরণ, বিজ্ঞানধর্মী বিশ্লেষণের জন্যও প্রয়োজন অতীত ইতিহাসের উৎসমূলক উপাদান। উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন একটি সার্থক সংগ্রহশালা, যেখানে সজ্জিত থাকবে ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকারের উপকরণের নিদর্শন।

ইতিহাসের সংগ্রহশালায় অতীত ইতিহাসের বিবর্তনের যেসব চিহ্ন ও উপকরণ ছড়িয়ে আছে তাদের মধ্যে থাকে কিছু প্রত্যক্ষ নির্দশন ও কিছু পরোক্ষ নির্দশন। শুধু অতীত নয়, বর্তমান জীবন পর্যন্ত বিভিন্ন নিদর্শন সংরক্ষণ করে ইতিহাসের যাদুঘর। সংগৃহীত উপাদানগুলি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে — যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন— সেই যুগের ব্যবহৃত তৈজসপত্র, বাসগৃহ নির্মাণ-সামগ্রী, ইট, পাথর, অলংকার, অস্ত্রশস্ত্র, শিল্পকলা, দৈনন্দিন ব্যবহার্য সামগ্রী প্রভৃতি। ঐতিহাসিক যুগ প্রত্নতাত্ত্বিক ও লিখিত উভয় উপাদানেই সমৃদ্ধ। এইসব উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সুকুমার শিল্প, মৃৎলিপি, শিলালিপি, তাম্রলিপি, স্তম্ভলিপি, বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা, নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র, অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য, পানীয়, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র, উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, পুঁথি, পুস্তক, শীলমোহর, যানবাহন, সংগীত উপকরণ, প্রাচীনস্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য, সিংহদ্বার, দানপত্র, দিনলিপি, চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, হুকুমনামা, ফর্মান, বিভিন্ন সন্ধিপত্র, সরকারী দলিল, আইন লিখবার বিভিন্ন সমাগ্রী প্রভৃতির নিদর্শন। মডেল, ছবি, নক্সা প্রভৃতি দিয়ে ইতিহাসের যাদুঘর সাজানো হয়। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ভৌগলিক উপাদানও থাকা দরকার। বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক চার্ট, ডায়াগ্রাম, মানচিত্র, অনুকৃতি প্রভৃতি সংগ্রহশালায় রক্ষিত থাকে।

ইতিহাসের সংগ্রহশালা বা যাদুঘর থেকে সাজানোর কতকগুলি রীতি আছে। **প্রথমত:** উপরে উল্লিখিত উপকরণগুলিকে প্রথমে শ্রেণীবদ্ধ করা প্রয়োজন— যেমন মুদ্রা বিষয়ক, লিপি বিষয়ক, লিখিত দলিল ইত্যাদি। তারপর এক একটি শ্রেণীকে ধারাবাহিকভাবে সজিয়ে নিতে হবে। **দ্বিতীয়ত:** সময় কালসহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপি দিয়ে প্রত্যেকটি উপকরণকে সাজান দরকার। এছাড়া উপকরণগুলির ব্যাখ্যা সম্বলিত পুস্তিকা। ছবির বই থাকা দরকার যাতে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা এই উপকরণগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুসরণ করতে পারে।

বিদ্যালয়ে বিশেষ করে উচ্চস্তরের জন্য যাদুঘর গড়ে তুলতে পারলে অতীতকে বাস্তব ও মূর্ত করে তোলা সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। ইতিহাস সংগ্রহশালা বহু বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ থাকলেও বিদ্যালয়ে ইতিহাসের যাদুঘরে সাজানো থাকে সাধারণত প্রাচীন মুদ্রা, পরিধেয় উপকরণ, চিত্র এবং সময়জ্ঞাপক চার্ট— "the coins, custumes, pictures and time chart should be housed neatly in the history room"– K.D. Ghosh.

কারণ পূর্ণাঙ্গ যাদুঘরের মত ইতিহাসের সমস্ত উপকরণের নিদর্শন দিয়ে বিদ্যালয়ের যাদুঘর সাজান সম্ভব নয়। আবার প্রত্যক্ষ উপকরণ সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। তাই ইতিহাসের বিভিন্ন উপকরণের মডেল, ছবি, নক্সা, ডায়াগ্রাম দিয়ে বিদ্যালয় যাদুঘরে ফুটিয়ে তুলতে হবে অতীতের দৃশ্যপট। বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপকরণের (মন্দির, মসজিদ, সৌধ, স্তূপ, শিলালিপি, রাজপ্রাসাদ, সমাধি মুদ্রা, প্রাচীন চিত্রকলা ও ভাস্কর্য, আদিমকালে ব্যবহৃত জিনিস প্রভৃতি) ছবি ও মডেল কিনে শিক্ষার্থীদের দিয়ে সময়ানুক্রম অনুসারে সাজান যায়। এছাড়া ইতিহাস শিক্ষক ও আর্টশিক্ষকের পরিচালনায় ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এই ধরনের বিভিন্ন উপকরণের চিত্রঅঙ্কন ও মডেল তৈরী করানো যেতে যারে। সেই সঙ্গে তারা স্বাধীনভাবে ছবি ও সময়রেখা আঁকবে, চার্ট ও মডেল তৈরী করবে, ইতিহাসের অ্যালবাম তৈরী করবে। কিন্তু উপাদান নির্বাচন ও তৈরী করার ক্ষেত্রে সবসময় যথার্থতা ও সতর্কতা বজায় রাখতে হবে। বিভিন্ন সংগ্রহশালা ও যাদুঘর ভ্রমণ করে ঐতিহাসিক সংগ্রহের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা প্রথমে পরিচিত হয়ে তারপর নিজেরাই সেই বিষয়ে ছবি ও অনুকৃতি তৈরী করবে। ঘরবাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ, মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্রের মডেল তারা মাটি, কাগজের মণ্ড বা প্লাস্টার অব্ প্যারিস দিয়ে তৈরী করতে পারে। এছাড়া তারা যাদুঘর থেকে বিভিন্ন উপকরণের আলোকচিত্র সংগ্রহ করতে পারে।

বিদ্যালয়ে যদি পৃথকভাবে যাদুঘর গড়ে তোলার অসুবিধা হয়, তবে সাধারণ গ্রন্থাগারে এর ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য সাধারণ গ্রন্থাগারটি প্রশস্ত ও বড়সড় হওয়া প্রয়োজন। এই কক্ষের একপাশে ‘History Corner’ তৈরী করে ইতিহাসের সংগ্রহশালা ও পাঠাগার গড়ে তোলা যায়। পৃথক আলমারীতে উল্লিখিত বিভিন্ন উপকরণগুলিকে সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষক নিকটবর্তী যাদুঘরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গিয়ে প্রাচীন নিদর্শনগুলির সাথে তাদের পরিচয় করাতে পারেন। কিন্তু সংগ্রহশালা তৈরীতে তারা নিজেরা অংশগ্রহণ করলে এই বিষয়ে তাদের আরও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

বিদ্যালয়ে যাদুঘর সংগঠনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত উৎকর্ষতাগুলি বৃদ্ধি পাবে :—

প্রথমত : শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তির বিকাশ হয়, ইতিহাসে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং ইতিহাস চেতনা গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত : যাদুঘরের স্পর্শে মৃত অতীত, জীবন্ত ও বাস্তব।

তৃতীয়ত : শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং যৌথ কর্মোদ্যোগের প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

চতুর্থত : শিক্ষার্থীর সংগ্রহ, সঞ্চয় এবং সংগঠন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে ইতিহাসের যাদুঘরে।

পঞ্চমত : বিদ্যালয় যাদুঘরের মাধ্যমে গবেষণার প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। উৎস পদ্ধতি ও ডালটন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হয়।

ষষ্ঠত : নীচের ক্লাসের শিক্ষার্থীরা উপকরণের সাথে পরিচিত হয়ে ইতিহাসের প্রতি অদম্য কৌতূহল অনুভব করে।

সপ্তমত : শ্রেণী শিক্ষণ ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক আবহ সৃষ্টি হয়।

অষ্টমত : বিশ্ব-ইতিহাসের বিভিন্ন উপকরণের নিদর্শনের সঙ্গে চাক্ষুস ও মূর্ত পরিচয় অপরিচয়ের দূরত্বকে ঘুচিয়ে দিয়ে মানবসভ্যতার সামগ্রিক ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করে।

নবমত : বিদ্যালয়ের উচ্চস্তরে যাদুঘরের বিভিন্ন উপকরণের মাধ্যমে জাতীয় ও বিশ্ব-ইতিহাসের মধ্যে অনুবন্ধ রচিত হয়।

দশমত: ইতিহাসের ক্রিয়াভিত্তিক বাস্তব উপাদান যাদুঘর তৈরীর মধ্য দিয়ে বাস্তব হয়ে উঠে। ইতিহাসের যাদুঘর তাই হয়ে ওঠে ইতিহাসের বীক্ষণাগার বা কর্মশালা। তাতে শিক্ষার্থী ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে ইতিহাসকে বিচার বিশ্লেষণ করতে শেখে।

৩.৫ ইতিহাস কক্ষ (History Room)

ইতিহাস কক্ষের প্রয়োজন কেন ? ইতিহাস পাঠাগার ও ইতিহাসের যাদুঘর উভয় মিলেই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কক্ষ গড়ে তোলা সম্ভব। তবে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কক্ষের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ল্যাবরেটরির মত ইতিহাস শিক্ষার জন্যও একটি স্বতন্ত্র কক্ষের দরকার। কারণ ইতিহাস হল সমালোচনার বিজ্ঞান (Science of criticism)। বিভিন্ন উৎসমূলক উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ এবং তাদের বিচার-বিশ্লেষণ। সমন্বয় ও সংগঠন করেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়। এছাড়া ইতিহাস চেতনা সৃষ্টি করার জন্য চাই ঐতিহাসিক পরিবেশ ও আবহ। উৎস-পদ্ধতি, প্রোজেক্ট পদ্ধতি ডালটন পদ্ধতি এবং অন্যান্য পদ্ধতির সার্থক রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের ও শিক্ষা সামগ্রীর। সক্রিয়তামূলক শিক্ষা পদ্ধতির রূপয়নে ও এইসব সামগ্রীর প্রয়োজন। একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কক্ষকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের প্রত্যাশা ও পরোক্ষ নিদর্শন, বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ এবং অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী দিয়ে সুসজ্জিত করলে এই প্রয়োজন সিদ্ধ হবে।

ইতিহাস কক্ষ কীভাবে সাজাতে হবে : ইতিহাস কক্ষ কীভাবে সাজানো হবে তা ইতিহাস কক্ষের উদ্দেশ্য থেকেই বোঝা যায়।

প্রথমত : ইতিহাস কক্ষটি বেশ বড়, খোলামেলা ও পরিসর যুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বড় ব্ল্যাকবোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, দেওয়াল আলমারি প্রভৃতি সুন্দরভাবে সাজান থাকা দরকার। এছাড়া শিক্ষকের বসবার এবং ছাত্রদের জন্য যথাক্রমে চেয়ার টেবিল ও ডেক্স থাকবে।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটাতে পারে এমন সব সুনির্বাচিত ও প্রয়োজনীয় গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা দিয়ে সজ্জিত পৃথক পৃথক পাঠাগার বা আলমারী থাকবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিবৈষম্য ও বিষয়ের প্রকৃতি অনুসারে পাঠ্যপুস্তক, রেফারেন্স বই, সহায়ক গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকাগুলি সজ্জিত হবে।

তৃতীয়ত : কিছু দেওয়াল আলমারী ও অন্যান্য কাচের শোকেসে ঐতিহাসিক উপাদানগুলির নিদর্শন সাজিয়ে রাখতে হবে। বস্তুতঃ পাঠাগার ও সংগ্রহশালার আধারগুলি ইতিহাস কক্ষের দুইপাশে সজ্জিত থাকলে ভাল হয়।

চতুর্থত : ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে আঁকা বা অন্যভাবে সংগৃহীত ঐতিহাসিক চিত্র ইতিহাস কক্ষের দেওয়ালে সঞ্চিত থাকবে। ইতিহাসখ্যাত প্রসিদ্ধ ব্যাক্তিদের ও ঐতিহাসিক ঘটনার ছবিগুলি যেন সুনির্বাচিত হয় এবং কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত থাকে।

পঞ্চমত : সংগৃহীত মূল উপকরণগুলির— যেমন প্রাচীনমুদ্রা, লিপি, অলংকার, পোশাক-পরিচ্ছদ, ব্যবহৃত তৈজসপত্র প্রভৃতির মডেলগুলি যেন কালানুক্রমিকভাবে সজ্জিত থাকে।

ষষ্ঠত : বিভিন্ন যুগের ঐতিহাসিক মানচিত্র, বিখ্যাত যুদ্ধগুলির সৈন্যদের অবস্থানের মানচিত্র, সৈন্যদলের অভিযানের পথ প্রভৃতির মানচিত্র ও স্কেচ স্থান চেতনা উন্মেষ করার জন্য বিদ্যালয় কক্ষে সজ্জিত থাকবে।

সপ্তমত : ইতিহাস কক্ষটির দেওয়ালের উপর একটি টানা সময়রেখা আঁকা থাকবে অথবা সময়রেখাটি কার্ডবোর্ডের উপর এঁকে পেরেক দিয়ে দেওয়ালে আটকে দিতে হবে। সময়রেখাটি সমান কতকগুলি অংশে ভাগ করে নিতে হবে। এক একটি ভাগ যেন এক একটি ঐতিহাসিক শতাব্দীর সূচক হয়। এই টানা সময় রেখার যথাযোগ্য স্থানে এই শতকগুলির বিখ্যাত তারিখগুলির উল্লেখ থাকবে এবং ইতিহাস খ্যাত মহামানবদের চিত্র আঁকা থাকবে।

অষ্টমত : সময়চেতনা সৃষ্টি ও সভ্যতার ধারাকে বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখবার জন্য কক্ষটিকে পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক দেশ ও সভ্যতার (যেমন— ব্যাবিলন, মিশর, ভারত, চীন, গ্রীস, রোম, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, রাশিয়া) উন্মেষ, বিকাশ ও পতন সময়রেখা দিয়ে সাজান যায়।

নবমত : বিভিন্নযুগ বা সাম্রাজ্যের সময়-রেখা, সময়গ্রাফ, সময়-তালিকা, টাইমডায়াল, ডেট বোর্ড (date board) প্রভৃতি থাকবে।

দশমত : আর থাকবে ঐতিহাসিক লেখচিত্র (Historical graph) যার দ্বারা বিখ্যাত রাজবংশগুলির ও বিখ্যাত আন্দোলনগুলির সূত্রপাত, বিকাশ ও পতনের ধারা বোঝান যায়। কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির উত্থান, বিকাশ ও পতনের তুলনামূলক গ্রাফ যেমন— ব্যাক্ষণধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম মোঘল ও মারাঠা শক্তি, ইংরেজ ও ফরাসী শক্তি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অঙ্কিত কিছু তুলনামূলক গ্রাফ ইতিহাস কক্ষে রাখা প্রয়োজন।

একাদশতম: সিনেমা, প্রোজেকশন, টেলিভিশন, রেডিও, এপিডায়াস্কোপ, ম্যাজিক, লান্টার্ন, গ্রামাফোন প্রভৃতি থাকবে।

দ্বাদশতম : শিক্ষার্থী কর্তৃক প্রকাশিত ইতিহাসের দেওয়াল পত্রিকাও থাকবে। আর থাকবে একটি বড় গ্লোব (globe)। কক্ষের একপ্রান্তে ঐতিহাসিক দৃশ্যাদি অভিনয়ের জন্য ক্ষুদ্রমঞ্চ থাকলে ভাল হয়।

ইতিহাস কক্ষের উপযোগিতা : উপরে বর্ণিত ইতিহাসে কক্ষের কল্পনা করাও বোধহয় আমাদের দেশে বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়। যাইহোক ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের জন্য স্বাধীনভাবে পড়াশুনা করা, গবেষণামূলক চিন্তাশক্তির উন্মেষ ঘটানো, ঐতিহাসিক সময় চেতনা সৃষ্টি করা, মানচিত্রের ব্যবহার শেখা, রেফারেন্স ও সহায়ক গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা, শিক্ষণের সময় শিক্ষকমহাশয় যাতে সহজে এবং দ্রুততর সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপকরণের ব্যবহার করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা, কর্মভিত্তিক পদ্ধতিতে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া এবং সর্বোপরি বিষয়বস্তুকে যথার্থ ঐতিহাসিক পরিবেশে জীবন্ত ও মূর্ত করার ক্ষেত্রে ইতিহাস কক্ষের অতি সাধারণ ব্যবস্থাও বিশেষ কার্যকরী হতে পারে।

৩.৬ ঐতিহাসিক স্থানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ (Educational excursions to historical places)

শিক্ষামূলক ভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা : শিক্ষামূলক ভ্রমণের দ্বারা পঞ্চইন্দ্রিয়কে একযোগে ব্যবহার করে শিক্ষাকে আনন্দদায়ক, বাস্তব অভিজ্ঞতামুখী, কর্মকেন্দ্রিক ও বিজ্ঞানসম্মত এবং বিশেষ করে ইতিহাসের মত বিজ্ঞানধর্মী বিষয়কে তথ্যনির্ভর ও জীবন্ত করে তোলা যায়। পুঁথিনির্ভর ও তত্ত্বসর্বস্ব শিক্ষা এর মাধ্যমে জীবন্ত হয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, বিভিন্ন ঐতিহাসিক সংগ্রহশালা, প্রাচীন মন্দির, মসজিদ, কেল্লা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ প্রত্যাক্ষা দর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কাছে অতীত হয়ে ওঠে মূর্ত ও জীবন্ত।

ঐতিহাসিক স্থানে শিক্ষা ভ্রমণের সাংগঠনিক রূপ : তবে শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিকল্পিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এই ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। (i) শিক্ষকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষামূলক ভ্রমণ সংগঠিত করতে হবে। (ii) ভ্রমণের উদ্দেশ্য মূলত: শিক্ষামূলক; এজন্য দেখতে হবে যেন এই ভ্রমণ শুধুমাত্র প্রমোদভ্রমণে পর্যবসিত না হয়। (iii) এজন্য ঐতিহাসিক স্থান বা যাদুঘর সম্পর্কে পুস্তিকায় ব্যাখ্যা সম্বলিত নির্দেশিকা দেওয়া প্রয়োজন। (iv) প্রোজেক্টধর্মী হলে এই ধরনের ভ্রমণে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে পরিকল্পিত কর্মসূচী (Assignment) সম্পদনের দায়িত্ব দেওয়া যায়। (v) পুরোনো কোন কেল্লা যদি দর্শনের জন্য নির্দিষ্ট হয় তাহলে কেল্লাটির গঠনরীতি, শিল্পরীতি, পরিখা প্রাচীর গাত্র প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে বিশ্লেষণ ও তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন দলকে দেওয়া হবে। তারা স্কেচ আঁকবে এবং ছবি তুলবে। (vi) পরে সংগৃহীত তথ্যের উপর শ্রেণীতে আলোচনা হবে এবং তথ্যগুলির সমন্বয় ও সংগঠন করা হবে। এক একটি দলের দায়িত্ব গ্রুপ লিডারকে দেওয়া হবে। তাছাড়া ভ্রমণের অন্যান্য আনুষঙ্গিক সংগঠনমূলক কাজগুলির দায়িত্ব বিভিন্ন গ্রুপগুলির মধ্যে বণ্টন করা দরকার।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের সুফল : ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে কতকগুলি সুফল লাভ করা যায়। যথা—(১) অতীতকে প্রাথমিক অভিজ্ঞতার স্তরে নিয়ে গিয়ে শিক্ষাকে মূর্ত ও বাস্তব করা যায়। (২) শিক্ষার্থীর ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণে ঐ স্থানের ভৌগলিক ও অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচয় হয়। (৩) একঘেয়ে শ্রেণী শিক্ষণ থেকে শিক্ষাকে আনন্দমূলক স্তরে নিয়ে যাওয়া যায়। (৪) সামাজিক যুথবদ্ধতার শিক্ষা হয়। (৫) বিদ্যালয় যাদুঘরের জন্য শিক্ষার্থীরা ঐতিহাসিক নিদর্শন, ছবি প্রভৃতি সংগ্রহ করতে পারে। (৬) বিভিন্ন যুগের শিল্পকলা, জীবনধারণের রীতিসম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের ইতিহাস চেতনাকে দৃঢ় করে। (৭) শিক্ষার্থীর আগ্রহ, কৌতূহল এবং কল্পনাশক্তি বৃদ্ধি পায়।

আমাদের দেশে শিক্ষামূলক ভ্রমণের ব্যবস্থা করা কষ্টসাধ্য। এছাড়া আর্থিক ও সাংগঠনিক অসুবিধা আছে। তবে স্থানীয় এবং কাছাকাছি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানে, যাদুঘরে বা সংগ্রহশালায় বছরে দু একবার শিক্ষাভ্রমণের ব্যবস্থা করা যায়।

৩.৭. সহায়ক পাঠ (Collateral reading)

সহায়ক পাঠ কেন দরকার : ইতিহাসের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকটি পড়া, শিক্ষকের মৌলিক বর্ণনা শোনা বা শ্রেণীকক্ষে ইতিহাসের আলোচনায় সক্রিয়ভাবে যোগদান করা ইতিহাস শিক্ষার পরিপূর্ণ সার্থকতার পক্ষে যথেষ্ট নয়। নানাধরনের শিক্ষাধর্মী উপকরণ ব্যবহার করেও যথাযথ ইতিহাস চেতনা জাগ্রত করা যায় না। ইতিহাসের ব্যাপকতা ও গভীরতাকে উপলব্ধি, ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনার তাৎপর্য অনুধাবন, তাদের তুলনামূলক মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণধর্মী সমালোচনা করা, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির বিজ্ঞানধর্মী পর্যালোচনা করা প্রভৃতি ইতিহাস শিক্ষার সঙ্গে জড়িত। তাই পাঠ্যপুস্তক পড়া ও শিক্ষকের আলোচনা শোনা ছাড়াও ইতিহাস ও অন্যান্য সমধর্মী পুস্তক শিক্ষার্থীকে পড়তে হবে।

সহায়ক পাঠের অর্থ : ইতিহাসের সমধর্মীপুস্তকের 'অতিরিক্ত পাঠ' অধ্যয়নের মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষাকে পূর্ণতা দেয় ফলে, ইতিহাসের যে অধ্যায়টি পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়া হয়েছে সেই অধ্যায়টি সম্বন্ধে জ্ঞান প্রশস্ততর

হয় এবং শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে নতুন আলোর সন্ধান পায় এবং ঐতিহাসিক চিন্তনে অভ্যস্ত হয়। ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে অতিরিক্ত অধ্যয়ন হিসাবে সহধর্মী বা অন্য যে কোনো পুস্তকের সমান্তরাল পাঠকে ‘সহায়ক পাঠ’ বা ‘collateral reading’ বলে। সমধর্মী ইতিহাস বই এর মাধ্যমে বিশেষ করে উচ্চস্তরে অতিরিক্ত পাঠের অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। Reference বই পড়ার অভ্যাসও এই স্তরে গড়ে তুলতে হবে। Reference ও সমধর্মী বই এর গুরুত্ব প্রসঙ্গে — ‘Madison Conference’ এর এই মন্তব্যটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ— ‘‘কাঁচের পাত্র এবং রবার টিউ ছাড়া রসায়ন শাস্ত্রের পঠন পাঠন যেমন অসম্ভব, ইতিহাসের ক্ষেত্রে Reference সহধর্মী পুস্তক ছাড়া সার্থক পাঠদানও অসম্ভব।’ সহায়ক পাঠের উপযোগিতা (Needs of Collateral reading) এই বিষয়ে অধ্যাপক জনসনের (Johnson) মতামত উল্লেখ করা যায়—

প্রথমত : ইতিহাসের বিষয়বস্তুর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের দ্বারা বিষয়বস্তুকে বাস্তবসম্মত করে তোলা দরকার। সহায়ক পাঠই এই বাস্তব উপাদান সংযোজন করতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়ত : সহায়ক গ্রন্থ থেকে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নোট তৈরি করবে। অবশ্য এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সহায়ক গ্রন্থ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিই চয়ন করে।

তৃতীয়ত : ইতিহাস শুধু কতকগুলি ঘটনার শুষ্কবিবরণ নয়, পর্যাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে ইতিহাসকে হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় এবং ব্যাঞ্জনাময় করে তোলার জন্য সহায়ক পাঠের প্রয়োজন। ঐতিহাসিক নাটক উপন্যাস প্রভৃতি গ্রন্থ এই ধরনের উপাদানের উৎস।

চতুর্থত : ঐতিহাসিক সাহিত্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় ঘটে সহায়ক গ্রন্থের মাধ্যমে।

পঞ্চমত : উৎসগুলির মাধ্যমে ঐতিহাসিক তথ্যের বিচার বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবার ক্ষেত্রেও সহায়ক পাঠের সাহায্য নিতে হয়।

অন্যান্য উপযোগীতা : উপরে উল্লিখিত উপযোগীতা ছাড়াও সহায়ক পাঠের আরও কয়েকটি উপযোগীতা আছে। এগুলি হল—

প্রথমত : অতিরিক্ত পাঠের মাধ্যমে পড়ার অভ্যাস তৈরী হয় এবং ইতিহাস সম্পর্কে অন্তদৃষ্টি গড়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত : পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে সহায়ক গ্রন্থ পাঠ জ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা আনতে পারে।

তৃতীয়ত : শিক্ষার্থীর কৌতূহল, আগ্রহ, সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মেষ ঘটিয়ে সহায়ক গ্রন্থপাঠ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিহাস চেতনা গড়ে তোলে।

চতুর্থত : উৎসপদ্ধতি, নাটকীয়করণ, ডালটনপদ্ধতির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়ক পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। ইতিহাসের Laboratory-তে সহায়ক গ্রন্থ (ঐতিহাসিক সাহিত্য ও উপন্যাস, উৎস-পুস্তক, ইতিহাস বিষয়ক পত্রপত্রিকা) থেকে তথ্যচয়ন, বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করে ‘ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে’ সিদ্ধান্তে আসা উৎস পদ্ধতির মূল কথা। সহায়ক গ্রন্থের সাহায্যে নাটক, সংলাপ, স্বকথন, কাল্পনিক চিঠি, নিবন্ধ প্রভৃতি শিক্ষার্থীরা নিজেরাই রচনা করতে পারে।

পঞ্চমত : ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক পাঠের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

পরিশেষে বলা যায় বিষয়বস্তু গিলিয়ে দেওয়ার (Spoon feeding) প্রবণতা, পাঠ্য পুস্তকের মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য, পরীক্ষাভিত্তিক শিক্ষার যান্ত্রিকতা ও সংকীর্ণতা প্রভৃতি ত্রুটিগুলি সহায়ক পাঠের মাধ্যমে কিছুটা দূর করা সম্ভব হতে পারে।

শ্রেণীকক্ষে সহায়কপাঠের প্রয়োগ (Application of Collateral reading in class room) :

শিক্ষার্থীদের স্তরভেদে সহায়ক পাঠের প্রকৃতি : প্রাথমিক স্তর থেকেই সহায়কপাঠের পরিকল্পনা শুরু করা এবং দৈনন্দিন শ্রেণী শিক্ষণের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। প্রাথমিক স্তরে কোন একটি বিষয়ে পাঠশেষ করে শিক্ষকই বিষয় সম্পর্কে অন্যান্য গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ তাদের পড়ে শোনাতে পারেন বা ঐ সম্পর্কে কোন গল্প বা কবিতা থাকলে তা তাদের পড়তে বলতে পারেন অথবা প্রথম দিন সহায়ক গ্রন্থ থেকে পাঠ করে পরের দিন ঐ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। এইভাবেই শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে ঐতিহাসিক গল্প, কবিতা প্রভৃতি পড়তে উৎসুক হবে।

মধ্যস্তরে শিক্ষার্থীরা বাস্তব সচেতন। তাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক স্তরের মতই পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। তবে সহায়ক গ্রন্থগুলি অপেক্ষাকৃত উঁচুমানের হওয়া উচিত। এই স্তরে ঐতিহাসিক উপন্যাস, জীবনী ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি পড়া উচিত।

উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীদের মননশীলতা ও যুক্তিবাদিতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন প্রামাণ্যগ্রন্থ, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ঐতিহাসিক কাব্য ভ্রমণ কাহিনী (যাতে ইতিহাসের সঙ্গে ভৌগলিক বৃত্তান্ত যুক্ত রয়েছে), জীবনী, স্মৃতিকথা, স্থানীয় ইতিহাস, বিশেষ যুগের ইতিহাস প্রভৃতি সহায়ক গ্রন্থপাঠ এই স্তরের উপযোগী। এই স্তরের শ্রেণীপাঠে এই সব গ্রন্থের কিছু কিছু অংশ উল্লেখ ও আলোচনা করা ভাল, অবশ্যই পাঠপুস্তকের সঙ্গে সংগতি রেখে। Assignment বা কর্মনির্দেশন ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট সহায়ক গ্রন্থসমূহ পাঠ এবং সেগুলি থেকে তাদের সংগৃহীত তথ্যের উপর আলোচনা হতে পারে। এছাড়া ঐসব বিষয়ে অনুশীলনী সম্পাদন, নিবন্ধ রচনা বা বিতর্কেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সহায়ক পাঠের প্রয়োগে গ্রন্থাগার ও অন্যান্য ব্যবস্থা : বিদ্যালয়ে বিভিন্ন স্তরে সহায়ক পাঠের সার্থক প্রয়োগ সুষ্ঠু সাংগঠনিক পরিকল্পনা দরকার এজন্য বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রত্যেকটিকে কয়েকটি Group দলে ভাগ করতে হবে। প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য সময় নির্ঘণ্টে সপ্তাহে দুদিন দুই পিরিয়ড পাঠাগারে (Seminar Library) পড়ার ব্যবস্থা থাকবে। নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য আলাদা Seminar বা Subject বা Class Library থাকা দরকার। ইতিহাস কক্ষে প্রতিবেশীর জন্য আলাদা বইয়ের আলমারীর ব্যবস্থাও করা যায়। তারপর গ্রুপভিত্তিকে আলাদা আলাদা সময়ে বই বিতরণ করা দরকার। এতে বই পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা বন্ধ করা যায়। সকলের জন্য ‘Subject Library’ যেমন ‘Common’ বই রাখা দরকার, তেমনি ব্যক্তি বৈষম্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন গ্রন্থও থাকবে।

সহায়ক পাঠ ব্যবহারের নিয়ম : এখন প্রশ্ন হল শিক্ষার্থীরা সহায়ক গ্রন্থ কিভাবে পড়বে। নির্দিষ্ট Assignment কেমন হবে? পাঠ নির্দেশিকায় থাকবে বই এর নাম, অনুশীলনী (Exercise) ইত্যাদি। শিক্ষার্থীরা সহায়ক ও রেফারেন্স গ্রন্থ থেকে নির্দিষ্ট পরিকল্পনায় নোট তৈরী করবে। পরিকল্পনাটি হল এইরূপ— (১) গ্রন্থ লেখকের নাম; (২) গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম; (৩) গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডের সংখ্যা, প্রকাশক, প্রকাশনা স্থানের নাম; (৪) পঠিত

অংশের পৃষ্ঠাসংখ্যা, এই অংশের অধ্যায়ের নাম; (৫) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত মন্তব্য সাধারণতঃ অতিরিক্ত তথ্য, শ্রেণীতে আলোচিত ও পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয় থেকে এই তথ্যগুলির মিল ও পার্থক্য কোন অংশগুলি শিক্ষার্থীর কাছে সমস্যাজনক এবং কোন অংশ তার ভাল লেগেছে— এইসব বিষয়ে শিক্ষার্থী মন্তব্য করবে।

সহায়ক পাঠের প্রয়োগে অসুবিধা (Limitations of Collateral reading):— শ্রেণী শিক্ষণে সহায়ক গ্রন্থের প্রয়োগে কিছু কিছু অসুবিধাও দেখা দিতে পারে। এগুলি হল—

প্রথমত : বাংলাভাষায় ঐতিহাসিক গ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সংখ্যায় অল্প। বস্তুতঃ বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণীর উপযোগী এই ধরনের সহায়ক গ্রন্থের অভাব আছে। রেফারেন্স বই বেশীরভাগই ইংরাজীতে।

দ্বিতীয়ত : সহায়ক পাঠ নির্ভর করে উপযুক্ত স্কুল সংগঠনের উপর। শ্রেণীলাইব্রেরী, বিষয়গ্রন্থাগার, সেমিনার লাইব্রেরীর কল্পনাও শতকরা এক-দুভাগ স্কুল করতে পারে না। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার বলতে যা আছে তাতে ইতিহাসের বই এর সংখ্যা খুবই কম।

তৃতীয়ত : এই ধরনের পাঠচর্চা নির্ভর করে শিক্ষকের দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর, সেরকম দক্ষ শিক্ষক কজন আছেন?

চতুর্থত : বর্তমান পাঠক্রমের মাত্রাতিরিক্ত চাপের জন্য সময় নির্ঘন্টে এই ধরনের পাঠব্যবস্থা করাও অসুবিধা জনক।

৩.৮ সারসংক্ষেপ (Summary)

বিষয়বস্তুকে বাস্তবায়িত করার জন্য যে সব শিক্ষামূলক বস্তু ব্যবহার করা হয় অথবা বিষয়বস্তুকে শ্রেণীকক্ষে বর্ণনার সময় যে সব সহায়ক বস্তুর সাহায্য নেওয়া হয় তাকেই সাধারণ অর্থে উপকরণ বলে। ইতিহাসের উপকরণগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

(১) দৃশ্য উপকরণ — মানচিত্র, সময়রেখা, সময়তালিকা, ছবি।

(২) শ্রাব্য উপকরণ — বেতার, টেপরেকর্ডার।

(৩) যুগপৎ দৃশ্য ও শ্রাব্য উপকরণ — সবাকচলচিত্র, টেলিভিশন।

ইতিহাসে স্থান চেতনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের যে কোন ঘটনার সঙ্গে জড়িত স্থান বা পরিবেশ সম্পর্কে যথাযথ চেতনাই হল ইতিহাসের স্থান চেতনা।

ইতিহাসের স্থান চেতনার উন্মেষ যেমন গুরুত্বপূর্ণ, সময় চেতনার উন্মেষ তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুতঃ পৃথিবীর কোন স্থানের ইতিহাসে বিবৃত ঘটনাটি ঘটেছিল এবং কতদিন আগে ঘটেছিল এই দুটি বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট না হলে কোন অতীত ঘটনাই বাস্তবে রূপ পায় না বা জীবন্ত হয় না।

বিদ্যালয়ে ইতিহাস সংগ্রহশালার মধ্যে প্রাচীনমুদ্রা, শিলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন, লিপি, অতীতের নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, টেরাকোটার নিদর্শন, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সংগ্রহ করে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ, সঞ্চয়, সংগঠন, গবেষণামূলক চিন্তাধারা ইত্যাদি গড়ে তোলে। জাদুঘরের সাজসরঞ্জাম, মডেল, ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে অতীতকে সহজে মূর্ত করে তোলা যায়।

ইতিহাস পঠনপাঠনের জন্য ও ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহ কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য ইতিহাস কক্ষ তৈরী করা হয়। ইতিহাস কক্ষ থাকলে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস বিষয়ক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে পারে। ইতিহাস কক্ষের মাধ্যমে ইতিহাস শিক্ষা সার্থক ও বাস্তবমুখী হয়ে ওঠে। সুসজ্জিত ও সুবিন্যস্ত ইতিহাস কক্ষের মাধ্যমে ইতিহাস চেতনা সৃষ্টি ও মৃত ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে তোলা যায়।

শিক্ষামূলক ভ্রমণের মাধ্যমে বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বইয়ের ঘটনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হলে শিক্ষার্থীর কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয়। গতানুগতিক, প্রাণহীন, বৈচিত্র্যহীন, আনন্দহীন, নীরস পুথিগত পাঠের একঘেয়েমি নষ্ট হয়। ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর দেহ, মন ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ তৃপ্তি হয়। শিক্ষার্থীরা প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জন করতে পারে ও বাস্তববাদী হয়ে ওঠে।

শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের সীমিত গণ্ডির মধ্যে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, রুচি, কৌতূহল চরিতার্থ হয় না। তাই ইতিহাস পাঠকরা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক, ঐতিহাসিক সাহিত্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত, জীবনী, বিভিন্ন উৎসমূলক গ্রন্থ পড়তে চায়। ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই সব গ্রন্থের পাঠকে সমধর্মী পুস্তক পাঠ বলা হয়।

৩.৯ Self Check Questions

(১) ইতিহাস শিক্ষায় সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

(২) সহায়ক উপকরণগুলিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? এই ভাগগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

(৩) ইতিহাস যাদুঘরের উপযোগিতা লিখুন। ভারতীয় ইতিহাস শিক্ষণে যাদুঘরের সংগঠন ও ব্যবহার কিভাবে করবেন?

(৪) ইতিহাস শিক্ষক হিসাবে আপনি কিভাবে ইতিহাস কক্ষ তৈরী করবেন?

(৫) সমধর্মী পাঠ্যপুস্তক বলতে কী বোঝায়? ইতিহাস শিক্ষক হিসাবে শিক্ষার্থীদের কী ধরনের সমধর্মী পাঠের জন্য উৎসাহিত করবেন? যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।

(৬) ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণের গুরুত্ব লিখুন।

৩.১০ References

(i) পাত্র, গৌতম (২০১২), ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখাস, রীতা পাবলিকেশন, কলকাতা।

(ii) ভক্তা, ভক্তিভূষণ ও ভক্তাআরতি (২০১২), অভিনব শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

(iii) দেবনাথ, দেবব্রত (২০০৯), ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি রীতা পাবলিকেশন, কলকাতা।

(iv) বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিপ্রসাদ (১৯৯২), ইতিহাস তত্ত্ব ঃ বিষয় ঃ পাঠপদ্ধতি, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, কলকাতা।

(v) হালদার গৌরদাস (২০০৬-০৭), শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

(vi) Aggarwal J.C, (২০০৭), Teaching of History a Practical Approach, Vikas Publishing House PVT. LTD, Delhi

(vii) Mangal. SK & Mangal. Uma (২০০৮), Teaching of social Studies, PHI learning Private Limited, New Delhi.

একক - ৪

ইতিহাস শিক্ষক

HISTORY TEACHER

৪.১ — সূচনা
৪.২ — উদ্দেশ্য
৪.৩ — ইতিহাস শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী
৪.৪ — ইতিহাস শিক্ষক এবং বিতর্কিত বিষয়
৪.৫ — ইতিহাস প্রশ্নকরণের ধরণ
    ৪.৫.১ —প্রশ্ন
    ৪.৫.২ —প্রশ্ন ও প্রশ্নের তাৎপর্য
    ৪.৫.৩ —প্রশ্নের উপযোগীতা
    ৪.৫.৪ —প্রশ্নের শ্রেণীবিভাগ
    ৪.৫.৫ —আদর্শ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য
    ৪.৫.৬ — ইতিহাস শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণের কৌশল
৪.৬ — Summary
৪.৭ — Self check questions
৪.৮ — Reference

৪.১ সূচনা

ইতিহাস শিক্ষণ প্রসঙ্গে — আলোচনা করতে গেলে শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যতীত এমন অনেক বিষয় আছে যেগুলির ধারণা ছাড়া ইতিহাস পাঠদান সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এগুলিকে ঠিক উপকরণ হিসাবেও চিহ্নিত করা যায় না। অথচ বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সময় এবং পাঠদান কতটা কার্যকরী হয়েছে তা জানতে গেলে বা মূল্যায়ণ করতে গেলে এগুলির ব্যবহার অপরিহার্য। ইতিহাসের বিজ্ঞানময় বৈশিষ্ট্যগুলিকে শিক্ষার্থীদের কাছে যথাযথ ভাবে উন্মোচিত করার জন্য এইসব প্রসঙ্গগুলি যথাযথ আলোচনা করা দরকার। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই কতকগুলি বিষয় এই এককে আলোচনা করা হল।

৪.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা—

- ইতিহাস শিক্ষক কেমন হওয়া উচিত তা জানতে পারবে।
- ইতিহাসের বিভিন্ন বিতর্কিত বিষয় পড়ানোর সময় ইতিহাস শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে পারবে।
- ইতিহাস শিক্ষাদান এবং মূল্যায়ণের জন্য কিরকম প্রশ্ন হওয়া উচিত তা জানতে পারবে।

৪.৩. ইতিহাস শিক্ষকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী ঃ (Essential Qualities of History Teacher)

ইতিহাস শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি শুধু জ্ঞানের আধার নন, বা প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদানকারী নন; তিনি শিক্ষার্থীর পরিচালক, দার্শনিক ও বন্ধু। শুধু তাই নয় শিক্ষাকে সার্থক করার জন্য একদিকে তিনি হবেন বিভিন্ন পঠন পদ্ধতি এবং শিশোপকরণ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, অন্যদিকে তার দৃষ্টিভঙ্গী হবে সংস্কারমুক্ত, উদার এবং বিজ্ঞানসম্মত। বিশেষ করে ইতিহাসের শিক্ষক অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকদের তুলনায় শুধু স্বতন্ত্রই নন, ব্যাপকতর বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, এই কারণে ইতিহাস শিক্ষক সম্পর্কে বলা হয় — "Besides having a good knowledge of his subject, a vivid imagination, aromantic sense of history and fair powers of sketching, he must be a good story teller, especially in the initials stages have a grip of method, and that cultured catholocity of mind that comes from a proper study of history ..... he must have a refreshing outlook and should always have open mind." — প্রয়োজনীয় আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাস শিক্ষকের কাছ থেকে অসম্ভব কিছু দাবী করার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু বিষয়বস্তু, ইতিহাস সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী এবং পদ্ধতি ও উপকরণ—সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান শিক্ষকের থাকতেই হবে। ইতিহাস পড়াবার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও তাকে সচেতন থাকতে হবে।

বিষয়জ্ঞান

ইতিহাস শিক্ষক তাঁর বিষয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হবেন। কতকগুলি বিষয়বস্তু জানা আর বিষয়বস্তুর উপর দখল থাকা এক কথা নয়। জ্ঞানের গভীরতা থাকা এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানোর সঠিক ক্ষমতা থাকলেই শিক্ষক মহাশয় সঠিক জ্ঞানের অধিকারী হবেন। ইতিহাসের তথ্য জ্ঞান তখনই পূর্ণাঙ্গ হবে যখন শিক্ষক মহাশয় এই তথ্যগুলির ঐতিহাসিক মূল্য, তাৎপর্য, প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে অবহিত হবেন।

তাঁর একদিকে যেমন সুস্পষ্ট বিষয়জ্ঞান থাকবে তেমনি অন্যদিকে ইতিহাসের অন্য একটি বিশেষ অংশ সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ হবেন। বিশেষভাবে ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে তিনি মূল উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যগুলির বিচার বিশ্লেষণ ও সমন্বয় করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন। এই মানসিক অনুশীলন দ্বারাই তিনি বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার চেতনার অধিকারী হবেন এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চেতনার উন্মেষ ঘটাতে পারবেন।

বিশেষ ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান

বিষয় সম্পর্কে আরও দু একটি কথা মনে রাখা দরকার। কোন একটি বিশেষ যুগ সম্পর্কে চর্চা করাই যথেষ্ট নয়, বিশ্ব ইতিহাস তথা, মানবসভ্যতার সামাজিক ইতিবৃত্ত সম্পর্কেও শিক্ষকের দখল থাকা প্রয়োজন। ইতিহাস সম্পর্কে মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া ইতিহাস পড়ানোর কোন সার্থকতা নেই। এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর করে মানব ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞানের গভীরতার উপর। বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই জাতির ইতিহাসকে তুলে ধরা প্রয়োজন। মানবজাতির সামগ্রিক অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতেও জাতির ইতিহাসকে বিচার করা প্রয়োজন তা না হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবজাতির অখণ্ডতার চেতনা জাগানো সম্ভব নয়।

বিশ্ব ইতিহাসের জ্ঞান

বিশ্ব ইতিহাসের জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে নৃতত্ত্ব (Anthropology) সম্পর্কীয় জ্ঞান। বস্তুত; মানবজাতির প্রাচীনত্ব, মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের জ্ঞান ছাড়া ইতিহাস শিক্ষণ বিজ্ঞান সম্মতস্তরে উন্নীত হতে পারে না। শিক্ষকমহাশয় শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেন না নিজেকে গড়ে তোলার দায়িত্বও শিক্ষকের। নিজের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করার নিরন্তর প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই ইতিহাস শিক্ষক নিজেকে গড়ে তুলবেন— "Intellectually as well as morally, the teacher ought himself to be perpetually learning and so constantly be above of his scholars." রবীন্দ্রনাথও বলেছেন যে শিক্ষকের জ্ঞান পিপাসা যদি নিরন্তর না হয় তবে শিক্ষক সার্থক শিক্ষক হতে পারেন না। তাঁর জ্ঞান পিপাসা প্রজ্জ্বলিত না থাকলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান প্রদীপকে তিনি কীভাবে প্রজ্জ্বলিত করবেন।

নৃতত্ত্বের জ্ঞান

ইতিহাসের শিক্ষককে সর্বাধুনিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। ইতিহাসকে বিজ্ঞানভিত্তিক করার জন্য ঐতিহাসিকগণ প্রতি নিয়ত গবেষণা করে যাচ্ছেনা। তাই নতুন তথ্যের আলোকে অনেক পুরানো সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে যাচ্ছে। যেমন সিন্ধু সভ্যতা এবং মেহেরগড় সভ্যতার আবিষ্কার ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার পরিবর্তন এনেছে। এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে বা দেশের বাইরে এমনসব প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য নিদর্শন মাঝে মাঝে আবিষ্কৃত হচ্ছে যেগুলি আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসকে নূতন দিকে প্রবাহিত করতে পারে। রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে যে বিতর্কের ঝড় উঠেছে তা ভারতের ইতিহাসের পৌরাণিক যুগ সম্পর্কে ধারণাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিতে পারে। আধুনিক ইতিহাস সম্পর্কেও সকল তথ্যই সন্দেহ বা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে অনেক তথ্যই অজানা রয়ে গেছে। এই সব বিষয় সম্পর্কে ইতিহাস শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে।

সর্বাধুনিক তথ্য সম্পর্কে জ্ঞান

ইতিহাস শিক্ষক এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষার কাজকে পরিচালনা করবেন। সকলরকম সংস্কার পূর্বধারণা এবং একদেশদর্শিতার ঊর্ধ্বে তিনি অবস্থান করবেন। সাম্প্রদায়িকতা বা উগ্রজাতীয়তার স্বার্থে তিনি যেন ইতিহাসের সত্যকে বিকৃত না করেন। ভারতের ইতিহাসের এমন অনেক ঘটনা আছে যেখানে সাম্প্রদায়িক

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি

দিকগুলিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জাগিয়ে তোলা হয়। ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষনীতিতে এমনভাবে চিত্রিত করা হয় যাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি হিন্দু শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক বিরূপতার সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু কোন একজন সম্রাট বা রাজার একটি বিশেষ নীতিই ইতিহাসের শেষ কথা নয়। ঔরঙ্গজেবরা যেমন ইতিহাসের পাতা জুড়ে রয়েছেন, তেমনি আকবরের মত উদার মতাবলম্বী সম্রাটরাও ইতিহাসের পাতায় ভাস্বর হয়ে আছেন, বাংলার আলাউদ্দিন হুসেনশাহ ও কাশ্মীরের জয়নাল আবেদীনের মত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি উদার সুলতানরাও ইতিহাসের পাতা জুড়ে রয়েছেন।

জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিকতা বোধ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী

ইতিহাস শিক্ষক বিষয়বস্তু উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ জাগিয়ে তুলতে পারেন। কারণ শিশুদের সহজেই বোঝান যায় যে ন্যায়ই করুক, অন্যায়ই করুক আমার দেশ এবং এইভাবেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ও জাতির প্রতি সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণার বীজ শিশুমনে বপন করা যায়। কিন্তু শিক্ষার্থীকে বোঝাতে হবে যে প্রতিটি দেশ, প্রতিটি জাতি বৃহত্তর পৃথিবীর সমস্ত মানব সমাজের অংশ এবং মানব সভ্যতার সংস্কৃতিতে সকল দেশেরই অবদান রয়েছে। তাই বলা হয় ইতিহাস শিক্ষক জাতিকে তৈরিও করতে পারেন আবার ধ্বংসও করতে পারেন — “History teacher can make or mar a nation.”

পঠন পদ্ধতির জ্ঞান

ইতিহাস শিক্ষকের পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা থাকা দরকার, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং ব্যক্তিত্ব থাকলেই সবসময় শিক্ষণ কার্যে দক্ষতা অর্জন করা যায় না। এই দক্ষতা অর্জনের জন্য শিক্ষণ পদ্ধতির উপর যথেষ্ট দখল থাকা চাই। শিক্ষক জন্ম হতেই শিক্ষক একথা সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। তাছাড়া সবাই একই ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। ফলে পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান শুধু প্রথাসিদ্ধ হলেই চলবে না, শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে সর্বাধুনিক গবেষণার ফলশ্রুতি হিসাবে যে ব্যাপক প্রণালী সমূহের সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি সম্পর্কে তাকে সচেতন হতে হবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে কোন পদ্ধতিই স্বার্থক হতে পারে না যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগ্রহ উদ্দীপনা এবং উৎসাহ সৃষ্টি করা না যায়। তাই বিষয়বস্তুর উপস্থাপনায় সবসময় একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে ধরে থাকলে চলবে না। বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় সেগুলি সম্পর্কে শিক্ষকদের যথেষ্ট সচেতন থাকতে হবে। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, যেকোন পদ্ধতিকে তিনি অনুসরণ করুন না কেন, সেটি যেন শিক্ষার্থীকে পাঠদানকার্যে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করে। প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, নাটকিকরণ, প্রোজেক্ট ডাল্টন, উৎসপদ্ধতি প্রভৃতির যে কোনটি তিনি অনুসরণ করুন না কেন, তাঁকে পথপ্রদর্শক, নিয়ন্ত্রক এবং সংগঠকের ভূমিকা পালন করতে হবে। শিশুমনস্তত্ত্ব, বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অধীত বিষয়টির পরিধি, শিক্ষাদানের বাস্তব সুযোগ সুবিধা, বিষয়টি পড়াবার উদ্দেশ্য এবং সর্বোপরি শিক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গী কি হওয়া উচিত প্রভৃতি বিষয়গুলির উপর দৃষ্টিরেখেই শিক্ষককে সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন করতে হবে।

উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান

বিষয়জ্ঞান ও বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানের প্রয়োজন তো রয়েছেই। তাছাড়া ইতিহাসের পাঠকে বাস্তব, মূর্ত, রসগ্রাহী ও সহজবোধ্য করার জন্য শিক্ষাসহায়ক বা উপকরণের ব্যবহার শিক্ষককে জানতে হবে। মানচিত্র, সময়রেখা, মডেল, চিত্র, প্রোজেক্টর এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন সহায়ক গ্রন্থের সঙ্গে তাঁর পরিচিতি থাকা চাই। ঐতিহাসিক স্থানে এমন বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালনা করা সম্পর্কে ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। কর্মশিক্ষার প্রয়োগ প্রণালী সম্পর্কে ব্যাপক

জ্ঞান থাকা চাই। মোট কথা ইতিহাসকে জীবন্ত করার জন্য "The teacher should create an awareness and appreciation of things seen and heard when the eyes are trained to seek and explore new vistas it is easy to make learnings vivid and unforgettable." সর্বোপরি শিক্ষক পাঠক্রম নির্বাচন, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই অভিজ্ঞ হবেন। সর্বশেষে যে কথাটি উল্লেখযোগ্য সেটি হল তার বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা থাকা প্রয়োজন।

History Teacher & controversial issues :
ইতিহাস শিক্ষক এবং বিতর্কিত বিষয় ঃ

ইতিহাস শিক্ষকেরা হলেন গণতান্ত্রিক ধারণার প্রবর্তক তাই তাঁরা সব সময়ই সাধারণ মানুষদের খুব বিবেচনার মধ্যে থাকেন। এটাই সাধারণভাবে ভাবা হয় যে ইতিহাস শিক্ষকগণ একটি সাধারণ ধারা প্রবর্তন করেন। সেগুলি সেই শিক্ষকদের ছাত্রছাত্রীরা খুব ছোট বয়স থেকেই মেনে চলে। এবং সেগুলি অনুসরণের মাধ্যমে বেড়ে ওঠে। ইতিহাস শিক্ষকের নিজস্ব কিছু অভিমত থাকে কিন্তু সেইসব অভিমত বিভিন্ন ঘটনাবলী গুরুত্ব অনুযায়ী তৈরি হয়ে থাকে। পাঠদানের সময় তাঁকে কিছু বিতর্কিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে হয়। এই ধরনের বিষয়বস্তু তিনি পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পছন্দ করতে পারে যেগুলি খুব পুরোনো বা বর্তমান বিষয়বস্তুও হতে পারে। তবে তিনি এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে চলবেন যাতে তাঁর আলোচ্য বিষয় অনুসন্ধান যোগ্য হয় এবং উদ্দেশ্যমুখী হয়। আবার এরই সাথে তা যেন তাঁর পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং সত্যানুসন্ধানীও হয়। তিনি কখনই কোন ভিত্তিহীন মতামত পোষণ করবেন না। এক্ষেত্রে তাঁর অধ্যয়ন বিষয়ক স্বাধীনতা থাকবে তবে তা অবশ্যই সঠিক দিশাযুক্ত, সঠিক উদ্দেশ্যমুখী এবং উচ্চমূল্যযুক্ত ও সাহসী পদক্ষেপ হবে। একজন ইতিহাস শিক্ষককে একথা মনে রাখতে হবে যে তাঁর যেমন শিক্ষকতায় অধ্যয়নমূলক স্বাধীনতা থাকবে তেমনি শিক্ষার্থীদের দিক থেকেও তাদের শিখনমূলক স্বাধীনতা থাকবে। সবথেকে বড় কথা হল এই যে এই বিতর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে তারা যেন ইতিহাসের ঘটনাবলীর সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে এবং মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের গুরুত্ব বুঝতে পারে। একটি বিষয় এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন যে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানীমূলক শিখনে যাতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না হয়।

অধ্যয়নমূলক স্বাধীনতা বলতে কখনই শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়ার অধিকারকে বোঝায় না, এ বিষয়ে James High (University of California) বলেছেন যে, "An opinion derived by any means, it made the sole content answer, constitutes indoctrination and can not be countenanced under the guise of academic freedom" —অর্থাৎ কোন মতামত যদি সরাসরি শিক্ষকের মত অনুযায়ীই হয় এবং সেটি যদি সঠিক বলে গণ্য হয় এবং তা ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয় তবে তা কখনোই স্বাধীনভাবে অধ্যয়নমূলক শিক্ষা দেওয়া বোঝায় না। তাই বিদ্যালয় সবসময়ই শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের দিগন্ত বাড়াতে সাহায্যে করবে। বিদ্যালয়ের সবসময়ই দায়িত্ব থাকে যাতে শিক্ষার্থীরা চিন্তাশীল ধারায় উৎসাহিত হয়। স্কুল থেকেই শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে সমস্ত চিন্তার বিকাশ শুরু হওয়া উচিত। যা ভবিষ্যতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হবে। কার্যক্ষেত্রে সঠিক প্রতিফলনই হল একজন মানুষের শিক্ষার উৎকৃষ্ট বিকাশ। সঠিক চিন্তাশীল প্রতিফলনই একজন মানুষকে অতীত ঘটনাবলীকে বিবেচনা করে সঠিক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এই সঠিক চিন্তার প্রতিফলন শুধুমাত্র ভবিষ্যতে তাকে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পছন্দ নির্বাচন করতে সাহায্য করে না বরং এই চিন্তাধারা ছাড়া সমস্ত পছন্দই অনেকটা আকস্মিক হয়। সমালোচনামূলক, গঠনমূলক এবং সহনশীল আচরণ, একটি সুষ্ঠু নাগরিকতার পরিচয় এবং ইতিহাস শিক্ষণে এই উদ্দেশ্যটি মাথায় রেখে যাবতীয় কাজ করা উচিত। একজন ইতিহাসের শিক্ষক এই কাজটি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা এবং দক্ষতার সঙ্গে করবেন।

কোন এক চিন্তাশীল পক্ষ মনে করেন স্কুল হল শিখনের একটি মন্দির এবং এখানে সেই মন্দিরের ভক্ত অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের সবসময় এই ধরনের বিতর্কিত বিষয় থেকে দূরে রাখা উচিত। তাঁরা বলেন যে, বর্তমান পৃথিবীর সংঘাতগুলি যেন এই মন্দিরের দ্বার লঙ্ঘন করতে না পারে। যদি এই বিতর্কিত বিষয়গুলি এখানে প্রবেশ করে তবে তা শ্রেণী কক্ষের পরিবেশকে দূষিত বা অকার্যকর করতে পারে। Richard. E. Survey শিক্ষকতার কাজ সম্বন্ধে বলেছেন যে—

(i) ছাত্রছাত্রীদের সেইসব বিষয়গুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেওয়া দরকার যেগুলি উদ্বেগের প্রধান বলে বিবেচিত হয়।

(ii) শিক্ষার্থীদের এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়গুলি বেছে নিতে সাহায্য করা।

(iii) বিষয় সম্বন্ধীয় বিবিধ ঘটনাবলীর অন্বেষণে এবং ধারণা গঠনে অনুপ্রেরণা দেওয়া।

(iv) মতামত দেওয়ার ভিত গঠনের জন্য বিষয়ের বিশ্লেষণে তাদের সঠিক পথ নির্দেশে সাহায্য করা।

(v) সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের পথনির্দেশ দেওয়া।

একজন ইতিহাসের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত তৈরী করতে উৎসাহ দেবেন এবং এর সাথে আরও বেশী করে চিন্তাশীল হতে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য আহরণে অনুপ্রেরণা দেবেন। একজন শিক্ষক খোলা মনে তার নিজের মতামত ব্যক্ত করবেন এবং এরই সাথে তিনি এটাও প্রতিপন্ন করবেন যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তিনিও সীমিত ক্ষমতার অধিকারী। তিনি শুধুমাত্র কোন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনের অথবা ভয়কে প্রশমিত করার চেষ্টা করবেন এবং বাকি আরও অন্যান্য পছন্দ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে তাঁরা কোন একটি বিতর্কিত বিষয় শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপনা করে শুধুমাত্র একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানতে। এই ক্ষেত্রে সেই শিক্ষক বা শিক্ষিকার দায়িত্ব হবে কোন বিতর্কিত মন্তব্য না গিয়ে সেই বিষয়টি প্রশ্নকর্তার দিকেই ফিরিয়ে দেওয়া অথবা সম্পুর্ণ শ্রেণীকক্ষের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া। যখন সমগ্র শ্রেণীকক্ষ ঐ বিষয়ে কোন মতামত দেয় সেখানে তার মতামতটিও কোন একটি বিশেষ মতামত হিসাবে সংযোজিত করা। এখানে সেই শিক্ষক কোন ভাবেই কোন উত্তেজনাপূর্ণ মন্তব্য অথবা মর্যাদাহানিকর মন্তব্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে করবেন না।

Some Controversial Issues in Indian & World History
ভারতীয় এবং বিশ্বের ইতিহাসের কিছু বিতর্কিত বিষয় ঃ

A. Indian History:

১. Date and Extent of Indus Valley Civilization

২. Origin of the Aryans

৩. Period of the Vedas

৪. Epic Age

৫. Nature of the Invasions of Mahmod Gaznavi

৬. Babur's Religious Policy

৭. Akbar as a Great king

৮. Religious Policy of Aurangzeb
৯. Shivaji and Afzal khan
১০. Aurangzab's Responsibility for the Decline of the Mughal Empire
১১. Causes of the Failure of the Sikhs asin the Anglo-Sikh Wars
১২. Happenings of ১৮৫৭
১৩. Impact of Macaulay on the Indians
১৪. Impact of the British Rule
১৫. Responsibility for the Partition of India
১৬. Kashmir Issue
১৭. Reorganization of the States
১৮. India's Foreign Policy
১৯. Center-State Relations
২০. Ram Janmbhoomi-Babri Masjid Cotroversy
২১. Punjab Problem
২২. Assam Problem
২৩. Reservation Policy

B. World History:

১. Veitnam Issue
২. Role of the UNO in Promoting International Peace & Cooperation
৩. Ban on Armaments - Nuclear & Conventional
৪. Neo-Colonialism — A Treat to International Peace, Security & cooperation
৫. Nambiam Problem
৬. White Regime in South Africa : A Menace to Peace
৭. Non-Aligned Summit Movement
৮. Socialist & Communist Ideas

Art of Questioning in History Teaching.

ইতিহাস প্রশ্নকরণের ধারণা ঃ

প্রশ্ন (Questioning)

প্রশ্ন শিক্ষণের একটি বহু প্রাচীন কৌশল। প্রাচীন ভারতীয় 'বিদ্যাচর্চার' বিতর্কে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বহু জটিল সমস্যার সমাধান হত। গীতায় শিক্ষার উপায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'প্রণিপাতেন পরিপ্রক্ষেণ সেবয়া'। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার পীঠস্থান প্রাচীন গ্রীসদেশেও একই প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন দার্শনিক ও শিক্ষাগুরু

সক্রেটিস (Socrates) যে শিক্ষাদানের নীতি প্রবর্তন করেন, তা আজও সক্রেটিসের পদ্ধতি নামে পরিচিত। এই পদ্ধতি মূলতঃ কতকগুলি প্রশ্ন ছাড়া কিছু নয়। সক্রেটিস প্রথমে শিক্ষার্থীর মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতেন। পরে প্রশ্নের সাহায্যে সঠিক ধারণা দৃঢ় করতেন। এই রীতিতে শিক্ষাদানের জন্য কোন যান্ত্রিক কৌশল ব্যবহার করা হয় না। স্বাভাবিক মানবীয় সম্পর্ক স্থাপনের মধ্যে দিয়েই শিক্ষণ হয়। শিক্ষক মহাশয় শুধু প্রশ্নের দ্বারা শিক্ষার্থীদের সহায়তা করেন। এই কৌশল স্বাভাবিক মানবীয় সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই হোক বা এর নিজস্ব অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্যই হোক, বর্তমানকালে সর্বজনগ্রাহ্য শিক্ষণকৌশল হিসাবে বিবেচিত। এই কৌশল আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রচলিত। সুতরাং ইতিহাস শিক্ষণে এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

প্রশ্ন ও প্রশ্নের তাৎপর্য
Question and its Significance

প্রশ্ন হল কোন তথ্য সংগ্রহ করার অনুরোধ বা প্রশ্নকে অনেক সময় উত্তরযোগ্য কোন মন্তব্য হিসাবেও অনেকে বর্ণনা করেছেন। অনেক সময় প্রশ্নকে যুক্তি-তর্কের মূলকেন্দ্র হিসাবেও বিবেচনা করা হয়। যাই হোক, সাধারণ অর্থে প্রশ্ন বলতে আমরা একটি জিজ্ঞাসাসূচক বিবরণকে বুঝি। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রশ্নকে এক ধরনের শিক্ষণকৌশল হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে এবং সর্বাপেক্ষা (.....) এক জায়গায় বলেছেন — "The class-room teachers probably devetes more time & thought to asking questions than anybody since Socrates. One might even say the teacher is a professional question maker" অনেক শিক্ষাবিদ ভাল প্রশ্ন করার ক্ষমতাকে এক ধরনের শিল্প (Art) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশ্নের উপর গুরুত্ব দেওয়ার মূল কারণ হল তার মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য (Psychological Significance)

প্রশ্নের মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য

মনোবিদ্যায় বলা হয়েছে যে কোন ধরনের প্রতিক্রিয়া (Response) বা মানসিক সক্রিয়তা উদ্দীপকের সাহায্যে শুরু হয়। অর্থাৎ কোন উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করলে, বিশেষ স্নায়বিক প্রক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া বা আচরণের সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন (Question) ব্যক্তিজীবনে উদ্দীপকের (stimulus) কাজ করে। ফলে তার সাহায্যে শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়া বা আচরণ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। সুতরাং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের মানসিক প্রক্রিয়া সৃষ্টিতে সহায়তা করে এবং এই মানসিক প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদের শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সাহায্যে করে। অন্যদিকে, প্রশ্ন শিক্ষার্থীর নিজেরও হতে পারে। অর্থাৎ, উদ্দীপক (stimulus) যেমন বাইরের হতে পারে তেমনি অন্তরেরও হতে পারে। এই কারণে উদ্দীপককে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়— বহিরুদ্দীপক (External stimulus) এবং আন্তর উদ্দীপক (Internal stimulus)। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের প্রশ্ন বহিরুদ্দীপকের কাজ করে এবং শিক্ষার্থীর প্রশ্ন আন্তরুদ্দীপকের কাজ করে। ফলে শিক্ষার্থীর প্রশ্নেরও শিক্ষামূলক উপযোগীতা আছে। এছাড়া প্রশ্নের আরও কতকগুলি মনোবৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আছে। যেমন—

প্রথমত ঃ শিক্ষার্থীদের প্রশ্নে যেমন তাদের চাহিদার কৌতূহলের (Curiosity) পরিচায়ক, তেমনি শিক্ষকের প্রশ্ন তাদের মধ্যে চাহিদা বা কৌতূহল প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারে। তাই শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কৌতূহল সৃষ্টির জন্য শিক্ষকের প্রশ্ন অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত ঃ প্রশ্ন অনেকসময় শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে জাগরিত করে। ফলে শিক্ষণের দিক থেকে তার তাৎপর্য সর্বাপেক্ষা বেশী। প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে শূন্যতা সৃষ্টি করে এবং শিক্ষার্থীর সামনে সমস্যার আকারে উপস্থিত হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীর মনে চিন্তন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই চিন্তন অনেকক্ষেত্রে সৃজনধর্মী।

তৃতীয়ত ঃ প্রশ্ন (Questioning) শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীকে বিশেষ মানসিক বন্ধনে আবদ্ধ করে। ফলে শিক্ষণের ক্ষেত্রে আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রশ্নের যথেষ্ট ভূমিকা আছে।

চতুর্থত ঃ প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের অতীত অভিজ্ঞতাকে কার্যকরী করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুনরুদ্রেক প্রক্রিয়াকে (Process of Recalling) সক্রিয় করে তোলে। ফলে প্রশ্নের মাধ্যমে, শিখনকে (Learning) অতীত অভিজ্ঞতায় সঙ্গে সংযুক্ত করা সম্ভব হয়।

প্রশ্নের উপযোগীতা (Use of Questions) :

ইতিহাস শিক্ষণে প্রশ্নের উপযোগীতা

প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে এবং প্রশ্নের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে বলেই যে শুধু তাদের শ্রেণী শিক্ষণে ব্যবহার করা হয় তা নয়। এছাড়াও ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশ্ন নানাভাবে সহায়তা করে এবং এই কারণে প্রশ্নকে শিক্ষণ কৌশল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। ইতিহাস শিক্ষণে প্রশ্নের উপযোগীতাগুলি নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

প্রথমত ঃ ইতিহাস শিক্ষণে গতানুগতিক পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে আমরা সাধারণত শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিমাপের জন্য প্রশ্ন করে থাকি। যদিও আধুনিক শিক্ষাতত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জ্ঞান পরিমাপই শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাহলেও শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক অগ্রগতির মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তার কথাকে অস্বীকার করা যায় না। প্রশ্নের এই উপযোগীতাকে বলা হয় মুল্যায়নগত উপযোগিতা (Evaluative Use)।

দ্বিতীয়ত ঃ ইতিহাস শিক্ষণের সময় শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যে যথাযোগ্য প্রেষণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। প্রেষণা সৃষ্টির জন্য শিক্ষকের প্রশ্ন যেমন কার্যকর তেমনি শিক্ষার্থীদের প্রশ্নও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নের এই উপযোগিতাকে বলা হয় প্রেষণামূলক উপযোগীতা (Motivating Use)

তৃতীয়ত ঃ প্রশ্ন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের চিন্তন ক্ষমতা বিকাশে সহায়তা করে। একজন ইতিহাসের শিক্ষক আত্মপ্রশ্নের সাহায্যে তাঁর চিন্তন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তুলতে পারেন এবং তাঁর নিজের অজানা কোন সমস্যার সমাধান করতে পারেন। অন্যদিকে, অনুরূপ প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করতে পারেন এবং আত্মসক্রিয়তার মাধ্যমে নতুন সমস্যার সমাধানে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। প্রশ্নের এই ধরনের উপযোগিতাকে বলা হয় চিন্তামূলক উপযোগিতা (Thinking Use)

চতুর্থত : প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়স্তর যথাযোগ্য বিন্যাসে সহায়তা করতে পারেন। মানুষের মন সুসংবদ্ধ ভারে (organised) জ্ঞান আহরণ করে এবং সুসংবদ্ধভাবেই তাকে ধরে রাখে। তাই সুষ্ঠ জ্ঞান আহরণের জন্য উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর বিন্যাস প্রায়োজন। একজন ইতিহাসের শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ভঙ্গীতে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিন্যাস করতে সহায়তা করতে পারেন। একেই বলা হয় বিন্যাসমূলক উপযোগীতা (Organizational Use)।

পঞ্চমত ঃ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে পারেন। আমরা জানি উদ্দেশ্যগতভাবে পাঠ (Lesson) বিভিন্ন শ্রেণীর হয়। যেমন—অনুশীলনমূলক পাঠ (Drill Lesson), জ্ঞানমূলক পাঠ (Knowledge Lesson), উপলব্ধিমূলক পাঠ (Appreciation Lesson) ইত্যাদি। ইতিহাস মূলত জ্ঞানমূলক পাঠ। পাঠের মধ্যে শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনে সহায়তা করতে পারেন; কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণে সহায়তায় জন্য তিনি প্রশ্নের সাহায্য নিতে পারেন। তাছাড়া কোন বিশেষ বস্তুর সৌন্দর্য সার্থকভাবে উপলব্ধিতে সহায়তার জন্যও উপযুক্ত প্রশ্নের অবতারণা করা যায়। এইভাবে শ্রেণীতে প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক করতে পারেন। প্রশ্নের এই ধরনের উপযোগিতাকে বলা হয় উদ্দেশ্যমূলক উপযোগিতা (Purposive Use)।

ষষ্ঠত ঃ প্রশ্ন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর অনুরাগের ক্ষেত্র নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। তাছাড়া অনেক সময় ইতিহাস শিক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষর্থীরা কোন বিষয়বস্তু বা বিবরণের সঙ্গে একমত নাও হতে পারে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের মতৈক্য এবং মতানৈক্যের শেষ নির্ধারণের জন্য শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্য নিতে পারেন। পাঠ পরিচালনায় প্রশ্নের সাহায্য নিলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নানা রকম সুবিধা-অসুবিধা নির্ধারণে সহায়তা করে। প্রশ্নের এই ধরনের উপযোগিতাকে বলা হয় নির্ধারণমূলক উপযোগিতা (Diagnostic Use)।

সপ্তমত ঃ প্রশ্ন শ্রেণী পরিচালনায় নানাভাবে সাহায্য করে। প্রশ্ন শ্রেণীকক্ষে আদর্শ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করে। যথাযোগ্য প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলাস্থাপনেও উপযুক্ত প্রশ্ন সাহায্য করে। প্রশ্নের এই জাতীয় উপযোগিতাকে পরিচালনমূলক উপযোগিতা (Managerial Use) বলা হয়।

অষ্টমত ঃ ইতিহাস শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল চারিত্রিক বিকাশ। উপযুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিকাশে সহায়তা করতে পারেন। উপযুক্ত প্রশ্ননের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মসংযমের (Self Control) বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হয়। প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস (Self reliance) ইত্যাদি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশেও সহায়তা করে। প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের নানা ধরনের সুঅভ্যাস গঠনে সহায়তা করে; তাদের প্রকাশভঙ্গীর বিকাশ করে। এমনিভাবে প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের চারিত্রিক বিকাশে সহায়তা করে থাকে। এই উপযোগিতাকে বলা হয় প্রশ্নের বিকাশমূলক উপযোগিতা (Developing Use)।

এই আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি একজন ইতিহাস শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকৌশলকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের প্রচেষ্টাকে বিজ্ঞানসম্মত করতে পারেন।

প্রশ্নের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Questions)

শ্রেণীকক্ষে একজন ইতিহাস শিক্ষক প্রশ্ননকৌশলকে নানাভাবে নানাস্থানে প্রয়োগ করে থাকেন। উপযোগীতার দিক থেকে প্রশ্নকে অন্ততপক্ষে দশটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন— (১) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Examination Question), (২) অনুশীলনমূলক প্রশ্ন (Drilling Question), (৩) পুনর্বিচারমূলক প্রশ্ন (Revies Question), (৪) অগ্রগতি সহায়ক প্রশ্ন (Developmental Question) , (৫) পুনরালোচনামূলক (Recapitulary Question), (৬) অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (Exploratory Question), (৭) সারাংশ প্রস্তুতি সহায়ক (Summary

Question), (৮) লক্ষ্যমুখী প্রশ্ন (Leading Question), (৯) বিষয়কেন্দ্রিক উত্তর সংবলিত প্রশ্ন (Factual Answer Type Question) এবং (১০) শৃঙ্খলামূলক প্রশ্ন (Disciplinary Question)।

প্রশ্নের উপযোগীতাভিত্তিক এই শ্রেণীবিভাগ ইতিহাস শ্রেণীকক্ষে কাজের দিক দিয়ে বিশেষভাবে সুবিধাজনক। তাই এখানে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

১. পরীক্ষামূলক প্রশ্ন (Examination Questions) :

পরীক্ষামূলক প্রশ্ন সাধারণত পাঠের শেষে অভিযোজনমূলক স্তরে করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের নতুন বিষয়ের জ্ঞান পরীক্ষা করা। পরীক্ষামূলক প্রশ্ন অভিযোজন স্তরে দু-ধরনের হতে পারে। পুনরুদ্রেকমূলক (Simple Recall Type) বা প্রয়োগমূলক (Applications Type) অর্থাৎ এই স্তরে পরীক্ষার জন্য শিক্ষক প্রত্যক্ষভাবে পাঠ্য বিষয়বস্তুর উপর প্রশ্ন করতে পারেন; যে সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র পাঠের অংশবিশেষ পুনরুদ্রেক করার প্রয়োজন হয়। আবার এমন ধরনের প্রশ্নও করা যায়, যেখানে পাঠ্য বিষয়ের জ্ঞানকে প্রয়োগ করে তবেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। এই দুধরনের প্রশ্নকেই শিক্ষণের পরিপেক্ষিতে পরীক্ষামূলক প্রশ্ন বলা হয়। পরীক্ষামূলক প্রশ্ন অনেক সময় আয়োজন স্তরেও করা হয় শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার জন্য। তবে আদর্শগত দিক থেকে এই জাতীয় প্রশ্ন আয়োজন স্তরে না করাই ভাল। কারণ আয়োজন স্তরে প্রশ্নের উদ্দেশ্য তা নয়।

২. অনুশীলনমূলক প্রশ্ন (Drilling Questions) :

অনুশীলনমূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল চর্চা বা অনুশীলনের সুযোগ দান। শিক্ষক প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের বিশেষ কোন জ্ঞান বা দক্ষতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য চর্চা করেন। এক্ষেত্রে একজন ইতিহাসের শিক্ষক যে ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করেন, তাকেই বলা হয় অনুশীলনমূলক প্রশ্ন। এই ধরনের প্রশ্ন সাধারণভাবে 'বাড়ির কাজ' অংশে দেওয়া হয়। তাছাড়া দক্ষতামূলক পাঠের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্ন উপস্থাপন স্তরেও জিজ্ঞাসা করা হয়।

৩. পুনবিচারমূলক প্রশ্ন (Review Questions) :

পুনর্বিচারমূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর বৃহত্তম সামান্যীকরণে (Greater Generalization) সহায়তা করা। ইতিহাসে যখন একই পাঠকে বিভিন্ন অংশে বা শীর্ষে ভাগ করে উপস্থাপন স্তরে বিশ্লেষণ করা হয় তখন সমস্ত অংশগুলি আলোচনার শেষে তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা একান্ত প্রয়োজন। অনেক সময় এই সমন্বয় শিক্ষার্থীদের একটি বৃহত্তর সামান্যীকরণের দিকে এগিয়ে দেয়। এই সামান্যীকৃত জ্ঞান অংশ বিশেষের মধ্যে থাকে না। এই সবক্ষেত্রে যে সকল প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তা করেন তাকে বলা হয় পুনর্বিচারমূলক প্রশ্ন।

৪. অগ্রগতি সহায়ক প্রশ্ন (Development Questions) :

এই ধরনের প্রশ্ন বিষয়বস্তুর ক্রমিক উপস্থাপনে সহায়তা করে। সাধারণ জ্ঞানমূলক পাঠ (যেমন–ইতিহাস) পরিকল্পনায় উপস্থাপন স্তরে যে প্রশ্ন করা হয়, তা এই শ্রেণীভুক্ত। এখানে প্রশ্নগুলি যথাযোগ্যক্রমে সাজানো হয় এবং শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দান করে নতুন বিষয়বস্তুর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। পাঠের অগ্রগতিতে সহায়তা করে বলে এদের বলা হয় অগ্রগতি সহায়ক প্রশ্ন। এই জাতীয় প্রশ্নের শিক্ষাগত মূল্য

সর্বাপেক্ষা বেশী। এই ধরনের প্রশ্ন সুচিন্তিত ও সুপরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন। এই ধরনের প্রশ্নের প্রত্যেকটির উত্তর পাঠ্য বিষয়সংক্রান্ত কোনো বিশেষ তথ্য সম্পর্কে ধারণা গ্রহণে সহায়তা করে বলে অনেকে একে শিক্ষামূলক প্রশ্ন বলে থাকেন।

৫. পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন (Recapitulatory Questions) :

পুনরালোচনামূলক প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে স্থায়ী করা এবং পাঠ্য বিষয়ের মধ্য থেকে সামান্যীকৃত জ্ঞান আহরণে সহায়তা করা। এই জাতীয় প্রশ্ন পাঠের পুনরালোচনা স্তরে করা হয়ে থাকে। পুনরালোচনামূলক প্রশ্নও সুপরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন। কারণ পাঠের মধ্যে যে সামান্যীকরণ আমরা চাই, সেই অনুযায়ী প্রশ্ন করা উচিত।

৬. অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন (Exploratory Questions) :

শিক্ষার্থীদের পাঠগ্রহণের সম্ভাব্যতা নির্ণয় করার জন্য এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। এই ধরনের প্রশ্ন দ্বারা শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানকে জাগ্রত করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের মনে দিনের পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়। অর্থাৎ পাঠ্যগ্রহণের উপযোগী মানসিক প্রস্তুতি সৃষ্টির জন্য এই অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন করা হয়। ইতিহাস পাঠ এবং অন্যান্য পাঠের ক্ষেত্রেও এই ধরনের প্রশ্ন করার জন্য পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। সাধারণত আয়োজন স্তরে যে প্রশ্ন করা হয় তা এই শ্রেণীর।

৭. সারাংশ প্রস্তুত সহায়ক প্রশ্ন (Summary Questions) :

ইতিহাস পাঠের কোন কোন বিষয়ে পাঠদানের শেষে পাঠ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ করা হয়। সারসংক্ষেপ শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়টির মূল বক্তব্যটি হৃদয়ঙ্গমে সহায়তা করে। এই ধরনের সারাংশ রচনার জন্য শিক্ষক ইতিপূর্বে আলোচিত বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্যগুলির উপর প্রশ্ন করেন এবং শিক্ষার্থীরা ঐ সব প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক বিবরণীর সাহায্যে দেয়। এইভাবে পুনরালোচনার স্তরে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়।

৮. লক্ষ্যমুখী প্রশ্ন (Leading Questions) :

ইতিহাস পাঠের ক্ষেত্রে কোন সমস্যামূলক পাঠের সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য শিক্ষককে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করতে হয়। এই ধরনের প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের সূত্র খুঁজে পেতে সহায়তা করে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে, সেই দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষক পরিকল্পিতভাবে প্রশ্ন করেন। তবে এই ধরনের প্রশ্ন সংখ্যায় যত কম হয়, ততই ভাল। সাধারণ পাঠ পরিকল্পনায়, অভিযোজন স্তরে, শিক্ষক শ্রেণী পরিদর্শনের (Class Supervision) এর সময় এ ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে পারেন। অন্যদিকে, সমস্যাভিত্তিক পাঠে (Problem Solving Lesson) শিক্ষক যেটুকু নির্দেশনা দেবেন, তা এই ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে দেবেন। এই ধরনের প্রশ্ন প্রত্যক্ষ সমস্যার ওপর না করে পরোক্ষভাবে রচনা করাই ভাল। অনেক ক্ষেত্রে, এগুলিকে আবিষ্কারক প্রশ্ন (Heuristic Question) বলা হয়।

৯. বিষয়কেন্দ্রিক উত্তর সংবলিত প্রশ্ন (Factual Answer Type Questions) :

ইতিহাস পাঠদানের সময় কোন কোন পাঠে শিক্ষক শুধুমাত্র বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত, এরকম প্রশ্ন করে থাকেন এবং পাঠ্য বিষয়বস্তু শুধুমাত্র প্রশ্নের সাহায্যেই উপস্থাপন করেন। যে সকল প্রশ্ন বিশেষভাবে পাঠ্য

বিষয়কে ধারাবাহিকভাবে বিবরণীর আকারে পরিবেশন করতে সহায়তা করে, এই সকল পাঠে সেই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নের চেয়ে উত্তরের দৈর্ঘ্য অনেক বেশী হয়। অনেক শিক্ষক উপস্থাপন স্তরে এই ধরনের প্রশ্ন করেন। তবে ইতিহাসের বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে শুধুমাত্র যেগুলি উপলব্ধিমূলক পাঠ (Appreciation) সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্নের ব্যবহার অধিক উপযোগী।

১০. শৃঙ্খলামূলক প্রশ্ন (Disciplinary Questions) :

একজন ইতিহাসের শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা ঠিকমত পাঠ অনুসরণ করছে কিনা, তা বোঝার জন্য এবং শ্রেণীতে পাঠের প্রতি মনোযোগী করার জন্য শিক্ষক অনেক সময় পাঠ উপস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষামূলক কিছু কিছু প্রশ্ন করেন। এই ধরনের প্রশ্ন পাঠের অগ্রগতিকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করে না। এই জাতীয় প্রশ্নকে শৃঙ্খলামূলক প্রশ্ন (Disciplinary Questions)। যারা শ্রেণীতে অমনোযোগী হয়, তারা এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। ফলে তারা লজ্জিত হয়। পরোক্ষভাবে শাসনের উদ্দেশ্যে এই প্রশ্ন ব্যবহার করা হয় বলে এদের শৃঙ্খলামূলক প্রশ্ন বলা হয়।

প্রশ্নের এই ধরনের শ্রেণীকরনের রীতি প্রচলিত থাকলেও ইতিহাস পাঠের মধ্যে সবসময় বিশেষ বিশেষ ধরনের প্রশ্ন খুঁজে বের করা খুবই মুশকিল। তবে বিভিন্ন স্তরে উদ্দেশ্য অনুযায়ী যথাযোগ্য প্রশ্ন নির্বাচন করা আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্য। শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস পাঠদানের সময় বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সমন্বয় যত সুষ্ঠভাবে করতে পারবেন, শ্রেণী পরিচালনার কাজও তত সহজ হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পক্ষে পাঠ হৃদয়ঙ্গম করাও সহজ হবে। ইতিহাসে পাঠ উপস্থাপনের সময় কোন স্তরে কোন ধরনের প্রশ্ন করা হয় তাহলে—

আয়োজন স্তর —	(i) অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন
	(ii) অগ্রগতি সহায়ক প্রশ্ন
উপস্থাপন স্তর —	(i) অগ্রগতি সহায়ক প্রশ্ন
	(ii) সমস্যাভিমুখী প্রশ্ন
	(iii) অনুশীলনমূলক প্রশ্ন
	(iv) শৃঙ্খলামূলক প্রশ্ন
	(v) পুনর্বিবেচনামূলক প্রশ্ন
	(vi) বিষয়কেন্দ্রিক প্রশ্ন
পুনরালোচনা —	(i) পুনর্বিচারমূলক প্রশ্ন
	(ii) পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন
	(iii) সারাংশ রচনামূলক প্রশ্ন
অভিযোজন —	(i) পরীক্ষামূলক প্রশ্ন
	(ii) বিষয়কেন্দ্রিক
	(iii) সমস্যাভিমুখী
বাড়ির কাজ —	অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

আদর্শ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Good Questions)

ইতিহাস পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রশ্নকে শিক্ষণ কৌশল হিসাবে ব্যবহার করতে হলে তাকে ত্রুটিমুক্ত করা প্রয়োজন। প্রশ্ন সম্পর্কে অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। অনেকে মনে করেন প্রশ্নের উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের ঠকানো। তাই যে শিক্ষক যত বেশী সংখ্যক শিক্ষার্থীকে ঠকাতে পারবেন তাঁর প্রশ্ন করার রীতি তত ভাল হবে। এই রকম আরও অনেক সংস্কার আমাদের প্রশ্নকে ত্রুটিপূর্ণ করে তোলে। তাই ভাল প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনার আগে আমাদের প্রশ্নের ত্রুটির উৎস সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন। সেগুলি হল ঃ

১। ‘হ্যা’ এবং ‘না’ (yes-no type) উত্তর হয় এরকম ধরনের প্রশ্ন সবসময় ত্যাগ করা উচিত। কারণ এখানে অনেক সময় শিক্ষার্থীরা উত্তর না জেনে অনুমান করার চেষ্টা করে। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষে এই ধরনের প্রশ্ন করলে শ্রেণী শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। এই ধরনের উত্তর, প্রকৃত বিষয়বস্তু পুনরুত্থাপনে সহায়তা করে না।

২। প্রশ্নের ভাষার মধ্যে ত্রুটি থাকার জন্য প্রশ্নও ত্রুটিপূর্ণ হয়। প্রশ্নের ভাষা পরিষ্কার হওয়া উচিত এবং প্রশ্নের সঠিক উত্তর থাকা উচিত।

৩। একই বাক্য দ্বারা এক সঙ্গে দু-তিনটি প্রশ্ন করলে সে প্রশ্ন ত্রুটিপূর্ণ হয়। যেমন আমরা প্রশ্ন করি ‘কে, কবে এই রাজ্যটি জয় করেছিলেন?’ এই প্রশ্নের মধ্যে অন্তত তিনটি প্রশ্ন আছে।

৪। প্রশ্নের বাক্যের মধ্যে প্রশ্নের উত্তর থাকলে সেই প্রশ্নের কোন উপযোগিতা থাকে না। সুতরাং প্রশ্নের ভাষা যত্ন সহকারে নির্বাচন করা উচিত।

৫। সহায়তামূলক প্রশ্ন (Suggestive Questions) সাধারণভাবে ত্রুটিপূর্ণ। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ব্যর্থতা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য এই ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে।

৬। প্রশ্নের ভাষা কঠিন হলে সেই প্রশ্ন ত্রুটিপূর্ণ।

ইতিহাস পাঠদানে প্রশ্নকে উপরোক্ত ত্রুটিমুক্ত করতে পারলে প্রশ্ন ভাল হয়, সুতরাং এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এগুলি হল ঃ

১। আদর্শ প্রশ্নের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হল স্পষ্টতা (clarity) প্রশ্নের ভাষা সহজ হওয়া দরকার। যাদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে, তারা যেন প্রশ্নের ভাষা বুঝতে পারে। শিক্ষার্থীরা যদি প্রশ্নের ভাষা বুঝতে না পারে, তাহলে যে উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা, তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

২। আদর্শ প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে। অর্থাৎ প্রশ্নের ভাষা এমন হওয়া উচিত বা প্রশ্ন এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত যাতে উত্তর দেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের সত্যি সত্যিই চিন্তা করতে হয়। যেমন— ‘সিপাহী বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কী ছিল? এখানে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক করলেই কাজ চলে। কিন্তু যদি বলা হয় ‘তুমি কি মনে কর প্রত্যক্ষ কারণই সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল?’ এখানে প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে শিক্ষার্থীদের বিচার বিবেচনা করতে হয়। সুতরাং প্রশ্নের ভাষা সঠিকভাবে নির্বাচন করে প্রশ্ন যাতে শিক্ষার্থীর উন্নত ধরনের মানসিক প্রক্রিয়াকে সক্রিয় করে তোলে, সেইভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৩। বিশেষধর্মিতা (Specificity) আদর্শ প্রশ্নের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রশ্নের উত্তর যেন কোন সময় দীর্ঘ না হয়। প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ হলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর প্রয়োজনীয় অংশের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় অংশই বেশী বলে। অনেক সময় তারা শিক্ষককে এই পদ্ধতিতে প্রতারণা করারও সুযোগ পায়। তাই আদর্শ প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত হয়।

৪। উত্তরের স্থিরতাও আদর্শ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য। প্রশ্ন এমন ভাবে তৈরী করতে হবে যাতে তার নির্দিষ্ট উত্তর থাকে।

৫। আদর্শ প্রশ্নের সবসময় উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য থাকে। পাঠের উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা উচিত। যে প্রশ্ন পাঠের উদ্দেশ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে না বা যে প্রশ্নের সঙ্গে পাঠের উদ্দেশ্যের কোন সম্পর্ক নেই তাকে আদর্শ প্রশ্ন বলা যাবে না।

৬। একজন ইতিহাসের শিক্ষক আদর্শ প্রশ্ন করার সময় শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসিক ক্ষমতা এবং অনুরাগ ইত্যাদির কথা বিবেচনা করে প্রশ্ন করবেন। অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে প্রশ্ন করার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নের এই বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় অভিযোজ্যতা (Adaptability)।

ইতিহাস শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণের কৌশল ঃ (Technique of Questioning in History Classroom) ঃ

একজন ইতিহাসের শিক্ষক প্রশ্ন রচনার সময় যেমন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন, তেমনি শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নের কৌশল প্রয়োগ করার জন্য তিনি কতকগুলি নীতি অনুসরণ করে চলবেন। যদিও শিক্ষাবিদরা মনে করেন, **প্রশ্নন এক ধরনের শিল্প (Questioning is an art), তাহলেও অনুশীলনের দ্বারা প্রশ্ন কৌশলের উন্নতি করা যায়। তাই একজন ইতিহাস শিক্ষক প্রশ্ন কৌশলের উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করবেন ঃ**

১। শ্রেণীকক্ষে পাঠ পরিচালনার আগে শিক্ষক মহাশয় পাঠের মূল প্রশ্নগুলি আদর্শ প্রশ্ন গঠনের রীতি অনুসরণ করে রচনা করবেন। প্রয়োজনবোধে প্রশ্নের ভাষা ও উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যান্য শিক্ষকের সঙ্গে অলোচনা করে কোন পরিবর্তনের দরকার হলে পাঠদানের আগেই তা করবেন।

২। পাঠের জন্য নির্বাচিত মূল প্রশ্নগুলিকে তিনি পাঠ-পরিকল্পনার মধ্যে যথাযোগ্যক্রমে সাজাবেন।

৩। প্রশ্নের ভাষা ব্যাকরণগত দিক থেকে শুদ্ধ হওয়া দরকার।

৪। ইতিহাস শিক্ষক শ্রেণীতে ব্যবহারের জন্য এমন কিছু প্রশ্ন নির্বাচন করবেন, যেগুলি সাধারণ প্রশ্নের চেয়ে অপেক্ষাকৃত জটিল। এই সব প্রশ্নগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। এই সব প্রশ্ন অনেক সময় সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরও সক্রিয় করে তুলতে পারে।

৫। শ্রেণী প্রশ্নন-এর সময় 'হ্যাঁ-না' ধরনের প্রশ্ন বা এক শব্দ উত্তরবিশিষ্ট প্রশ্ন সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী না করাই ভাল। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে খুব অমনোযোগী শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ সৃষ্টির জন্য এই ধরনের প্রশ্ন করা যেতে পারে। তবে তার সংখ্যা যত কম হয় ততই ভাল।

৬। শিক্ষক প্রশ্নের ভাষা সম্পর্কে বিশেষভাবে সুচেতন হবেন। প্রশ্নের ভাষা এমন হওয়ার দরকার, যেন শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের অর্থ বুঝতে পারে।

৭। শ্রেণীকক্ষে প্রশ্ন করার সময় একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন না। এতে শিক্ষার্থীদের মনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

৮। শ্রেণীতে প্রশ্ন করার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উত্তরদানের যাতে সম্ভাব্যতা থাকে, সেইভাবে শ্রেণীতে প্রশ্ন বন্টন করতে হবে। নির্বাচিত কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বারবার প্রশ্ন করা উচিত নয়।

৯। শ্রেণীতে শিক্ষক এমন প্রশ্ন করবেন না, যার কোন উত্তর নেই।

১০। ধাঁধা জাতীয় প্রশ্ন কোন সময় শ্রেণীকক্ষে করা উচিত নয়। এই ধরনের প্রশ্ন শ্রেণীকক্ষের কাজের প্রতি শিক্ষার্থীদের আস্থা নষ্ট করে।

১১। কোন সময়েই শিক্ষার্থী নির্বাচন করে তারপর প্রশ্ন করা উচিত নয়। কেবলমাত্র শৃঙ্খলামূলক প্রশ্নের ক্ষেত্রে এই রীতি চলতে পারে।

১২। অনেক সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার পর প্রশংসামূলক মন্তব্য করেন। এই ধরনের মন্তব্যের ভাষা যদি একই হয়, তাহলে শুনতে খারাপ লাগে এবং তার প্রেষণা শক্তিও থাকে না। সুতরাং বারাবার একই ধরনের মন্তব্য না করে মন্তব্যের ভাষা পরিবর্তন করা উচিত।

১৩। প্রশ্ননের সময়, শিক্ষার্থী অপেক্ষা প্রশ্নের উত্তরকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। একজন শিক্ষার্থী প্রশ্নের উত্তর সঠিক না দিতে পারলে শিক্ষক মহাশয় অন্যদের প্রশ্ন করেন। এতে শিক্ষার্থীদের মনে ধারণা হয় যে শিক্ষকের কাছে প্রশ্নের উত্তর পাওয়াই প্রধান। এই ধরনের রীতি শিক্ষার্থীদের মনে খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। এই জন্য একজন ইতিহাস শিক্ষকের উচিত কোন বিশেষ শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে তার কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর আদায় করা।

১৪। অনেকসময় শিক্ষার্থীরা যে প্রশ্নের উত্তর দেয়, তা আংশিকভাবে সত্য। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উত্তরটিকে নাকচ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে একজন ইতিহাস শিক্ষকের উচিত, শিক্ষার্থীর আংশিক উত্তর গ্রহণ করে নিয়ে বাকিটুকু বলে দেওয়া। এতে শিক্ষার্থীরা পাঠে আগ্রহান্বিত হয়।

১৫। শ্রেণীর সমবেত উত্তর দানের অভ্যাস গঠন করা উচিত নয়। অনেকসময় শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দেয়। এই ধরনের উত্তর গ্রহণ করলে শিক্ষক বুঝতে পারেন না যে কে উত্তর জানে, কে জানে না। ফলে তাঁর পক্ষে পাঠ পরিচালনা করার অসুবিধা হয়। সুতরাং শিক্ষার্থীদের এই ধরনের অভ্যাস দূর করার জন্য একজন ইতিহাস শিক্ষকের সচেষ্ট হওয়া উচিত।

১৬। কোন বিশেষ শিক্ষার্থী যখন প্রশ্নের উত্তর দান করে, তখন অন্য শিক্ষার্থীরা যাতে সেদিকে মনোযোগী হয়, তার জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। এটি বিশেষভাবে অভ্যাস গঠনের ব্যাপার। ইতিহাস শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নন কৌশল প্রয়োগের জন্য এটি একটি অপরিহার্য অভ্যাস। এছাড়া প্রশ্নের উত্তরদান শেষ না হওয়া পর্যন্ত যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতামত ব্যক্ত করাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে অভ্যাস ও গঠন করার চেষ্টা করতে হবে।

১৭। একজন ইতিহাস শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নের সংখ্যা সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। শ্রেণীতে পাঠ পরিচালনার জন্য খুব কম সংখ্যক প্রশ্ন হওয়াও উচিত নয়। শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে ঠিক প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্ন নির্বাচন করবেন।

প্রশ্নন কৌশলের আর একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখযোগ্য। তা হল— প্রশ্নন কৌশলের যথার্থতা অনেকাংশে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মনোভাব দ্বারা নির্ধারিত হয়। তাই একজন ইতিহাসের শিক্ষক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার সময়, হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ রচনা করার চেষ্টা করবেন। তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়া এমন হওয়া উচিত, যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী অনুভব করে যে, তিনি সকলকে সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী।

৪.৬ সারসংক্ষেপ (Summary)

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান আধিকার করে আছেন। তিনি শুধু জ্ঞানের অধিকারী নন বা প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রদানকারী নন, তিনি শিক্ষার্থীর পরিচালক, দার্শনিক ও বন্ধু। একজন ইতিহাসের শিক্ষক একদিকে হবেন বিভিন্ন পঠন পদ্ধতি ও শিক্ষোপকরণ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী, অন্যদিকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হবে সংস্কারমুক্ত উদার এবং বিজ্ঞানসম্মত।

একজন ইতিহাসের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত তৈরী করতে উৎসাহ দেবেন এবং এর সাথে আরও বেশী করে চিন্তাশীল হতে এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য আহরণে অনুপ্রেরণা দেবেন।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন, চাহিদা ও কৌতূহলের পরিচায়ক, তেমনি শিক্ষকের প্রশ্ন তাদের মধ্যে চাহিদা ও কৌতূহলকে জাগ্রত করে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের চিন্তন প্রক্রিয়াকে জাগরিত করতে সাহায্য করে প্রশ্ন। প্রশ্নকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ কার যায় ঃ

১। পরীক্ষামূলক প্রশ্ন, ২। অনুশীলনমূলক প্রশ্ন, ৩। পুনর্বিচারমূলক প্রশ্ন, ৪। অগ্রগতি সহায়ক প্রশ্ন, ৫। পুনরালোচনামূলক প্রশ্ন, ৬। অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন ইত্যাদি।

৪.৭ Self Check Questions :

১। জাতি গঠনের ক্ষেত্রে ইতিহাস শিক্ষকের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২। টীকা লিখুন: ইতিহাস শিক্ষক এবং বিতর্কিত বিষয়।

৩। ইতিহাস শ্রেণীকক্ষে প্রশ্নকরণের কৌশলগুলি লিখুন।

৪.৮ References :

১। ভক্তা, ভক্তিভূষণ এণ্ড ভক্তা আরতি, (২০১২) অভিনব শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা

২। রায়, সুশীল (২০০৯-১০), শিক্ষণ ও শিক্ষা-প্রসঙ্গ, সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা

একক - ৫

ইতিহাস পাঠক্রমের বিশ্লেষণ

CRITICAL ANALYSIS OF HISTORY SYLLABUS

- ৫.১ – সূচনা
- ৫.২ – উদ্দেশ্য
- ৫.৩ – ইতিহাস পাঠক্রম তৈরীর সাধারণ নীতি
  - ৫.৩.১ – Culture Epoch Theory
  - ৫.৩.২ – Biographical Theory
- ৫.৪ – স্তর বা শ্রেণী অনুযায়ী ইতিহাসের পাঠক্রম
- ৫.৫ – ইতিহাসের পাঠক্রমের সংগঠন ও বিন্যাস
  - ৫.৫.১ – Biographical Approach
  - ৫.৫.২ – Culture Epoch Theory
  - ৫.৫.৩ – Chronological Approach
  - ৫.৫.৪ – Concentric Approach
  - ৫.৫.৫ – Topical Approach
  - ৫.৫.৬ – Regressive Approach
  - ৫.৫.৭ – Lines of development Approach
  - ৫.৫.৮ – Patch System
  - ৫.৫.৯ – Sociological Approach
- ৫.৬ – ইতিহাসের বিষয়বস্তুর স্তর বিভাগ
- ৫.৭ – Evaluation of History syllabus in Secondary & Higher secondary stages in West Bengal
- ৫.৮ – Criteria of a good History text book
- ৫.৯ – Summary
- ৫.১০ – Self Check questions
- ৫.১১ – Preferences

৫.১ – সূচনা

পাঠক্রম তৈরীর সমস্যা

ইতিহাসের বিষয়বস্তু বিরাট ও ব্যাপক। মানবসভ্যতার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে ইতিহাসে। শুধু তাই নয় আঞ্চলিক ইতিহাস, জাতীয় ও বিশ্বস্তরে বিভিন্ন যুগের ইতিবৃত্ত ইতিহাসকে আরও ব্যাপকতা দান করেছে। ইতিহাস শুধু নিছক কতকগুলি ঘটনাপঞ্জী নয়। ঘটনাগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ, সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে তার প্রতিক্রিয়ার প্রভাব ও ইতিহাসের বিষয়বস্তু। আর রয়েছে মানব সভ্যতার ধারাবাহিকতা ও অখন্ডতা। তাই এই বিশাল ও ব্যাপক বিষয়বস্তু থেকে ইতিহাসের কতটুকু এবং কোন কোন দিকগুলি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচিত করা হবে তা একটি সমস্যা। দ্বিতীয়ত: শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক স্তর অনুযায়ী বিষয়বস্তুর নির্বাচন করাও একটি সমস্যা। কারণ মানসিক স্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের গ্রহণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তৃতীয়ত: বিদ্যালয়ের সময় নির্ঘন্টে ইতিহাসের পঠন পাঠনের জন্য সঠিক সময় নির্বাচনে, উপস্থাপনের সময় প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদীপনের ব্যবহারে এবং শিক্ষকের শিক্ষণ দক্ষতার প্রশ্নগুলি সম্পর্কে।

পাঠক্রম নির্বাচনের পিছনে উদ্দেশ্য

বিষয়বস্তু নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্যা প্রসঙ্গে পাঠক্রম তৈরীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। বস্তুত: মানব সভ্যতা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা সৃষ্টি, অতীতের আলোকে বর্তমান পরিবেশের উপলব্ধি, উদার জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির মনোভাব সৃষ্টি এবং সর্বোপরি ইতিহাস চেতনার উন্মেষের দিকে লক্ষ্য রেখেই ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থী এই অধ্যায়টি পাঠ করে ইতিহাসের পাঠক্রম তৈরীর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে পারবেন। ফলে তাঁরা শিক্ষণের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্যগুলি পরিপূর্ণতা দানের চেষ্টা করবেন।

৫.২ – উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা —

- ইতিহাস পাঠক্রম তৈরীর সাধারণ নীতিগুলি সম্পর্কে জানতে পারবে।
- স্তর বা শ্রেণী অনুযায়ী ইতিহাসের পাঠক্রম সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে পারবে।
- ইতিহাস পাঠক্রমের সংগঠন ও বিন্যাস সম্পর্কে জানতে পারবে।
- ইতিহাসের বর্তমান পাঠক্রম সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং তার মূল্যায়ন করতে পারবে।
- ইতিহাসের ভাল পাঠ্যপুস্তকের কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত সেই সম্পর্কে ধারণা গঠন করতে পারবে।

৫.৩ — ইতিহাস পাঠক্রম তৈরীর সাধারণ নীতি (General Principles of framing the syllabus of History)

ইতিহাস পাঠক্রম তৈরীর ক্ষেত্রে ইতিহাসের সমগ্রতা, ধারাবাহিকতা ও সময় চেতনা সম্পর্কে যেমন সচেতন থাকতে হবে, তেমনি বিবেচনা করতে হবে শিক্ষার্থীর মানসিক স্তর ও বৈশিষ্ট্য। এই মৌলিক নীতি অনুযায়ী ইতিহাসের পাঠ্যসূচী নির্ধারণ তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রথমত : স্থির করতে হবে সমগ্র বিদ্যালয় জীবনে ইতিহাস কতখানি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং তারপরে স্থির করতে হবে কোন শ্রেণীতে কতটা পড়ানো হবে।

দ্বিতীয়ত : দৃষ্টিকোণটি হল মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধীয়। বিদ্যালয় জীবনে শিক্ষার্থীর বয়স, ক্ষমতা, রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতা অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মানসিক কাঠামো ও গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুযায়ী বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ধারিত করা এই দৃষ্টিকোণের তাৎপর্য।

তৃতীয়ত : ইতিহাসের কেন্দ্রীয় লক্ষ্য বাস্তবায়ণ করাই ইতিহাসে পাঠক্রম তৈরীর অন্যতম দৃষ্টিকোণ বলে বিবেচিত। অতীতের আলোকে বর্তমানের সমস্যা সমাধান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সঠিক গতিপথ নির্ধারণ ইতিহাস পাঠের মৌলিক উদ্দেশ্য। তবে এই তিনটি দৃষ্টিকোণের কোনটাই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এগুলির মধ্যে প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ ও সমন্বয় সাধন করে ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে।

৫.৩.১Culture Epoch Theory বা কৃষ্টিযুগতত্ত্ব

কৃষ্টিযুগতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য

কৃষ্টিযুগতত্ত্বের প্রবক্তা হলের মনোবিজ্ঞানী স্ট্যানলী হল (Stanley Hall)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মানবজাতি তার ক্রমবিকাশমান জীবনধারায় যে সমস্ত স্তর ক্রমান্বয়ে অতিক্রম করে এসেছে শিশুর জীবনেও সেই স্তরগুলির ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি ঘটে। শিশুর জৈবিক বৈশিষ্ট্য (Biological makeup) এই পুনরাবৃত্তিকে সম্ভব করে। প্রথম জীবনে শিশু তার আদিম পূর্বপুরুষদের মত স্বার্থপর, হিংস্র ও ধ্বংসশীল। তারপর ধীরে ধীরে শিশু শান্ত ও স্থির হয়। যেমন হয়েছিল আদিমযুগের মানুষ ক্রমবিবর্তের মধ্য দিয়ে। এই মতবাদ অনুসারে তাই ইতিহাসের বিষয় নির্বাচিত করতে হবে মানবসভ্যতা বিকাশের ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসারে। অর্থাৎ প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চস্তরের ইতিহাস শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যথাক্রমে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ থেকে।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী ইতিহাসের বিষয় নির্বাচন যুক্তিপূর্ণ নয়।

পাঠক্রম নির্বাচনে কৃষ্টিযুগতত্ত্ব কতদূর গ্রহণীয়

প্রথমত : আদিমযুগের মানুষকে এই মতবাদ অনুযায়ী সহজ, সরল ও স্থূল মনে করা যেমন ভুল তেমনি আবার আধুনিক যুগকে সর্বক্ষেত্রে জটিল মনে করাও ভুল। যুগের সরলতা ও জটিলতা নির্ভর করে আমরা কোন দৃষ্টিকোণ থেকে যুগকে বিচার করতে চাই তার উপর। বিচার করে দেখতে গেলে আদিম যুগের ইতিহাসের বহু সমস্যাই জটিলতায় আধুনিক যুগের ইতিহাসকে হীনপ্রভ করে দেয়। সহজ সরল আকারে উপস্থাপিত হলে আধুনিক যুগের আলোচনাও শিশুদের কাছে জটিল হওয়ার কথা নয়।

দ্বিতীয়ত : মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা পৃথিবীর সব দেশেই একইভাবে বা একইসময়ে ঘটেনি। সুতরাং সেইভাবে ইতিহাসের পাঠক্রম স্থির করা বিজ্ঞানসম্মত নয়।

তৃতীয়ত : মানবজাতির আদিম অবস্থার সঙ্গে শিশুর প্রারম্ভিক জীবন বিকাশের সন্ধান মেলে কিন্তু মানব সমাজের ক্রমবিকাশ যখন ইতিহাসের যুগে এসে পৌঁছয় তখন এই সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়।

শিক্ষার্থীদের মানসিক কাঠামো অনুযায়ী তিনটি স্তরে শিক্ষাদান করা হয়। এই স্তরগুলি যথাক্রমে (১) প্রাথমিক বা প্রস্তুতির স্তর (তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী); (২) মধ্যস্তর (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী);

বিদ্যালয়ের তিনটি স্তরের মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও ইতিহাসের পাঠক্রমের প্রকৃতি

(৩) উচ্চস্তর (নবম থেকে দশম বা দ্বাদশ শ্রেণী)। এই স্তরগুলির বয়:ক্রম যথাক্রমে ৮ থেকে ১১, ১২ থেকে ১৫ এবং ১৫ থেকে ১৬ বা ১৮। স্তরভেদে পাঠ্যবিষয়ের বিভিন্নতা সম্পর্কে অধ্যাপক কে. ডি. ঘোষ অধ্যাপক ককের (Cock)-এর মতামত উল্লেখ করেছেন। ১১ বছরের নীচের শিশুরা কল্পনাপ্রবণ ও গল্প শুনতে আগ্রহী। তাই এই স্তরে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হবে মূর্ত, স্পষ্ট ও রোমাঞ্চকর যাতে শিশুদের মধ্যে কল্পনা শক্তির বিকাশ, ইতিহাসে আগ্রহ সৃষ্টি ও সময় সম্পর্কে সহজ ধারণা সৃষ্টি করা যায়। ১১ বছরের পর থেকে শিশু পারিপার্শ্বিক দিকগুলি সম্পর্কে আগ্রহশীল ও বাস্তব সচেতন হয়। তাই এই স্তরে ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে সামাজিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে যাতে ইতিহাসে সমাজ বিকাশের ধারাটি পরিস্ফুট হয়। উচ্চস্তরের মানসিক পরিসরের বিস্তৃতি এবং বৌদ্ধিক দিকগুলি সংগঠিত হওয়ার ফলে এই স্তরে দেশ বিদেশের সভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে জাতীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটানো দরকার, মধ্যস্তর ও উচ্চস্তর উভয় ক্ষেত্রেই সামাজিকতা, উদার জাতীয়তা ও বিশ্বজনীনতা বোধ জাগ্রত করার সঙ্গে ইতিহাসের সময়চেতনা ও মৌলিক লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এছাড়া এই স্তরগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকতা রেখে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই মনস্তত্ত্বসম্মত ধারা ও নীতি গ্রহণের প্রবণতা থেকেই একাধিক মনস্তত্ত্বমূলক মতবাদ গড়ে উঠেছে।

প্রথমটি হল Culture Epoch Theory বা কৃষ্টিযুগতত্ত্ব।

আর দ্বিতীয়টি হল Biographical Theory বা মহাপুরুষতত্ত্ব বা জীবনীবৃত্তান্তমূলক তত্ত্ব।

যাইহোক ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্ধারণে কৃষ্টিযুগতত্ত্ব কিছুটা সাহায্য করতে পারে। শৈশব ও বাল্যস্তরে ইতিহাসের পাঠক্রম সহজ ও সরল বিষয়বস্তু দিয়ে তৈরী করা প্রয়োজন যাতে কল্পনা ও ভাবপ্রবণ শিশু ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। ইতিহাসের পাঠক্রমকে বিজ্ঞানসম্মত করার ক্ষেত্রে নৃতত্ত্বের পটভূমির প্রয়োজন যে আছে, কৃষ্টিযুগতত্ত্ব তা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৫.৩.২ Biographical Theory / মহাপুরুষতত্ত্ব বা জীবনীবৃত্তান্তমূলক তত্ত্ব :

মহাপুরুষতত্ত্বের বেশিষ্ট্য

মনস্তত্ত্বধর্মী আর যে তত্ত্বটিকে পাঠ্যসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে আলোচনা করা হয় সেটা হল মহাপুরুষতত্ত্ব বা জীবনী বৃত্তান্তমূলক তত্ত্ব (Biographical Theory)। কার্লাইল (Carlyle) এই তত্ত্বের প্রবক্তা। মানবসমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে বিভিন্ন সময়ের প্রতিনিধি স্থানীয় মহামানবের জীবন ও কীর্তির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত ও গ্রথিত করে ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস বর্ণনা করাই এই তত্ত্বের মূল কথা। কারণ তাঁরা হলেন সমসাময়িক যুগের সমাজজীবনের ধারক ও বাহক এবং তাদের জীবনের মাধ্যমে ঐ যুগের অন্যান্য ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করা যায়।

পাঠক্রম নির্ধারণে মহাপুরুষতত্ত্বের উপযোগিতা

ইতিহাস পাঠক্রম রচনায় এই তত্ত্বও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, **প্রথমত :** ইতিহাস শুধু ব্যক্তির জীবন কাহিনী নয়। আর ব্যক্তির জীবনে সমাজজীবনের সব দিকের সামগ্রিক পরিচয় সম্পূর্ণভাবে ব্যাঞ্জনা লাভ করে না। **দ্বিতীয়ত :** এই মহাপুরুষগণ একটি জাতির জীবনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য পরপর আবির্ভূত হন না। এর ফলে সময়ক্রম অনুযায়ী ইতিহাসের ব্যাখ্যা এই তত্ত্বে সম্ভব নয়। **তৃতীয়ত :** যুগমহাপুরুষরা অনেক সময়ই সেই

যুগের সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকেন। তাই তাদের ব্যক্তিজীবন সেই যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য বহন করে না। অবশ্য ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, আন্দোলন ও বিপ্লবগুলিকে ইতিহাসের পাঠ্যসূচী হিসাবে নির্বাচন করে সেগুলিকে কেন্দ্র করেই এই সব যুগনায়কদের জীবনী সন্নিবেশিত করলে ইতিহাসের সামগ্রিকতা রক্ষা করা যায়। যেহেতু একজন ব্যক্তি তিনি যতই বড় হন না কেন একটি যুগে সমস্ত শ্রেণীর ও সভ্যতার সকল দিকের প্রতিনিধি তিনি হতে পারেন না, সেই কারণে সেই যুগের সকল শ্রেণীর ও সমাজের সকল দিকের প্রতিনিধি স্থানীয় বহুব্যক্তির জীবনী আলোচনার মাধ্যমে ইতিহাসের সামগ্রিক দিকসহ তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হতে পারে।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে পাঠক্রম রচনার কতকগুলি সাধারণ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এগুলি বিন্যাস করলে পাঠক্রম রচনার নিম্নলিখিত সাধারণ নীতিগুলির একটি পরিচয় পাওয়া যায় :—

ইতিহাসের পাঠক্রম রচনার সাধারণ নীতি :-

প্রথমত : মৌলিক লক্ষ্যের উপর গুরুত্ব দিয়ে পাঠক্রম রচনা করা যেমন প্রয়োজন, তেমনি শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরভেদে পৃথক পৃথক লক্ষ্যকে অনুসরণ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত : বিদ্যালয়স্তরে শিক্ষার্থীরা কি পরিমাণ এবং কোন ইতিহাস বিভিন্নস্তরে আয়ত্ত করবে তাও নির্ধারণ করে নিতে হবে। বর্তমান স্কুল শিক্ষায় দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস আবশ্যিক।

তৃতীয়ত : মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের গ্রহণ করার মানসিক দক্ষতা, আগ্রহ ও প্রবণতাকে বিচার করে নিম্নশ্রেণীগুলিতে ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে সহজ, গল্পাকারে জীবনীবৃত্তান্তমূলক নিয়মে আকর্ষণীয় করতে হবে এবং উচ্চস্তরে তথ্যপূর্ণ, বিশ্লেষণমূলক ও তাৎপর্যমূলকভাবে পাঠক্রমে স্থান দিতে হবে।

চতুর্থত : উপরের তিনটি নীতিকে অনুসরণ করে প্রাথমিক ও মধ্যস্তরে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ করার জন্য প্রয়োজন একটি কেন্দ্রীয় ধারণা অথবা পরস্পর সম্পর্কিত কয়েকটি ধারণাকে গ্রহণ করা। পাঠক্রমে এই কেন্দ্রীয় বিষয়টির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে সব ঐতিহাসিক তথ্য সমাবেশ করা হবে তাতে যেন নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বজায় থাকে।

পঞ্চমত : মানব প্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্তরভেদে ক্রমশ সহজ তথ্য থেকে তাৎপর্যমূলক তথ্যের সন্নিবেশ করতে হবে। সেই সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সময়ক্রম ও মানব প্রগতির চেতনা সৃষ্টি করার কথা মনে রেখে পাঠক্রম রচনা করতে হবে।

ষষ্ঠত : ইতিহাসের তথ্যগুলি এমন হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে শিক্ষার্থী তার বর্তমান জাগতিক পরিবেশের উৎস, ক্রম বিবর্তন ও সাম্প্রতিক সমস্যাকে অনুধাবন করতে পারে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্দেশ করতে পারে।

এছাড়া পাঠক্রম যেন অতিরিক্ত বিষয় দ্বারা ভারাক্রান্ত না হয়। সামগ্রিকতা (Fullness), সক্রিয়তা (Activity), নমনীয়তা (Flexibility), সংস্কার শূন্যতা (Free from Prejudices), সজীবতা (Life), অনুবন্ধের প্রয়োগযোগ্যতা (Application of Correlation technique), সমন্বয়ধর্মীতা (Co-ordination), স্পষ্টতা (Clearness), যুক্তিগ্রাহ্যতা (Reasonableness), সুসংবদ্ধ ও পরিকল্পিত চয়ন (Systematic and Planned selection) প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাসের বিষয় নির্বাচন করা বিধেয় পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা

এমন হওয়া আবশ্যক যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দক্ষতা (Skill), মূল্যবোধ (Respect for values) এবং জ্ঞানপিপাসা জাগ্রত হয়।

৫.৪ স্তর বা শ্রেণী অনুযায়ী ইতিহাসের পাঠক্রম (Syllabus of History for different stages of instruction)

প্রাথমিক স্তর ও ইতিহাসের পাঠক্রম

ইতিহাস পাঠক্রম নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেসব সাধারণ নীতি আলোচনা করা হল তাদের উপর ভিত্তি করেই স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিষয়বস্তু নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রাথমিক স্তরের (তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী) শিশুর রয়েছে অখন্ড আগ্রহ, কৌতূহল এবং কল্পনা প্রবণতা। গল্পের আকারে বিষয়বস্তু নির্ধারিত করলে এই স্তরের শিশুদের এইসব মানসিক বৈশিষ্ট্যকে পরিতৃপ্ত করা সম্ভব হবে। তথ্যবহুল সময়ানুক্রমিক পাঠক্রম এই স্তরের জন্য নয়।

এই স্তরের পাঠক্রমে থাকবে —

(১) প্রাগৈতিহাসিক কাহিনী এবং প্রাচীন মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধ্যায় থেকে কিছু বিষয়।

(২) জাতীয় ইতিহাসের প্রাচীন গৌরবময় অধ্যায়।

(৩) আদিম মানুষের জীবনকাহিনী এবং রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদের কাহিনী।

(৪) ঐতিহাসিক মহাপুরুষদের জীবনীর মাধ্যমে জাতীয় ইতিহাস ও মানবসভ্যতার কাহিনী।

(৫) সরলগল্পাকারে ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয়। তবে সমস্ত পাঠক্রমটি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নির্বাচিত হবে।

(৬) সম্ভব হলে জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে আঞ্চলিক ইতিহাসের কাহিনী যুক্ত করা যেতে পারে।

মধ্য স্তর ও ইতিহাসের পাঠক্রম

মধ্যস্তরে বা নিম্নমাধ্যমিক স্তরে শিশুরা বাস্তব সচেতন। তাদের কৌতুহল অনেক পরিণত। বর্তমান জগৎ পরিবেশ ও সমাজ সম্পর্কে তারা সচেতন। এদের মধ্যে সময় চেতনাও এসেছে। এই সময় থেকে আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে বিমূর্ত চিন্তার উন্মেষ ঘটাতে হবে। তাই এই স্তরে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে সমাজ বিকাশের ধারাটির পরিস্ফুটন ঘটাতে হবে। বর্তমান পরিবেশকে ব্যাখ্যা করা যায় এমন সব তথ্যই এই স্তরের ইতিহাসে সন্নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বচেতনার সমন্বয় ঘটাতে পারে এমন তথ্যও এই স্তরের পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত হবে। সময়ানুক্রমের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত জাতীয় ইতিহাস (ভারতের) যেমন পড়াতে হবে তেমনি পৃথিবীর ইতিহাস পড়ানো দরকার।

উচ্চস্তর ও ইতিহাসের পাঠক্রম

উচ্চস্তরে শিক্ষার্থীরা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অনেক পরিণত। তাদের মধ্যে বিচারবোধ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার সঙ্গে রয়েছে সমাজ চেতনা ও মানসিক জগতের ব্যাপ্তি। তাই এই স্তরের শিক্ষার্থী দেশ ও জাতির সীমানা ছাড়িয়ে বিভিন্ন দেশের সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়। এই স্তরে পাঠক্রমে থাকবে —

প্রথমত : ইতিহাসের বিষয়বস্তু হিসাবে জাতীয় (ভারতবর্ষ) ইতিহাস হবে সিলেবাসের কেন্দ্র।

দ্বিতীয়ত : বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিতে জাতীয় ও স্থানীয় ইতিহাস পড়াতে হবে।

তৃতীয়ত : জাতীয় ও বিশ্ব ইতিহাসের অতীত যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণমুখী বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

চতুর্থত : জাতীয় ইতিহাস বিষয়বস্তুর কেন্দ্র হলেও বিশ্বের অন্যান্য জাতির সভ্যতার ইতিহাস জাতীয় ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত করে বিষয়বস্তু নির্বাচন করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত : পৌর বিজ্ঞানের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ অন্তর্ভূক্ত করলে দেশের সামাজিক কাঠামো সম্পর্কে শিক্ষার্থী পরিচিতি লাভ করে। বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে জাতীয় ইতিহাস এবং অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ রচনার সুযোগ রাখতে হবে। পাঠক্রমের নির্বাচিত বিষয়বস্তু যেন ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং ঐতিহাসিক আন্দোলনের সঙ্গে কার্যকারণ সূত্রে সম্পর্কযুক্ত হয়।

এছাড়া ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন এবং পারস্পরিক নির্ভরতার ভিত্তিতে মানবগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ ইতিহাসই এই স্তরে বিষয়বস্তু নির্বাচনে মূলনীতি হবে। সেই সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলিকে রাজনৈতিক দিকের সঙ্গে গ্রথিত করে তাদের সার্থকভাবে আলোচনা করতে হবে। যথাসম্ভব বিমূর্ত ও বর্ণনামূলক বিষয় দ্বারা জাতীয় ইতিহাসে দেশের সকল অঞ্চলের ও সকল শ্রেণীর মানুষের অবদানকে গুরুত্ব দিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে ইতিহাস যেন তথ্য ভারাক্রান্ত না হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুতে সামাজিকতা ও পূর্ণাঙ্গতা বজায় রাখতে হবে। সবশেষে দেখতে হবে পাঠক্রম যেন প্রাণবন্ত, আকর্ষণীয়, গতিশীল এবং বিজ্ঞানসম্মত হয়।

৫.৫ ইতিহাসের পাঠক্রমের সংগঠন ও বিন্যাস : (Organisation of Contents of History)

সংগঠন বা বিন্যাসের অর্থ

বিষয় নির্বাচনের পর নির্বাচিত বিষয়কে বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উপযোগী করে বিদ্যালয় পাঠক্রমে যথাযথভাবে সংগঠিত ও সুবিন্যস্ত করা বা তথ্যগুলি প্রণালী সম্মত ভাবে সাজানোকে পাঠক্রমের সংগঠন বলে। নির্বাচিত বিষয় বস্তুর (selected materials) সংগঠন যেন ইতিহাস শিক্ষনের লক্ষ্য, বাস্তব উপযোগিতা, মানসিক ক্ষমতা, বিষয়বস্তুর জটিলতা ও ব্যাপকতা, ধারাবাহিকতা ও সময়ানুক্রমিক চেতনার উপর গুরুত্ব দিয়ে বিবেচিত হয়। ইতিহাস পাঠক্রমের বিন্যাসের ক্ষেত্রে কতকগুলি সাধারণ নীতিতে পৌঁছোতে গেলে এই প্রসঙ্গে যে সব তত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয় সেগুলির আলোচনা করা দরকার। এই তত্ত্বগুলি হল —

(i) জীবনীমূলক পাঠবিন্যাস (Biographical Approach);

(ii) কৃষ্টিযুগমূলক পাঠবিন্যাস (Culture Epoch theory);

(iii) কালানুক্রমিক বিন্যাস (Chronological Approach);

(iv) কেন্দ্রীভূত বা এককেন্দ্রিক বিন্যাস (Concentric Approach);

(v) বিষয়ানুক্রমিক বিন্যাস (Topical Approach);

(vi) প্রত্যাবর্তনমূলক বা প্রতিগামী বিন্যাস (Regressive Approach);

(vii) ক্রমপ্রগতির ধারামূলক বিন্যাস (Lines of development approach);

(viii) প্যাচ প্রথা (Patch theory);

(ix) সমাজতত্ত্বমূলক বিন্যাস (Sociological Approach);

৫.৫.১ জীবনীমূলক পাঠবিন্যাস (Biographical Approach) :

জীবনীমূলক পাঠবিন্যাস কী?

জীবনীমূলক পাঠবিন্যাসের অর্থ সময়ানুক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনবৃত্তান্তকে উপজীব্য করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিন্যাস। ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন অপেক্ষা বিষয়বস্তুর বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই তত্ত্ব অধিকতর প্রযোজ্য। আগেই আমরা বলেছি যে কার্লাইল (Carlyle) হলেন মহাপুরুষ তত্ত্বের (Great Man theory) প্রবক্তা। তাঁর মতে মহামানবদের জীবনেই বিধৃত হয়েছে পৃথিবীতে যা কিছু মহৎ সৃষ্ট হয়েছে তার বৃত্তান্ত। ভিক্টর কুসিনও (Victor Cousin) বলেছেন, ‘‘Great men sum up and represent humanity’’। এই পদ্ধতি দুটি মূল ধারণাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। প্রথাগত: ঐতিহাসিক পুরুষরা সমসাময়িক যুগের ধারক ও বাহক এবং দ্বিতীয়ত: তাদের জীবন কাহিনীকে অবলম্বন করে ইতিহাসের ধারাবাহিক অগ্রগতিকে তুলে ধরা যায়।

পাঠবিন্যাসের প্রয়োজনে এই তত্ত্বটির মূল্য বিবেচনা করার আগে এর ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা উচিত। **প্রথমত:** ইতিহাস হল সমাজবদ্ধ সকল মানুষের অবদানে সৃষ্ট মানববসভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাস। সুতরাং কয়েকজন মহামানবের দানে সৃষ্ট ইতিহাস অবৈজ্ঞানিক এবং অগণতান্ত্রিক। **দ্বিতীয়ত:** মহামানবগণ সমাজ জীবনের সর্বদিকের প্রতিনিধি হতে পারেন না। **তৃতীয়ত:** ইতিহাস পাঠক্রমের বিন্যাসের মূল ভিত্তি ধারাবাহিকতা। একে বজায় রাখা জীবনী ভিত্তিক ইতিহাসের দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ মহাপুরুষগণ জাতির জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য পরপর আবির্ভূত হন না। **চতুর্থত:** সভ্যতার যে কতকগুলি সুউচ্চস্তর আছে সেগুলির ব্যাখ্যা যুগপুরুষদের জীবনীর মাধ্যমে সম্ভব — কিন্তু সেই সময়ের অন্তবর্তী সময়গুলির ইতিহাসকে এইভাবে আলোকিত করা যায় না। **পঞ্চমত:** যুগপুরুষরা অনেক সময়ই সেইযুগের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। তাঁরা অনেক সময়ই সেই যুগের সাধারণ মানুষের ঊর্দ্ধে অবস্থান করেন।

জীবনীমূলক বিন্যাস কতদূর গ্রহণযোগ্য

যাই হোক ইতিহাস পাঠক্রম বিন্যাসের ক্ষেত্রে জীবনীমূলক পাঠের গুরুত্ব নিশ্চয় আছে। কারণ শিশু একটা বিশেষ স্তরে রোমান্টিক। সে বীরদের কাহিনি শুনতে ভালোবাসে। তাঁদের জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনা ত্যাগ ও আদর্শের কাহিনী প্রভৃতির সঙ্গে নিজে একাত্ম অনুভব করে। সেই সঙ্গে শিশু ব্যক্তির জীবন ভিত্তিক মূর্ত (Concrete) ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। কারণ বিমূর্ত বিষয় শিশু খুব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারে না। এছাড়া জীবনীমূলক তত্ত্ব দ্বারা পাঠক্রম বিন্যাসে কার্যকরী ফল লাভ করা সম্ভবত যদি যুগভিত্তিতে কয়েকজন মহামানবের জীবনকাহিনির নির্বাচনের পরিবর্তে ইতিহাসের তাৎপর্য মণ্ডিত কতকগুলি যুগ ও ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে নির্বাচন করে তার চারপাশে ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী সন্নিবেশিত কথা যায় এবং একই যুগের একাধিক ব্যক্তির জীবনী তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। সেই সঙ্গে বিভিন্ন যুগের ঘটনার বিবরণের সাথে যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় জীবনের কার্যকারণ ও ধারাবাহিক সংযোগ রাখা প্রয়োজন।

বিদ্যালয় শিক্ষার তিনটি স্তরে ইতিহাস পাঠ্যক্রমকে সুবিন্যস্ত করতে হলে এই তত্ত্বের সাহায্য নেওয়া দরকার।

প্রাথমিক স্তরে বিমূর্ত, সরল, চিত্তাকর্ষক এবং জটিলতা বর্জিত ইতিহাসকে পাঠক্রম হিসাবে সংগঠিত করা প্রয়োজন। জীবনীমূলক ইতিহাস যদি সময়ানুক্রম রক্ষা করে রচিত হয় তবে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য শুধু সফলই হবে না, অতীত সম্পর্কে একটি সাধারণ চেতনা সৃষ্টি হবে।

মধ্যস্তরে বিশেষ করে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত যে বীরপূজার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তাকে কাজে লাগাতে হলে বিবরণধর্মী ও ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে যুগপুরুষদের জীবনীর উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ বাস্তব ভিত্তিক ইতিহাস ছাড়া শুধু জীবন আলেখ্য এই স্তরের বাস্তব সচেতন শিশুদের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়না।

বিদ্যালয়ের **উচ্চস্তরেও** জীবনীভিত্তিক পাঠবিন্যাসের গুরুত্ব আছে। যেহেতু এই স্তরের শিক্ষার্থীরা যুক্তিবাদীতা, মননশীলতা, বিচার ক্ষমতা এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী। সেই কারণে ইতিহাসের সাধারণ পাঠবিন্যাসে জীবনীকে খুব বেশী গুরুত্ব না দিয়ে সহায়ক পাঠ হিসাবে জীবনীপাঠের উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ এই জীবনীপাঠের মধ্য দিয়েই সাধারণ পাঠের তাৎপর্যমূলক ও বিশ্লেষণমূলক বিষয়গুলির উপলব্ধি সহজ হয়।

জীবনী ভিত্তিক পাঠচর্চার জন্য ভারতের ইতিহাসের রূপরেখা (Outlines of Indian History of Biographical Studies) :

শুধু জীবনীগুচ্ছের ধারাবাহিক সংযোজনার দ্বারা যেকোন দেশের যে কোন সময়ের ইতিহাসের রূপরেখা অঙ্কন করা যায় না। ভারতের ক্ষেত্রে প্রাচীন ইতিহাসের অনুকূল জীবনীগ্রন্থ নেই বললেই চলে। তবে আধুনিক গবেষণার দ্বারা সংকলিত জীবনালেখ্যগুলিও এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ, পৌরাণিক গ্রন্থপঞ্জী বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাচীন যুগের জীবণালেখ্যগুলি রচিত। বিশ্বের মধ্যে যে জনশ্রুতি ও কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটেছে তা বলাই বাহুল্য। পার্শ্বনাথ, বুদ্ধ, মহাবীরের জীবন কথা, বিম্বিসার, অজাতশত্রু, শিশুনাগ, মহাপদ্মনন্দ ও ধননন্দ, আলেকজান্ডার, চন্দ্রগুপ্ত-চাণক্যের কাহিনী, অশোক, মিলিন্দপঞ্চ, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তি, হর্ষচরিত প্রভৃতি জীবনালেখ্য উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বর্তমান যুগে মাতৃভাষায় অসংখ্য জীবনীগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে। এগুলিকে যাচাই করেও কালানুক্রমিক পন্থায় নতুন করে জীবনীগ্রন্থ সংকলন করা যায়।

প্রাচীন যুগ

মধ্য যুগ

প্রাচীনযুগের তুলনায় মধ্যযুগের ইতিহাস জানবার জন্য অনেক জীবনীগ্রন্থ পাওয়া যায়। সভাকবি ও ঐতিহাসিক ছাড়াও বহু হিন্দু ও মুসলমান লেখক স্বতন্ত্রভাবে ভারতের সাধারণ ইতিহাস ও জীবনচরিত লিখে গেছেন। বিশেষভাবে মধ্য যুগের অল-বিরুণীর 'তারিখ-ই-হিন্দ'; মিনহাজ-এর 'তবকৎ-ই-নাসিরি'; জিয়াউদ্দিন বারনীর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'; আমির খসরুর 'খাজাইন-উল-ফুতুহ'; আবুল ফজলের 'আকবর নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী'; বদাউনীর 'মন্তকাব' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সুলতান ও মোঘল সম্রাটদের অনেকেই নিজ নিজ আত্মচরিত লিখে রেখে গেছেন। যেমন- ফিরোজশাহের 'ফতুয়া-ই-ফিরোজশাহী', বাবরের 'আত্মচরিত', জাহাঙ্গীরের 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী' ইত্যাদি।

ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আলিবর্দী, সিরাজদ্দৌলা, মিরকাশিম, ঘসেটিবেগম, ক্লাইভ, ডুপ্লে প্রমুখের জীবনী দ্বারা ইংরেজ শক্তির উত্থান সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। ১৭৬৫ সালের দেওয়ানী

আধুনিক যুগ

লাভের পর থেকে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের কাল পর্যন্ত ইংরেজ শক্তির বিকাশ প্রসঙ্গে হেষ্টিংস, কর্নওয়ালিস, হায়দার আলি, টিপু সুলতান, নন্দকুমার, ওয়েলেসলী, লর্ডবেন্টিঙ্ক, ডালহৌসী, রণজিৎ সিং, মহাদজী সিন্ধিয়া, নানাফড়নবীশ প্রমুখ ব্যক্তির জীবনী আলোচনা করা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে নবজাগরণের পর্যায়ে রামমোহন, দ্বারকানাথ, রাধাকান্তদেব, উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান, ডেভিড হেয়ার, আলেকজাণ্ডার ডাফ, মেকলে, বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহাপুরুষদের জীবনী ও কার্যাবলী আলোচনা করা যায়। শুধু মহাবিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে লর্ড ক্যানিং, ঝাঁসির রানী, নানা সাহেব, তাঁতিয়াটোপী, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ, মহারানী ভিক্টোরিয়ার জীবনীগ্রন্থ অতি প্রয়োজনীয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে সমাজ ও ধর্ম আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, দ্বারকানাথ ঠাকুর, দয়ানন্দ সরস্বতী, মাধবগোবিন্দ রাণাডে, সৈয়দ আহমদ, বঙ্কিমচন্দ্র, উইলিয়াম জোনস, দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন প্রমুখের জীবনী গ্রন্থ কার্যকরী। বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তার বিকাশ ও জাতীয় আন্দোলন প্রসঙ্গে লর্ড কার্জন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, চিত্তরঞ্জন, অ্যানি বেসান্ত, সৈয়দ আহমদ, আলি ভ্রাতৃদ্বয়, মহাত্মাগান্ধী, মতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র, মৌলানা আজাদ প্রমুখের জীবনী উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের জীবনী অমূল্য সম্পদ। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসে বহু মনীষী জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান রেখে গেছেন। ইতিহাসপাঠ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থরাজিগুলি এক অমূল্য সম্পদ।

কিন্তু ইতিহাসের পরিপূর্ণতা, সামগ্রিকতা, সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিকতা, আলোচনা পর্যালোচনামূলক বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ, অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলীর কার্যকারণ সম্পর্ক প্রভৃতি উপলব্ধি করা যায় না। তবে বিদ্যালয় জীবনের প্রথমাংশে ইতিহাসের প্রতি শিক্ষার্থীর মনকে আগ্রহী ও কৌতুহলী করার জন্যে জীবনীগ্রন্থের উপর গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে ইতিহাসের সহায়ক পাঠ্যরূপে জীবনীগ্রন্থের মূল্য অপরিহার্য।

৫.৫.২ কৃষ্টিমূলক বিন্যাস (Culture Epoch Theory) :

কৃষ্টিযুগ তত্ত্বের অর্থ ও প্রয়োগ

হার্বাটীয় লেখকেরা প্রায় শুরু থেকেই এই তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর রুচি ও আগ্রহকে অবলম্বন করে পাঠক্রম বিন্যাস করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। Mrs. Mary Sheldon Barnes এই তত্ত্ব সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এই তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হলেন স্ট্যানলী হল (Stanley Hall)। ইতিহাসের পাঠক্রমের বিন্যাসকে মনোবিজ্ঞানের ভিত্তি অনুযায়ী দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে এই তত্ত্বের উপযোগীতা অনস্বীকার্য। পাঠক্রম বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই মতবাদ কে দুদিক থেকে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রথমত : মানবজাতি তার ক্রমবিকাশের ধারায় যে সব স্তর অতিক্রম করে এসেছে শিশুর জীবনেও সেই স্তরগুলির ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। প্রথম জীবনে শিশু থাকে আদিম গুহাবাসী বর্বর মানুষের মত স্বেচ্ছাচারী, হিংস্র সার্থপর ও ধ্বংসশীল। অতি শৈশবে সে হামাগুড়ি দিয়ে বন্যপ্রাণীর মত অতীত আচার আচরণের পুনরাবৃত্তি করে হত্যা এবং বিধ্বংসী যুদ্ধের কাহিনী সে শুনতে ভালোবাসে। ধীরে ধীরে সে স্থির জীবনে চলে আসে। এইভাবে প্রত্যেকটি যুগ পুনরাবৃত্তি করার সময় শিশু সেই যুগের কৃষ্টি অর্থাৎ জীবনযাপনের

ধারা এবং অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি করে। এই ব্যাখ্যা অনুসারে ইতিহাসের বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও বিন্যাস হবে সভ্যতার বিকাশের স্তর অনুসারে। অর্থাৎ শিশুরা জীবনের যে স্তরে উপনীত, সভ্যতার বিবর্তনের অনুরূপ স্তরটি তাদের জন্য নির্বাচিত ও বিন্যস্ত হওয়া উচিত। সুতরাং বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরে থাকবে প্রাচীনযুগ, মধ্যস্তরে মধ্যযুগ-হ এবং উচ্চস্তরে থাকবে আধুনিক যুগের ইতিহাস।

দ্বিতীয়ত : মানুষের ঐতিহাসিক চেতনার মধ্যে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন স্তর আছে। ইতিহাস চেতনার প্রথম স্তরে ইতিহাস ছিল গল্প উপকথা ও রোমাঞ্চকর কাহিনি। দ্বিতীয় স্তরে ইতিহাস ছিল সমালোচনা মূলক এবং তৃতীয় স্তরে ছিল বিজ্ঞানধর্মী। শিশুরও বয়:ক্রমানুযায়ী চেতনার স্তর ক্রমশঃ অপরিণত থেকে পরিণত ও যুক্তিশীল পর্যায়ে উপনীত হয়। এই চেতনার স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঐতিহাসিক চেতনার বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাস করা উচিত। লরী এই বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে বলেন যে বিদ্যালয়ের প্রথম স্তরে বিচারশীল ইতিহাস পড়ানো যায় না তবে ১৭ বছর বয়সে এইরূপ ইতিহাস অংশগত পড়ানো যেতে পারে। কিন্তু মহাকাবহ্য, নাটক, সংগীত সব বয়সেই পড়ানো যেতে পারে।

পাঠবিন্যাসে এই তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা

যাই হোক এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আদিম যুগের কথাই শিশুর প্রাথমিক স্তরের পাশে উপযোগী একথা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আদিম যুগের ইতিহাস সহজ ও সরল একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত: শিশুকে একজন পূর্ণবয়স্ক আদিম বর্বর মানুষের সঙ্গে তুলনা করে মানসিক স্তর বিন্যাস বিজ্ঞানসম্মত নয়। আর শিশুর আচার-আচরণ পূর্ণবয়স্ক মানুষের মত হতে পারে না। তৃতীয়ত: এই তত্ত্বে ঐতিহাসিক স্তরবিভাগকে খুব সরলীকরণ করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির সভ্যতার স্তর একইভাবে বিকাশলাভ করেনি। চতুর্থত: মানব জাতির আদিম অবস্থার সঙ্গে শিশুর প্রথম জীবনের সামঞ্জস্য বিধান করা গেলেও পরবর্তী যুগে তা আর করা সম্ভব হয় না।

পাঠবিন্যাসে এই তত্ত্বের গ্রহণীয় দিক

উপরিউক্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও পাঠবিন্যাসে এই তত্ত্বের কিছু গুরুত্ব আছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী বলা যায় যে প্রাথমিক স্তরে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি হবে সহজ, সরল ও জটিলতা বর্জিত। তাছাড়া নৃতত্ত্ব ইতিহাস শিক্ষনের পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করে পাঠক্রমের বিন্যাস করা উচিত — এ বিষয়েও এই তত্ত্ব আলোকপাত করে। যাই হোক পাঠক্রম নির্বাচন ও বিন্যাসের চেয়েও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে এই তত্ত্ব বেশী প্রয়োগযোগ্য। ইতিহাসকে প্রাণবন্ত, বাস্তব ও মূর্ত করে উপস্থাপনে উপকরণের ব্যবহার ও কর্মপ্রকল্প নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রেও এই তত্ত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিশুর কল্পনা ও সেন্টিমেন্টের উপর গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাস পঠন-পাঠনের রীতি এই তত্ত্ব দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত।

৫.৫.৩ কালানুক্রমিক বিন্যাস (Chronological Approach) :

কালানুক্রমিক বিন্যাস কী?

ইতিহাস পাঠক্রমের কালানুক্রমিক বিন্যাস হল ইতিহাসকে কালানুক্রমিকভাবে পরপর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অংশে (Period) ভাগ করে অংশগুলিকে বিদ্যালয়ের নিম্নতম শ্রেণী থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত স্তরে স্তরে শিক্ষা দেওয়া। প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যুগগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে বিদ্যালয় জীবনের মধ্যে ইতিহাসের সমগ্রপাঠটি শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করা হয়। স্বভাবতই প্রাচীন যুগের ইতিহাস নিম্নশ্রেণীর জন্য এবং

পরবর্তী যুগগুলি উচ্চশ্রেণীর জন্য পরপর নির্দিষ্ট হবে। এইভাবে আধুনিক ইতিহাস হবে উচ্চ শ্রেণীর জন্য পাঠ্য। যুগ নির্বাচনের সময় কয়েকটি কথা মনে রাখা দরকার। যথা — (১) বহুযুগে ইতিহাসকে ভাগ করা ঠিক নয়য়। কারণ- তার ফলে ইতিহাসের সময়ানুক্রম চেতনায় জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। কয়েকটি বিস্তৃত অধ্যায়ে যুগবিভাগ বাঞ্ছনীয়। (২) যুগগুলি অবশ্যই কালানুক্রমিকভাবে নির্বাচিত হবে। (৩) প্রতিটি যুগেই যেন এক বা একাধিক স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকে। জাতির বা দেশের সুনির্দিষ্ট এক একটি স্তর যেন এক একটি যুগে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়।

পাঠবিন্যাসে এই পদ্ধতির সুবিধা

বিষয় বিন্যাসের ক্ষেত্রে এই কালানুক্রমিক পদ্ধতির কতকগুলি সুবিধা আছে। **প্রথমত:** যুগগুলিকে এই পদ্ধতিতে সাজালে প্রাচীনযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত জাতির ইতিহাসের একটি সামগ্রিক ও সম্পূর্ণরূপ শিক্ষার্থীর সামনে রাখা হয়। **দ্বিতীয়ত:** কোন একটি যুগ একটি শ্রেণীতে আলোচনা করার পর পুনরায় আলোচিত হয় না বলে প্রতিশ্রেণীতে নূতন নূতন বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হওয়ার সুযোগ থাকে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নতুনত্বের আগ্রহ ও উৎসুকতার জাগরণ হয়। **তৃতীয়ত:** এই প্রথায় ইতিহাসের পাঠক্রমের বিন্যাস সহজসাধ্য কারণ এই পদ্ধতিতে কোন কৃত্রিমতা নেই এবং বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস বিন্যস্ত করা সহজ ও সরল। এই পদ্ধতিতে সময় চেতনা সৃষ্টি করাও যেমন সহজ তেমনি পাঠ্যপুস্তক রচনা করা এবং শিক্ষক কর্তৃক বিষয়বস্তুর উপস্থাপনও সহজসাধ্য।

এই পদ্ধতির ত্রুটি সমূহ

কিন্তু এই পদ্ধতির কতকগুলি ত্রুটিও আছে। **প্রথমত:** এই মতবাদের প্রবক্তাগণ Culture Epoch Theory কে অনুসরণ করে বলেছেন যে প্রাচীনকালের ইতিহাস সহজ সরল ও স্থূল এবং প্রাথমিক স্তরের শিশুর কাছে এই ইতিহাস শিক্ষা মানসিক দিক থেকে উপযোগী। সেই অনুপাতে আধুনিক যুগ অনেক জটিল সেই জন্য এই ইতিহাস উচ্চ স্তরের জন্য সংগঠিত করা প্রয়োজন— এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। যুগের সরলতা ও জটিলতা নির্ভর করে আমরা কীভাবে এবং কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন করব তার উপর।

দ্বিতীয়ত: এই পদ্ধতিতে একবার আলোচিত বিষয়বস্তু পুনরায় আলোচনা হয় না বলে পুরানো পাঠ উপরের শ্রেণীতে এসে শিক্ষার্থীরা ভুলে যায়।

তৃতীয়ত: প্রাচীনকালের ইতিহাস নিম্নশ্রেণীতে স্বভাবতই সহজ ও জটিলতা বর্জিতভাবে আলোচিত হয়। কিন্তু এই তত্ত্ব অনুযায়ী ইতিহাসকে প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে আলোচনা করার সুযোগ থাকে না।

চতুর্থত: শিক্ষার্থীর মানসিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুকে তথ্যবহুল করে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ইতিহাস পড়াবার প্রবণতাও এই পদ্ধতিতে গড়ে ওঠে না।

৫.৫.৪ এককেন্দ্রিক বা সমগ্র ইতিহাস কেন্দ্রিক (Concentric Approach) :

ইতিহাসের পাঠবিন্যাস ও সংগঠনের জন্য কালানুক্রমিক বা সময়ানুক্রমিক পদ্ধতির ন্যায় আরও কয়েকটি পদ্ধতি বিভিন্ন সময়ে প্রস্তাবিত ও ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য হল এককেন্দ্রিক পন্থা (Concentric Approach) এই পন্থায় একটি সাধারণ পাঠ্যবিষয়ের সহজ সরল কাঠামো থেকে শুরু করে

ক্রমশ পূর্ণতর ও গভীরতর পাঠে অগ্রসর হওয়া ও বিভিন্ন স্তরে বিষয়টির পুনরাবৃত্তি করা হয়। শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্তরের ক্রমবিকাশের সঙ্গে এই পদ্ধতিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়। জ্ঞানবৃত্তের কেন্দ্রে আছে শিশু। তার বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানবৃত্ত ও সম্প্রসারিত হবে। সে ক্রমশ বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে। শিশুর প্রথম স্তরের জন্য ইতিহাসের সহজ সরল কাঠামোটুকুই হবে পাঠ্য। পরবর্তী শ্রেণীতে একই কাঠামোর উপর বিষয়বস্তু সংযোজন করে বিষয়টি পুনরাবৃত্ত হবে। এইভাবে স্তরে স্তরে শিশুও বড় হবে এবং বিষয়টিও পূর্ণতর ও গভীরতর হতে থাকবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় সমগ্রিক ভারত ইতিহাসের কোর্সটি প্রথম থেকেই পাঠ্য হিসাবে গণ্য করা হবে। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে শুধু কাঠামো, দ্বিতীয় স্তরে একই বিষয়ের নতুন তথ্য সংযোজিত ও পুনরাবৃত্তি হবে এবং তৃতীয় স্তরে গভীর ও পরিপূর্ণ ইতিহাসচর্চার আনুষঙ্গিক তথ্য সংযোজনা, সমালোচনা, তুলনামূলক আলোচনা প্রভৃতি উপায় গ্রহণ করা হবে।

এই প্রথার ত্রুটি

এই প্রথায় ইতিহাসের পাঠ্যসূচী রচনাকে বিজ্ঞান সম্মত বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাবিদ্ পেস্তালৎসি ও রুশো শিশুর জীবনের স্বাভাবিক বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, প্রাথমিক অবস্থায় যে বেশীদূর দৃষ্টি ও মননশক্তিকে প্রসারিত করতে পারে না। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি ও চিন্তাশক্তি প্রসারিত হয়। এই শিশু অভীক্ষার উপর ভিত্তি করে এই পদ্ধতিতে ইতিহাসের বিষয়বিন্যাস করা যায়। ঊনিশ শতকের প্রথমদিকে জার্মানী এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই প্রথা শিক্ষাবিদ্দের মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু এই প্রথা ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ —

প্রথমত : এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি পর্যালোচনা করতে বাধ্য হয়। ফলে বিষয়টির উপর তাদের আগ্রহ কমে যায়।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষার্থীর শ্রেণী, বয়স ও সময়ের মানদণ্ড বিচার করে কতটুকু বিষয় আলোচনা করা উচিত— এ সম্পর্কে শিক্ষক যথেষ্ট সচেতন হয়েও উপস্থাপনাকে সংযত ও স্তরভিত্তিক করতে পারেন না। সেই সঙ্গে শিক্ষার্থীর মত শিক্ষক ও নতুনত্বের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে একঘেয়েমিতে ক্লান্ত হন।

তৃতীয়ত : মূল কাঠামোর সঙ্গে নতুন তথ্যের সংযোজনা ও পুনরাবৃত্তির আধিক্যের জন্য শিক্ষার্থীর সময়চেতনা ও অনেকাংশে ব্যাহত হয়। তারা সময়ের স্থায়িত্ব ও দূরত্ব সম্পর্কে ধারণালাভ করতে পারে না।

দোষ নিরসনের উপায়

এই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি এবং একঘেয়েমি থেকে বাঁচবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব। প্রাথমিক স্তরে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশেষ ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে গল্পাকারে বিন্যাস করা যায়। মধ্যস্তরে ঐ একটি কাঠামোর উপর তথ্য সংযোজন করে বিবরণধর্মী ইতিহাস পড়ানো চলে। এই স্তরে কালানুক্রমিক ধারার সঙ্গে বিষয়বস্তু বিন্যাস করা উচিত। তৃতীয় স্তরে বিবরণধর্মী একই ইতিহাসকে সমালোচনার ভিত্তিতে কার্যকারণ সম্পর্ক দ্বারা সংগঠন ও বিন্যাস করা যায়। এই ধারায় বিষয় বিন্যাস কবলে পুনরাবৃত্তি থাকা সত্ত্বেও শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই নুতনত্বের আস্বাদ পাবেন এবং ইতিহাসের প্রতি তাদের আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

৫.৫.৫ বিষয়ানুক্রমিক বিন্যাস (Topical Approach) :

ইতিহাসের কালানুক্রমিক বিন্যাসের দ্বিতীয় রূপ হল বিষয়ানুক্রমিক বিন্যাস। কালানুক্রমিক পন্থায় ইতিহাসের যুগ বিভাগকে (যেমন ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, আধুনিক যুগ, মুঘল যুগ ইত্যাদি) পিরিওডিক (Periodic)

বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি কী ?

প্রথায় যুগবিভাগ বলা যায়। এই Period কে যখন আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা হয় তখনই তাকে বলে 'Topic'। সুতরাং এইরূপভাবে অধ্যায় বা যুগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'Topic' বা অংশে বিভক্ত করে পাঠবিন্যাসকে বলে বিষয়ানুক্রমিক (topical) বিন্যাস, অধ্যায়গুলি যেমন ধারাবাহিক হয়, তেমনি অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিকে অধ্যায়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কার্য-কারণ সম্পর্কে সম্পর্কিত করে ধারাবাহিক ভাবে রচনা করা প্রয়োজন। যে কোন ঘটনা বা আন্দোলন বা ঐতিহাসিক ব্যক্তিকে Topic হিসাবে গ্রহণ করা যায়। যেমন বৌদ্ধধর্মের উত্থান, মৌর্য শাসন ব্যবস্থা, গুপ্তযুগের সভ্যতা প্রভৃতি হল বিভিন্ন ঘটনা যা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আবার গৌতম বুদ্ধ, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি হল ঐতিহাসিক চরিত্র।

পাঠবিন্যাসে এই পদ্ধতির তাৎপর্য

'Topical' পদ্ধতি নিয়ে অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জনসন (Johnson) তাঁর "Teaching of History" গ্রন্থে ১৮৪১ খ্রীঃ হপ্ট্ (Haupt) সাহেব প্রণীত টপিক্যাল পদ্ধতিতে তৈরী ছয় বছরের একটি পাঠক্রমের কথা উল্লেখ করেছেন। পাঠক্রমটি এইরূপ — প্রথম বছর গৃহজীবন ভিত্তিক কয়েকটি Topic বা Unit, দ্বিতীয় বছরে সামাজিক জীবন, তৃতীয় বছরে রাজনৈতিক জীবন, চতুর্থ বছরে ধর্মীয় জীবন, পঞ্চম বছরে বিজ্ঞান ও শিল্পকলা এবং ষষ্ঠ বছরে ইতিহাসের একটি সময়ানুক্রমিক সাধারণ পাঠ — এই পন্থায় টপিক্যাল পদ্ধতির প্রয়োগ কালানুক্রমিক পদ্ধতিরই বিস্তৃতরূপ। আমেরিকাতেই এই পদ্ধতি বহুলভাবে প্রয়োগ হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে Topic নির্বাচন করা হয় অবৈজ্ঞানিকভাবে।

৫.৫.৬ প্রত্যাবর্তনমূলক বা প্রতিগামী মূলক বিন্যাস (Regressive Approach) :

সময়ানুক্রম প্রসঙ্গে তৃতীয় উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হল প্রতিগামীপন্থা (Regressive Method)। এই পদ্ধতি বর্তমান থেকে অতীতের দিকে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করে। ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য হল বর্তমানকে ব্যাখ্যা করা। বর্তমান অবস্থার কারণ রয়েছে ঠিক পূর্ববর্তী অতীতে আর তার কারণ রয়েছে আর একটু অতীতের ঘটনার মধ্যে। বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সংযোগ স্থাপনই ইতিহাসের একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। এই প্রথার একমাত্র নির্ভরযোগ্য গুণ হল জানা থেকে অজানার সন্ধানে যাত্রা। বিশ্ব বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় বর্তমানকে একমাত্র উল্লেখ করার পর ঘটনার কারণ সন্ধানে ক্রমশ অতীত ও সুদূর অতীতে চলে যাওয়া হয়েছে, তখন বিষয়ের প্রতিগামীতার (regression) বা প্রত্যাবর্তনের আর কোন চিহ্ন নেই।

অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক স্থাপন করাই ঐতিহাসিকের লক্ষ্য। অতীতের ঘটনাপুঞ্জের ভিতর দিয়ে কীভাবে বর্তমান অবস্থা এসেছে এরই ব্যাখ্যা করা হয় ইতিহাসের মাধ্যমে। উপস্থাপনার সময় শিক্ষক মহাশয় অতীতের সহযোগিতায় বর্তমানকে ব্যাখ্যা করতে পারেন। কিন্তু পাঠ্যসূচী সংগঠনের ক্ষেত্রে এই রীতি বর্জনীয়। উপস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্তমান ও অতীতের মধ্যে বারবার চলাফেরা করাকে ঘাটে (Ghate) দোলক পদ্ধতি (Pendulum Method) বলে উল্লেখ করেছেন।

৫.৫.৭ ক্রমপ্রগতির ধারামূলক বিন্যাস (Lines of development Approach) :

সময়ানুক্রম পদ্ধতির চতুর্থ উল্লেখযোগ্য পন্থা হল ক্রমগতির ধারা (Lines of Development)। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ফলে ইতিহাস ক্রমশ: তথ্যবহুল, জটিল ও সমস্যাবহুল হয়ে পড়েছে। নতুন অবস্থার

সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে নতুন নতুন পদ্ধতির। বিষয় বিন্যাসের বা সিলেবাস প্রণয়নের আধুনিকতম পদ্ধতিগুলির অন্যতম হল ক্রমগতির ধারা অনুসরণ (Lines of Development)। অধ্যাপক জ্যেফ্রিস (Prof. Jeffreys) এই পদ্ধতির প্রবক্তা। সামগ্রিক ইতিহাস গড়ে উঠেছে অতীতে অসংখ্য মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়। যানবাহন, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য-পানীয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, খেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি মানব সভ্যতার বিভিন্ন দিক ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। এই পদ্ধতিতে সামগ্রিক ইতিহাসকে গ্রহণ না করে, সভ্যতার বিশেষ বিশেষ দিককে নির্বাচন করে তাদের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বর্ণনা করা যায়। দেশের আইন, শাসনতন্ত্র, আচারবিধি, যানবাহন, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ের বিবর্তনের কাহিনী রয়েছে। Lines of Development এ এসব নির্বাচিত বিষয়ের প্রতিটির ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করা হয়। বিদ্যালয়ের নিম্ন, মধ্যম ও উচ্চস্তরের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে প্রতিটি বিষয়ের সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিক বিবরণ পরিবেশন করাই বাঞ্ছনীয়। বিষয় নির্বাচন অবশ্য মনোবিজ্ঞানসম্মত হতে হবে।

সুবিধা

অগ্রগতির ধারায় বিষয়বিন্যাসের কতকগুলি সুবিধা আছে। **প্রথমত:** পদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানসম্মত। এতে শিক্ষার্থীর বয়স, যোগ্যতা, মনের পরিণতি অনুসারে বিষয়— নির্বাচনের যথেষ্ট অবকাশ আছে। **দ্বিতীয়ত:** এই পদ্ধতির মাধ্যমে ঐতিহাসিক অগ্রগতির বৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হয়। ইতিহাস শুধু ঘটনার শোভাযাত্রা নয় সামাজিক সংস্থা এবং বিবর্তনের ক্রমগতির ধারায় যেসব পরিবর্তন এসেছে সেগুলিকেও পরিচ্ছন্ন উপায়ে ব্যক্ত করে। যে কোন বিষয়ের Lines of Development এর মধ্যে প্রগতি (Progression) ও পশ্চাৎগতি (retrogression), নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) ও ছেদ (discontinuity), সাফল্য (achievement) ও অকৃতকার্যতা (failure) সবকিছুই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং অগ্রগতির রেখায় বিষয় অনুধাবন করা সহজ হয়ে ওঠে। **তৃতীয়ত:** এই পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক বিষয় আলোচনার সুবিধা হয়। কারণ কোন মৌলিক বিষয়কে কেন্দ্র করে সম্ভাব্য বিষয় থেকে তথ্য সংগ্রহ ও সংযোজনার সুবিধা আছে। অধিকন্তু এতে সহজে ইতিহাসের পাঠ্যসূচী বা সিলেবাস রচনা করা যায়।

ত্রুটি

এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও পদ্ধতিটির যথেষ্ট ত্রুটি বিদ্যমান। **প্রথমত:** এই পদ্ধতিতে সামগ্রিক ইতিহাসের গতি ও লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা সচেতন হতে পারে না। ফলে ইতিহাসের ক্রম সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা সৃষ্টি করা কঠিন হয়ে পড়ে। ঘটনাগুলি নিরবচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত থাকায় ইতিহাসের সুসংবদ্ধ রূপটি সুস্পষ্ট হয়না। **দ্বিতীয়ত:** বিষয় বা একক নির্ধারণে স্বাধীনতা থাকায় আধুনিক সমাজ ভিত্তিক সমস্যাগুলি প্রাধান্য লাভ করে। ফলে এই পদ্ধতিতে রচিত পুস্তক ইতিহাস না হয়ে সমাজবিদ্যার রূপ ধারণ করে। **তৃতীয়ত:** বিষয় নির্বাচনে নৈর্ব্যক্তিকতা রক্ষা করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তবে এই ত্রুটিগুলি দূর করতে পারলে Lines of Development প্রক্রিয়ায় ইতিহাসের বিষয় নির্বাচন, সংগঠন এবং পাঠ্যসূচী রচনা সার্থক হতে পারে।

৫.৫.৮ প্যাচ প্রথা (Patch System) :

এই পদ্ধতি প্রবক্তা হলেন মিস মার্জোরি রিভস (Miss Marjorie Reeves)। এই পদ্ধতির মূলকথা হল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি একসঙ্গে গ্রথিত করে পাঠক্রমকে সংগঠিত করা। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠবিন্যাস করা হলেও এর দ্বারা সামগ্রিকতার চেতনা ও সময় চেতনার উন্মেষ হয় না।

৫.৫.৯ সমাজতত্ত্বমূলক বিন্যাস (Sociological Approach) :

১৭৮৪ খ্রীঃ সালজম্যান (Saljmann) স্থানীয় সমাজ চেতনা (Community Idea) নামক পন্থায় ইতিহাসের বিন্যাসের কথা বলেছিলেন। শিশুর পরিবেশই এই পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশুরা প্রথমে তাদের বাড়ি-ঘর,

পরে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তারপর ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত সমাজজীবন সম্পর্কে পরিচিত হবে। তাই শিশু প্রাথমিক অবস্থায় পরিবেশ থেকে শুরু করবে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ দূরবর্তী সমাজজীবনের পাঠ গ্রহণ করবে। তাই প্রাথমিক স্তরে স্থানীয় ইতিহাস পাঠ্য হবে। কিন্তু সমস্ত পাঠ পরিকল্পনাই গোষ্ঠী থেকে শুরু করতে হবে এবং গোষ্ঠীতেই ফিরে আসতে হবে। নিকট থেকে দূরে এবং দূর থেকে নিকটে গমনাগমনই এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সময় চেতনা এবং ইতিহাসের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জ্ঞানের উন্মেষ হয় না। জনসন (Johnson) বলেছেন যে সক্রেটিস বা ফ্রাঙ্কলিন শিক্ষার্থীদের পড়া উচিত কিনা তা নির্ভর করছে তারা শিশুদের থেকে কতদূরে ছিলেন তার উপর।

যাই হোক উপরের বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাসের বিষয়বস্তু সংগঠনের কতকগুলি সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করা যায়। এগুলি হল —

(১) বিদ্যালয়ের প্রথমস্তরে মহাপুরুষ; প্রাজ্ঞগুনী, বিখ্যাত নৃপতিগণ, বীরযোদ্ধা ও সংস্কারকগণের জীবন কাহিনি আলোচনার মধ্য দিয়ে গল্পের আকারে সমগ্র (ভারতের) ইতিহাসটিকে শিশুদের সামনে উপস্থাপিত করার জন্য সেই অনুযায়ী বিষয়বস্তুর বিন্যাস করতে হবে। কারণ, প্রাথমিক স্তরে বিমূর্ত, সরল ও চিত্তাকর্ষক ইতিহাস শিশুদের মানসিক কাঠামোর অনুকূল। জীবনী বৃত্তান্তমূলক বিন্যাসে শুধু এই উদ্দেশ্যই সাধিত হবে না। সময়ানুক্রম রক্ষা করে জীবনকাহিনি রচিত হলে শিশুদের সময় চেতনাও গড়ে উঠবে। তাই এই স্তরে সহজ, সরল ও জটিলতা বর্জিত ইতিহাস সংগঠিত করে বিষয়বস্তুর বিন্যাসকে মনস্তত্ত্বধর্মী করার উপর জোর দিতে হবে।

২) মধ্যবর্তীস্তরে বিভিন্ন শ্রেণীতে ঐ একই ইতিহাসকে কালানুক্রমিক (Choronological Method) অনুযায়ী যুগ বিভাগ করে বিস্তৃতভাবে পুনরাবৃত্তি করতে হবে। এছাড়া বিবরণধর্মী পদ্ধতিতে তথ্য সংযোজনা করে এই স্তরের বাস্তব সচেতন শিক্ষার্থীদের উপযোগী সংগঠিত করা প্রয়োজন। যেহেতু এই স্তরে বীর পূজার (Hero Worship) প্রবণতা আছে সেই কারণে বিবরণধর্মী ধারাবাহিক ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যকারণ সম্পর্কে কিছু জীবন আলেখ্য সংযোজন করে পাঠবিন্যাস করা কর্তব্য।

(৩) উচ্চস্তরের দুটি শ্রেণীতে সমগ্র ইতিহাসের (Concentric Approach) অনুসরণ করে পূর্ণতর ও গভীরতরভাবে ওই একই ইতিহাসের তাৎপর্যমণ্ডিত ও সমালোচনামূলক দিকগুলির আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে এবং যুগগুলির সূক্ষ্ম সংযোগ সূত্রের সন্ধান দিয়ে ইতিহাসের সামগ্রিক রূপটি স্পষ্টতর করে বিষয়বস্তুকে সংগঠিত করতে হবে। এই স্তরে ঘটনা ও ব্যক্তিজীবনের আলোচনার চেয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার প্রাধান্য রাখা প্রয়োজন। যেহেতু এই স্তরের শিক্ষার্থীরা যুক্তিশীল ও বিচারশীল, সেই কারণে ইতিহাসের সাধারণ পাঠবিন্যাসে জীবনীকে খুব বেশী গুরুত্ব না দিয়ে সহায়ক পাঠ হিসাবে জীবনীপাঠের উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। কারণ এই জীবনীপাঠের মধ্য দিয়েই সাধারণ পাঠের তাৎপর্যমূলক ও বিশ্লেষণমূলক বিষয়গুলির উপলব্ধি সহজ হয়।

(৪) ইতিহাসের পাঠক্রম শিশুর মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী সংগঠিত ও বিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন।

(৫) বিষয়বস্তুর সংগঠনে শিশুর মানসিক কাঠামো অনুযায়ী সরল থেকে ক্রমশ জটিল বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ করা প্রয়োজন।

(৬) বিভিন্ন স্তরে যে ধারাবাহিক ও যুগানুসারী ইতিহাস বিন্যস্ত হবে তাকে সংসুহত ও বিস্তৃতরূপ দেবার জন্য তাকে যেমন বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হবে তেমনি অধ্যায় গুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে নিতে হবে।

(৭) ‘Lines of Development’ তত্ত্ব অনুযায়ী মানব সভ্যতার কিছু কিছু দিক ধারাবাহিকভাবে এবং কার্যকারণ সূত্রে সামঞ্জস্য করে নিয়ে সেগুলিকে ‘Unit’ বা ‘Topic’ হিসাবে গ্রহণ করে মূল পাঠ্যক্রমের সঙ্গে বিন্যস্ত করলে ভালো হয়। তবে দেখতে হবে যেন বিষয়বস্তু মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে না যায় এবং পাঠক্রম তথ্য বাহুল্যে জটিল না হয়ে যায়।

(৮) ইতিহাস সামগ্রিক ও ধারাবাহিক কাহিনী। কিন্তু মানবসভ্যতার ইতিহাসে কিছু কিছু ঘটনা হল বিশেষ ঘটনা এবং এই ঘটনাগুলি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এইসব ঘটনাগুলি ‘Patch System’ এর মত একত্রে গ্রথিত না করাই ভালো। মূল পাঠক্রমে ঐ বিষয়গুলিকে যথাস্থানে অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ইতিহাসের বিন্যাসে এই নীতিটি নীতিগতভাবে অনুসরণ করা উচিত।

(৯) ইতিহাসের বিষয়বস্তুর বিন্যাসে নৃতত্ত্বমূলক একটি পাঠক্রম পটভূমি হিসাবে থাকা দরকার।

৫.৬ ইতিহাসের বিষয়বস্তুর স্তর বিভাগ (Grading of History)

বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ইতিহাসের পাঠ্যসূচীকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করে নেওয়াকে বিষয়বস্তুর স্তর বিভাগ (grading) বলে। কোনস্তরে কী পরিমাণ ও কী প্রকারের পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করতে হবে তারই উপর বিষয়বস্তু স্তর বিভাগ নির্ভর করে। সকল প্রকার তথ্য যেমন সকল স্তরের জন্য নয় তেমনি সকল তথ্য একইভাবে উপস্থাপিত হতে পারে না। আবার একই বিষয়বস্তু বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পরিবেশন করতে হলে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে প্রয়োজনীয় স্তর বিভাগ করে নিতে হয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী পাঠক্রম নির্বাচন ও বিন্যাস এবং ঐ বিষয়বস্তুকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও গ্রেডিং এর সমস্যা জড়িত। **দ্বিতীয়ত:** বিষয়বস্তুর গ্রেডিং-এর কাজটি সমস্যাপূর্ণ কারণ ইতিহাসের পরিধি বিশাল। মানব সভ্যতার সর্বদিকের ইতিহাসের খুঁটিনাটি বিদ্যালয় জীবনের সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বছরের মধ্যে অনুধাবন করানো সম্ভব নয়। সুতরাং বিদ্যালয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে ইতিহাস থেকে বিভিন্ন অংশ বেছে নিতে হয়। তবে মনে রাখতে হবে অংশ বেছে নিলেও এই অংশগুলি সমগ্র ইতিহাসেরই অংশমাত্র। **তৃতীয়ত:** কী নীতি অবলম্বন করে এই সব বিষয়বস্তু অংশ বিশেষ নির্বাচন করে স্তর বিন্যাস করা হবে সেটাও সমস্যা। কারণ শিক্ষার্থী তার বিভিন্ন মানসিক বিকাশের স্তরে কি প্রকার বিষয় গ্রহণ করতে সমর্থ তার উপর নির্ভর করেই বিষয়বস্তুর নির্বাচন ও স্তর বিভাগ করতে হবে। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর নির্বাচনও স্তর বিভাগ মনোবিজ্ঞানসম্মত হওয়া দরকার।

স্তরবিভাগ কী এবং তার সমস্যা সমূহ

ইতিহাসের স্তরবিভাগ নির্ভর করে শিশুর রুচি সামর্থ্য ও গ্রহণ করার ক্ষমতার উপর। কমেনিয়াস (Comenius), উইজি (Weise), রুশো (Rousseau), পেস্তাল্যসি (Pestalozzi) প্রমুখেরা শিশুর মানসিক ক্ষমতা এবং জ্ঞানবৃত্ত অনুযায়ী ইতিহাসের পাঠক্রম নির্বাচন করার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মূর্ত থেকে অমূর্ত বিষয়ে যাওয়া, প্রাথমিক পর্যায়ে স্থানীয় ইতিহাস গল্পকথা ও জীবনী আলোচনা প্রভৃতি দিকগুলি শিশুর জ্ঞানবৃত্তকে কেন্দ্র করেই অনুসরণ করতে হবে। শিশু এই মানসিক ক্ষমতা বা জ্ঞানবৃত্ত বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে প্রসারিত হতে থাকে। শিশুর বিভিন্ন বয়সের এই মানসিক ক্ষমতা বা জ্ঞানবৃত্ত বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্তরে স্তরে প্রসারিত হতে থাকে। শিশুর বিভিন্ন বয়সের এই মানসিক স্তর ও জ্ঞানবৃত্ত অনুযায়ী ইতিহাসের পাঠ্য বিষয়ের স্তর বিভাগ করা হয়। সাধারণত: শিক্ষার্থীদের জ্ঞানবৃত্ত অনুযায়ী তিনটি স্তর আছে। যথা — (১) নিম্ন; (২) মধ্য এবং (৩) উচ্চস্তর। সুতরাং ইতিহাসের পাঠ্যবিষয়েরও তিনটি স্তর থাকবে।

বিষয়বস্তুর স্তর বিভাগ শিক্ষার্থীর মানসিক স্তর বিভাগের উপর নির্রশীল

বিষয়বস্তুর স্তর বিভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব

তাই কোন স্তরে শিশুদের জন্য কী ধরনের ইতিহাস নির্বাচন করতে হবে সেটাই ইতিহাসের স্তর বিভাগের মৌল সমস্যা। এই স্তর বিভাগ (grading) ইতিহাস শিক্ষার মৌল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রেখেই করতে হবে। এখানে ইতিহাসের স্তরবিভাগ সম্পর্কে তিনটি তত্ত্বের উল্লেখ করা যেতে পারে। (১) শিশুদের স্বাভাবিক রুচি ও আগ্রহের তত্ত্ব (Theory of Natural Taste & Interest of Children), (২) কৃষ্টিযুগ তত্ত্ব (Culture Epoch Theory), (৩) নিকট থেকে দূরে যাওয়ার নীতি (Principle of proceeding from near to the Remote)। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর স্তর বিভাগ স্তরের শিশুদের স্বাভাবিক আগ্রহ, রুচি ও প্রবণতার উপর নির্ভর করে প্রথম তত্ত্বের এটাই মূল কথা। কৃষ্টিযুগ তত্ত্বের শিশুর মানসিক স্তর অনুযায়ী বিষয়ের স্তর বিভাগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃতীয়তত্ত্বে জানা থেকে অজানা তথ্যের দিকে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। বিশেষ করে এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে বর্তমান থেকে অতীতে যাওয়ার প্রতিগামী (Regressive) নীতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্তর বিভাগের ক্ষেত্রে এই নীতির বিশেষ কোন মূল্য নেই।

ইতিহাসের স্তর বিভাগে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব

ইতিহাসের স্তর বিভাগ মূলত: নির্ভর করে ইতিহাসের কোন বিষয়বস্তু আমরা কোন স্তরের জন্য উপস্থাপন করব তার উপর। ইতিহাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি তাহলে কী ? — (১) প্রকৃতির পরিবেশে মানুষ (Physical human being & their physical environment); (২) মানুষের উক্তি ও কাজ (Human words and action); (৩) মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি (Human thoughts & feelings) হল এর মূল বিষয়বস্তু। প্রথম শ্রেণীর বিষয়বস্তু সরাসরি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করে শিশুদের কাছে উপস্থাপন করা যায় — প্রতিমূর্তি, ছবি, চিত্র প্রভৃতির সাহায্যে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিষয়বস্তু জটিল হলেও এগুলিকে শিশুদের কাছে উপকরণের মাধ্যমে মূর্ত করে তোলা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর বিষয়বস্তু যেহেতু বিমূর্ত, সেই কারণে এই বিষয়বস্তু উচ্চস্তরের জন্য, সুতরাং প্রাথমিক থেকে উচ্চস্তর পর্যন্ত মূর্ত থেকে ক্রমশ বিমূর্ত বিষয় নির্বাচন করে বিষয়বস্তুর স্তর বিভাগই নীতি হওয়া উচিত। আবার বিমূর্ত থেকে ক্রমশ মূর্ত বিষয়ে যাত্রা করে প্রতিগামী স্তর বিভাগ (Regressive grading) সম্ভব হতে পারে। তবে এই নীতি বাস্তব দিক থেকে গ্রহণযোগ্য নয়।

বিষয়ের স্তর বিভাগ ও বিষয়ের উপস্থাপনের মধ্যে সম্পর্ক

কিন্তু ইতিহাসের বিষয়বস্তু মূর্ত কিংবা বিমূর্ত তা নির্ভর করে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনের উপর। একই বিষয়বস্তুকে মূর্তাকারে ও বিমূর্তভাবে উপস্থাপিত করলে যথাক্রমে যে দুটি হবে প্রাথমিক ও উচ্চস্তরের জন্য। বস্তুত: সমগ্র ইতিহাস কেন্দ্রিক (concentric approach) পদ্ধতিতে একই ইতিহাসকে সহজ খসড়া (base outline) থেকে ক্রমশ তথ্য সংযোজিত করে বিশ্লেষণ মূলক বিমূর্ত বিষয়বস্তুতে পরিণত করা যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার্থীদের সামনে বিষয়গুলি কিরূপ এবং কী কৌশলে উপস্থাপিত করতে হবে তার উপর নির্ভর করছে বিভিন্ন স্তরে পাঠ্যবিষয়কে বিভক্ত করার সমস্যার সমাধান। কারণ কী রূপে উপস্থাপিত হলে বিষয়টি বিশেষ স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে তা ঠিক না করলে বিষয় বিভাগ নিষ্ফল হতে বাধ্য। উপরে আলোচনা করা হয়েছে যে জটিল নীতি ঘটিত বিমূর্ত বিষয় নিম্নস্তরের শিক্ষার্থীর পাঠযোগ্য নয়। কারণ বিমূর্তভাবে হৃদয়াঙ্গম করার মত মানসিক ক্ষমতা তাদের মধ্যে বিকাশলাভ করেনি। তাহলে বিষয়ের স্তর বিভাগ (grading) ও বিষয়ের উপস্থাপন (presentation) কী এক ? প্রথমটি হল বিষয় নির্বাচন প্রসঙ্গ এবং দ্বিতীয়টি হল বিষয়টি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করার কৌশল নির্ধারণ প্রসঙ্গে। তবে বিষয় দুটি এক না

হলেও খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত। কারণ বিষয়টি যে স্তরের জন্য নির্বাচিত হচ্ছে তাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত ভাবে সেই স্তরে উপস্থাপিত করা না গেলে বিষয়ের স্তর বিভাগ নিরর্থক একথা আগেই বলা হয়েছে।

যুগ বিভাগ ও উপস্থাপন মূলত: অভিন্ন

নির্দিষ্ট ব্যক্তি ও নির্দিষ্ট ঘটনাকে অবলম্বন করে গল্প বলার মাধ্যমে যে ইতিহাস উপস্থাপিত হবে তা নিম্নস্তরের জন্য নির্দিষ্ট হবে। মধ্যস্তরে যেহেতু শিক্ষার্থীর মনে সাধারণ নীতির ধারণা এবং অনেক তথ্যের মধ্যে সাধারণ নিয়মের অস্তিত্ব রয়েছে— এইরূপ উপলব্ধি করার শক্তির কিছুটা উন্মেষ হয়, সেই কারণে সম্পূর্ণ বিমূর্ত ইতিহাস না হলেও নির্দিষ্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে সাধারণ নিয়ম ও নীতি ঘটিত ইতিহাসের বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা চলে। সেই ঘটনার ব্যাখ্যা, ঐতিহাসিক তাৎপর্য, অতীত বর্তমানের সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি বিষয় ও অপেক্ষাকৃত সরলাকারে উপস্থাপিত করা চলে। উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীরা যুক্তি ও মননশীলতার অধিকারী বলে তাদের কাছে বিমূর্ত, আদর্শঘটিত, তাৎপর্যপূর্ণ ও বিশ্লেষণমূলক ঐতিহাসিক ঘটনা ও সেগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করা চলে।

এই জন্য বলা হয় ইতিহাস বিষয়ের স্তর বিভাগের সমস্যাটি প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের উপস্থাপনের সমস্যা।— "The problem of grading history is essentially problem in presentation."

৫.৮ Evaluation of History Syllabus in Secondary & Higher Secondary Stages in West Bengal

National Curriculum Frame work (২০০০) বলা হয়েছে যে আলাদা আলাদাভাবে ইতিহাস, ভূগোল, পৌরবিজ্ঞান, অর্থনীতি এগুলি শিক্ষার্থীদের পড়ালে সেটা তাদের উপর চাপ বাড়ে। তাই এই সমস্ত বিষয়গুলি একত্রে এনে Social Science পড়ানো হবে। এবং Class (VI–X) পর্যন্ত একটাই পাঠ্য পুস্তক থাকবে। (The Current Social Science text books have made on attempt to establish the interrelatedness among subject areas whereever possible. According by there is only one text book for social seience for each class (classes – VI – X)

NCERT Secondary Stages এ Social Science শিক্ষাদানের যে উদ্দেশ্যগুলি বলেছে সেগুলি হল—

The objectiver of teaching the social science at the seconday stage are to develop among the learner analytical and conceptual skill to enable him/her to :

- understand the processes of economic and social change and development with examples from modern K contemporary India and others parts of the world.
- Critically examine social & economic issues & challenges like proverty, child labour, destitution, illiteracy and various others dimensions of inequality.
- Understand the right & responsibilities of citizens in a democratic & secular society.
- Understand the roles & responsibilities of the state in the fulfilment of constitutional obligations.
- Understand the process of change & development in India in relation to the world economy & polity.

- Appreciate the rights of local communities in relation to their environment, the judicious utilisation of resources, as well as the need for the conservation of the natural environment.

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস আলাদা করে পড়ানো হয়না। তবে ষষ্ঠ শ্রেণীতে আলাদা বিষয়ে হিসাবে ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় হয়। পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ প্রবর্তিত ইতিহাস পাঠ্যক্রমের উদ্দেশ্যগুলি হল—

(i) সঠিকভাবে অতীতকে অনুধাবন করা, অতীত যে বর্তমানের পাদপীঠ এবং বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যে গভীর সম্পর্ক আছে তা অনুধাবনে সাহায্য করা।

(ii) ধারাবাহিকতা ছাড়া যে ইতিহাসের সঠিক জ্ঞান জন্মায় না সে সম্পর্কে ধারণা গঠনে সাহায্য করা।

(iii) মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরগুলির সম্বন্ধে ধারণা গঠন করা।

(iv) ইতিহাসের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা জাগানো।

(v) সমাজবিবর্তনে সাধারণ মানুষের যে অবদান রয়েছে সেই সম্পর্কে জানতে সাহায্য করা।

(vi) বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীর অবদানের যথাযোগ্য স্বীকৃতি দান।

(vii) শিক্ষার্থীদের মনে যাতে জাত্যাভিমান, জাতিভেদ, সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতাবাদ সৃষ্টি না হয় সেই বিষয়ে সাহায্য করা।

(viii) নৈব্যক্তিকভাবে অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রভাবে না প্রভাবিত হয়ে ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকে অনুধাবন করা।

(ix) ভারতের বিচিত্রতার মধ্যে যে ঐক্য রয়েছে সেই বোধ জন্মাতে সাহায্য করা।

মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের নব প্রবর্তিত ইতিহাস পাঠ্যক্রম
(New History Syllabus of the Secondary Schools of West Bengal)

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের, মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীতে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস একটি অবশ্য পাঠ্য বিষয়। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ইতিহাস বইগুলির নাম অতীত ও ঐতিহ্য, শ্রেণী অনুযায়ী ইতিহাসের পাঠ্যক্রমগুলি হল—

ষষ্ঠশ্রেণী

১. ইতিহাসের ধারণা

২. ভারতীয় উপমহাদেশে আদিম মানুষ। যাযাবর জীবন থেকে স্থায়ী বসতি স্থাপন।

৩. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা :

প্রথমপর্যায় : আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৯০০০ — ১৫০০ অব্দ

৪. ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের ধারা :

দ্বিতীয় পর্যায় : আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ১৫০০ — ৬০০ অব্দ

৫. খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের ভারতীয় উপমহাদেশ।

রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ধর্মের বিবর্তন— উত্তরভারত।

৬. সাম্রাজ্যবিস্তার ও শাসন : আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ষষ্ঠশতক থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্যভাগ,

৭. অর্থনীতি ও জীবনযাত্রা : আনুমানিক খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠশতক থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগ।

৮. প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি চর্চার নানা দিক : শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প

৯. ভারত ও সমকালীন বহির্বিশ্ব : খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত।

সপ্তম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায় — ইতিহাসের ধারণা : ইতিহাস, ইতিহাসে তথ্যের ভূমিকা, ইতিহাসের উপাদান ও আর রকমফের ইতিহাসে যুগবিভাজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়— ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের কয়েকটি ধারা — খ্রীষ্টীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক।

তৃতীয় অধ্যায় — ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির কয়েকটি ধারা — খ্রীষ্ট্রীয় সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক।

চতুর্থ অধ্যায় — দিল্লী সুলতানী— তুর্কো আফগান শাসন।

পঞ্চম অধ্যায় — মুঘল সাম্রাজ্য

ষষ্ঠ অধ্যায় — নগর, বণিক ও বাণিজ্য

সপ্তম অধ্যায় — জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সুলতানী ও মুঘলযুগ

অষ্টমঅধ্যায় — মুঘল সাম্রাজ্যের সংকট

নবম অধ্যায় — আজকের ভারত — সরকার, গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসন

অষ্টম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায় — ইতিহাসের ধারণা

দ্বিতীয় অধ্যায়— আঞ্চলিক শক্তির উত্থান

তৃতীয় অধ্যায় — ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

চতুর্থ অধ্যায় — ঔপনিবেশিক অর্থনীতির চরিত্র

পঞ্চম অধ্যায় — ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া : সহযোগিতা ও বিদ্রোহ

ষষ্ঠ অধ্যায় — জাতীয়তাবাদের প্রাথমিক বিকাশ

সপ্তম অধ্যায় — ভারতের জাতীয় আন্দোলনের আদর্শ ও বিবর্তন

অষ্টম অধ্যায় — সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশত্যাগ

নবম অধ্যায় — ভারতীয় সংবিধান : গণতন্ত্রের কাঠামো ও জণগণের অধিকার

নবম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় ঃ

ভারতীয় ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদান ও তার প্রভাব ঃ ভারত ইতিহাসে ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব; ভারত ইতিহাসে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও তাদের বিবর্তন; ভারতীয় সভ্যতায় আঞ্চলিক বিভিন্নতার মধ্যে সমন্বয়বাদী ঐক্য; ভারত ইতিহাসের উপাদান (প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব); অনুশীলনী

দ্বিতীয় অধ্যায় (ক) ঃ

ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তন ঃ ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তন; মেহেরগড় সভ্যতা; হরপ্পা সভ্যতা ঃ কালপঞ্জী ও প্রাচীনত্ব; হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃতি ও উৎপত্তি; হরপ্পা সভ্যতার নগর বিন্যাস ও নাগরিক চরিত্র; হরপ্পার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন; হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদেশিক সম্পর্ক; অনুশীলনী

দ্বিতীয় অধ্যায় (খ) ঃ

বৈদিক সভ্যতার বিবর্তন ঃ বৈদিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য; আর্যদের ভারতে প্রবেশ; ভারতে বৈদিক সভ্যতার বিস্তার; আদি বৈদিক সভ্যতার অর্থনীতি; আদি বৈদিক সভ্যতার ধর্ম; আদি বৈদিক সভ্যতার রাষ্ট্র; বৈদিক সভ্যতার বিবর্তন; হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার তুলনামূলক সম্পর্ক; অনুশীলনী

দ্বিতীয় অধ্যায় (গ) ঃ

প্রতিবাদী আন্দোলন ঃ জৈন ধর্ম ঃ প্রাচীন ভারতে বাণিজ্যের প্রসাব; নগরের উত্থান; বৈদিক যুগের শেষদিকে বিভিন্ন শ্রেণি ও জাতি বিন্যাস; নগর বাণিজ্য ও বণিক শ্রেণি; প্রতিবাদী আন্দোলন; আন্দোলনের আদর্শ; জৈন ধর্মের মূল শিক্ষা; জৈন ধর্মের প্রভাব; বৌদ্ধ দর্ম; বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব; অনুশীলনী

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

রাজনৈতিক আধিপত্যের যুগ ঃ ষোড়শ মহাজনপদ ঃ সূচনা; ষোড়শ মহাজনপদ; মগধের উত্থান; মৌর্য সাম্রাজ্য ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য; বিন্দুসার; সম্রাট অশোক; অশোকের বৈদেশিক সম্পর্ক এবং ইতিহাসে তাঁর স্থান; কুষাণ সাম্রাজ্য; সাতবাহন সাম্রাজ্য; গুপ্ত সাম্রাজ্য ঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত; দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত; ফা-হিয়েন বিবরণ; প্রথম কুমার গুপ্ত; স্কন্দগুপ্ত; অনশীলনী

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব ঃ গুপ্ত রাজশক্তির অবক্ষয়; আঞ্চলিক শক্তির আত্মপ্রকাশ — বলভীর মৈত্রক রাজগণ; মালবের যশোধর্মন; কনৌজের মৌখরি বংশ; পরবর্তী গুপ্ত রাজগণ; গৌড়ের উত্থান; হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য; প্রতিহার সাম্রাজ্য; ত্রিদলীয় সংগ্রাম; পাল সম্রাটগণ ঃ ধর্মপাল; দেবপাল; প্রথম মহীপাল; রামপাল; সেনবংশ; দাক্ষিণাত্য; কল্যাণের চালুক্য বংশ; দক্ষিণ ভারত ঃ পল্লব বংশ; তাঞ্জোরের চোল বংশ; প্রথম রাজরাজ; পরবর্তী চোল রাজগণ; অনুশীলনী

পঞ্চম অধ্যায় (ক) ঃ

প্রাচীন ভারতের সামাজিক রূপান্তর ঃ প্রাচীন ভারতের সমাজ; মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে সামাজিক রূপান্তর; গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে সামাজিক রূপান্তর; পাল যুগের সমাজ; প্রাচীন ভারতে সামন্ত প্রথা; প্রাচীন ভারতে জাতি প্রথা; প্রাচীন ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান; ভারতের বহির্বাণিজ্য; অনুশীলনী

পঞ্চম অধ্যায় (খ) ঃ

ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও চিত্রকলা ঃ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, জৈন ধর্মের ইতিহাস; ব্রাক্ষ্মণ্য (হিন্দু) ধর্ম; ভাগবত বা বৈষ্ণব ধর্ম; শৈব ধর্ম; শিল্প-স্থাপত্য; ভাস্কর্য; সাহিত্য; বিজ্ঞান; চিত্রকলা; অনুশীলনী

ষষ্ঠ অধ্যায় (ক) ঃ

সুলতানি যুগের ইতিহাস ঃ ইসলাম ও ভারতবর্ষ; আরবদের সিন্ধু জয়; ভারতে মুসলিম শাসনের সূচনা; তুর্কি আক্রমণ ও দিল্লি সুলতানির সূচনা; দাসবংশ— কুতুবুদ্দিন, ইলতুৎমিস; সুলতানা রাজিয়া; গিয়াসউদ্দিন বলবন; খলজি বংশ — জালালউদ্দিন খলজি; আলাউদ্দিন খলজি; তুঘলক বংশ— গিয়াসুদ্দিন তুঘলক; মহম্মদ বিন তুঘলক; ফিরোজ শাহ তুঘলক; তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ; সৈয়দ বংশ; লোদী বংশ; সুলতানি শাসনকালে কয়েকটি আঞ্চলিক রাজ্যের উত্থান; ইলিয়াস শাহি বংশ; অনুশীলনী

ষষ্ঠ অধ্যায় (খ) ঃ

মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ বাবর ঃ মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা; মোগল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা; হুমায়ুন; মোগল সাম্রাজ্যের প্রসার; আকবর; জাহাঙ্গীর; শাহজাহান; ঔরঙ্গজেব; মনসবদারী প্রথা; মোগল রাজশক্তির কেন্দ্রীভূত শাসন ও সংহতি; জায়গিরদারী সংকট; আঞ্চলিক বিদ্রোহ; মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সূচনা; অনুশীলনী

সপ্তম অধ্যায় ঃ

সুলতানি ও মোগল যুগে ভারতের সমন্বয়বাদী সংস্কৃতি ঃ সংস্কৃতির সমন্বয়; ভক্তি আন্দোলন; সুফি ধর্মমতের উদ্ভব; সুলতানি যুগের স্থাপত্য; সুলতানি যুগের সাহিত্য ঃ লোক সাহিত্য; উর্দু ভাষার বিস্তার; মোগল যুগের স্থাপত্য চিত্রকলা; সাহিত্য; অনুশীলনী

অষ্টম অধ্যায় (ক) ঃ

মোগল যুগে বাণিজ্য, শিল্প ঃ ইউরোপীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ঃ মোগল ভারতে বাণিজ্যের প্রসার ও শিল্পের বিকাশ; ইউরোপীয় বণিকদের সঙ্গে সম্পর্ক; অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে আঞ্চলিক রাজন্যবর্গের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সম্পর্ক; অনুশীলনী

নবম অধ্যায় ঃ

ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম অধ্যায় ঃ দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ শক্তির প্রাধান্য বিস্তার ঃ ইঙ্গ-ফরাসি বিরোধ; ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্ব; ইঙ্গ-ফরাসি দ্বন্দ্বের ফলাফল; ফরাসিদের পতনের কারণ; বাংলায় ইংরেজ শক্তির প্রাধান্য বিস্তার ঃ সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের সূচনা; বক্সার থেকে দেওয়ানি; দেওয়ানি লাভের ফলাফল; ইউরোপীয় ধনতন্ত্র ও ঔপনিবেশিক অর্থনীতি; সম্পদ নিষ্ক্রমণ; অনুশীলনী

দশম অধ্যায় ঃ

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ঃ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার; ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো প্রতিষ্ঠা; অনুশীলনী

একাদশ অধ্যায় ঃ

ভারতের অর্থনীতিতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রভাব ঃ অর্থনৈতিক শোষণ ঃ কৃষক বিদ্রোহ; ভূমি-রাজস্ব নীতি; কৃষি অর্থনীতির ভাঙ্গন; ব্রিটিশ বাণিজ্যের পরিবর্তন; দেশিয় শিল্পের অবক্ষয়; অনুশীলনী

দ্বাদশ অধ্যায় ঃ

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঃ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ ঃ কৃষক বিদ্রোহ; নীল বিদ্রোহ; ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ; মহাবিদ্রোহে জনসাধারণের অংশগ্রহণ; ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহের প্রকৃতি; ১৮৫৭-এর মহাবিদ্রোহের ফলাফল; অনুশীলনী

দশম শ্রেণি

প্রথম অধ্যায় ঃ

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ঃ ঊনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী চেতনার ইউরোপীয় প্রেক্ষিত; ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎস; ব্রিটিশ শিক্ষানীতি; ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব; সমাজ সংস্কার আন্দোলন ঃ বাংলায় সমাজ সংস্কার আন্দোলন; জাতীয় চেতনার উন্মেষ; জাতীয়তাবাদের প্রথম অধ্যায়; ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা; অনুশীলনী

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম যুগ ঃ মডারেট বা নরমপন্থী পর্যায়; নরমপন্থী-চরমপন্থী বিভাজন; সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ; বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলন; বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন; বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারা — মহারাষ্ট্র বিপ্লবী আন্দোলন; বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন; পাঞ্জাবে বিপ্লবী আন্দোলন; অনুশীলনী

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও ভারত ঃ সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি; মরক্কোর সঙ্কট; যুদ্ধের গতি; প্যারিসের শান্তি সম্মেলন ও ইউরোপের পুনগর্ঠন; বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারত; ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজির আবির্ভাব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের রূপান্তর; অসহযোগ আন্দোলন;আইন অমান্য আন্দোলন; আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব; অনুশীলনী

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমি ঃ ইতালিতে ফ্যাসিবাদ; জার্মানিতে নাৎসীবাদের উদ্ভব; ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন; গণতন্ত্রের বিপর্যয়; জাতিসংঘের ব্যর্থতা; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রসার ও অবসান; অনুশীলনী

পঞ্চম অধ্যায় ঃ (ক)

জাতীয় আন্দোলনের প্রধান প্রধান ধারা ঃ কংগ্রেস ও বামপন্থা; বৈপ্লবিক আন্দোলন; শ্রমিক আন্দোলন; কিষান সভা আন্দোলন; ১৯৩৫ খ্রীঃ ভারত শাসন আইন ও তার প্রতিক্রিয়া ভারত ছাড় আন্দোলন; সুভাষচন্দ্র ও আই.এন.এ.; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতে গণ আন্দোলন —আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার; নৌ বিদ্রোহ; শ্রমিক আন্দোলন; তেভাগা আন্দোলন; পুন্নাপ্রা-ভায়লারের গণ সংগ্রাম; তেলেঙ্গানা কৃষক বিদ্রোহ; অনুশীলনী

পঞ্চম অধ্যায় ঃ (খ)

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ঃ স্বাধীনতা লাভ ঃ সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উন্মেষ; সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ; দ্বিজাতি-তত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব; ভারত বিভাগ ও স্বাধীনতা লাভ; অনুশীলনী

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

স্বাধীন ভারতের সংবিধান ঃ ভারতের সংবিধান; সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য; গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো; স্বাধীন ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশ; অনুশীলনী

সপ্তম অধ্যায় ঃ

জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ঃ জোট নিরপেক্ষতা নীতি ঃ জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা; জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এবং জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য; ঠাণ্ডা যুদ্ধের সংজ্ঞা; ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উৎপত্তি; এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন— ইন্দোচিন; ব্রহ্মদেশ; মালয়েশিয়া; ইন্দোনেশিয়া; ফিলিপাইন; আফ্রিকায় মুক্তি আন্দোলন; স্বাধীন ভারতের জোট নিরপেক্ষতা নীতি; অনুশীলনী

Syllabus-Class-XI

১. **Understading History**

- ১.১ Pre history, proto-history, History Early Source & their nature.
- ১.২ Nation of time in history : Linear & cyclical
- ১.৩ Timeframe & focus covered in class XI.

২. **From Primitive man to Early civilization**

- ২.১ Epochs in the stream of time
- ২.২ Early Africa & primitive man
- ২.৩ Early Pastoralist and Agriculturist; River civilization

৩. **Evoluation of politics: concept of Govenmece & Institutions:**

- ৩.১ City States
- ৩.২ Monarchies
- ৩.৩ Emires

৪. **Nature of the state & its apparaturs**

- ৪.১ Nature of the state the ideal proto type.
- ৪.২ Apparatus of governance

৫. **Aspects of Economy**

- ৫.১ Slave Economy & Slavery as an Institution.
- ৫.২ Feudal Economy
- ৫.৩ Trade & Urbanisation.

৬. **Dynamnics of Socity**

- ৬.১ Social Stratification
- ৬.২ Womnen in socity : Indian Context

৭. **Religion**

- ৭.১ Religion & the State
- ৭.২ Religion & Society

৮. **Expanding Horizons**

- ৮.১ Origins of Modern Science
- ৮.২ Technological advances
- ৮.৩ Printing Revolution in western Europe
- ৮.৪ Geographical Explorations.

৯. Cultural & Intellactual tradition for project work on any one topic - (৭৫০-৮০০ words)

৯.১ The Europeon context

৯.২ Systems of knowledge of literature : The Indian context

৯.৩ Architecture, Sculpture & painting : The Indian context.

Class-XII

১. Remembering the past

a. Imagine the post.

b. Interitance of the past...

c. Impotance of history as a professional discipline.

২. Situating Colonilism & Imperialism in the ১৯th & ২০the centuries.

a. Brief overview of ১৭th & ১৮ century colonisation in Asiai & the New world.

b. Economic Dynamics of Imperialism & Colonialism.

c. The political Basis of Colonilism

d. The Question of Race & its importance of Colonial Societies.

৩. The Nature of the Colonial Dominance: formal & Informal Empires

a. Case study ১ : India as a colonised state.

b. Case study ২: China where economic exploitation flarished withour formal political control of the imperialist countries.

৪. Reaction in imperialistic Hegemony

a. India.

b. China.

৫. Governing the Colonial state India. Gove Act of ১৯০৯, ১৯১৯ & ১৯৩৫.

The Rowlett Act & milital/police control

devide & Rule policy.

The Princelay states & the British Government

Economic policies from ১৯১৪ to ১৯৪৫

৬. The Second World War & the Colonies

a. India, ১৯৪০-৪৬ A.D.

b. Japan & the second world war

c. Changed situationin the Europen colonical in S.E. Asia e.g. Indoching & indonesia.

৭. **The Era of the Cold War**
  - *a.* The Cold War
  - *b.* The Nuclear Arms Race & Peace Intiatimes
  - *c.* Non Alignment
  - *d.* The Arab Word
  - *e.* Peoples Republic of China.

৮. **Decolonisation**
  - *a.* Defination of the term social, political economis implications manifestations.
  - *b.* Africa : Case study Algeria.
  - *c.* Southeast Asia carse study-Indonesia.
  - *d.* Nation Bulding in South Asia.

৯. **The New World**

For project work on any one topic ৭৫০-৮০০ words.
  - *a.* Interaction of centripetal & centrifugal Forces.
  - *b.* Movements of protest & Dissent.

ইতিহাসের বর্তমান পাঠ্যক্রমের মূল্যয়ন (Evaluation of the present History syllabus) :

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের বর্তমান পাঠ্যক্রম নানা দিক থেকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বিচিত্র্যপূর্ণ—

i. সমাজবিজ্ঞান সম্মত মানসিকতা : এই পাঠ্যসূচীর দ্বার শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজবিজ্ঞান সম্মত। মানসিকতা (সামাজিক ও আর্থিক জীবন, উৎপাদন ব্যবস্থা ও শ্রেণী বৈশিষ্ট্য, সমাজের বিবর্তন ও বিপ্লব) গড়ে উঠবে।

ii. বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গী : এই পাঠ্যসূচীতে শিক্ষার্থীদের অন্তরে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবে। শুধুমাত্র দেশের নয় বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সমৃদ্ধ করে তোলাই এই ইতিহাস পাঠক্রমের লক্ষ্য।

iii. কৌতুহলী ও আগ্রহী : এই পাঠক্রমের দ্বারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে মানবসভ্যতার অগ্রগতি সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত হবে ও আগ্রহ বেশী জন্মাবে।

iv. বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশের ইতিহাসকে চেনা : এই পাঠ্যসূচীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, বিশ্ব ইতিহাসে পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশের ইতিহাসকে সহজে চিনতে পারা। পৃথিবীর পটভূমিতে ভারতের ইতিহাসকে অনেক উজ্জ্বল করে প্রভিাত করা। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ইতিহাসের পাঠক্রমে বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয়গুলি সংযোজিত হওয়ার পাশাপাশি তাই দেশের ইতিহাসও সন্নিবিষ্ট আছে।

v. সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রামকে গুরুত্ব প্রদান : ইতিহাস মানে শুধু মহারাজাদের কাহিনী নয়। বা বড়বড় সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের বিবরণও নয়। ইতিহাস কখনও অবহেলিত জনসমাজকে বাদ দিয়ে রচনা করা সম্ভবনয়। বর্তমান পাঠ্যসূচীতে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম ধর্মীয় জীবন, সামাজিক আচার-আচরণ, অভ্যাস প্রভৃতির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আদিম মানব সমাজ কীভাবে পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করে

বর্তমান সভ্যতায় এসে তার উত্তরণ ঘটিয়েছে, আদিম যুগের গুহামানব কী করে আজকের সুসভ্য ও মার্জিত রুচি সম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে, সেই কাহিনীই হল ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

vi. জাতীয় সংহতিবোধ : ইতিহাসের নতুন পাঠ্যসূচী নির্বাচনের মধ্যদিয়ে ফুটে উঠেছে জাতীয় সংহতির বোধ। সংকীর্ণ মানসিকতা এখানে দূরীভূত হয়েছে।

vii. মনস্তত্ত্ব সম্মত : নিম্নশ্রেণীতে প্রাচীনকালের ইতিহাস, পরে মধ্যযুগের ইতিহাস এবং উচ্চতর শ্রেণীতে আধুনিক যুগের ইতিহাস পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইতিহাস পাঠ মনস্তত্ত্ব সম্মত হয়ে উঠেছে।

viii. জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা বাদ সৃষ্টি : নবম, দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণীতে ভারতের ইতিহাসের সঙ্গে বিশ্ব ইতিহাস পাঠ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাতীয়তা বোধ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে আন্তজার্তিকতা বোধও উদ্বুদ্ধ করবে।

ix. ভারতীয় সংবিধান ও নাগরিকতা : পাঠ্যক্রমে সংযোজিত এই অধ্যায়টি সময়োপযোগী। যা শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভবিষ্যৎ নাগরিকতা বোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করবে।

ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক (History text book)

প্রচলিত শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে রেমেন্টের Rayment বিখ্যাত উক্তি হল— "The text book must be regarded as strictly supporting and supplementary to the teacher's lesson". পুথি কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যস্থার থেকে শুরু করে আধুনিকতম অনেক বিশেষজ্ঞ সোচ্চার হলেও এই প্রথাকে বর্জন করা সম্ভব নয়। পদ্ধতি, উপস্থাপন কৌশল, উপকরণের ব্যবহারের দ্বারা বিষয়বস্তুকে শিশুদের কাছে মূর্ত ও সহজগ্রহ্যকরা হলেও তাদের তাদের জ্ঞানকে সংহত, স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ করার জন্য পাঠ্যপুস্তক অপরিহার্য, আমাদের দেশে মূলত পাঠ্যপুস্তককে অনুসরণ করে ইতিহাস পড়ানো হয়। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের (C.A.B.E) মন্তব্য এখানে প্রনিধান যোগ্য— "A modern eductaional system without text-book is different to imagine as Hemlet without the prince of denmark" পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন মূলতঃ শিক্ষার্থীদের, তাই শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন ব্যবহারের জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখলে তা পাঠক্রম বা সিলেবাস অনুযায়ী হওয়া দরকার। এছাড়া পাট্যপুস্তক যেন ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের সারসংক্ষেপ না হয়ে শিক্ষার্থীর মানসিক বয়সকে গুরুত্ব দিয়ে লেখা হয় এবং সেই সঙ্গে নির্বাচিত বিষয়গুলির যেন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। এই পূর্ণাঙ্গনীতি বা 'Doctrine of fulness' অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তিন শ্রেণীর। যে যে পাঠ্যপুস্তকে সিলেবাসের রূপরেখাকে সংক্ষিপ্ত কাঠামোতে পরিবেশিত হয় তাকে জার্মানীতে বলে Leit taden এবং ফ্রান্সে বলে 'Precis'। দ্বিতীয় ধরনের পাঠ্যপুস্তকে তথ্য গুলির আলোচনা অপেক্ষাকৃতভাবে পূর্ণাঙ্গ করা হলেও আরও আলোচনার অবকাশ থাকে। একে ফরাসী ভাষায় 'Manuals' বলে। যে শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে তথ্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ও বিশ্লেষণ থাকে তাকে 'Cours' বলে অভিহিত করা হয় ফ্রান্সে।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তককে পূর্ণাঙ্গও সার্থক করে প্রণয়ন করতে হলে কতকগুলি নীতি মেনে চলা দরকার। সেগুলি হল—

প্রথমত : পাঠ্যপুস্তক সুনির্দিষ্ট ও মূর্তভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত : বিষয়গুলির প্রমাণ নির্ভর, যথার্থ ও অবিকৃত হওয়া দরকার। এইজন্য গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তিকরেই পাঠপুস্তক রচনা করা আবশ্যক।

তৃতীয়ত : পাঠ্যপুস্তক যেন সর্বাধুনিক তথ্যের ভিত্তিতে রচিত হয়।

চতুর্থত : ব্যক্তিসাপেকতা, পূর্বধারণা এবং সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে থেকে পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাদের গ্রন্থপ্রণয়ন করতে হবে।

পঞ্চমত: শিশু মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য বিভিন্নমানের যথাযথ গ্রন্থ রচিত হওয়া দরকার।

ষষ্ঠত : পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হবে সরল, হৃদয়গ্রাহী ও প্রয়োজনীয় উদাহরণে সমৃদ্ধ, অতীতকে মূর্তকরার জন্য এবং বর্তমানের সঙ্গে অতীতের পার্থক্য অনুধাবন করানোর জন্য উদাহরণের প্রয়োজন।

সপ্তমত : স্কেল অনুযায়ী অঙ্কিতমান চিত্র, সময়রেখা, ঐতিহাসিক চিত্র, বংশতালিকা প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স অনুযায়ী সন্নিবেশিত করে পাঠ্যপুস্তককে আকর্ষণীয় ও সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।

অষ্টমত : বিষয়বস্তু উপস্থাপন, ব্যাখ্যা, উদাহরণ প্রয়োগ যেন আতর্ষণীয় হয়।

নবমত : বিষয়সূচী, 'Index' এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নাবলী ও অনুশীলনী পাঠ্যপুস্তক যথাযথভাবে থাকা দরকার।

দশমত : সহায়ক এবং রেফারেন্স গ্রন্থের তালিকা পাঠ্যপুস্তকে এমনভাবে সন্নিবেশিত করা উচিতভাবে অতিরিক্ত পাঠের উৎসুকতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত হয়। সেইসঙ্গে নির্ভুল মুদ্রণ এবং গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও বাঁধাই শোভন হওয়া দরকার।

প্রথমত : আমাদের দেশে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকগুলি অনেক ক্ষেত্রেই পাঠ্যক্রমকে যথাযথ অনুসরণ করে না।

দ্বিতীয়ত : বহুজটিল ও সামঞ্জস্যমূলক বিষয়ের আলোচনা এড়িয়ে গিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়।

তৃতীয়ত : মনস্তত্ত্ব অনুযায়ী বিষয়বস্তুর সন্নিবেশ, ভাষার সারলীলতা, মুদ্রণ প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট একটি থাকে।

চতুর্থত : প্রয়োজনমত ছবি, চার্ট ও মানচিত্রের সন্নিবেশ দেখা যায় না।

পঞ্চমত : পরীক্ষায় সাফল্যলাভের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই পুস্তকগুলি রচনা করা হয়।

ষষ্ঠত : অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশ ঘটে।

সপ্তমত : মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদ নির্দেশিত সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠাসংখ্যায় ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব নয়।

এইসব ত্রুটি ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরতা আমাদের একটি বড় দুর্বলতা। ইতিহাসের সিলেবাস ব্যাপক অথচ বিদ্যালয়ে প্রাপ্ত সময়ের স্বল্পতার জন্য পাঠ্যপুস্তকের নির্ভরতা আরও বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া যে কোন শিক্ষক ইতিহাস পড়াতে পারেন এই মনোভাব থেকেই পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করে ইতিহাস পড়ানো হয়। তাছাড়া ইতিহাস শিক্ষকগণ ও পাঠ্যপুস্তক ছাড়া একধাপও অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন না। সেই কারণে পাঠ্যপুস্তক প্রণেতারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের প্রয়োজন প্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তক রচনা

করেন। ফলে পাঠ্যপুস্তক অবৈজ্ঞানিক হয়। এইসব সমস্যা ও ত্রুটি থাকাসত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। তাই এখন প্রশ্ন হল কিভাবে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করা উচিত:

পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার (How to use text book)

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার প্রণালীসম্মত হওয়ার দরকার, সেইজন্য বিভিন্নস্তরে এবং বিভিন্ন ক্লাসে এর প্রয়োগ পদ্ধতি বিভিন্ন। **প্রাথমিক** স্তরে কোন পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন নেই বলে অনেকে মনে করেন। আবার এই স্তরে সহজও আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তকের কথাও অনেকে সুরারিশ করেছেন। প্রচুর ছবি, সহজমান চিত্র এবং সুনির্বাচিত উদাহরণের সাহায্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তার মাধ্যমে এই স্তরে পড়ানো উচিত। এইসব পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষক প্রয়োজনীয় অংশ পড়ে শোনাতে পারেন। তারপর গল্পের সংযোজন করে বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে তুলতেপারেন। পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়টি আলোচনা করে ছোট ছোট প্রশ্নজিজ্ঞাসা করতে পারেন। **মধ্যস্তরে** শিক্ষক কর্তৃক বিষয়বস্তুর আলোচনার পর শিক্ষার্থীরা বিষয়টি শেখার জন্য পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবে। এইস্তরে সময়ানুক্রমিক চেতনাকে উন্মেষ ঘটাতে হবে, এজন্য থাকবে অনুশীলনী প্রশ্ন ও কর্ম। **উচ্চস্তরে** পাঠ্যপুস্তক থেকে পড়ে বা তাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করে বিষয়বস্তুর আলোচনা করা উচিত নয়। তবে পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার ধারা অনুসরণ করেই বিষয়বস্তুর আলোচনা করা দরকার।

পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের নীতি ঃ উপরের আলোচনার ভিত্তিতে ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার সম্পর্কে নিম্নোক্ত সাধারণ সূত্রগুলি উল্লেখ করা যায়—

প্রথমত : সময়ানুক্রম রক্ষা করে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত বিষয়টি শিক্ষক মহাশয় উপস্থাপন করবেন।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষকদের পাঠদান হবে পাঠ্যপুস্তকের সম্পূরক।

তৃতীয়ত : শিক্ষকের আলোচনা অনুসারে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তক থেকে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তসার তৈরি করতে শিখবে। উচ্চস্তরে অবশ্য সহায়ক গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

চতুর্থত : শ্রেণীতে আলোচনার শেষেই সাধারণতঃ শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করবে। পাঠ্যপুস্তক থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, সারসংক্ষেপ করা, প্রশ্নের উত্তর তৈরী করা প্রসঙ্গে শিক্ষকের নির্দেশ থাকবে।

পঞ্চমত : আত্মসক্রিয়তামূলকভাবে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার অবশ্য শ্রেণীতে পাঠদানের পূর্বে করতে হবে।

ষষ্ঠত : মধ্য ও উচ্চস্তরে স্বাধীনভাবে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুসতেক ব্যবহার করতে শিখবে। শ্রেণীতে আলোচনার ভিত্তিতেই সে স্বাধীনভাবে বিষয়ের সারসংক্ষেপ ও অনুশীলনী সম্পাদন করবে।

সপ্তমত : অনুশীলনীর প্রশ্নগুলি তথ্য আহরণমূলক, সমস্যামূলক চিন্তা মূলক হওয়া বাঞ্ছণীয়।

অষ্টমত : একাধিক পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। এতে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার বৃত্ত সম্পসারিত হয়।

পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুবিধা — পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের কতকগুলি সুবিধা আছে। **প্রথমত :** শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে যেমন মৌখিক পাঠদানের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো দান তেমনি শিক্ষার্থীরা তা সহজে অনুসরণ করতে পারে। এতে অল্প পরিশ্রমে ও অল্প সময়ে পাঠক্রম শেষ করা যায়।

দ্বিতীয়ত : শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পাঠক্রম আয়ত্ত করে তার শিক্ষাকার্য শেষ করতে পারে।

তৃতীয়ত : ধারাবাহিক ও প্রণালী সিদ্ধভাবে ইতিহাসের উপস্থাপনে পাঠ্যপুস্তক বিশেষ সহায়ক।

চতুর্থত : সুপাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স অনুযায়ী বিভিন্ন উপকরণ ও উদাহরণ অনুশীলনী, সহায়ক গ্রন্থের তালিকা, সারসংক্ষেপ প্রভৃতি থাকে এতে অগ্রসর, সাধারণ ও অন্যান্য সব শিক্ষার্থীদের সুবিধা হয়।

পঞ্চমত : আমাদের পাঠাগারগুলিতে সহায়ক বা অন্যান্য গ্রন্থের অভাব থাকায় মূলতঃ পাঠ্যপুস্তকের উপরই নির্ভর করতে হয়।

ষষ্ঠত : শ্রেণীর কোন বিষয়ের আলোচনা শিক্ষার্থীদের পক্ষে সম্পূর্ণ মনে রাখা সম্ভব নয়। এই ফাঁক পাঠ্য পুস্তকই পূরণ করতে পারে।

সপ্তমত : পরীক্ষাপ্রধান শিক্ষাব্যবস্থায় পাঠ্যপুস্তক ভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যসূচী আয়ত্ত করা অসুবিধাজনক।

অষ্টমত : যেখানে শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য সেখানে ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষা অসম্ভব। তাই পাঠ্যপুস্তক এই বিষয়ে কিছুটা সাহায্য করতে পারে।

কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের উপর অধিক নির্ভরতা কণ্ঠস্থ বিদ্যার প্রবণতাকে বৃদ্ধি করে। শুধু তাই নয় শিশুরা অনেক সময় পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতেই জানে না। এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও পাঠ্যপুস্তকের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করতেই হবে। শিশু যত উঁচু শ্রেণীতে উপরে ততই এর প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাবে।

৫.৯. Summary

ইতিহাসের পাঠক্রম তৈরীর ক্ষেত্রে ইতিহাসের সমগ্রতা, ধারাবাহিকতা ও সময়চেতনা সম্পর্কে যেমন সচেতন থাকতে হবে তেমনি বিবেচনা করতে হবে শিক্ষার্থীর মানসিক স্তর ও বৈশিষ্ট্য স্থির করতে হবে সমগ্র বিদ্যালয় জীবনে ইতিহাস কতখানি শিক্ষা দেওয়া হবে। দেখতে হবে শিক্ষার্থীর বয়স, ক্ষমতা, রুচি, আগ্রহ ও প্রবণতা। পাঠক্রম যেন অতিরিক্ত বিষয় দ্বারা ভারাক্রান্ত না হয়। সামগ্রিকতা, সক্রিয়তা, নমনীয়তা, সংস্কার শূন্যতা, সজীবতা, অনুবন্ধের প্রয়োগযোগ্যতা, সমন্বয় ধর্মীতা, স্পষ্টতা, যুক্তিগ্রাহ্যতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির উপর গুরুত্ব দিয়ে ইতিহাসের পাঠক্রম নির্বাচন করা উচিত।

৫.১০. Self Check questions —

(১) 'Culture Epoch Theory' কী?

(২) ইতিহাস পাঠক্রম রচনার নীতিগুলি লিখুন।

(৩) পাঠ্যপুস্তক কাকে বলে? ইতিহাসের ভালো পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য কী?

৫.১১. References :

(১) হালদার গৌরদাস (২০০৬-২০০৭), শিক্ষণ প্রসঙ্গে ইতিহাস, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

(২) ভক্তা, ভক্তিভূষণ ও ভক্তা আরতি (২০১২) অভিনব শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা বুক এজেন্সি, কলকাতা।

একক - ৬

ইতিহাসের পাঠপরিকল্পনা গঠন

PREPARATION OF LESSON PLAN IN HISTORY

Contents —

৬.১ সূচনা

৬.২ উদ্দেশ্য

৬.৩ পাঠ পরিকল্পনা কী?

- ৬.৩.১ পাঠ পরিকল্পনার মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি
- ৬.৩.২ পাঠের শ্রেণীবিভাগ
- ৬.৩.৩ পাঠ পরিকল্পনার কয়েকটি নীতি
- ৬.৩.৪ আদর্শ পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য
- ৬.৩.৫ পাঠ পরিকল্পনার সুবিধা
- ৬.৩.৬ পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধা
- ৬.৩.৭ পাঠ পরিকল্পনার নানা পদ্ধতি ও কৌশল
- ৬.৩.৮ Bloom's taxonomy of Educational objectives
- ৬.৩.৯ ব্লুমের বর্গীয়করণের উদ্দেশ্য এবং মানসিক প্রক্রিয়া বা ক্ষমতা
- ৬.৩.১০ প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য ও তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগত পদ

৬.৪ পাঠ টীকা (Lesson Plan)

- ৬.৪.১ পাঠ পরিকল্পনা — ১ (শ্রেণী নবম)
- ৬.৪.২ পাঠ পরিকল্পনা — ২ (শ্রেণী নবম)
- ৬.৪.৩ পাঠ পরিকল্পনা — ৩ (শ্রেণী দশম)
- ৬.৪.৪ পাঠ পরিকল্পনা — ৪ (শ্রেণী দশম)

৬.৫ Summary

৬.৬ Self Check Questions

৬.৭ References

৬.১ সূচনা

শিক্ষকতা বৃত্তিতে সফলতা লাভের জন্য শিক্ষক মহাশয়কে নানাভাবে পরিকল্পিত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমে শিক্ষণের জন্য তিনি পাঠ্যাক্রমের বিন্যাস করবেন। এই ধরনের পাঠক্রমের বিন্যাসের প্রক্রিয়াকে বলা হয় পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা (Curriculum Planning)। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা : কাজ শেষ হলে তাঁকে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সূচীর পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। এই বিষয়সূচী বা পাঠ্যাংশের বিন্যাসকরণের নাম একক পরিকল্পনা (Unit Planning)। শিক্ষকের পরবর্তী কাজ হল শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করা (Class teaching)। এটাই হল প্রত্যক্ষ শিক্ষণমূলক কাজ। সুতরাং এই কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের জন্যও পরিকল্পনার প্রয়োজন। শিক্ষক মহাশয় দৈনন্দিন পাঠ পরিচালনার জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করেন, তাকেই বলা হয় পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)।

৬.২ উদ্দেশ্য (Objectives)

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা

- পাঠ পরিকল্পনা কী এবং কেন করা হয় তা জানতে পারবে
- Bloom's taxonomy সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবে।
- ব্লুমের বর্গীয়কারণের উদ্দেশ্য এবং মানসিক প্রক্রিয়া বা ক্ষমতা সম্বন্ধে জানতে পারবে।
- পাঠ পরিকল্পনা কেমনভাবে রচনা করা হয়, তা জানতে পারবে এবং পাঠদানের সময় তা প্রয়োগ করতে পারবে।

৬.৩ পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Planning) :

পাঠ পরিকল্পনা কি? সাধারণত পাঠ বলতে আমরা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের একদিনের পাঠ্যাংশকে বুঝি। পাঠ বলতে আমরা বৃহত্তর অর্থে কতকগুলি সমস্যাকে বুঝি, যে সমস্যাগুলি শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট স্বল্পসময়ের মধ্যে যুক্তির দ্বারা বা সক্রিয়তার দ্বারা সমাধান করবে। এই ধরনের একক দৈনিক পাঠের জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হয় তাকেই বলা হয় পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan)। এবং যে প্রক্রিয়ায় এই পরিকল্পনা রচনা করা হয় তাকে বলা হয় পাঠপরিকল্পন (Lesson Planning)। এন. এল বসিং (N.L Bossing) বলেছেন, 'Lesson plan is the title given to a statement of the achievements to be realised and the specific means by which these are to be attaind as a result of the activities engaged in, during the period the class spends with the teacher. অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন করণীয় বিষয়ে বিভাগই হল পাঠ পরিকল্পনা। 'পাঠ পরিকল্পনার গঠন (Structure) এবং উদ্দেশ্য (Purpose) সম্পর্কে Bining and Bining বলেছেন, " Daily lesson planning involves defining the objectives, selecting and arranging the subject matters and determining the method and proceduce" L. K Devies শিখন প্রক্রিয়ায় চারটি Step বা পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল Planing, Organising, Leading & controlling এর মধ্যে তিনি Planing কেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা পাঠপরিকল্পনার বিশেষভাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখতে পাই। **প্রথমত,** পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে একটি উদ্দেশ্য থাকে; কারণ আংশিকভাবে এটি একটি উদ্দেশ্যের বিবরণ। **দ্বিতীয়ত,** পাঠ পরিকল্পনায় পাঠ পরিচালনার বিস্তারিত বিবরণ থাকে এবং এই পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাজের (activities) ওপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাই যে তার শিখণের (Learning) ভিত্তি একথা পাঠপরিকল্পনের সংজ্ঞায় স্বীকার করা হয়েছে। **তৃতীয়ত,** পাঠদানের বা শিক্ষনের (Teaching) ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা যে গৌণ, সে কথাও স্বীকার করা হয়েছে পাঠ পরিকল্পনার সংজ্ঞায়। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শুধুমাত্র নির্দেশকের (guide) কাজ করবেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে পাঠ পরিকল্পনার ব্যাপারে শিক্ষকের পূর্ণ স্বাধীনতা নেই। তিনি নিজের ইচ্ছামত কাজের সুবিধার্থে পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন না। তাকে উদ্দেশ্যের দিকে নজর রাখতে হবে; বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার দিকে নজর দিতে হবে।

৬.৩.১ পাঠ পরিকল্পনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি (Psychological Basis of Lesson Planing) :

যে কোন শিক্ষক শ্রেণীতে পাঠদান করার পূর্বে তার সেই দিনের পাঠ সম্পর্কে চিন্তা করেন। লিখিতভাবে না হলেও মনে মনে তিনি পাঠ সম্পর্কে একটি প্রকল্প রচনা করেন। তবে অনেক শিক্ষক আছেন, যারা গতানুগতিক পদ্ধতিতে অভ্যস্ত। ফলে পাঠ সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন হয় না, বা তারা কোন সময় প্রয়োজন অনুভব করেন না। বাস্তবক্ষেত্রে এ সম্পর্কে পূর্বে কোন নির্দিষ্ট নীতিও ছিল না। বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হার্বাট (Herbert) প্রথম পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং পরিকল্পনা রচনার মূলে যে মনোবৈজ্ঞানিক নীতি কাজ করে, তা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন। হার্বাট তার শিক্ষাদর্শনে বলেন, শুধুমাত্র জানাই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হল সৎগুণ বা চরিত্রের বিকাশ। আর এই উদ্দেশ্যে উপনীত হবার জন্য চাই যথাযোগ্য পদ্ধতি।

হার্বার্টের শিক্ষানীতি :

শিক্ষার অগ্রগতি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার জন্য হার্বার্ট — শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে বিশ্লেষণ শুরু করেন। এবং এই বিশ্লেষণে তিনি তার মনোবিদ্যার জ্ঞানকে প্রয়োগ করেন। তিনি বলেছেন, জন্মাবস্থায় শিশুর মন থাকে শূন্য। কিন্তু ধীরে ধীরে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু নানারকম অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। এই সব অভিজ্ঞতাই শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা করে। শিশুর এই অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে দু ধরনের প্রক্রিয়া — প্রত্যক্ষণ (Perception) এবং আত্মীকরণ (Assimilation)। প্রথম প্রক্রিয়ার দ্বারা যে বস্তুসামগ্রীকে প্রত্যক্ষ করে, দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে অভিজ্ঞতাকে আয়ত্ত করে। হার্বার্ট বলেছেন, এই দুই প্রক্রিয়া মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সামঞ্জস্য রেখে কাজ করে। শিশু সবসময় তার পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে জ্ঞান আহরণ করে থাকে। এইভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা বা তার সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাকে মনোবিদ্যায় সমবেক্ষণ (Apperception)। হার্বার্ট বলেছেন, শিশুর পূর্ব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করাই হবে যে কোন শিক্ষা প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য। কারণ এই প্রক্রিয়ায় মানসিক বিকাশ সম্ভব হবে। হার্বার্ট আরও বলেছেন, শিশুর পূর্ব অভিজ্ঞতা তার মনের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি জট (Complex) বা অভিজ্ঞতাপুঞ্জের (Apperceptive mass) সৃষ্টি করে। শিশুর যে কোন অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন তার পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

সংগৃহীত হয়, তেমনি সেই নতুন অভিজ্ঞতা, অতীত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে সঞ্চিতও হয়। সুতরাং তার এই মতবাদ থেকে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন, যে কোন নতুন জ্ঞানকে মনের ভাবজটের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে। হার্বার্টের বিশ্লেষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে (Monsoe) বলেছেন, "Instructions which modifies the group of ideas already possessed by the mind causing them to form a new unity or harmonious series, of unity and which thus determines conduct, is alone educative" সুতরাং যে কোন শিক্ষণ পদ্ধতির উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন জ্ঞান আহরণে সহায়তা করা। এই প্রসঙ্গে হার্বার্ট অনুরাগের (Interest) গুরুত্বের কথাও বলেছেন। তিনি শিক্ষণকে শিশুর আগ্রহভিত্তিক করার কথা বলেছেন। এবং এই আগ্রহ সৃষ্টির জন্য পূর্ব অভিজ্ঞাতর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিষয়বস্তুকে সুসংবদ্ধ করার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মনে করেন স্বাভাবিক নিয়মে এই আগ্রহভিত্তিক অভিজ্ঞতা অর্জনের চারটি স্তর আছে — (১) পর্যবেক্ষণ (Observation); (২) প্রত্যাশা (Expectation); (৩) তাগিদ (Demand) এবং (৪) সক্রিয়তা (Action)। অর্থাৎ বস্তুর পরিপূর্ণ প্রত্যাশা থেকে শিশুর মতে প্রত্যাশার সঞ্চার হয় এবং প্রত্যাশা ক্রমে তার মনে চাহিদা বা তাগিদ এনে দেয়। সবশেষে এই আন্তরিক তাগিদের বশবর্তী হয়ে সে নতুন কর্ম সম্পাদনে অগ্রসর হয়। এটাই হল আগ্রহভিত্তিক ক্রিয়ার সোপান।

হার্বার্টের সোপান :

তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতিকে আগ্রহভিত্তিক করতে হলে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অনুরূপ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে, তাই হার্বার্ট শ্রেণীশিক্ষণের অনুরূপ চারটি সোপানের কথা বলেছেন ঃ

(১) অভিজ্ঞতার সুস্পষ্টতা (Clearness) (২) অভিজ্ঞতার সংযোগ (Association) (৩) অভিজ্ঞতার সমন্বয়সাধন (System) এবং (৪) সূত্রস্থাপন (Method)। অভিজ্ঞতার সুস্পষ্টতা বলতে, তিনি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষনের কথাই বলেছেন। অর্থাৎ শ্রেণীশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রথমত শিক্ষার্থীকে বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণের সুযোগ দিতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে এই পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে অতীত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করবে এবং প্রাথমিকভাবে, তাদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করবে। একেই হার্বার্ট বলেছেন, অভিজ্ঞতার সংযোগ (Association)। তৃতীয় স্তরে শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ বস্তু সম্পর্কে সাধারণ ধারণাকে (General Concept) অতীত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সঙ্গে একত্রিত করবে। এই সোপানের নাম দেওয়া হয়েছে সমন্বয়ন (System)। সবশেষে শিক্ষার্থী প্রয়োগের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতাকে আরও সামান্যীকরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

হার্বার্টের নীতির সম্প্রসারণ :

হার্বার্ট-এর মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে মোটামুটিভাবে মেনে নিয়ে তার অনুগামীরা পরবর্তীকালের শিক্ষানীতির কিছু পরিবর্তন করেন। জিলার (Ziller) , পরবর্তী কালে পাচটি সোপানের কথা উল্লেখ করেন। তিনি হার্বাট প্রস্তাবিত সুস্পষ্টতার (Clearness) স্তরটিকে ভেঙে দুটি স্তর করেন — আয়োজন (Preparation) এবং উপস্থাপন (Presentation)। ফলে পাঠদানের পাঁচটি পর্যায় নির্দিষ্ট হয়। হার্বার্টের এই নীতির উপর ভিত্তি করে আধুনিককালে পাঠ পরিকল্পনা রচনা করা হয়ে থাকে। এই পাঠ পরিকল্পনায় পাঁচটি সোপান আছে বলে একে বলা হয় পঞ্চ সোপান পদ্ধতি (Five Step-Method)। পাঠ পরিকল্পনার এই সোপানগুলি হল —

(১) আয়োজন (Preparation)

(২) উপস্থাপন (Presentation)

(৩) অনুষঙ্গ বা সংযোগ (Association)

(৪) সামান্যীকরণ (Generalization)

(৫) অভিযোজন (Application)

হার্বার্টের নীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক ঃ হার্বার্ট প্রস্তাবিত এবং তার অনুগামীদের দ্বারা সম্প্রসারিত পাঠ পরিকল্পনার এই রীতি মনোবিজ্ঞানসম্মত। কারণ বিভিন্ন দিক থেকে মনোবিদ্যার তাত্ত্বিক জ্ঞান এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। তাই আধুনিককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। যারা এই রীতিতে বিশ্বাস করেন তারা বলেছেন এই রীতি বিভিন্ন দিক থেকে মনোবিদ্যাসম্মত। যেমন - ১) এখানে শিক্ষার্থীর পূর্ব-অভিজ্ঞতার গুরুত্বকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ২) পাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অনুরাগ সৃষ্টির কথা বিশেষভাবে এখানে স্বীকার করা হয়েছে। ৩) হার্বার্টের এই নীতিতে বিভিন্ন অংশের সঙ্গে অনুষঙ্গ স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তিনি তার পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু যথাযোগ্যক্রমে (Order) উপস্থাপনের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ৪) পাঠ্যবিষয় বস্তুর সামাণ্যীকরণের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং পাঠ পরিকল্পনায় এজন্য একটি নির্দিষ্ট সোপান রাখা হয়েছে। ৫) সবশেষে শিক্ষার্থীর প্রয়োগমূলক জ্ঞানের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৬.৩.২ পাঠের শ্রেণীবিভাগ (Types of lesson) :

শ্রেণীকক্ষে আমরা যে সব পাঠ পরিচালনা করি তাদের মধ্যে নানাদিক থেকে পার্থক্য করা যায়। আপাতভাবে বিষয়ের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন — ইতিহাসের পাঠ (History Lesson), ভূগোলের পাঠ (Geography Lesson), অঙ্কের পাঠ (Mathmetics Lesson), বাংলার পাঠ (Bengali Lesson) ইত্যাদি। এই ধরনের বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। তেমনি অনেক সময় শ্রেণীর পাঠকে পাঠদানের কৌশল বা পদ্ধতি বিচারেও শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যেমন, কোন পাঠে বিশেষভাবে আরোহী চিন্তনের (Inductive Reasoning) বিস্তার করা হয়। এই ধরনের পাঠকে বলা হয় আরোহী চিন্তমূলক পাঠ (Deductive Lesson)। অন্যদিকে কোন বিশেষ পাঠে হয়ত শুধুমাত্র অবরোহী চিন্তনের বিস্তার কার হয়; এই ধরনের পাঠকে বলা হয় অবরোহী চিন্তামূলক পাঠ (Deductive Lesson)। কোন পাঠে হয়ত শিক্ষার্থীর কর্মের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়; এই ধরনের পাঠকে বলা হয় কর্মভিত্তিক পাঠ (Activities Lesson)। এমনিভাবে বিভিন্ন কৌশলের ভিত্তিতে শ্রেণীপাঠকে শ্রেণীকরনের রীতি প্রচলিত আছে। তবে বর্তমানে শিখনকৌশলের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠের শ্রেণীকরনের রীতির অনেকে সমালোচনা করেছেন। কারণ কোন বিশেষ পদ্ধতিকে ঠিক শ্রেণীকরনের মান (Standard) হিসাবে ধরা যায় না। যেমন বিশেষ কোন বিষয়ে পাঠ পরিচালনা করার সময় শুধুমাত্র আরোহী চিন্তন বা শুধুমাত্র অবরোহী চিন্তনের ওপর নির্ভর করা যায় না। পাঠ পরিচালনায় আদর্শ পরিস্থিতিতে দুই ধরনের চিন্তনকেই কাজে লাগাতে হয়। তেমনি কোন

বিশেষ পাঠ শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা বা কাজের ওপর নির্ভর করে পরিচালিত হতে পারে না। এই কারণে বর্তমানে পাঠ (Lesson) শ্রেণীকরনের জন্য মান (Standard) হিসাবে পাঠের উদ্দেশ্যকে বিবেচনা করা হয়। উদ্দেশ্যর পরিপ্রেক্ষিতে পাঠের শ্রেণীকরণই আধুনিককালের রীতি। এই উদ্দেশ্যের দিক থেকে পাঠকে সাধারণত ছয়ভাগে ভাগ করা হয় — ১) জ্ঞানমূলক পাঠ (Knowledge Lesson), ২) দক্ষতামূলক পাঠ (Skill Lesson), ৩) উপলব্ধিমূলক পাঠ (Appreciation Lesson), ৪) অনুশীলনমূলক পাঠ (Drill lesson), ৫) পুনরালোচনা বিষয়ক পাঠ (Review Lesson) এবং ৬) বেতার পাঠ (Radio Lesson)। এই বিভিন্ন ধরনের পাঠের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। ফলে তাদের পাঠ পরিকল্পনাও বিভিন্ন ধরনের হওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের গতানুগতিক শিক্ষণে, পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় আমরা এই বিভিন্ন উদ্দেশ্যের পাঠের মধ্যে কোন তফাত করি না। ফলে শিক্ষণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

৬.৩.৩ পাঠ পরিকল্পনার কয়েকটি নীতি (Principls of Lesson Plan) :

বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ পরিকল্পনা রচনা করা একটি জটিল কাজ। তাই একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিত নীতিগুলি মনে রাখবেন ঃ

১) পাঠ পরিকল্পনার প্রথম নীতি হল, যে বিষয়ে তিনি পাঠ পরিকল্পনা রচনা করবেন সেই বিষয়ে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী হবেন।

২) পাঠ পরিকল্পনা রচনা করতে গেলে শিক্ষককে পাঠের সঠিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জানতে হবে। তিনি যদি পাঠের জন্য বাস্তবসম্মত উদ্দেশ্য নির্ধারণ না করেন, তাহলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের জন্য সেই পাঠদান ব্যর্থ হবে।

৩) যে বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক মহাশয় পাঠটিকা তৈরী করছেন, সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও তার জ্ঞান থাকা দরকার। তাহলে পাঠদানের সময় তিনি অনুবন্ধনীটির প্রয়োগ ঘটাতে পারবেন।

৪) পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষক মহাশয় পাঠদানের যথোপযুক্ত কৌশল নির্বাচন করবেন। আগ্রহ এবং বয়স অনুযায়ী সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন করবেন। যেমন — প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, অভিনয় পদ্ধতি, গল্পবলা পদ্ধতি, আলোচনা পদ্ধতি ইত্যাদি।

৫) শিক্ষক মহাশয় পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করবেন।

৬) শিক্ষকের সময় সম্পর্কে যথাযোগ্য বাজেট থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭) পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীরা যাতে সক্রিয় থাকে সেই দিকে নজর দেবেন। এই সক্রিয়তা বজায় রাখার সময় শিক্ষার্থীরা যাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বজায় রাখতে পারে, সেদিকেও শিক্ষক মহাশয় নজর দেবেন।

৬.৩.৪ আদর্শ পাঠপরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Characteristic of an Ideal Lesson Plan) :

কোন শিক্ষক অন্যের তৈরী পরিকল্পনা অনুকরণ করে নিজের কাজের যে সর্বতোভাবে উন্নতি সাধন করতে পারেন না। এ বিষয়ে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। যে পরিকল্পনা নিয়ে একজন শিক্ষক ভালোভাবে পাঠ পরিচালনা করতে পারেন, অন্য শিক্ষকের কাছে তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়। শিক্ষণের মধ্যে শিক্ষকের যে সব ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য কার্যকর, পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও সেগুলি বিশেষভাবে কার্যকর। তাই পরিকল্পনার মধ্যে যদি শিক্ষকের নিজস্বতার ছাপ না থাকে, সে পাঠ পরিকল্পনাকে কখনই আদর্শ পরিকল্পনা বলা যাবে না। প্রত্যেক শিক্ষক নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী নিজস্ব পরিস্থিতির বিশ্লেষণে তার কাজের উপযোগী পরিকল্পনা রচনা করবেন। পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষক আদর্শ পরিকল্পনার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির দিকে লক্ষ্য রাখবেন ঃ

প্রথমত, আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায়, পাঠের উদ্দেশ্য পরিস্কারভাবে বলা দরকার। পাঠের উদ্দেশ্য নির্ধারণের ব্যাপারে কোন রকম দ্বিধাজড়িত ভাষা যেন প্রয়োগ করা না হয় এবং উদ্দেশ্য যেন বাস্তবসম্মত হয়। যে উদ্দেশ্যের দ্বারা শ্রেণীকক্ষের মধ্যে পৌঁছান যাবে না, সেরকম উদ্দেশ্য স্থাপন করা চলবে না।

দ্বিতীয়ত, আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় বিষয়বস্তু যথাযোগ্য ক্রমে উপস্থাপন করতে হয়। পাঠ্য বিষয়ের ক্রমের মধ্যে যদি কোন ব্যতিক্রম থাকে, তাহলে পাঠের অগ্রগতির ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে।

তৃতীয়ত, আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন ভুল থাকবে না।

চতুর্থত, আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কৌশল সঠিকভাবে নির্বাচন করতে হবে।

পঞ্চমত, আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকবে।

ষষ্ঠত, শিক্ষার্থীদের মনের মূল সমস্যাগুলির সমাধানের নির্দেশ থাকবে আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায়।

সপ্তমত, আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার সুযোগ থাকবে।

অষ্টমত, আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় যথাযোগ্য শিক্ষামূলক প্রদীপন ব্যবহারের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

নবমত, শিক্ষক মহাশয় কীভাবে বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করবেন, তার নির্দেশ পাঠ পরিকল্পনায় থাকা বাঞ্ছনীয়।

দশমত, আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়নের যথাযোগ্য ব্যবস্থা রাখবেন। সেইসঙ্গে সময় সম্পর্কে যথাযোগ্য বাজেট থাকা বাঞ্ছনীয়।

৬.৩.৫ পাঠ পরিকল্পনার সুবিধা (Advantages of Lesson Planning) :

আদর্শ পাঠদানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, পাঠ পরিকল্পনা রচনা করা। শিক্ষক মহাশয় পাঠ পরিকল্পনাকে শুধুমাত্র আধুনিক শিক্ষার রীতিহিসাবে গ্রহণ করবেন না। পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষক মহাশয়কে তার দৈনন্দিন কাজে নানাভাবে সাহায্য করে। এই সম্পর্কে এন. এল. বসিং (N. L. Bossing) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তার সেই আলোচনার মূল অংশগুলি তুলে ধরা হল ঃ—

(১) উদ্দেশ্য সচেতনতা— পাঠ পরিকল্পনা রচনা করলে শিক্ষক মহাশয় তার শিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হন। ফলে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা তার সবরকম শ্রেণী প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তিনি শ্রেণীকক্ষে নিজের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সুপরিকল্পিত পথে এগিয়ে যেতে পারেন। ফলে অযথা সময় নষ্ট হয় না। পাঠের অগ্রগতির ধারাও বজায় থাকে।

(২) সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বিষয়বস্তু উপস্থাপন— পাঠ পরিকল্পনা করা থাকলে শিক্ষক মহাশয় সুসামঞ্জস্যভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারেন। তিনি পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী নতুন বিষয়বস্তুর সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করতে পারেন। এজন্য পাঠ মনোবিজ্ঞানসম্মত হয়।

(৩) বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য বিন্যাস— পাঠ পরিকল্পনা করা থাকলে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্তু যথাযোগ্য বিন্যাসে উপস্থাপন করতে পারেন। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের কাজ ও পাঠের অগ্রগতির মধ্যে সার্থক সমন্বয় করা সহজসাধ্য হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে সুবিধা হয়।

(৪) শিক্ষকের নিজের প্রস্তুতি— পাঠ পরিকল্পনা রচনা করলে শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে সুবিধা হয়। কারণ পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় শিক্ষকের নিজেরও প্রস্তুতি হয়। এই প্রস্তুতি তাকে শিক্ষণের কাজে সহায়তা করে।

(৫) বিদ্যালয় পরিচালনায় সহায়তা— পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে তার বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে ও সহায়তা করে। পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় তাকে শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়টিকে বিভিন্ন একক (Unit) এ বিভক্ত করতে হয়। এই কৌশলের মাধ্যমে তিনি সামগ্রিক পরিকল্পনা রচনা করেন। এই প্রক্রিয়ার ফলে তিনি শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচিটি পরিকল্পিতভাবে বছরের মধ্যেই শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারেন।

(৬) শিক্ষকের ব্যক্তিগত দোষত্রুটি সম্পর্কে সচেতনতা— পাঠ পরিকল্পনা রচনা করলে শিক্ষক তার নিজের মধ্যে যা কিছু ভাল আছে, তা শিক্ষার্থী শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারেন। তেমনিভাবে শিক্ষকের নানারকম দোষত্রুটি থাকতে পারে; কিন্তু পাঠ পরিকল্পনা রচনার সময় তিনি এগুলি সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হন এবং শ্রেণীতে যাতে এগুলি প্রকাশ না পায় তার জন্য সচেতন থাকেন।

(৭) পাঠদানের ফলাফল সম্পর্কে সচেতনতা— পাঠ পরিকল্পনা রচনা করলে শিক্ষক মহাশয় তার পাঠদানের ফলাফল সহজে বুঝতে পারেন। কারণ পাঠ পরিকল্পনার অভিযোজন স্তরের প্রশ্নগুলি এই উদ্দেশ্যেই রচিত হয়। তাছাড়া তিনি অনেক বিচার-বিশ্লেষণ করার পর প্রশ্নগুলি রচনা করেন বলে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মূল্যায়নও ভাল হয়। শিক্ষার্থীরা এই প্রক্রিয়ার পাঠের প্রতি আগ্রহান্বিত হয়। কারণ তারাও নিজেদের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে পারে। ফলে, এই ব্যবস্থায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়েই অনুপ্রাণিত হন।

(৮) পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন— পাঠ পরিকল্পনার সাহায্যে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করতে গেলে, শিক্ষকের উৎসাহও বৃদ্ধি পায়। প্রত্যেক ব্যক্তিই তার নিজস্ব পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ দেখতে চান। শিক্ষকও তার পরিকল্পিত পাঠকে ব্যর্থ হতে দিতে চান না। ফলে শ্রেণীতে পাঠ পরিকল্পনাকে সার্থক করার জন্য তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেন।

(৯) ব্যক্তিগত বৈষম্য— শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যক্তিগত বৈষম্য থাকে। পাঠ পরিকল্পনার সময় শিক্ষক মহাশয় এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বিচার করতে পারেন এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা রচনা করতে পারেন।

(১০) প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ— পূর্বে পাঠ পরিকল্পনা রচনা করলে শিক্ষকের পক্ষে পাঠ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়। ফলে তিনি শ্রেণীতে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে যেতে পারেন।

(১১) সহজভাবে বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম— সবশেষে পাঠ পরিকল্পনা রচনা করে সেই অনুযায়ী পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের পক্ষেও বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম সহজ হয়।

সুতরাং এই আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে তার নানা কাজে, সহায়তা করে এই কারণে আধুনিক শিক্ষণের ক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনা রচনা শিক্ষকের পক্ষে অপরিহার্য। পাঠ পরিকল্পনা সুষ্ঠভাবে রচনা করতে পারলে শিক্ষণের কাজ প্রায় অর্ধেক সম্পন্ন হয়ে যায়। পরিকল্পনা যদি ভাল হয়, তা হলে শিক্ষককে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। এই গুরুত্বের জন্য শিক্ষণ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় পাঠ পরিকল্পনার ওপর খুব বেশী জোর দেওয়া হয়।

৬.৩.৬ পাঠ পরিকল্পনার অসুবিধা (Disadvantages of Lesson Planning) :

পাঠ পরিকল্পনা রচনায় ত্রুটি থাকলে পাঠ পরিচালনা করার সময় শিক্ষক মহাশয় নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাছাড়া পাঠ পরিকল্পনা সম্পর্কেও আমাদের অনেকের মনে কিছু কিছু সংস্কার আছে। এইসব সংস্কার পাঠ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার পথে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষণের ক্ষেত্রে অনেক সময় সুবিধার চেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করে। এই ধরনের অসুবিধাগুলি হল —

(১) যান্ত্রিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া— শিক্ষকদের মধ্যে পাঠ পরিকল্পনার নির্ভরতা খুব বেশী পরিমানে দেখা যায়। তাছাড়া বহু তথাকথিত বিশেষজ্ঞদের এরকম ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, পাঠ পরিকল্পনাকে আক্ষরিক অর্থে শ্রেণীকক্ষে অনুসরণ করা উচিত। ফলে এই ধরনের চিন্তাধারা ও তার প্রয়োগ সম্পূর্ণ শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে (Process of Teaching) যান্ত্রিক করে তোলে। যে শিক্ষক অতিমাত্রায় তার পরিকল্পনার ওপর নির্ভর করেন, তিনি তার কোন ব্যতিক্রম দেখলে সম্পূর্ণভাবে হতাশ হয়ে পড়েন।

(২) তর্কবিদ্যাসম্মত পাঠদান— পাঠ পরিকল্পনার যে নীতির কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে মনোবিজ্ঞানসম্মত। তাই অনেকের ধারণা পাঠ পরিকল্পনা রচনা করলেই শিক্ষণকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করা যায়। কিন্তু প্রকৃতক্ষেত্রে ফল হয় বিপরীত। পাঠ পরিকল্পনা রচনার নীতি মনোবিজ্ঞানসম্মত হলেও এই

রচনারীতি সম্পূর্ণভাবে যুক্তিতর্ক-নির্ভর। পাঠ পরিকল্পনার বিষয়গুলি যুক্তির উপর ভিত্তি করে ক্রমানুসারে সাজানো হয়। ফলে পাঠদান তর্কবিদ্যাসম্মত (Logical Method) হয়ে পড়ে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে অনেক অসুবিধাই হয়।

(৩) পরিকল্পনার কাঠামোর প্রতি ঝোঁক— পাঠ পরিকল্পনার যে রীতি আমরা অনুসরণ করি তার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি আছে। আমরা সাধারণত সব শ্রেণীর পাঠের জন্য একই ধরনের পরিকল্পনা রচনা করি। ফলে পরিকল্পনার কাঠামোর প্রতিই আমাদের ঝোঁক বেশী থাকে, পাঠের উদ্দেশ্যের কথা একেবারেই বিচার করি না। এর ফলে পাঠদানের কাজ ত্রুটিপূর্ণ হয়।

(৪) ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি— হার্বার্টের অনুষঙ্গের তত্ত্বের উপর (Association) তার পরিকল্পনার নীতি প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণে এই ধরনের তত্ত্বের যথেষ্ট ত্রুটি ধরা পরেছে। ফলে এই পদ্ধতিতে যে পাঠ পরিকল্পনা রচনা হয়, তা শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের অনুকূল নয়, বর্তমানে বহু বিকল্প পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়েছে। এইসব পদ্ধতির মধ্যে বেঞ্জামিন ব্লুমের (Bloom) পদ্ধতি অনেক বিজ্ঞানসম্মত।

(৫) শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার সুযোগের অভাব— সবশেষে প্রচলিত পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনা রচনা করলে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার সুযোগ খুব কমই থাকে। এই ধরনের পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে শিক্ষার্থী সক্রিয়তার উপাদান সংযোজন করার জন্য শিক্ষককে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয়। তাছাড়া সকল শিক্ষকের পক্ষে এই কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। ফলে আধুনিক শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিকে অস্বীকার করা হয়।

৬.৩.৭ পাঠ পরিকল্পনার নানা পদ্ধতি বা কৌশল (Different Approches to Lesson Planning) :

পাঠ পরিকল্পনার গঠন ও প্রকৃতি নিয়ে হার্বার্ট-এর পরও আরও নানা চিন্তাভাবনা এবং গবেষণা চলছে তাই বর্তমানে হার্বার্টীয় পদ্ধতি ছাড়াও আরও নানা পরিকল্পনা গড়ে উঠেছে। এগুলি হল ঃ

i) মূল্যায়নধর্মী পদ্ধতি বা ব্লুম পদ্ধতি (Evaluation Approch)

ii) জন ডিউই ও কিল প্যাট্রিক পদ্ধতি (Jhon Dewey & Kilpatrick Approach)

iii) মরিসন পদ্ধতি (Morrison's Approach)

এগুলি ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন দেশের নামানুসারে পাঠ-পরিকল্পনার পদ্ধতি। যেমন, আমেরিকা পদ্ধতি (America Approach) ২) ব্রিটিশ পদ্ধতি (British Approach) ৩) ভারতীয় পদ্ধতি (Indian Approach)। এটি মহীশূরের কলেজ অফ এডুকেশনের উদ্যোগে নির্মিত।

বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বি. এড-এর নতুন পাঠক্রমে হার্বার্ট পদ্ধতি ছাড়াও ব্লুম-এর পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। তাই এখানে ব্লুম-এর মূল্যায়নধর্মী পাঠ পরিকল্পনার প্রসঙ্গ আলোচনা করা হল।

৬.৩.৮ Bloom's Taxonomy of Educational Objectives

অনেক বিজ্ঞানী শিক্ষাগত উদ্দেশাবলীর বর্গীকরণের জন্য গবেষণা করেছেন। তাদের মধ্যে শিকাগো

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেঞ্জামিন এস. ব্লুম অগ্রগণ্য। অধ্যাপক ব্লুম (১৯৫৬) প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্যাবলীর বর্গীয়করণ করেন। অধ্যাপক ক্রাথ ওল (১৯৬৪) বর্গীকরণ করেন অনুভূতিমূলক এলাকা নিয়ে এবং অধ্যাপক হ্যারো (১৯৭২) করেন মানস সঞ্চালনমূলক এলাকা নিয়ে।

ব্লুমের বর্গীয়করণের চারটি স্বীকার্যের ভিত্তিতে গঠিত

১ বর্গীয়করণের আচরণগুলি প্রজ্ঞামূলক
২ প্রকৃতগতভাবে আচরণগুলি ঊর্ধ্বক্রমমূলক,
৩ প্রকৃতগতভাবে আচরণগুলি ক্রমপুঞ্জিত এবং
৪ আচরণগুলি হল শিখনের ফলজাত।

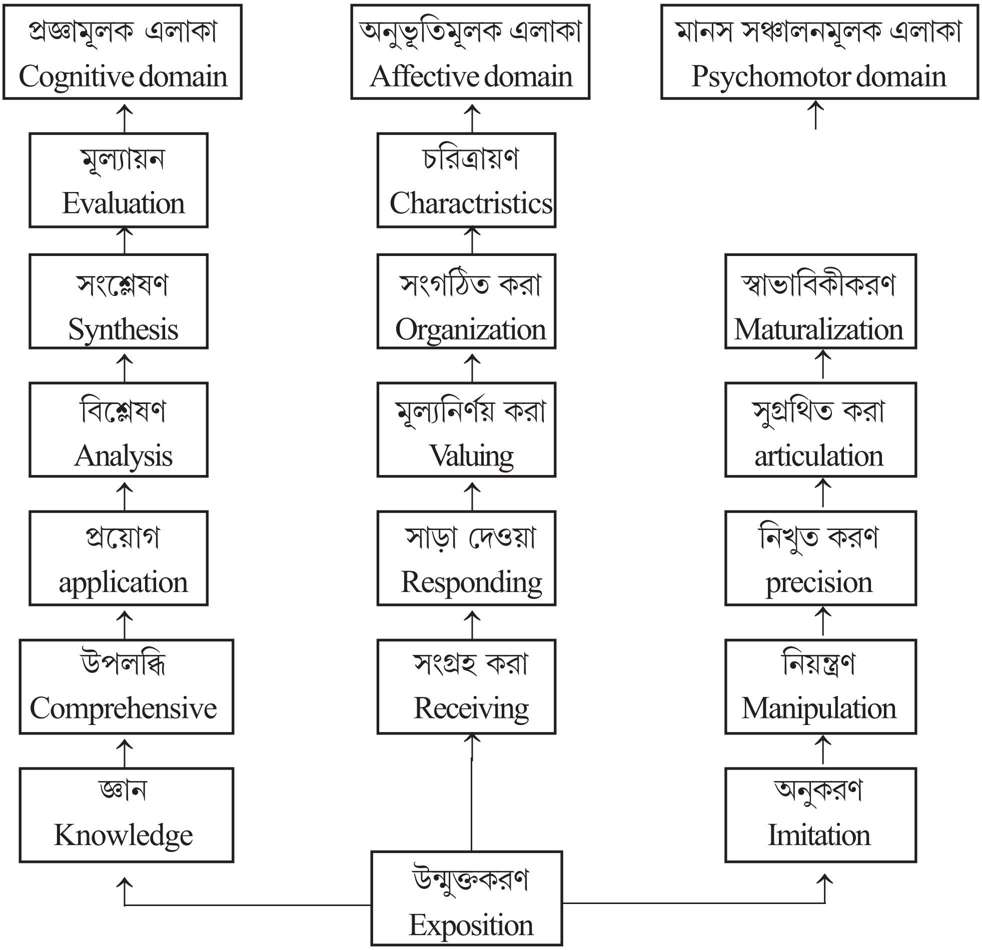
প্রজ্ঞামূলক এলাকা
Cognitive domain
মূল্যায়ন
Evaluation
সংশ্লেষণ
Synthesis
বিশ্লেষণ
Analysis
প্রয়োগ
application
উপলব্ধি
Comprehensive
জ্ঞান
Knowledge
অনুভূতিমূলক এলাকা
Affective domain
চরিত্রায়ণ
Charactristics
সংগঠিত করা
Organization
মূল্যনির্ণয় করা
Valuing
সাড়া দেওয়া
Responding
সংগ্রহ করা
Receiving
উন্মুক্তকরণ
Exposition
মানস সঞ্চালনমূলক এলাকা
Psychomotor domain
স্বাভাবিকীকরণ
Maturalization
সুগ্রথিত করা
articulation
নিখুত করণ
precision
নিয়ন্ত্রণ
Manipulation
অনুকরণ
Imitation

শিক্ষাগত উদ্দেশ্যাবলীর শ্রেণীকরণ।

Bloom-এর Taxonomy-র nierarchy এভাবেও দেখানো যায় ঃ

Knowledge	Comprehensive	Application
K	C	A
Evaluation	Synthesis	Analysis
E	S	

(১) জ্ঞান (Knowledge)— আগে পড়া কোন বিষয়বস্তুকে স্মরণ করা বোঝায়। প্রজ্ঞামূলক এলাকার শিখন ফলের সর্বনিম্ন স্তরকে প্রতিনিধিত্ব করে।

(২) উপলব্ধি (Comprehensive)— কোন বিষয়বস্তুকে সার্বিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতাকে সার্বিক উপলব্ধি বলা হয়। কোন বিষয়বস্তুকে সাধারণভাবে উপলব্ধির থেকে এক ধাপ উপরে এর অবস্থান বোধগম্যস্তরের (Understanding) নীচের স্তর হল এটি।

(৩) প্রয়োগ (Application)— পঠিত বা অর্জিত বিষয়বস্তুকে নতুন ও মূর্ত পরিস্থিতিতে কাজে লাগানোর ক্ষমতাকে বলা হয় প্রয়োগ। এই ক্ষেত্রে শিখন আরও উচ্চস্তরের হয়। উপলব্ধি স্তর থেকে বোধগম্যতার উচ্চচস্তরে এটি অবস্থান করে।

(৪) বিশ্লেষণ (Analysis) — কোন পঠিত বা জ্ঞাত বস্তুকে তার বিভিন্ন উপাদানে টুকরো টুকরো করে ফেলার ক্ষমতা যাতে এর সাংগঠনিক কাঠামোর তাৎপর্য ভালভাবে উপলব্ধি করা যায়। এখানে শিখনের ফলশ্রুতি সূচিত করছে আরও উচ্চ বৌদ্ধিক স্তর যা উপলব্ধি ও প্রয়োগ স্তরের উপরে থাকে। কারণ এই স্তরে বিষয়বস্তু ও সাংগঠনিক কাঠামোর জ্ঞান উপলব্ধি করার দরকার

(৫) সংশ্লেষণ (Synthesis) — সমস্ত অংশগুলি জুড়ে নতুন সমগ্র গঠন করার ক্ষমতাকে বলা হয় সংশ্লেষণ। শিখন ফলশ্রুতি এখানে সৃজনাত্মক আচরণের এলাকায় উপর গুরুত্ব দিচ্ছে এবং তা দেওয়া হয় নতুন প্যাটার্ন বা কাঠামো গঠন করার উপর।

(৬) মূল্যায়ন (Evaluation) — অধীত বিষয়বস্তুর মূল্য বিচার করার ক্ষমতাকেই বলা হচ্ছে মূল্যায়ন। সুনির্দিষ্ট বিচারের মান বা নীতি অনুযায়ী তা বিচার করা হবে।

ব্লুমের পরিকল্পনায় মূল্যায়ন পদ্ধতি (Evaluation Approch) তিনটি স্তরে বিভাজিত —

১) শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ (Formulating Educational Objective)

২) শিখন অভিজ্ঞতা তৈরী করা (Creating Learning Experiences)

৩) শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের মূল্যায়ন স্থিরীকরণ (Evaluating Change of Behaviours)

এগুলি ব্যতীত ব্লুমের পরিকল্পনায় আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় ঃ

১) শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্ত কার্যাবলী হবে উদ্দেশ্যভিত্তিক (Objective Centered)

২) শিক্ষণ ও পরীক্ষণ হবে উদ্দেশ্য ভিত্তিক (Objective Oriented)

৩) মূল্যায়ন বলতে কেবল শিক্ষণ ও পরীক্ষণ নয়, শিক্ষার্থীদের সার্বিক কার্যাবলী

৪) মূল্যায়ন এই শিক্ষার্থীদের কেবল শিখনগত মূল্যায়ন নয়, এ হল শিক্ষার্থীর সার্বিক আচরণ গত পরিবর্তনের মূল্যায়ন।

৫) এটি শিখন-শিক্ষণ উদ্দেশ্য, শিক্ষণ পদ্ধতি ও ব্যবহৃত শিক্ষাপকরণের মানও মূল্যায়ন করে।

৬) এটি শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিকক্ষেত্র (Cognitive Domain), প্রক্ষোভিক ক্ষেত্র (Affective Domain) এবং মেন্টরলাভের (Psychomotors Domain) দক্ষতামূলক ক্ষেত্র প্রভৃতির মূল্যায়ন করে।

৬.৩.৯ ব্লুমের বর্গীয়করণের উদ্দেশ্য এবং মানসিক প্রক্রিয়া বা ক্ষমতা (Objective & Mental Process or Ability in Bloom’s Taxonomy) :

উদ্দেশ্য	মানসিক প্রক্রিয়া বা ক্ষমতা
১. জ্ঞান	a. পুনরুদ্রেক
	b. প্রত্যভিজ্ঞা
২. উপলব্ধি comprehension	a. সম্পর্ক নিরুপণ করা
	b. উদাহরণ দেওয়া
	c. পার্থক্য করা
	d. শ্রেণীকরণ করা
	e. অনুরাগ
	f. পুনরায় সত্যতা নিরুপণ করা
	g. সাধারণীকৃত করা।
৩. প্রয়োগ	a. কারণ
	b ফর্মুলা নির্ণয়করা
	c. প্রতিষ্ঠা করা
	d. সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
	e. ফল ভবিষ্যৎবাণী করা
৪ বিশ্লেষণ	বিশ্লেষণ করা
৫ সংশ্লেষণ	সংশ্লেষণ করা
৬ মূল্যায়ন	মূল্যায়ন করা

৬.৩.১০ প্রজ্ঞামূলক উদ্দেশ্য ও তার আনুষঙ্গিক ক্রিয়াগত পদ (Cognitive Objectives & Association) :

উদ্দেশ্যাবলি	আনুষঙ্গিক ক্রিয়াশীল শব্দাবলী
১ জ্ঞান	১. সংজ্ঞা দাও, ২ বক্তব্য লেখ/বল, ৩ তালিকা তৈরী কর ৪ নাম করো, ৫ নাম লেখ, ৬ মনে কর (Read), ৭ প্রত্যাভিজ্ঞা (Recognize), ৮ তালিকায় দাগ দাও, ৯ নির্বাচন কর, ১০ পুনরায় উল্লেখ কর, ১১ পরিমাপ কর
২ উপলব্ধি	১. চিহ্নিত কর, ২. যুক্তি দাও, ৩. নির্বাচন কর, ৪. নির্দেশ কর, ৫. ব্যাখ্যা কর, ৬. উপস্থাপন কর, ৭. বিচার কর, ৮. পার্থক্য কর ৯. শ্রেণীকরণ কর
৩ প্রয়োগ	১. ফল (ভবিষ্যদবাণী কর), ২. নির্বাচন কর, ৩. মূল্য যাচাই কর (Assess), ৪. ব্যাখ্যা কর, ৫. অনেকগুলির মধ্যে পছন্দ কর, ৬. খোজ কর, ৭. দেখাও, ৮. প্রদর্শন কর, ৯. গঠন কর, ১০. গননা কর, ১১. ব্যবহার কর, ১২. সম্পাদন কর।
৪ বিশ্লেষণ	১. সংযোগ কর, ২. শনাক্তকর (Identify), ৩. উপসংহার টানো, ৪. পার্থক্য কর (Different rate), ৫. নির্বাচন কর, ৬. আলাদা কর (Separate), ৭. তুলনা কর, ৮. পার্থক্য দেখাও, ৯. ন্যায্যতা দেখাও, ১০. বিভিন্ন অংশে খন্ডিত কর (Berak down), ১১. সমালোচনা কর।
৫ সংশ্লেষণ	১. সংযোগ কর, ২. পুনরায় বল, ৩. সংক্ষিপ্তসার লেখো, ৪. সুনির্দিষ্ট করে সংক্ষেপে লেখো, ৫. যুক্তি দাও, ৬. আলোচনা কর, ৭. সংগঠিত কর, ৮. Service , ৯. নির্বাচন কর, ১০. সম্পর্কিত কর, ১১. সাধারণীকরণ কর, ১২. উপসংহার টানো।
৬ মূল্যায়ন	১. বিচার কর, ২. মূল্যায়ন কর, ৩. স্থির কর (Determine), ৪. পুনরায় চেনো, ৫. সমর্থন কর (Defend), ৬. আক্রমন কর, ৭. সমালোচনা কর, ৮. শনাক্ত কর (Indentify), ৯. এড়িয়ে যাও, ১০. নির্বাচন কর ১১. পছন্দ কর।

৬.৪ Lesson Plan পাঠটীকা

ইতিহাস পাঠ প্রধানত জ্ঞানমূলক পাঠ। এটি রসানুভূতিমূলক (Appreciation) বিষয় নয়। অনেকে বলেন যে শিক্ষার্থীরা ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানে না। সেইজন্য ইতিহাসের বিষয়বস্তু বলে (Narrate) দিয়ে তারপর সেই তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্ন করা উচিত কিন্তু একথা সত্য নয়। শিক্ষার্থীদের ভাবজটের সঙ্গে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে এবং জীবনভিত্তিক প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিষয়কে পড়িয়ে যেতে হবে এবং নতুন বিষয়কে ভাবজটের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন করে দিতে হবে। একে বিষয়বস্তুর বিকাশ (development of a lesson) বলে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বল যায় যে ''শেরশাহের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে'' শিক্ষার্থী কিছুই জানে না বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষার্থীর বর্তমানের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে। এই অভিজ্ঞতাই ভাবজট এবং এর সঙ্গেই শেরশাহের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন জ্ঞানের গ্রন্থিবন্ধন করতে হবে। প্রশ্নগুলি এরূপ হতে পারে — বর্তমানে কি ধরনের শাসন প্রচলিত? সম্রাট শেরশাহের আমলে কি ধরনের শাসন ছিল বলে তুমি মনে কর? সুশাসন করার জন্য সাম্রাজ্যকে কি ভাবে ভাগ করবে? শেরশাহ কিভাবে ভাগ করেছিলেন (চার্ট দেখিয়ে)? প্রজারঞ্জক সম্রাট প্রজার কল্যাণের জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন? দু একটি ব্যবস্থার উদাহরণ দাও। এইভাবে জীবনভিত্তিক প্রশ্ন করা যায়। এইসব প্রশ্নের উত্তরের জন্য ইতিহাসের বিষয়টিকে জানার প্রয়োজন হয়না। অথচ এইভাবে প্রশ্ন করলে বিষয়বস্তু বোঝান ও মনে রাখা অনেক সহজ হয়। শিক্ষক মহাশয়ের বলার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু বলতে হবে 'Developing' বা বিকাশমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে। 'Narration' এবং 'Recapituation' পদ্ধতি কখনই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত হতে পারে না। বিষয়কে প্রথমে বর্ণনা করার পদ্ধতিকে বলে Narration এবং তারপর এই বর্ণিত বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষ ও সরাসরি প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নেওয়ার পদ্ধতি 'Recapituation' বলে। অবশ্য ইতিহাসের এমন অনেক বিষয় আছে যাতে শিক্ষার্থীর প্রাসঙ্গিক অভিজ্ঞতা নাও থাকতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ছবি, চার্ট, মানচিত্র এবং সেগুলির উপর প্রশ্ন করে পড়াতে হবে এবং সম্ভব হলে জীবনভিত্তিক প্রশ্ন করতে হবে।

নিম্নে পাঠটীকা প্রণয়নের সোপানগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হল ঃ— প্রথমে পাঠটীকা প্রণয়নের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে হবে —

(১) বিদ্যালয়ের নাম (২) শ্রেণী (৩) শিক্ষার্থীর সংখ্যা (৪) শিক্ষার্থীর গড় বয়স (৫) সময় (৬) শিক্ষক/ শিক্ষিকার নাম (৭) তারিখ এই বিষয়গুলি পাঠটীকার শীর্ষে বাঁদিকে সাজিয়ে লিখতে হবে। ডানদিকে বিষয়ের নাম, একক, উপ-একক এবং আজকের পাঠ লিখতে হবে।

উদ্দেশ্য (Aim) ঃ— কোন বিষয় পড়াতে গেলেই কিছু উদ্দেশ্য থাকা দরকার। ইতিহাসের মত জ্ঞানমূলক বিষয় পাঠদানের উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা। পাঠটীকার এই উদ্দেশ্যকে চারভাগে ভাগ করা হয়

(১) জ্ঞানমূলক উদ্দেশ্য ঃ- শিক্ষার্থী কোন বিষয় স্মরণ করতে পারবে, দেখলে চিনতে পারবে — এই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন কে বোঝায়।

(২) বোধমূলক উদ্দেশ্য ঃ - বোধমূলক উদ্দেশ্য বলতে শিক্ষার্থী এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করতে শিখবে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে, শ্রেণীবিভাগ করতে পারবে এই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জনকে বোঝায়।

(৩) প্রয়োগমূলক উদ্দেশ্য ঃ- প্রয়োগমূলক সামর্থ্য বলতে পাঠগ্রহণের পর শিক্ষার্থী কোন ঘটনার কারণ নির্ণয় করতে পারবে, সিদ্ধান্ত নিতে পারবে এবং ব্যক্তিগত জীবনে অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করতে পারবে।

(৪) দক্ষতামূলক উদ্দেশ্য ঃ- শিক্ষার্থীরা কোন অভিজ্ঞতা হাতে কলমে প্রয়োগ করতে পারবে, বিষয় সংশ্লেষ বা সংক্ষেপ করতে পারবে, ছবি আঁকতে পারবে, তালিকা তৈরী করতে পারবে।

উপকরণ ঃ- (Teaching Aids) — ইতিহাস পাঠকে বাস্তব ও আকর্ষণীয় করার জন্য উদ্দেশ্যগুলিকে সার্থকভাবে রূপায়ণ করার জন্য পাঠদান কে মনস্তত্ত্ব সম্মত করার জন্য এবং বিষয়বস্তুর বিকাশের জন্য উপকরণের ব্যবহার প্রয়োজন। উপকরণের সংখ্যার মাত্রাধিক্য যেমন বর্জন করতে হবে, তেমনি অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক উপকরণের ব্যবহার দ্বারা পাঠদানকে একঘেয়ে ও জটিল করা চলবে না। ইতিহাসের ক্ষেত্রে মানচিত্র ও সময়রেখা উপকরণ হিসাবে প্রায় অপরিহার্য বলা যায়। এছাড়া চার্ট, গ্রাফ, ছবি, মডেল ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। এখানেও শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী উপকরণের ব্যবহার করতে হবে। পড়াবার সময় বোর্ডে রেখা, স্কেচ, চার্ট একে দিলে ভাল হয়। নীচু শ্রেণীতে জটিল ভাবে সময়রেখা উপস্থাপিত না করাই ভাল।

আয়োজন (Preparation) — পরবর্তী স্তর হল আয়োজন। এই স্তরটি হার্বাটের শিক্ষাদর্শকের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। যে বিষয়ে পাঠদান করা হবে সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অথবা কোনরূপ প্রাসঙ্গিক ধারণা আছে কিনা সেটা কৌশলে নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিয়ে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত করবেন। সুতরাং বিষয়বস্তু সম্পর্কিত ভাবজটের গ্রন্থি খুলে সেখানে নূতনভাব জুড়ে দিতে হবে। এখানে প্রশ্ন সংখ্যা, ৩/৪টির বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান অর্থাৎ সাধারণত পূর্বে যা পড়া হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই আয়োজন স্তরের প্রশ্ন করতে হবে। তবে ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বিষয়ের উপরে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত জ্ঞানের উপরও প্রশ্ন করা যায়।

পাঠঘোষণা (Announcement of the lesson) — আয়োজন স্তরের প্রশ্নগুলির উত্তরের সূত্র ধরেই শ্রেণীতে পাঠঘোষণা করা দরকার। নাটকীয় ভঙ্গীতে বা কৃত্রিমভাবে এই ঘোষণা না করে স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘোষণা করা উচিত।

উপস্থাপন (Presentation) — শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণী কক্ষে কিভাবে পাঠপরিচালনা করবেন তার বিবরণ দেওয়া হয় উপস্থাপন স্তরে। এই পর্বকে ৫টি ভাগে ভাগ করা হয় (১) বিষয়বস্তু (২) প্রদীপনের ব্যবহার (৩) ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ (৪) সম্ভাব্য প্রশ্ন (৫) সম্ভাব্য উত্তর । বিষয়বস্তুকে কয়েকটি পর্বেভাগ করে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক স্তর অনুযায়ী উপস্থাপিত করতে হবে।

পদ্ধতি (Method) — এই অংশে কোন কোন পদ্ধতি অনুসর করে শিক্ষক মহাশয় পাঠদান করবেন তা বলা হয়। নীচু ক্লাসে গল্প বলা পদ্ধতি অনুসরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। উচু ক্লাসে তথ্যভিত্তিক এবং জীবন ভিত্তিক প্রশ্নের যথাযথ মিশ্রণ গটিয়ে শ্রেণীকক্ষে চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, যুক্তিপ্রয়োগের ক্ষমতা বিশ্লেষণ ক্ষমতার উল্লেখ ঘটানো যায়। শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সবাইকে সক্রিয় করার জন্য প্রশ্ন করতে হবে।

পাঠ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সহায়তা নিয়ে বিষয়বস্তুকে সুসংবদ্ধভাবে সাজিয়ে প্রধান প্রধান জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষক মহাশয় বোর্ডে লিখে দেবেন। শিক্ষার্থীরা এগুলি খাতায় লিখে নেবে। দেখতে হবে যে এই কাজটুকু যেন পাঠদানে যান্ত্রিকতা না আনে।

উপস্থাপন পর্বে প্রদীপনের ব্যবহার পাঠদানের যে সময় ব্যবহৃত হবে পাঠপরিকল্পনার ঠিক সেই স্থানে প্রদীপনের ব্যবহার উল্লেখ থাকবে।

সম্ভাব্য প্রশ্ন অংশে বিষয় বা পাঠের অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন প্রশ্নের উল্লেখ থাকবে এবং সম্ভাব্য উত্তর অংশে এই প্রশ্নগুলির উত্তর লেখা থাকবে।

অভিযোজন (Evaluation) — আজকের পাঠ শিক্ষার্থীরা কতদূর আয়ত্ত করতে পেরেছে তার উপর শিক্ষক মহাশয় ৫/৬টি প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীদের উত্তরদান মোটামুটি ঠিক হলেই পাঠদান সার্থক হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

গৃহকাজ (Home work) — অভিযোজনের পর গৃহকাজ দিতে হবে। মনস্তাত্ত্বিক কারণে শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য, বর্তমান কর্মশিক্ষা (Work Education) রূপায়নের জন্য এবং স্বয়ংশিক্ষার (Self Education) অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শ্রেণীতে উপস্থাপিত বিষয়ের উপর কিছু গৃহকাজ দেওয়া প্রয়োজন। তবে বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্যদ গৃহকাজ দেওয়ার বিরোধী।

৬.৪.১ পাঠপরিকল্পনা (১)

বিদ্যালয়ের নাম —
শ্রেণী — নবম
বিভাগ —
শিক্ষার্থীর সংখ্যা —
গড় বয়স —
সময় —
শিক্ষক / শিক্ষিকার নাম —
তারিখ —

বিষয় — ইতিহাস
একক — খলজী বংশ
উপএকক — (১) জালালউদ্দিন খলজী
(২) আলাউদ্দিন খলজীর সাম্রাজ্য বিস্তার
(৩) আলাউদ্দিন খলজীর বাজার দর নিয়ন্ত্রণ।
আজকের পাঠ — আলাউদ্দিন খলজীর সাম্রাজ্যবিস্তার

আজকের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা —

উদ্দেশ্য ঃ

জ্ঞানমূলক ঃ

- কতদিন আলাউদ্দিনের উত্তর ভারত অভিযান চলেছিল তা জানতে পারবে।
- উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চল তিনি জয় করেছিলেন তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।
- জালালউদ্দিনের দক্ষিণ ভারত অভিযান কত দিন চলেছিল তা শিক্ষার্থীরা বলতে পারবে।

বোধমূলক ঃ

- আলাউদ্দিনের কিভাবে উত্তর ভারত অভিযান করেছিলেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- আলাউদ্দিন কিভাবে দক্ষিণ ভারত অভিযান করেন তা শিক্ষার্থীরা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক ঃ

আলাউদ্দিন উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জয় তার শাসন নীতিতে কী প্রভাব ফেলেছিল তা বলতে পারবে।

দক্ষতামূলক ঃ

তৎকালীন ভারতের মানচিত্রে আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ ঃ

সাধারণ ঃ

চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি

বিশেষ ঃ

আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্য চিহ্নিত তৎকালীন ভারতের মানচিত্র এবং টাইমলাইন।

পদ্ধতি ঃ

শিক্ষক/শিক্ষিকা মহাশয় /মহাশয়া আলোচ্য বিষয়বস্তু বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপনা করবেন। প্রয়োজনে তিনি প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা পদ্ধতির সাহায্য নেবেন।

আয়োজন ঃ

শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠে আকৃষ্ট করার জন্য তাদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে।

শিক্ষক / শিক্ষিকার প্রয়াস	**শিক্ষার্থীর প্রয়াস**
(১) দাস বংশের রাজত্বকালের পর দিল্লির সিংহাসনে কোন বংশের রাজত্বকাল শুরু হয়?	খলজি বংশ।
(২) খলজীবংশের প্রথম সুলতান কে ছিলেন?	জালালউদ্দিন খলজী
(৩) তাঁকে হত্যা করে কে সিংহাসনে বসেন?	আলাউদ্দিন খলজী
(৪) আলাউদ্দিন খলজী সম্পর্কে জালালউদ্দিনের কে হন?	ভ্রাতুষ্পুত্র এবং জামাতা

পাঠঘোষণা ঃ

আজ আমরা আলাউদ্দিন খলজীর সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পর্কে আলোচনা করব।

শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ

বিষয়বস্তু	প্রদীপনের ব্যবহার	ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ	সম্ভাব্য প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর
আলাউদ্দিন ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী সুলতান। উত্তর ভারতের বিরুদ্ধে তার অভিযান চলেছিল ১২৯৭ খ্রীঃ থেকে ১৩০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত। গুজরাটের বাঘেলা বংশীয় রাজা করণ বা বর্শদেবকে	টাইম লাইনে এই সময়টি দেখানো হবে।	উত্তর ভারত অভিযান চলে ১২৯৭ খ্রীঃ থেকে ১৩০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত।	রাজা কর্ণদেব কোথাকার রাজা ছিলেন ?	গুজরাটের।
সুলতানি সেনা পরাস্ত করে। তিনি ১২৯৭ খ্রীঃ গুজরাট অধিকার করেন এবং প্রচুর	মানচিত্রে গুজরাটের অবস্থান দেখানো হবে।	তিনি প্রথম গুজরাট অধিকার করেন।	কত খ্রীঃ তিনি গুজরাট অধিকার করেন	১২৯৭ খ্রীঃ
ধনরত্ন লাভ করেন। ক্যাম্বে বন্দর লুঠ করা হয়। মালিক কাফুর নামে এক যুদ্ধ বিশারদ দাসকে বন্দী করা হয়। আলাউদ্দিনের নির্দেশে তার সেনাদল রণথম্বোরের চৌহান		ক্যাম্বে বন্দর দখল করেন।	এই অভিযানে কোন দাসকে বন্দী করা হয় ?	মালিক কাফুর কে।
রাজা হাম্বীর দেবকে পরাস্ত করে বিখ্যাত দুর্গ অধিকার করেন। এর পর আলাউদ্দিন রাজপুতানার দিকে দৃষ্টি দেন এবং ১৩০৩ খ্রীঃ		এরপর রনথম্বোরের রাজা হাম্বীর দেবকে বন্দী করেন।	হাম্বীর দেব কোন বংশীয় রাজা ছিলেন ?	চৌহান
চিতোর দুর্গের পতন হয়। আলাউদ্দিনের দক্ষিশ ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালিত		এরপর রাজপুতানার দিকে দৃষ্টি দেন।		
হয়েছিল ১৩০৬ খ্রীঃ থেকে ১৩১২ খ্রীঃ এর মধ্যে। মালিক কাফুরের নেতৃত্বে সুলতানী সেনাদল ১৩০৬-০৭ খ্রীঃ দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রদেবকে পরাস্ত করে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে।	টাইম লাইনে সময়টি দেখানো হবে।	দক্ষিণ ভারত অভিযান পরিচালিত হয় ১৩০৬ খ্রীঃ থেকে ১৩১২ খ্রীঃ পর্যন্ত।	১৩০৬ -০৭ খ্রীঃ কোন রাজা বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন ?	দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র দেব

বিষয়বস্তু	প্রদীপনের ব্যবহার	ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ	সম্ভাব্য প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর
১৩০৯ - ১১ খ্রীঃ মালিক কাফুর দক্ষিণে অভিযান করে বরঙ্গাল বা তেলেঙ্গানার রাজা প্রতাপ রুদ্র দেবকে পরাস্ত করে। দ্বারসমুদ্র বা কনার্টক ও তামিলনাড়ুর হোয়েসেল বংশীয় রাজা তৃতীয় বীর বল্লাল মালিক কাফুরের হাতে বশ্যতা স্বীকার করে বার্ষিক করের প্রতিশ্রুতি দেন।	সময়টি টাইম লাইনে দেখানো হবে। মানচিত্রে স্থানগুলি দেখানো হবে।	দক্ষিণে অভিযান করেন- দেবগিরি, বরঙ্গাল বা তেলেঙ্গনা কর্নাটক, তামিলনাড়ু ইত্যাদি।	১৩০৯ - ১১ খ্রীঃ মালিক কাফুর তেলেঙ্গানায় কাকে পরাস্ত করেন?	রাজা প্রতাপ রুদ্র দেব।
এরপর সুলতান বাহিনী কৃষ্ণানদী পার হয়ে তামিল ভাষাভাষি পান্ড্য রাজ্য আক্রমণ করে।		কৃষ্ণা নদী পার হয়ে পান্ড্য রাজ্য আক্রমণ করেন।	তৃতীয় বীর বল্লাল কোন বংশের রাজা ছিলেন?	হোয়েসল বংশীয়
আলাউদ্দিন মোঙ্গলদের ভারত সীমান্ত পার করে হটিয়ে দেন।			পান্ড্য রাজ্য কোন ভাষা-ভাষির অঞ্চল ছিল?	তামিল ভাষাভাষি

অভিযোজন ঃ

শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞানপরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে —

(১) উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চল আলাউদ্দিন জয় করেন? (জ্ঞানমূলক)

(২) আলাউদ্দিন কিভাবে উত্তরভারত অভিযান করেন? (বোধমূলক)

(৩) আলাউদ্দিনের উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জয় তার শাসন নীতিতে কী প্রভাব ফেলেছিল? (প্রয়োগমূলক)

অভিযোজন ঃ

মানচিত্রে আলাউদ্দিনের অধিকৃত অঞ্চলগুলি চিহ্নিত কর। (দক্ষতামূলক)

গৃহকাজ ঃ

আজকের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের কিছু গৃহকাজ দেওয়া হবে। যেমন —

(১) আলাউদ্দিনের উত্তর ভারত অভিযান ব্যাখ্যা কর।

(২) আলাউদ্দিনের দক্ষিণ ভারত অভিযান ব্যাখ্যা কর।

৬.৪.২ পাঠপরিকল্পনা ২

বিদ্যালয়ের নাম —
শ্রেণী — নবম
শিক্ষার্থীর সংখ্যা —
গড় বয়স —
সময় —
শিক্ষক / শিক্ষিকার নাম —
তারিখ —
আজকের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা —

বিষয় — ইতিহাস
একক — দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য (দাস বংশ)
উপএকক — ১) দাস বংশ ও কুতুবুদ্দিন আইবক
২) ইলতুৎমিস
৩) সুলতানা রাজিয়া
৪) গিয়াসউদ্দিন বলবন।
আজকের পাঠ — দাস বংশ ও কুতুবউদ্দিন আইবক

উদ্দেশ্য ঃ

জ্ঞানমূলক ঃ

(১) মামেলুক কথার অর্থ কী তা বলতে পারবে।

(২) দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে তা বলতে পারবে।

বোধমূলক ঃ

(১) কিভাবে দিল্লীতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

(২) সুলতান কুতুবউদ্দিনের প্রতিষ্ঠিত বংশকে কেন ‘দাস বংশ’ বলা হয় তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

প্রয়োগমূলক ঃ

ভারতে সুলতানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

দক্ষতামূলক ঃ

মধ্যযুগে ভারতের মানচিত্র সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলির অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে।

উপকরণ ঃ

সাধারণ ঃ- চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি

বিশেষ উপকরণ — সুলতানী যুগে ভারতের মানচিত্র এবং টাইম লাইন।

পদ্ধতি ঃ

শিক্ষক / শিক্ষিকা মহাশয় / মহাশয়া আলোচ্য বিষয়বস্তু বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন করবেন। প্রয়োজনে তিনি প্রশ্নোত্তর এবং আলোচনা পদ্ধতির সাহায্য নেবেন।

আয়োজন ঃ

শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠে আকৃষ্ট করার জন্য তাদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির করা হবে।

শিক্ষক / শিক্ষিকার প্রয়াস	শিক্ষার্থীর প্রয়াস
১) সুলতান মামুদ কতবার ভারত আক্রমন করেন?	১৭ বার
২) আইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কবে হয়?	১১৯২ খ্রীঃ
৩) মহঃ ঘোরীর ভারত আক্রমনের সময় দিল্লীর	তৃতীয় পৃথ্বীরাজ চৌহান
৪) মহঃ ঘোরীর মৃত্যুর পর দিল্লীতে কোন বংশের রাজত্ব শুরু হয়?	দাসবংশের

পাঠঘোষণা ঃ

আজ আমরা দিল্লীর দাসবংশ এবং সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক সম্বন্ধে আলোচনা করব।

শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ

বিষয়বস্তু	**প্রদীপনের ব্যবহার**	**ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ**	**সম্ভাব্য প্রশ্ন**	**সম্ভাব্য উত্তর**
দ্বিতীয় তারইনের যুদ্ধের পর মহঃ ঘোরী ভারতের শাসনভার তার বিশ্বস্থ ক্রীতদাস কুতুবউদ্দিনের হাতে দিয়ে গজনীতে ফিরে যান। মহঃ ঘোরীর মৃত্যুর পর ১২০৬ খ্রীঃ কুতুবউদ্দিন ভারতের সুলতান পদ লাভ করেন।		মহঃ ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতুবউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।	কত খ্রীঃ কুতুবউদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।	১২০৬ খ্রীঃ
কুতুবউদ্দিন এবং তার পরবর্তী — দুজন সুলতান ইলতুৎমিস ও সুলতান বলবন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তাই এই রাজ	টাইম লাইনে কুতুবউদ্দিনের সিংহাসন আরোহনের কাল দেখানো হবে।	কুতুবউদ্দিনের পরবর্তী সুলতান ছিলেন ইলতুৎমিস।	কুতুবউদ্দিনের পর কে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।	ইলতুৎমিস

বংশকে 'দাস বংশ' বলা হয়। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক সুলতান কুতুবউদ্দিন ও তার পরবর্তী কয়েকজন — সুলতানকে মামেলুক বংশ বলেন। মামেলুক কথার অর্থ হল স্বাধীন পিতামাতার সন্তান ভাগ্যক্রমে দাসে পরিণত হওয়া		এই বংশ দাস বংশ নামে পরিচিত।	কেন এই বংশকে দাস বংশ বলা হয়?	কুতুবউদ্দিন ইলতুৎমিস এবং বলবন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলে এই বংশ দাস বংশ নামে পরিচিত।
১২০৬ খ্রীঃ থেকে দিল্লীতে সুলতানী সাম্রাজ্যের সূচনা হয়।		মামেলুক কথার অর্থ - স্বাধীন পিতা-মাতার সন্তান।		
১২০৮ খ্রীঃ গজনীর সুলতান গিয়াস উদ্দিন মামুদ কর্তৃক কুতুবউদ্দিন 'সুলতান' উপাধি লাভ করেন। সুলতান কুতুবউদ্দিন মাত্র চার বছর রাজত্ব করেন। এই সময়ে তিনি নতুন করে কোন রাজ্য জয় করেন নাই এবং নতুন কোন সংস্কার করেন নাই।	টাইম লাইনে কুতুবউদ্দিনের সিংহাসন আরোহনের কাল দেখানো হবে।	১২০৮ খ্রীঃ কুতুবউদ্দিন সুলতান উপাধিলাভ করেন	কুতুবউদ্দিন কার কাছ থেকে সুলতান উপাধি লাভ করেন?	গজনীর সুলতান গিয়াসউদ্দিন মামুদ।
তবে দিল্লীর সুলতানী শাসনের দাবীদার নাসিরুদ্দিন ও তাজউদ্দিনের বিদ্রোহ দমন করে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যকে রক্ষা করেন। ১২১০ খ্রীস্টাব্দে পোলো খেলার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে সুলতান কুতুবউদ্দিন মৃত্যু হয়।	সুলতান কুতুব উদ্দিনের রাজ্যসীমা দেখানো	সুলতান কুতুব উদ্দিন চার বছর রাজত্ব করেন।	কুতুবউদ্দিনের রাজত্ব কালের সময় কত ছিল?	চার বছর

তিনি ছিলেন দিল্লীর প্রথম স্বাধীন সুলতান। সুলতান কুতুবউদ্দিনের আমলে নির্মিত হয় — আলাই দরওয়াজা, এবং ইরানের উর্স থেকে আগত খাজা কুতুবউদ্দিনের স্মৃতি রক্ষার্থে দিল্লীতে কুতুব মিনার স্তম্ভ নির্মাণ শুরু করেন।	হবে।	তিনি নাসিরুদ্দিন ও তাজউদ্দিন বিদ্রোহ দমন করেন।	নাসিরুদ্দিন ও তাজউদ্দিন কে ছিলেন?	দিল্লীর সিংহাসনের দাবিদার
	টাইম লাইনে কুতবউদ্দিনের মৃত্যুর সময় দেখানো হবে।	১২১০ খ্রীঃ কুতুবউদ্দিনের মৃত্যু হয়।	কি করে কুতুব উদ্দিন মারা যান?	পোলো খেলার সময় ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে।
	কুতুব মিনারের মডেল দেখানো হবে।	আলাই দরওয়াজা ও কুতুব মিনার স্তম্ভ নির্মাণ শুরু করেন।	কুতুব মিনার কার স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়।	ইরানের উর্স থেকে আগত খাজা কুতুবউদ্দিনের স্মৃতি রক্ষার্থে।

অভিযোজন ঃ

শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে —

(১) ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)

(২) কিভাবে দিল্লীতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়? (বোধমূলক)

(৩) ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ফলে ভারতের রাজনীতিতে কী ধরেনর পরিবর্তন আসে? (প্রয়োগমূলক)

(৪) সুলতানী যুগে ভারতের মানচিত্রে কুতুবউদ্দিনের সাম্রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তা চিহ্নিত কর। (দক্ষতামূলক)

গৃহকাজ ঃ

আজকের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের কিছু গৃহকাজ দেওয়া হবে —

যেমন —

(১) সুলতান কুতুবউদ্দিনের বংশকে কেন দাস বংশ বলা হয়?

(২) কোন কোন ঐতিহাসিক কেন এই বংশকে মামেলুক বলে অভিহিত করেন?

(৩) মহঃ ঘোরীর পর সিংহাসনে বসার অধিকার কী কুতুবউদ্দিনের ছিল?

৬.৪.৩ পাঠপরিকল্পনা ৩

বিদ্যালয়ের নাম —
শ্রেণী — দশম
শিক্ষার্থীর সংখ্যা —
গড় বয়স —
সময় —
শিক্ষক / শিক্ষিকার নাম —
তারিখ —

বিষয় — ইতিহাস
একক — ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও সমাজসংস্কার আন্দোলন।
উপএকক — (১) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উৎস
(২) সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও রামমোহন
(৩) ডিরোজিও
(৪) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৫) রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দ
(৬) বিদ্যাসাগর
(৭) জাতীয় চেতনার উন্মেষ
(৮) জাতীয়তাবাদের প্রথম অধ্যায় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা
আজকের পাঠ — সমাজসংস্কার আন্দোলন ও রামমোহন।

উদ্দেশ্য ঃ

আজকের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা —

জ্ঞানমূলক —

(১) আধুনিক ভারতের জনক কাকে বলা হয় তা বলতে পারবে।

(২) কে ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেছিলেন তা জানতে পারবে।

(৩) তিনি কোন কোন পত্রিকাতে ‘বাল্যবিবাহ’ এবং ‘বহু বিবাহের’ ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন তা বলতে পারবে।

বোধমূলক —

(১) রাজা রামমোহন রায় কেন ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেছিলেন তার বর্ণনা দিতে পারবে।

(২) ‘সতীদাহ প্রথা’ নিবারনে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা কতখানি ছিল তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

(৩) রাজা রামমোহন রায় কেন ‘আত্মীয় সভা’ গঠন করেছিলেন তার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক —

(১) তৎকালীন হিন্দুধর্ম ও নব্যগঠিত ব্রাহ্মধর্মের তুলনা করতে পারবে।

(২) ব্রাহ্ম সমাজ এর সংস্কার আন্দোলন তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে কী পরিবর্তন এনেছিল তার বিশ্লেষণ করতে পারবে।

দক্ষতামূলক ঃ রামমোহন রায় সমাজ সংস্কারের জন্য যে যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সেগুলির একটি চার্ট তৈরী করতে পারবে।

উপকরণ ঃ

সাধারণ —চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ডে ইত্যাদি।

বিশেষ — রাজা রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলির চার্ট ও রাজা রামমোহন রায় এর মডেল।

পদ্ধতি ঃ

শিক্ষক মহাশয় আজকের পাঠের বিষয়বস্তু বক্তৃতার আকারে উপস্থাপন করবেন। পাঠদানের সময় তিনি আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্য নেবেন।

আয়োজন ঃ

শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে —

শিক্ষক / শিক্ষিকার প্রয়াস	শিক্ষার্থীর প্রয়াস
(১) ১৯ শতকে হিন্দু সমাজে কারা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে ছিল?	(১) ব্রাহ্মণরা
(২) তারা সাধারণ মানুষের উপর কি ধরনের ব্যবহার করত?	(২) অত্যাচার করত
(৩) ১৯ সতকে শ্রেণীগত বৈষম্য মুছে দিয়ে সর্বোদয় সমাজ সংস্কারকের গঠন করতে চেয়েছিলেন এমন করেয়কজন সমাজ নাম বলো।	(৩) ডিরোজিও, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ।

পাঠঘোষণা ঃ

আজ আমরা রামমোহন রায় সম্পর্কে আলোচনা করব।

শিক্ষক / শিক্ষিকার কাজ

বিষয়বস্তু	প্রদীপনের ব্যবহার	ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ	সম্ভাব্য প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর
আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২ - ১৮৩৩ খ্রীঃ) সংস্কার আন্দোলনের ‘প্রমিথিউস’। কারণ গ্রিসের আলোর দেবতা		আধুনিক ভারতের জনক রাজা রামমোহন রায়	(১) আধুনিক ভারতের জনক কাকে বলা হয়?	রাজা রামমোহন রায় কে।
প্রমিথিউসের মতো তিনি অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজে আশার আলো জেলে ছিলেন। প্রায় ১২টি ভাষায় দক্ষ রামমোহন কুসংস্কার বিরোধী আন্দোলন করতে ১৮১৫ খ্রীঃ তার অনুগামীদের নিয়ে ‘আত্মীয় সভা’ গঠন করেন। ১৮২১ খ্রীঃ	রাজারামমোহন রায়ের চিত্র দেখানো হয়।	তাকে বলা হয় সংস্কার আন্দোলনের ‘প্রমিথিউস’।	(২) কেন তাকে সংস্কার আন্দোলনের প্রমিথিউস বলা হয়?	কারণ গ্রিসের আলোর দেবতা প্রমিথিউসের মত তিনি অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজে আবার আলো জ্বেলে ছিলেন।
‘একেশ্বর বাদ’ ও ‘সমন্বয় বাদের’ জনপ্রিয়তার জন্য (ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়াল কমিটি) গঠন করেন। তার বন্ধু অ্যাডাম এ কাজে তাকে সাহায্য করেছিলেন। ১৮২৫ খ্রীঃ ‘বেদান্ত কলেজ’ ১৮২৭ খ্রীঃ ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান ইউনিটেরিয়াল অ্যাসোসিয়েশন’ এবং ১৮২৮ খ্রীঃ ‘ব্রাহ্ম সমাজ’ গঠন করে সংস্কার আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি কঠ,	টাইম লাইন ব্যবহার করে এগুলি দেখানো হবে।	রাজা রাম মোহন রায় ১২টি ভাষায় দক্ষ ছিলেন।	(৩) কত খ্রীঃ রাজা রাম মোহন রায় তার অনুগামীদের নিয়ে আত্মীয় সভা গঠন করেন? (৪) কত খ্রীঃ রাম মোহন রায় ব্রাহ্ম সমাজ গঠন করেন?	১৮১৫ খ্রীঃ ১৮২৮ খ্রীঃ
কেন, ঈশ, মন্ডুক ও মান্ডুক্য এই ৫টি উপনিষদের অনুবাদ করে বলেছিলেন জটিল	চার্টে সংস্কার গুলি দেকানো হবে।	বন্ধু অ্যাডাম তাকে ক্যালকাটা ইউনিটেরিয়াল	(৫) তিনি কয়টি উপনিষদের	৫টি

ধর্মাচার, যাগযজ্ঞ মানুষের মুক্তির পথ নয়, ১৮২৯ খ্রীঃ সতীদাহ প্রথা নিবারণে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ফলে মৃত স্বামীর চিতায় তার জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার প্রথা বন্ধ হয়। এছাড়া তিনি ‘সংবাদ কৌমুদী’ ও ‘সমাচার দর্পন’ পত্রিকাতে বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন, ১৮৩৩ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে তার মৃত্যুর পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭ - ১৯০৫ খ্রীঃ) ও কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৬ - ১৮৮৪ খ্রীঃ) ‘ব্রাহ্ম সমাজ’ ও কেশব চন্দ্র সেন ‘ভারতবর্ষীয় ও নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের কর্নধার ছিলেন।		কমিটি গঠনে সাহায্য করেন।	অনুবাদ করেছিলেন ?	
		কঠ, কেন, ঈশ মন্ডুক ও মান্ডুক্য উপনিষদের অনুবাদ করেন।		
		সতীদাহ প্রথা নিবারণে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। স্বামীর চিতায় জীবন্ত স্ত্রীকে পুড়িয়ে মারার প্রথাই হল ‘সতীদাহ প্রথা’।	তিনি কোন উপনিষদের অনুবাদ করেন।	কঠ, কেন, ঈশ, মন্ডুক, ও মান্ডুক্য উপনিষদ অনুবাদ করেন।
			তিনি কোন পত্রিকাতে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন ?	সংবাদ কৌমুদী ও সমাচার দর্পণ পত্রিকাতে।
	টাইম লাইন এবং চার্ট দেখানো হবে।	ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে রাজা রাম মোহন রায় এর মৃত্যু হয়।	কত খ্রীঃ কোথায় রাজা রামমোহন রায় এর মৃত্যু হয় ?	১৮৩৩ খ্রীঃ ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলে।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার ছিলেন। কর্ণধার	কেশবচন্দ্র সেন কোন ব্রাহ্ম সমাজের ছিলেন?	ভারতবর্ষীয় ও নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের কর্ণধার ছিলেন।

অভিযোজন ঃ

আজকের পাঠের নবলব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছে তা জানার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করা হবে —

১) ‘আধুনিক ভারতের জনক’ কাকে বলা হয়? (জ্ঞানমূলক)

২) রাজা রাম মোহন রায় কতগুলি ভাষায় দক্ষ ছিলেন? (জ্ঞানমূলক)

৩) রাজা রাম মোহন রায় কেন ‘ব্রাহ্মসমাজ’ গঠন করেন তার বর্ণনা দাও । (বোধমূলক)

৪) ‘ব্রাহ্মসমাজ’ এর সংস্কার আন্দোলন তৎকালীন ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে কি পরিবর্তন এনেছিল? (প্রয়োগমূলক)

গৃহকাজ ঃ

আজকের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের কিছু গৃহকাজ দেওয়া হবে। যেমন —

(১) রাজা রামমোহন রায় কে কেন সংস্কার আন্দোলনের ‘প্রমিথিউস’ বলা হয়?

(২) ‘সতীদাহ প্রথা’ নিবারণে রাজা রামমোহন রায়ের ভূমিকা নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

(৩) রাজা রামমোহন রায় কোন কোন উপনিষদের অনুবাদ করেছিলেন?

৬.৪.৪ পাঠপরিকল্পনা ৪

বিদ্যালয়ের নাম —
শ্রেণী — দশম
শিক্ষার্থীর সংখ্যা —
গড় বয়স —
সময় —
শিক্ষক / শিক্ষিকার নাম —
তারিখ —

বিষয় — ইতিহাস
একক — জাতীয় আন্দোলনের প্রধান প্রধান ধারা।
উপএকক — (১) কংগ্রেস ও বামপন্থা
(২) শ্রমিক আন্দোলন
(৩) ভারত ছাড় আন্দোলন
(৪) সুভাষচন্দ্র ও আই.এন.এ
(৫) নৌ-বিদ্রোহ
(৬) বিদ্যাসাগর
(৭) তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলন
আজকের পাঠ — ভারত ছাড় আন্দোলন

উদ্দেশ্য ঃ

আজকের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীরা —
জ্ঞানমূলক —

(১) তাম্রলিপ্ত সরকার কবে প্রতিষ্ঠিত হয় বলতে পারবে।

(২) মাতঙ্গীনি হাজরা ইতিহাসে কিনামে পরিচিত তা বলতে পারবে।

(৩) ভারত ছাড়ো আন্দোলন কবে থেকে শুরু হয় তা বলতে পারবে।

বোধমূলক ঃ

১) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ফল স্বরূপ ব্রিটিশদের অবস্থা কি হয়েছিল তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
২) মাতঙ্গিনী হাজরা ইতিহাসে কেন 'গান্ধি বুড়ী' নামে পরিচিত তার ব্যাখ্যা করতে পারবে।
৩) পুলিশি দমননীতির ফলে ভারতের জনমানসের অবস্থা শোচণীয় হল কেন তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

প্রয়োগমূলক ঃ

১) 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের সমাজজীবনে কী পরিবর্তন এসেছিল তা বিশ্লেষণ করতে পারবে।

২) পুলিশি দমননীতি ভারতীয় জনগণের উপর মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব ফেলেছিল তার বিশ্লেষণ করতে পারবে।

দক্ষতামূলক ঃ

১) কোন সময় ভারত ছাড় আন্দোলন হয়েছিল তা টাইম লাইনে দেখাতে পারবে।

২) ভারত ছাড়ো আন্দোলন কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল তা তৎকালীন ভারতবর্ষের মানচিত্রে দেখাতে পারবে।

উপকরণ ঃ

সাধারণ — চক, ডাস্টার, ব্ল্যাকবোর্ড।

বিশেষ — নির্দেশক দণ্ড, মানচিত্র এবং টাইম লাইন।

পদ্ধতি ঃ

শিক্ষক মহাশয় আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু বক্তৃতার আকারে উপস্থাপন করবেন। পাঠদানের সময় তিনি আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্য নেবেন।

আয়োজন ঃ

শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠে আকৃষ্ট করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি করবেন —

শিক্ষক / শিক্ষিকার প্রয়াস	শিক্ষার্থীর প্রয়াস
১) সর্বভারতীয় নেতৃত্বে আর্বিভূত হওয়ার পূর্বে গান্ধিজী কোন তিনটি আঞ্চলিক সংগ্রামে আবির্ভূত হন?	১) বিহারের চম্পারণ, গুজরাটের খেদা এবং আমেদাবাদের সুতাকল শ্রমিকদের আন্দোলনে।
২) সর্বভারতীয় কোন কোন বৈপ্লবিক আন্দোলন গান্ধিজী পরিচালনা করেন?	২) আইন অমান্য, অসহযোগ

৩) ১৯৪২ খ্রীঃ কোন আন্দোলন গান্ধিজী শুরু করেন?	৩) ভারত ছাড়ো আন্দোলন
৪) ভারত ছাড়ো আন্দোলন আর কী নামে পরিচিত?	৪) আগস্ট আন্দোলন

পাঠঘোষণা ঃ

আজ আমরা 'ভারতছাড়ো' বা আগস্ট আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করব।

বিষয়বস্তু	প্রদীপনের ব্যবহার	ব্ল্যাকবোর্ডের কাজ	সম্ভাব্য প্রশ্ন	সম্ভাব্য উত্তর
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯ - ১৯৪৫ খ্রীঃ) চলাকালে ক্রিসপ মিশন (১৯৪২ খ্রীঃ)এদেশে এলেও ভারতীয়দের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরনে ব্যর্থ হয়। ফলে গান্ধিজী 'ওয়ার্ধা' কংগ্রেসের অধিবেশনে' - 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা বলেন। ১৯৪২ খ্রীঃ ৯ই আগস্ট আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু ঐদিন ভোরে দিল্লীগামী একটি ট্রেনের মধ্যে গান্ধীজী গ্রেপ্তার হন। তারপর আরও অনেক কংগ্রেস নেতা বন্দী হন। এই খবর শুনে সারা দেশে উত্তাল আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।	ভারত ছাড়ো আন্দোলন কেথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল তা মানচিত্রে দেখানো হবে। টাইম লাইন দেখানো হবে।	মেদিনীপুরে ৭৩ বছরের বৃদ্ধামাতঙ্গিনী হাজরা ও তার সহযোগী রামচন্দ্রও তার সাথে কুড়ি হাজার মানুষ তমলুকের সরকারি অফিস আদালত ও থানা দখল করে। অজয় মুখার্জী সতীশ সামন্ত ও সুশীল ধারা তমলুক মহকুমা অফিস বা 'লাল বাড়ির' দখল নিয়ে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করেন।	কাদের নেতৃত্বে কুড়ি হাজার মানুষতম লুকোয় সরকারি অফিস আদালত ও থানা দখল করে? কারা কারা তমলুক মহকুমা অফিসের দখল নেয়? তাম্রলিপ্তে জাতীয় সরকার কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? মাতঙ্গিনী হাজরা ইতিহাসে কি নামে পরিচিত? পুলিশি দমন নীতির ফলে সাতজন মানুষ গ্রেপ্তার ও বা তা নিহত হন? আন্দোলনকারীকা কি কি ধ্বংস করেছিল?	মাতঙ্গিনী হাজরা ও তাঁর সহযোগী রামচন্দ্র বেরার নেতৃত্বে। অজয় মুখার্জী সতীশ সামন্ত ও সুশীল ধাড়া। ১৭ ই ডিসেম্বর ১৯৪২ খ্রীঃ গান্ধীবুড়ি নামে পরিচিত। ৬০ হাজারের বেশি মানুষ গ্রেপ্তার ও সাতশো এর বেশি নিহত হন। বহু রেল স্টেশন, থানা, ডাকঘর, সরকারি অফিস ইত্যাদি।

সমগ্র দেশ জুড়ে আন্দোলনে ব্যপ্তির কথা শুনে গান্ধিজী বলেছিলেন ‘সারা হিন্দুস্থান সে জ্বালামুখী ফুটেঙ্গে’। তিনি জীবনের দীর্ঘতম (১৪০ মিনটি) বক্তৃতায় ভারত ছাড় প্রস্তাব গ্রহন প্রসঙ্গে বলেছিলেন, আমি পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কিছুতেই খুশি নই। হয় সিদ্ধিলাভ নয় মৃত্যু। ভারত স্বাধীন করব অথবা মৃত্যুবরণ করব --- করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। (Do or Die)। মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, আসাম, বিহার বাংলা প্রভৃতি সর্বত্রই মানুষ গান্ধীজীর আবেদনে সারা দিয়ে আন্দোলনে সামিল হয়। মেদিনীপুরে ৭৩ বছরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা ও তার সহযোগী রামচন্দ্র বেরার নেতৃত্বে কুড়ি হাজার মানুষ তমলুকের সরকারি অফিস দখল করে পুলিশের গুলিতে মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যু হলে অজয় মুখার্জ্জী, সতীশ সামন্ত ও সুশীল ধারা তমলুকের মহকুমা অফিস বা লালবাড়ির দখল নিয়ে তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার (১৭৮৬ - ১৯৪২)খ্রীঃ প্রতিষ্ঠা করেন। মাতঙ্গিনী ইতিহাসে ‘গান্ধীবুড়ি’ নামে পরিচিত।

মাতঙ্গিনী হাজরা ইতিহাসে গান্ধিবুড়ি নামে পরিচিত।

আন্দোলনকারী বা বহু রেল স্টেশন, থানা, ডাকঘর, সরকারি অফিস ইত্যাদি ধ্বংস করেছিল।

ভারতছাড়ো আনোদানল কালে পুলিশি দমমনীতির ফলে ৬০ হাজারের বেশি মানুষ গ্রেপ্তার ও সাতশর বেশি মানুষ নিহত হন। অন্যদিকে আন্দোলনকারীবা বহু রেল স্টেশন, থানা, ডাকঘর, সরকারী অফিস ইত্যাদি ধ্বংস করেছিল। প্রকৃত সংহতি, সমন্বয়ও নেতৃত্বের অভাবে এই আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল তবে এটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছিল কারণ এমন গণজাগরণ আগে কোনদিন দেখা যায় নি।

অভিযোজন

আজকের পাঠের নবলব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থীরা কতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছে জানার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বার হবে—

(i) মাতঙ্গিনী হাজরা ইতিহাসে কী নামে পরিচিত? (জ্ঞানমূলক)

(ii) ভারতছাড়ো আন্দোলন কবে থেকে শুরু হয়? (জ্ঞানমূলক)

(iii) পুলিশি দমননীতির ফলে ভারতের জনমানসের অবস্থা কেবল শোচনীয় হয়েছিল? (বোধমূলক)

(iv) ‘ভারতছাড়ো’ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও তা স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে কতখানি প্রভাব ফেলেছিল বিশ্লেষণ কর। (প্রয়োগমূলক)

(v) ভারতছাড়ো আন্দোলন কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল তা মানচিত্রে চিহ্নিত কর। (দক্ষতামূলক)

গৃহকাজ

আজকের পাঠ সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের কিছু গৃহকাজ দেওয়া হবে যেমন—

(i) ভারতছাড়ো আন্দোলন কিভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে?

(ii) ভারতছাড়ো প্রস্তাব প্রসঙ্গে গান্ধীজী কি বলেছিলেন?

(iii) মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল?

(iv) সমগ্র দেশজুড়ে আন্দোলনের ব্যাপ্তির কথা শুনে গান্ধিজী কি বলেছিলেন?

৬.৫ (Summary)

সাধারণতঃ পাঠ বলতে আমার কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের একদিনের পাঠ্য অংশকে বুঝি। পাঠ বলতে আমরা বৃহত্তম অর্থে কতকগুলি সমস্যাকে বুঝি, যে সমস্যাগুলি শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট স্বল্প সময়ের মধ্যে যুক্তির দ্বারা বা সক্রিয়তার দ্বারা সমাধান করবে। এই ধরনের একক দৈনিক পাঠের জন্য যে পরিকল্পনা রচনা করা হয় তাকেই বলা হয় পাঠ পরিকল্পনা।

পাঠপরিকল্পনার উদ্দেশ্য পরিষ্কার থাকবে, বিষয়বস্তু যথাযোগ্য ক্রমে উপস্থাপিত হবে, শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন কৌশল নির্বাচন করতে হবে এবং সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার সুযোগ থাকবে।

৬.৬ Self check questions

(i) আদর্শ পাঠপরিকল্পনার নীতিগুলি উল্লেখ করুন।

(ii) নীচের বিষয়গুলি অবলম্বনে পাঠটীকা তৈরি করুন—

(i) গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম

(ii) সমাজ-সংস্কার আন্দোলন ও ডিরোজিও

৬.৭ Referenecs

১. দেবনাথ, দেবব্রত (২০০৯) ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি রীতা পাবলিকেশন, কলকাতা।

২. Mangal . SK & Mangal. Uma (২০০৮) Teaching of social studies, PHI learning private limited New Delhi.